শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথাঃ জয়ন্তু

※ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌর গুণধাম।

সূচীপত্র

মধ্যখণ্ড

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্রৌ জয়তঃ।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরবগ্রন্থ-গুটিকা—

শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলার আদিব্যাস শ্রীশ্রীনিত্যানন্দকৃপা-পাত্র

অপ্রাকৃত মহাকবি শ্রীশ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ *

[মঙ্গলাচরণ]

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ, সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ, বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১

বিভিন্ন পুঁথির ও মুদ্রিত-গ্রন্থের পাঠান্তরের সাংকেতিক চিহ্নঃ—'ক' ১০৬৫ তম বঙ্গাব্দে লিখিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ৪৮৩-সংখ্যক করলিপি; 'খ' ১৬৭০ তম শকাব্দে (১১৫৫বঙ্গাব্দে) লিখিত বরাহনগর শ্রীভাগবতাচার্য-পাদের শ্রীপাটস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত ৪৯৪-সংখ্যক করলিপি; 'গ' ১১৬৬ তম বঙ্গাব্দে লিখিত ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ২৩৫২-'বি'-সংখ্যক করলিপি; 'ঘ' ১১২২ তম বঙ্গাব্দে লিখিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত ২০৭-সংখ্যক করলিপি; 'ঙ' বরাহনগর শ্রীভাগবতাচার্য-পাদের শ্রীপাটস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত ৪৯২-সংখ্যক করলিপি; 'চ' ১২০৪তম বঙ্গাব্দে লিখিত শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে সংগৃহীত করলিপি; 'ছ' শ্রীপাট দেন্দুড় হইতে সংগৃহীত করলিপি; 'জ' ১২০৭ তম বঙ্গাব্দে লিখিত ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ২০৫ -সংখ্যক করলিপি; 'ঝ' ৪২৮ তম শ্রীচৈতন্যাব্দে (১৩২১ বঙ্গাব্দে) শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি- সম্পাদিত মুদ্রিত গ্রন্থ (২য় সংস্করণ); 'ঞ' ১৩২১ তম বঙ্গাব্দে বহরমপুরাস্থিত রাধারমণ-যন্ত্রে শ্রীরামদেব মিশ্র-কর্তৃক প্রকাশিত মুদ্রিত-গ্রন্থ; 'ক্বচিৎ পাঠ'—কোন কোন মুদ্রিত শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থের পাদটীকায় অনুল্লিখিত পুঁথির বা মুদ্রিত-গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ পাঠ।

পাদটীকায় ব্যবহৃত প্রথম-বন্ধনীর বামদিকের মুদ্রিত সংখ্যাটি মূল পয়ারের পংক্তির ক্রমিক সংখ্যা-নির্দেশক (এই সংখ্যাগুলি পয়ারের বামপার্শ্বে বা প্রান্তে ৫, ১০, ১৫ … ইত্যাদি ক্রমে গ্রন্থের প্রতি-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে); (১ম), (২য়), (৩য়)—এইরূপ প্রথম-বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যাগুলি—ঐ পংক্তির যতগুলি পদ আছে, তাহাদের সংখ্যা-জ্ঞাপক হাইফেন-দ্বারা সংযুক্ত সমাসবদ্ধ একাধিক পদগুলি একটিমাত্র পদরূপে গণিত হইয়াছে; পাঠান্তরের পর [ক], [খ][গ]—এইরূপ তৃতীয়-বন্ধনীর মধ্যস্থিত বর্ণগুলি—উপরি-বর্ণিত পুঁথির ও মুদ্রিত-গ্রন্থের পরিচায়ক সাংকেতিক-

---

* শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ, শ্রীগুরবে নমঃ, শ্রীবৈষ্ণবেভ্যো নমঃ [গ], শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ [ছ], শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি [ঝ]।

যে-সব বৈষ্ণব গেলা প্রভু-দরশনে। সময় করিলা প্রভু তাঁ'সভার সনে॥ ৪৯
"কালি শুক্লাম্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া। মোর দুঃখ নিবেদিমু নিভৃতে বসিয়া॥" ৫০
হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান্ পণ্ডিত। দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহা-হরষিত॥ ৫১
যথাকৃত্য করি' উষঃকালে সাজি লঞা। চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হঞা॥ ৫২
এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে। কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে'॥ ৫৩
যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে'। অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্বক্ষণ ধরে'॥ ৫৪
উষঃকালে উঠিয়া যতেক ভক্তগণ। পুষ্প তুলিবারে আসি' হইলা মিলন॥ ৫৫
সভেই তোলেন পুষ্প কৃষ্ণকথা-রসে। গদাধর গোপীনাথ রামাঞি শ্রীবাসে॥ ৫৬
হেনই সময়ে আসি' শ্রীমান্ পণ্ডিত। হাসিতে হাসিতে ? তথা হৈলা উপনীত॥ ৫৭
সভেই বোলেন, "আজি বড় দেখি হাস্য ?" শ্রীমান্ বোলেন, "আছে কারণ অবশ্য॥" ৫৮
"কহ দেখি ?"—বোলে সব ভাগবতগণ। শ্রীমান্‌পণ্ডিত বোলে, "শুনহ কারণ॥ ৫৯
পরম অদ্ভুত-কথা, মহা-অসম্ভব। নিমাঞিপণ্ডিত হৈলা পরম-বৈষ্ণব॥ ৬০
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে। শুনি' আমি সম্ভাষিতে গেলাঙ বিকালে॥ ৬১
আমা দেখি করিলেন সত্বরে সম্ভাব। তিলার্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ॥ ৬২
নিভৃতে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকথা। যে-যে-স্থানে দেখিলেন যে-অপূর্ব যথা॥ ৬৩
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম। নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥ ৬৪
সর্ব-অঙ্গে মহাকম্প-পুলকে পূর্ণিত। 'হা কৃষ্ণ !' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত॥ ৬৫
সর্ব-অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মূর্ছিত। কথোক্ষণে বাহ্যদৃষ্টি হৈলা চমকিত॥ ৬৬
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা। হেন বুঝি—গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা॥ ৬৭
যে ভক্তি দেখিলুঁ আমি তাহান নয়নে। তাহানে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে॥ ৬৮
সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে। 'শুক্লাম্বর-গৃহে কালি মিলিবা সকালে॥ ৬৯
তুমি আর সদাশিব-পণ্ডিত মুরারি। তোমা' সভা' স্থানে দুঃখ করিমু গোহারি॥' ৭০
পরম-মঙ্গল এই কহিলাঙ কথা। অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্বথা॥" ৭১
শ্রীমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণ। 'হরি' বলি' মহা-ধ্বনি করিলা তখন॥ ৭২
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার। "গোত্র বাঢ়াউন কৃষ্ণ আমা' সভাকার॥" ৭৩
তথা হি (গোভিল-পরিশিষ্টম্*, শ্রাদ্ধকল্প ২য় খণ্ড ৩৩ সূত্র)—"গোত্রং নো বর্ধতাম॥" ইতি॥ ৭৪

---

১ (৫ম) সম্ভাষা [চ, ছ, ঞ]; ৩ (৩য়, ৪র্থ) আইলা শ্রীবাসপণ্ডিত [চ]; ৫ (২য়, ৩য়) কুন্দ-গাছ [ক্বচিৎ পাঠ], কুন্দপুষ্প [ঘ, চ, ছ,]; ৬ (৩য়) তুলে [ক, খ, চ, জ,], (৮ম) অনন্ত [ক, খ, গ, ঙ]; ৭ (৩য়) সকল [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঞ]; ৯ (৭ম—৯ম) আসি হৈলা বিদিত [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ]; ১৪ (১ম—৪র্থ) "পরম-বিরক্ত-রূপ সকল [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৬ (৩য়) প্রভু [চ], (৫ম—১০ম) "নয়নে প্রেমধারা বহে অবিরাম॥" [গ]; ১৭ (৬ষ্ঠ) বুলিয়া [ক, ছ]; ১৮ (৮ম, ৯ম) হইল চকিত [ক, খ, চ, জ, ঞ] হৈলা সুচকিত [ক্বচিৎ পাঠ]।

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-সম্পাদিত ২য় সংস্করণ—এসিয়াটিক্ সোসাইটি প্রকাশিত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে।

আনন্দে করেন সভে কৃষ্ণ-সংকথন। উঠিল মধুর কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্তন॥ ৭৫
"তথাস্তু তথাস্তু" বোলে ভাগবতগণ। "সভেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥" ৭৬
হেনমতে পুষ্প তুলি' ভাগবতগণ। পুজা করিবারে সভে করিলা গমন॥ ৭৭
শ্রীমান্পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে। যথা শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী—তাঁ'র মন্দিরে॥ ৭৮
শুনিয়া এ-সব কথা প্রভু-গদাধর। শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর॥ ৭৯
'কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি' গিয়া।' থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইঞা॥ ৮০
সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্, শুক্লাম্বর। মিলিলা সকল যত প্রেম অনুচর॥ ৮১
হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ। আসিয়া মিলিলা যথা বৈষ্ণব-সমাজ॥ ৮২
পরম আদরে সভে করেন সম্ভাষ। প্রভুর নাহিক বাহ্যদৃষ্টির প্রকাশ॥ ৮৩
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণে। পঢ়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণে॥ ৮৪
"পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা?" এত বলি' স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা॥ ৮৫
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে। "কৃষ্ণ কোথা?" বলি' পড়িলেন মুক্তকেশে॥ ৮৬
প্রভু পড়িলেন মাত্র হা 'কৃষ্ণ!' বলিয়া। ভক্তসভে পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া॥ ৮৭
গৃহের ভিতরে মূর্ছা গেলা গদাধর। কে বা কোন্ দিগে পড়ে-নাহি পরাপর॥ ৮৮
সভেই হইলা প্রেম আনন্দে মূর্ছিত। হাসেন জাহ্নবী দেবী দেখিয়া বিস্মিত॥ ৮৯
কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর। 'কৃষ্ণ!' বলি' কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥ ৯০
"কৃষ্ণ রে প্রভু রে! মোর কোন্ দিগে গেলা?" এত বলি' প্রভু পুন ভূমিতে পড়িলা॥৯১
কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভু শ্রীশচীনন্দন। চতুর্দিগে বেঢ়ি কান্দে ভাগবতগণ॥ ৯২
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে। না জানে ঠাকুর কিছু নিজ-প্রেমরঙ্গে॥ ৯৩
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দনে। প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবনে॥ ৯৪
স্থির হঞা ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বম্ভর। তথাপি আনন্দধারা বহে নিরন্তর॥ ৯৫
প্রভু বোলে, "কোন্ জন গৃহের ভিতর?" ব্রহ্মচারী বোলেন, "তোমার গদাধর"॥ ৯৬
হেঠ-মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর। দেখিয়া সন্তোষে বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ৯৭
প্রভু বোলে, "গদাধর! তোমরা সুকৃতি শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়মতি॥ ৯৮
আমার সে হেন-জন্ম গেল বৃথা-রসে। পাইনু অমুল্য নিধি গেল দিন-দোষে॥" ৯৯
এত বলি' ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর। ধূলায় লোটায় সর্ব-সেব্য কলেবর॥ ১০০
পুনঃপুন হয় বাহ্য, পুনঃপুন পড়ে। দৈবে রক্ষা পায় নাক-মুখ সে-আছাড়ে॥ ১০১
মেলিতে না পারে' দুই চক্ষু প্রেমজলে। সবে মাত্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' শ্রীবদনে বোলে॥ ১০২

---

৩ (৪র্থ) সর্বভক্তগণ [ক, গ, ঘ, ছ, জ, ঝ]; ৮ (৮ম) -সমাঝ [ক, চ, ছ, জ]; ৯ (২য়) আনন্দে [ক্বচিৎ পাঠ]; ১১ (৫ম) কৃষ্ণ [ঘ, জ]; ২৫ (১০ম) দৈব- [ক্বচিৎ পাঠ]; ২৮ (৪র্থ) পূর্ণ [ক্বচিৎ পাঠ]।

ধরিয়া সভার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর। “কৃষ্ণ কোথা ? ভাইসব ! বোলহ সত্বর ॥” ১০৩
প্রভুর দেখিয়া আর্তি কান্দে ভক্তগণ। কা’রো মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন ॥ ১০৪
প্রভু বোলে, “মোর দুঃখ করহ খণ্ডন। আনি দেহ’ মোরে নন্দগোপের নন্দন ॥” ১০৫
এত বলি’ শ্বাস ছাড়ে, পুনঃপুন কান্দে। লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে ॥ ১০৬
এই সুখে সর্বদিন গেল ক্ষণপ্রায়। কথঞ্চিত সভা’ প্রতি হইলা বিদায় ॥ ১০৭
গদাধর, সদাশিব, শ্রীমান্‌পণ্ডিত। শুক্লাম্বর-আদি সভে হইলা বিস্মিত ॥ ১০৮
যে যে দেখিলেন প্রেম, সভেই অবাক্। অপূর্ব দেখিয়া কারো দেহে নাহি বাহ্য ॥ ১০৯
বৈষ্ণব-সমাজে সভে আইলা হরিষে। আনুপূর্বি কহিলেন অশেষ-বিশেষে ॥ ১১০
শুনিয়া সকল মহাভাগবতগণ। ‘হরি হরি’ বলি’ সভে করেন ক্রন্দন ॥ ১১১
শুনিঞা অপূর্ব প্রেম সভেই বিস্মিত। কেহো বোলে, “ঈশ্বর বা হইলা বিদিত ॥” ১১২
কেহো বোল, “নিমাঞিপণ্ডিত ভাল হৈলে। পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে ॥”
কেহো বোলে, “হইবেক কৃষ্ণের রহস্য। সর্বথা সন্দেহ নাঞি, জানিবা অবশ্য ॥” ১১৪
কেহো বোলে, “ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে। কিবা দেখিলেন কৃষ্ণ প্রকাশ গয়াতে ॥” ১১৫
এইমত আনন্দে সকল ভক্তগণ। নানা-জন নানা-মত করেন কথন ॥ ১১৬
সভে মিলি’ করিতে লাগিলা আশীর্বাদ। “হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ ॥” ১১৭
আনন্দে লাগিলা সভে করিতে কীর্তন। কেহো গায়, কেহো নাচে, করয়ে ক্রন্দন ॥ ১১৮
হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে। ঠাকুর আবিষ্ট হঞা আছেন স্ব-রসে ॥ ১১৯
কথঞ্চিত বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর। চলিলেন গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের ঘর ॥ ১২০
গুরুর করিলা প্রভু চরণ বন্দন। সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১২১
গুরু বোলে, “বাপ ! ধন্য তোমার জীবন। পিতৃকুল মাতৃকুল করিলা মোচন ॥ ১২২
তোমার পঢ়ুয়া সব তোমার অবধি। পুঁথি কেহো নাহি মেলে’ ব্রহ্মা বলে যদি ॥ ১২৩
এখনে আইলা তুমি সভার প্রকাশ। কালি হৈতে পঢ়াইবা, আজি যাহ বাস ॥” ১২৪
নমস্করি’ গুরুরে চলিলা বিশ্বম্ভর। চতুর্দিগে পঢ়ুয়া-বেষ্টিত শশধর ॥ ১২৫
আইলেন শ্রীমুকুন্দ-সঞ্জয়ের ঘরে। আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে ॥ ১২৬
গোষ্ঠীসহ মুকুন্দসঞ্জয় পুণ্যবন্ত। যে হইল আনন্দ তাহার নাহি অন্ত ॥ ১২৭
পুরুষোত্তমসঞ্জয়েরে প্রভু কৈলা কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তা’র নয়নের জলে ॥ ১২৮
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ। পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন ॥ ১২৯

---

৩ (১০ম) নন্দগোপেন্দ্র- [খ, ঙ, চ]; ৭ (৩য়) দেখিলেক [খ, ঘ]; ৮ (১ম—৩য়) বৈষ্ণব-সমাজ তবে হইলা [কচিৎ পাঠ], (৫ম) সানুপূর্বে [ক, খ, গ, ঘ, চ]; ১২ (৮ম) আছে [খ, গ, ঙ, জ, ঞ]; ১৭ (৯ম) প্রেমরসে [গ] স্বভাবে [চ], পূর্ণরসে [জ], নিজরসে, ভাবরসে, ভাবাবেশে [কচিৎ পাঠ]; ২১ (১ম) আমার [ছ]: ২৪ (৬ষ্ঠ) বিষ্ণুমণ্ডপ দুয়ারে [গ]; ২৬ (৮ম) প্রেমানন্দ- [খ, ঘ, চ, ছ, জ]।

শুভ-দৃষ্টিপাত প্রভু করি' সভাকারে। আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে ॥ ১৩০
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুগৃহের দুয়ারে। প্রীত করি' বিদায় দিলেন সভাকারে ॥ ১৩১
যে যে জন আইসেন প্রভু সম্ভাষিতে। প্রভুর চরিত্র কেহো না পারে' বুঝিতে ॥ ১৩২
পূর্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন। পরম-বিরক্ত-প্রায় থাকে সর্বক্ষণ ॥ ১৩৩
পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে। পুত্রের মঙ্গল লাগি' গঙ্গা-কৃষ্ণে পূজে ॥ ১৩৪
"স্বামী নিলা কৃষ্ণ মোর নিলা পুত্রগণ। অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥ ১৩৫
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেহ' বর। সুস্থ-চিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর ॥" ১৩৬
লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র-সমীপে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥ ১৩৭
নিরবধি শ্লোক পড়ি' করেন ক্রন্দন। "কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" বোলে অনুক্ষণ ॥ ১৩৮
কখনো কখনো যেবা হুঙ্কার করয়ে। ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে ॥ ১৩৯
রাত্রে নিদ্রা নাহিক প্রভুর কৃষ্ণরসে। বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে পড়ে বৈসে ॥ ১৪০
ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ। উষঃকালে গঙ্গাস্নানে করেন গমন ॥ ১৪১
আইলেন মাত্র প্রভু করি' গঙ্গা-স্নান। পঢ়ুয়ার বর্গ আসি' হৈলা উপস্থান ॥ ১৪২
'কৃষ্ণ' বিনা ঠাকুরের না আইসেন বদনে। পঢ়ুয়া সকল ইহা কিছুই না জানে ॥ ১৪৩
অনুরোধে প্রভু বসিলেন পঢ়াইতে। পঢ়ুয়া-সভার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥ ১৪৪
'হরি' বলি' পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ। শুনিঞা আনন্দ হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৪৫
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনি' সে হরিধ্বনি। শুভদৃষ্টি সভারে করিলা দ্বিজমণি ১৪৬
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান। সূত্র-বৃত্তি-টীকাদি সকলে হরিনাম ॥ ১৪৭
প্রভু বোলে, "সর্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বিনা না বোলয়ে আন ॥ ১৪৮
কর্তা হর্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর। অজ-ভব-আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ ১৪৯
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে। ব্যর্থ জন্ম যায় তা'র অসত্য-বচনে ॥ ১৫০
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন। সর্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন' ॥ ১৫১
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়। ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥ ১৫২
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন। সেবকবৎসল নন্দগোপের নন্দন ॥ ১৫৩
হেন কৃষ্ণনামে যা'র নাহি রতি মতি। পড়িয়াও সর্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি ॥ ১৫৪
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥ ১৫৫
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ইহাতে সন্দেহ যা'র, সেই দুঃখ পায় ॥ ১৫৬
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে'। সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম নাহি জানে ॥ ১৫৭

৩ (১ম, ২য়) যেই [ঘ, ছ, জ, ঝ], (১২শ) লখিতে [থ, ঙ]; ৫ (১০ম) -বিষ্ণু [ক, খ, গ, ঝ, ঞ]; ১১ (৫ম) প্রেমরসে [ক, ঙ]; ১২ (২য়) জন [ঘ, ঝ]; ২১ (১১শ) অকথ্য কথনে [ছ, জ, ঝ]; ২৩ (১ম) মূর্খ [ক, খ, চ, ছ, জ], (৮ম) পথ [ক, ঙ]।

শাস্ত্রের না জানে মর্ম অধ্যাপনা করে। গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ।। ১৫৮
পড়িয়া শুনিঞা লোক গেল ছারখারে। কৃষ্ণ-মহামহোৎসব বঞ্চিল তাহারে ।। ১৫৯
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি দান। হেন কৃষ্ণে ছাড়ি' লোক করে' অন্য ধ্যান ॥ ১৬০
অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈলা মোচন। কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্তন ? ১৬১
যে-কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র। না বোলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র ।। ১৬২
যে-কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল। তাহা ছাড়ি' নৃত্য-গীত করয়ে মঙ্গল ॥ ১৬৩
অজামিল উদ্ধারিল যে কৃষ্ণের নামে। ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে ॥ ১৬৪
শুন ভাই-সব! সত্য আমার বচন। ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন ।। ১৬৫
যে-চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ। যে-চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধদাস ॥ ১৬৬
যে-চরণ হইতে জাহ্নবী পরকাশ। হেন পাদপদ্মে ভাই! সভে হও দাস ॥ ১৬৭
দেখি,—কা'র শক্তি আছে এই নবদ্বীপে। খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে ॥ ১৬৮
পর-ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ-মূর্তিময়। যে-শব্দে যে বাখানেন সেই সত্য হয় ।। ১৬৯
মোহিত পঢ়ুয়া-সব শুনে একমনে। প্রভুও বিহ্বল হঞা সুসত্য বাখানে ॥ ১৭০
সহজেই শব্দমাত্রে 'কৃষ্ণ সত্য' কহে। ঈশ্বর যে বাখানেন কিছু চিত্র নহে ॥ ১৭১
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর। স-লজ্জিত হঞা কিছু কহয়ে উত্তর ॥ ১৭২
"আজি আমি কোনরূপ সুত্র বাখানিলুঁ ?" পঢ়ুয়া-সকল বোলে, "কিছু না বুঝিলুঁ ।।১৭৩
যত কিছু শব্দে বাখানহ 'কৃষ্ণ'-মাত্র। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ?" ১৭৪
হাসি' বোলে বিশ্বম্ভর, "শুন সব ভাই! পুঁথি বান্ধ', আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই ।।" ১৭৫
বান্ধিয়া পুস্তক সভে প্রভুর বচনে। গঙ্গাস্নানে চলিলেন বিশ্বম্ভর-সনে ।। ১৭৬
গঙ্গাজলে কেলি করে' প্রভু বিশ্বম্ভর। সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ-শশধর ।। ১৭৭
গঙ্গাজলে কেলি করে' বিশ্বম্ভর-রায়। পরম-সুকৃতি-সব দেখে নদীয়ায় ।। ১৭৮
ব্রহ্মাদির অভিলাষ যে-রূপ দেখিতে। হেন প্রভু বিপ্ররূপে খেলেন জগতে ।। ১৭৯
গঙ্গাঘাটে স্নান করে' যত সব জন। সভেই চাহেন গৌরচন্দ্রের বদন ।। ১৮০
অন্যে অন্যে সর্বজনে কহয়ে বচন। "ধন্য পিতা মাতা—যাঁ'র এ-হেন নন্দন ।।" ১৮১
গঙ্গার বাঢ়িল প্রভু পরশে উল্লাস। আনন্দে করয়ে দেবী তরঙ্গ প্রকাশ ।। ১৮২
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করয়ে জাহ্নবী। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'র পদযুগ-সেবী ।। ১৮৩
চতুর্দিগে প্রভুরে বেঢ়িয়া জহ্নুসুতা। তরঙ্গের ছলে জল দেয় অলক্ষিতা ॥ ১৮৪
বেদে মাত্র এ-সব লীলার মর্ম জানে। কিছু শেষে ব্যক্ত হৈব সকল পুরাণে ।। ১৮৫

---

১ (৯ম) মাত্র [ঙ, ঝ, ঞ]; ২ (৭ম) বঞ্চিত [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ]; ৩ (৮ম) প্রভু [ঙ. চ, ছ, জ, ঞ]; ৪ (৭ম) দুঃখে [কচিৎ পাঠ]; ১০ (৯ম, ১০ম) কর আশ [খ, গ, ঙ]; ১৩ (৮ম) আপনা [গ, ঙ, চ, ঞ], সত্যে সে [খ, ঝ]; ১৫ (৫ম, ৬ষ্ঠ) লজ্জিত হইয়া [খ, ঝ]; ২১ (৪র্থ) শ্রীগোরাঙ্গ- [কচিৎ পাঠ]; ২৭ (৮ম) দেই [ক, খ, ঙ, জ, ঝ]।

স্নান করি' গৃহে আইলেন বিশ্বম্ভর। চলিলা পঢ়ুয়াবর্গ যা'র যথা ঘর॥ ১৮৬
বস্ত্র পরিবর্ত করি' ধুইলা চরণ। তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন॥ ১৮৭
যথাবিধি করি' প্রভু গোবিন্দ-পূজন। আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন॥ ১৮৮
তুলসীর মঞ্জরী-সহিত দিব্য অন্ন। মায়ে আনি' সম্মুখে করিলা উপসন্ন॥ ১৮৯
বিশ্বক্সেনেরে প্রভু করি' নিবেদন। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ করেন ভোজন॥ ১৯০
সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা। গৃহের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা॥ ১৯১
মা'য়ে বোলে, "আজি বাপ্! কি পুথি পড়িলা? কাহার সহিত কিবা কোন্দল করিলা?"
প্রভু বোলে, "আজি পঢ়িলাঙ কৃষ্ণনাম। সত্য কৃষ্ণচরণ-কমল গুণধাম॥ ১৯৩
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্তন। সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥ ১৯৪
সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যায়। অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥ ১৯৫

তথা হি জৈমিনিভারতে আশ্বমেধিকে পর্বণি—

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"১৯৬

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি 'কৃষ্ণ' বোলে। বিপ্র নহে বিপ্র—যদি অসৎ-পথে চলে॥"১৯৭
কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে। যে কহিলা, তাই প্রভু কহেন এখানে॥ ১৯৮
"শুন শুন মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব। সর্বভাবে কর' মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ॥ ১৯৯
কৃষ্ণ-সেবকের, মাতা! কভু নাহি নাশ। কালচক্র ডরায়েন দেখি' কৃষ্ণদাস॥ ২০০
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে। কৃষ্ণের সেবক, মাতা! কিছুই না জানে॥ ২০১
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ্। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥ ২০২
চিত্ত দিয়া শুন, মাতা! জীবের যে গতি। কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি॥ ২০৩
মরিয়া মরিয়া পুন পায় গর্ভবাস। সর্ব-অঙ্গে অমেধ্য পঙ্কের পরকাশ॥ ২০৪
কটু অম্ল লবণ—জননী যত খায়। অঙ্গে গিয়া লাগে তা'র, মহামোহ পায়॥ ২০৫
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেঢ়ি' খায়। ঘুচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে জ্বালায়॥ ২০৬
নড়িতে না পারে' তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে। তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে॥ ২০৭
কোন অতি-পাতকীর জন্ম নাহি হয়। গর্ভে গর্ভে হয় পুন উৎপত্তি প্রলয়॥ ২০৮
শুন শুন, মাতা! জীব-তত্ত্বের সংস্থান। সাতমাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান॥ ২০৯
তখনে সে স্মঙরিয়া করে' অনুতাপ। স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘন শ্বাস॥ ২১০
'রক্ষ কৃষ্ণ জগত-জীবন প্রাণনাথ! তোমা' বিনা জীব দুঃখ নিবেদিবে কা'ত? ২১১

---

২ (১০) সেবন [ক, গ, চ]; ১২শ পংক্তির পর খ-পুঁথিতে অধিক পাঠ—"তথা হি পদ্মপুরাণে—চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ যতি চ শ্বপচাধমঃ॥"; ১১ (১২শ) ভোলে [ক, খ, ঙ, জ]; ১৪ (১১শ) এখনে [গ, ঙ, জ]; ২১ (১০ম) তাতে [ক্বচিৎ পাঠ], (১১শ) মহাদুঃখ [খ, গ]; ২৭ (৮ম) এই [ছ]।

যে করয়ে বন্দী, প্রভু ! ছাড়ায় সেই সে। সহজ-মৃতেরে, প্রভু ! মায়া কর' কিসে ? ২১২
মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে বঞ্চিলুঁ জনম। না ভজিলুঁ তোর দুই অমূল্য চরণ ! ২১৩
যে-পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্মে। কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কর্মে ! ২১৪
এখন এ-দুঃখে মোরে কে করিবে পার ? তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার ! ২১৫
এতেকে জানিলুঁ সত্য তোমার চরণ। রক্ষ, প্রভু কৃষ্ণ ! তোমা' লইলুঁ শরণ ॥ ২১৬
তুমি-হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িঞা। ভুলিলাঙ অসৎপথে প্রমত্ত হঞা ॥ ২১৭
উচিত সে তা'র এই যোগ্য শাস্তি হয়। করিলা ত এবে কৃপা কর', মহাশয় ! ২১৮
এই কৃপা কর'—যেন তোমা' না পাসরি। যেখানে সেখানে কেনে জন্মিয়া না মরি ॥ ২১৯
যেখানে তোমার নাঞি যশের প্রচার। যথা নাঞি বৈষ্ণবগণের অবতার ॥ ২২০
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই। ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥ ২২১

তথা হি (ভা° ৫।১৯।২৪)—

"ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা, ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ, সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥" ২২২

'গর্ভবাস-দুঃখ, প্রভু ! এহো মোর ভাল। যদি তব স্মৃতি মোর রহে সর্বকাল ॥ ২২৩
তব পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা। হেন কৃপা কর', প্রভু ! না ফেলিবা তথা ॥ ২২৪
এইমত দুঃখ, প্রভু ! কোটি কোটি জন্ম। পাইলুঁ বিস্তর, প্রভু !—সব মোর কর্ম ॥ ২২৫
সে দুঃখ-বিপদ্, প্রভু ! রহু বারবার। যদি তোমা' স্মৃতি থাকে সর্ব-বেদসার ॥ ২২৬
হেন কর' কৃষ্ণ ! এবে দাস্যযোগ দিয়া। চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া ॥ ২২৭
বারেক করহ যদি এ-দুঃখের পার। তোমা' বিনা, প্রভু ! তবে না গাইমু আর ॥' ২২৮
এইমত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ। তাহো ভালবাসে কৃষ্ণ-স্মৃতির কারণ ॥ ২২৯
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়। কালে পড়ে ভুমিতে আপন-অনিচ্ছায় ॥ ২৩০
শুন শুন মাতা ! জীব-তত্ত্বের সংস্থান। ভুমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান ॥ ২৩১
মূর্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষেণে বহে শ্বাসে। কহিতে না পারে'—দুঃখসাগরেতে ভাসে ॥ ২৩২
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়। কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায় ॥ ২৩৩
কথোদিনে কালবশে হয় বুদ্ধি-জ্ঞান। ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণে, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ২৩৪
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণে, দুষ্ট-সঙ্গ করে'। পুন সেইমত গর্ভবাসে পুড়ি মরে ॥ ২৩৫

তথা হি শ্রীভাগবতে (৩৩১।৩২)—

"যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ। আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ববৎ ॥" ২৩৬

---

১ (২য়) করায় [গ, ছ]: ২ (৯ম) অমৃত [ঘ, চ, জ], (১০ম) বচন [খ, ঘ জ]; ৮ (১১শ) না জন্মি [খ, ঘ, ঙ, ঝ]; ১০ (৩য়) মহা- [ঙ, ঝ]; ১৯ (২য়) দেখহু [ঘ, ছ, জ]; ২৩ (৫ম) কান্দে [ক, খ, গ, ঙ, চ, ঝ] (৬ষ্ঠ) হাসে [খ, গ]; ২৫(৩য়) হত[ছ, জ]; ২৬ (৯ম,১০ম) যমপাশে ভুবি [ক,খ,চ] মায়াপাশে ভুবি [ঘ, ছ] মায়াপাপে ভুবি [ঝ]।

তথা হি—

"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্। অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥"২৩৭

শ্লোকার্থ:—

'অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে। কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥' ২৩৮
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি'। মনে চিন্ত' কৃষ্ণে, মাতা! মুখে বোল 'হরি'॥ ২৩৯
ভক্তিহীন-কর্মে কোন ফল নাহি, পায়। সেই কর্ম ভক্তিহীন,—পরহিংসা যায়॥" ২৪০
কপিলের ভাবে প্রভু মা'য়েরে শিখায়। শুনিতে সে বাক্য শচী মহানন্দে মিলায়॥ ২৪১
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে। কৃষ্ণ-বিনা প্রভু আর কিছু না বাখানে॥ ২৪২
আপ্তমুখে এ-কথা শুনিঞা ভক্তগণ। সভে মিলি' বিতর্ক করেন অনুক্ষণ॥ ২৪৩
"কিবা কৃষ্ণের প্রকাশ হৈলা সে-শরীরে। কিবা সাধুসঙ্গে, কিবা পূর্বের সংস্কারে॥"২৪৪
এইমত মনে সভে করেন বিচার। সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সভার॥ ২৪৫
খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ, পাষণ্ডী বিনাশ। মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ॥২৪৬
বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। কৃষ্ণময় জগত দেখয়ে নিরন্তর॥ ২৪৭
অহর্নিশ শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণনাম। বদনে বোলয়ে 'কৃষ্ণচন্দ্র' অবিরাম॥ ২৪৮
যে-প্রভু আছিলা ভোলা মহাবিদ্যারসে। এবে কৃষ্ণ-বিনা আর কিছু নাহি বাসে'॥ ২৪৯
পঢ়ুয়ার বর্গ সব অতি উষঃকালে। পঢ়িবার নিমিত্তে আসিয়া সভে মিলে॥ ২৫০
পঢ়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগত-রায়। কৃষ্ণ-বিনা কিছু আর না আইসে জিহ্বায় ২৫১
"সিদ্ধবর্ণ-সমাম্নায়?" বোলে শিষ্যগণ। প্রভু বোলে, "সর্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥" ২৫২
শিষ্য বোলে, "বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে?" প্রভু বোলে, "কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে॥"২৫৩
শিষ্য বোলে, "পণ্ডিত! উচিত ব্যাখ্যা কর'।" প্রভু বোলে, "সর্বক্ষণ কৃষ্ণ স্মঙর॥ ২৫৪
কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়। আদি-মধ্য-অন্তে কৃষ্ণভজন বুঝায়॥" ২৫৫
শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ। কেহো বোলে, "হেন বুঝি বায়ুর কারণ॥"২৫৬
শিষ্যবর্গ বোলে, "এবে কেমত ব্যাখ্যান?" প্রভু বোলে, "যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥"২৫৭
প্রভু বোলে, "যদি নাহি বুঝহ এখনে। বিকালে সকল বুঝাইমু ভাল-মনে॥ ২৫৮
আমিহ বিরলে গিয়া বসি' পুঁথি চাই। বিকালে সকলে যেন হই এক ঠাঁই॥" ২৫৯
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্বশিষ্যগণ। কৌতুকে পুস্তক বান্ধি' করিল গমন॥ ২৬০
সর্বশিষ্য গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের স্থানে। কহিলেন সব—যত ঠাকুর বাখানে॥ ২৬১

---

৪ (৪র্থ) দুঃখ [ক, ঝ, ঞ]; ৫ (৭ম—১০ম) চিন্তা ছাড় মাতা সুখে [গ]; ৬ (২য়) মাতা [গ, চ]; ৭ (৬ষ্ঠ, ৭ম) শুনি সেই [ছ, ঝ]; ৮ (৬ষ্ঠ) পর্যটনে [চ]; ৯ (৮ম) মনে মন [গ, ঝ]; ১১ (২য়, ৩য়) অন্যোহন্যে [খ]; ১২ (৪র্থ, ৫ম) পাষণ্ডীর নাশ [খ, গ, ঙ, ঝ, ঞ,]; ১৫ (৫ম, ৬ষ্ঠ) হবে কৃষ্ণ বিনু [ঘ, ছ], (১০ম) ভাষে [চ, ছ]; ১৭ (৪র্থ) ত্রিদশের রায় [ক, খ, গ, ঞ]; ২০ (৯ম) অনুক্ষণ [ক, গ]; ২৩ (১১শ) বিধান [ঘ, ঙ, ছ]; ২৬ (৩য়) ব্যাখ্যা [ক্বচিৎ পাঠ]।

"এবে যত বাখানেন নিমাই-পণ্ডিত। সবে মাত্র বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত ॥ ২৬২
গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে। তদবধি কৃষ্ণ বিনা ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে ॥ ২৬৩
সর্বদা বোলেন 'কৃষ্ণ' পুলকিত-অঙ্গ। ক্ষেণে হাসে হুঙ্কার করয়ে বহু রঙ্গ ॥ ২৬৪
প্রতি-শব্দে ধাতু-সূত্র একত্র করিয়া। প্রতিদিন 'কৃষ্ণ'-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া ॥ ২৬৫
এবে তাঁ'র বুঝিবারে না পারি চরিত। কি করিমু আমি-সব, বোলহ, পণ্ডিত !" ২৬৬
উপাধ্যায়-শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস। শুনিঞা সভার বাক্য উপজিল হাস ॥ ২৬৭
ওঝা বোলে, "ঘরে যাহ, আসিহ সকলে। আজি আমি শিখাইমু তাঁ'রে সে বিকালে ॥২৬৮
ভালমত করি' যেন পঢ়ায়েন পুঁথি। আসিহ বিকালে সভে তাঁহার সংহতি ॥" ২৬৯
পরম হরিষে সভে বাসায় চলিলা। বিশ্বম্ভর-সঙ্গে সভে বিকালে আইলা ॥ ২৭০
গুরুর চরণ-ধূলি প্রভু লয় শিরে। "বিদ্যালাভ হউ" গুরু আশীর্বাদ করে' ॥ ২৭১
গুরু বোলে, "বাপ্ বিশ্বম্ভর ! শুন বাক্য। ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য ॥ ২৭২
মাতামহ যাঁ'র চক্রবর্তী নীলাম্বর। বাপ যাঁ'র জগন্নাথ-মিশ্র-পুরন্দর ॥ ২৭৩
উভয়-কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার। তুমিহ পরম যোগ্য ব্যাখ্যানে টীকার ॥ ২৭৪
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়। বাপ্ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয় ? ২৭৫
ইহা জানি ভালমতে কর' অধ্যয়ন। অধ্যয়ন হইলে সে 'বৈষ্ণব' ব্রাহ্মণ ॥ ১৭৬
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমনে ? ইহা জানি' 'কৃষ্ণ' বোল, কর' অধ্যয়নে ॥ ১৭৭
ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পঢ়াও। ব্যতিরিক্ত অর্থ কর', মোর মাথা খাও ॥" ২৭৮
প্রভু বোলে, "তোমার সে চরণ-প্রসাদে। নবদ্বীপে কেহো মোরে না পারে' বিবাদে ॥২৭৯
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন। নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন্ জন ? ২৮০
নগরে বসিয়া এই পঢ়াইব গিয়া। দেখি,—কা'র শক্তি আছে দূষুক আসিয়া ॥" ২৮১
হরিষ হইলা গুরু শুনিঞা বচন। চলিলা গুরুর করি' চরণ-বন্দন ॥ ২৮২
গঙ্গাদাসপণ্ডিত-চরণে নমস্কার। বেদপতি সরস্বতী-পতি—শিষ্য যাঁ'র ॥ ২৮৩
আর কিবা গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের ভাগ্য ? যাঁ'র শিষ্য চতুর্দশ-ভুবন আরাধ্য ॥ ২৮৪
চলিলা পঢ়ুয়া-সঙ্গে প্রভু-বিশ্বম্ভর। তারকা-বেষ্টিত যেন পূর্ণ-শশধর ॥ ২৮৫
বসিলা আসিয়া নগরিয়ার দুয়ারে। যাঁহার চরণ—লক্ষ্মীহৃদয়-উপরে ॥ ২৮৬
যোগপট্টছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন। সূত্রের করেন প্রভু খণ্ডন স্থাপন ॥ ২৮৭
প্রভু বোলে, "সন্ধিকার্য-জ্ঞান নাহি যা'র। কলিযুগে 'ভট্টাচার্য'-পদবী তাহার ॥ ২৮৮

---

১ (৫ম,৬ষ্ঠ) শব্দ-সনে [ক, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ], শব্দ-সূত্রে [গ]-সঙ্গে [ঞ]; ৩—"সর্বথা হয়েন কেনে পুলকিত অঙ্গে। ক্ষেণে হাসে হুঙ্কারে ক্ষেণে বহু রঙ্গে ॥" [গ]; ৫ (১ম, ২য়) ইবে ভাল [ঘ, চ, ছ, জ,]; ৭ (৬ষ্ঠ) বিকালে [চ, জ]; ১৩ (৮ম) বিখ্যাত [গ, ঙ, জ]; ১৫ (২য়) মানি [ঘ, ছ]; ১৬ (৮ম, ৯ম) ভালমতে [চ]; ১৮ (৩য়) তোমার [খ]; ১৯ (৯ম) বাখানিবে [ছ]; ২৩ (২য়) কি কহিব, (৪র্থ) সাধ্য [ক—ঙ, ছ—ঞ]।

শব্দ-জ্ঞান নাহি যা'র, সে তর্ক বাখানে। আমারে ত প্রবোধিতে নারে' কোন-জনে ॥ ২৮৯
আমি যে করি খণ্ডন যে করি স্থাপন। দেখি,—তাহা অন্যথা করুক কোনো জন ?" ২৯০
এইমত বোলে বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ। প্রত্যুত্তর করিবেক হেন শক্তি কা'ত ? ২৯১
গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায়। শুনিঞা সভার অহঙ্কার চূর্ণ পায় ॥ ২৯২
কা'র শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে। সিদ্ধান্ত দিবেক—হেন আছে নবদ্বীপে ॥ ২৯৩
এইমত আবেশে বাখানে বিশ্বম্ভর। চারিদণ্ড রাত্রি, তভু নাহি অবসর ॥ ২৯৪
দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে। এক মহাভাগ্যবান্ আছে বিপ্রবরে ॥ ২৯৫
'রত্নগর্ভ-আচার্য' বিখ্যাত তাঁ'র নাম। প্রভুর বাপের সঙ্গী জন্ম এক গ্রাম ॥ ২৯৬
তিন পুত্র তাঁ'র কৃষ্ণপদ-মকরন্দ। কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ-কবিচন্দ্র ॥ ২৯৭
ভাগবতে পরম সাদর বিপ্রবর। ভাগবত-শ্লোক পড়ে করিয়া আদর ॥ ২৯৮

তথা হি শ্রীভাগবতে ১০।২৩।২২—

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-, ধাতু-প্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং, কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥" ২৯৯

ভক্তিযোগ-শ্লোক পড়ে পরম-সন্তোষে। প্রভুর কর্ণেতে আসি' করিলা প্রবেশে ॥ ৩০০
ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিলা থাকিঞা। সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্ছিত হইয়া ॥ ৩০১
সকল পঢ়ুয়াবর্গ বিস্মিত হইলা। ক্ষণেক অন্তরে প্রভু বাহ্য প্রকাশিলা ॥ ৩০২
বাহ্য পাঞা "বোল বোল" বোলে বিশ্বম্ভর। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী-উপর ॥ ৩০৩
প্রভু বোলে, "বোল বোল", বোলে বিপ্রবর। উঠিল সমুদ্র—কৃষ্ণ-সুখ মনোহর ॥ ৩০৪
লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত। অশ্রু কম্প পুলক—সকল সুবিদিত ॥ ৩০৫
দেখিয়া প্রভুর ভাব পরম আনন্দ। পড়ে ভক্তিশ্লোক দ্বিজ করিয়া প্রবন্ধ ॥ ৩০৬
দেখিয়া তাঁহার ভক্তিযোগের পঠন। তুষ্ট হঞা প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন ॥ ৩০৭
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন। প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হৈলা সেইক্ষণ ॥ ৩০৮
প্রভুর চরণ ধরি' রত্নগর্ভ কান্দে। বন্দী হৈলা বিপ্র চৈতন্যের প্রেমফান্দে ॥ ৩০৯
পুনঃপুন পড়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হঞা। "বোল বোল" বোলে প্রভু হুঙ্কার করিঞা ॥ ৩১০
দেখিঞা সভার হৈল অপরূপ-জ্ঞান। নগরিয়া-সব দেখি' করে' পরণাম ॥ ৩১১
"না পঢ়িহ আর" বলিলেন গদাধর। সভে মিলি' ধরিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৩১২

---

২ (৫ম, ৬ষ্ঠ) করিয়ে [ঘ, ছ, জ, ঝ]; ৩(৪র্থ) বিপ্রনাথ [গ]; ৪(১০ম) হয় [খ, গ, ঙ]; ৬(৯ম) অপসর [ঘ, চ, ছ, জ]; ৭ (২য়) তথা [ছ], (৭ম) মহাভাগবত [ছ], (৯ম) দ্বিজবরে [ঞ]; ৮ (৩য়, ৪র্থ) ত্রিভুবনে [চ], (৭ম) সঙ্গে [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঞ], (৯ম, ১০ম) একস্থানে [চ]; ১৪ (৩য়) -আবেশে [ছ, ঞ], হরিষে [জ] ১৫ (২য়) লক্ষণ [ঞ]; ১৬ (৫ম—৯ম) ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্যদৃষ্টিরে আইলা [ক, খ, ঘ, ঙ, ছ, জ]; ১৮ (৩য়, ৪র্থ) আরবার [ছ], (৫ম) পড়ে [খ, ঙ]; ২০ (১ম—৩য়) প্রভুরে দেখিয়া বিপ্র [ক, গ], (৮ম—১০ম) ভক্ত সনে করি রঙ্গ [ক, ছ], ভক্তি সনে করি সঙ্গ [খ, ঝ]; ২৩ (৮ম—১০ম) বিপ্রবর চৈতন্যের ফাঁদে [ক, চ, ঞ]।

ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি গৌররায়। "কি বোল কি বোল ?" প্রভু জিজ্ঞাসে সদায় ॥ ৩১৩
প্রভু বোলে, "কি চাঞ্চল্য করিলাঙ আমি ?" পঢ়ুয়া-সকল বোলে, "কৃতকৃত্য তুমি ॥ ৩১৪
কি বলিতে পারি আমা' সভার শকতি ?" আপ্তগণে নিবারিল "না করিহ স্তুতি ॥" ৩১৫
বাহ্য পাঞা বিশ্বম্ভর আপনা' সম্বরে। সর্বগণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে ॥ ৩১৬
গঙ্গা নমস্করি' গঙ্গাজল লৈলা শিরে। গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে ॥ ৩১৭
যমুনার তীরে যেন বেঢ়ি' গোপগণ। নানা-রঙ্গ করিলেন নন্দের নন্দন ॥ ৩১৮
সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে। ভকত-সংহতি কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বিহরে' ॥ ৩১৯
কথোক্ষণে সভারে বিদায় দিয়া ঘরে। বিশ্বম্ভর চলিলেন আপন-মন্দিরে ॥ ৩২০
ভোজন করিয়া সর্ব-ভুবনের নাথ। যোগনিদ্রা-প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত ॥ ৩২১
পোহাইল নিশা—সর্ব-পঢ়ুয়ার গণ। আসিয়া মিলিল পুঁথি করিতে চিন্তন ॥ ৩২২
ঠাকুর আইলা ঝাট করি' গঙ্গাস্নান। বসিয়া করেন প্রভু পুস্তক-ব্যাখ্যান ॥ ৩২৩
প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত আন। শব্দ-মাত্রে কৃষ্ণভক্তি করেন ব্যাখ্যান ॥ ৩২৪
পঢ়ুয়া-সকল বোলে, "ধাতু-সংজ্ঞা কা'র ?" প্রভু বোলে, "শ্রীকৃষ্ণের 'শক্তি' নাম যা'র ॥ ৩২৫
ধাতু-সূত্র বাখানি—শুনহ ভাইগণ ! দেখি,—কা'র শক্তি আছে করুক খণ্ডন ? ৩২৬
যত দেখ রাজা—দিব্য দিব্য কলেবর। কনক-ভূষিত—গন্ধ-চন্দনে সুন্দর ॥ ৩২৭
যম-লক্ষ্মী যাহার বচনে, লোক কহে। ধাতু বিনা, শুন, তা'র যে অবস্থা হয়ে ॥ ৩২৮
কোথা যায় সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য চলিয়া। কেহো ভস্ম হয়, কা'রে এড়েন পুঁতিয়া ॥ ৩২৯
সর্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি। তাহা সনে করে স্নেহ, তাহারে সে ভক্তি ॥ ৩৩০
ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা। 'হয় নয়' ভাই-সব ! বুঝ মন দিয়া ॥ ৩৩১
এবে যা'রে নমস্করি' করি মান দান। ধাতু গেলে তা'রে পরশিলে করি স্নান ॥ ৩৩২
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহাসুখে। ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে ॥ ৩৩৩
ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সভার। দেখি'—ইহা দূষুক, আছয়ে শক্তি কা'র ? ৩৩৪
এমত পবিত্রা পূজ্যা যে কৃষ্ণের শক্তি। হেন কৃষ্ণে ভাই-সব ! কর' দৃঢ় ভক্তি ॥ ৩৩৫
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহর্নিশি শ্রীকৃষ্ণচরণ কর' ধ্যান ॥ ৩৩৬
যাঁহার চরণে দূর্বা জল দিলে মাত্র। কভু যম তার অধিকারে নহে পাত্র ॥ ৩৩৭
অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন। ভজ ভজ সেই নন্দ-নন্দন-চরণ ॥ ৩৩৮

---

২ (৯ম) কৃষ্ণ সত্য [গ], সত্য কৃষ্ণ [চ]; ৬ (৫ম) গোপীগণ [খ, জ, ঞ], (৬ষ্ঠ) -রস [ক, গ, জ, ঝ], -লীলা [খ, ঙ, ঞ]; ৭ (৫ম) সংহতি [ক, খ, গ, ঘ, ছ, ঝ], ১০ (৬ষ্ঠ) মেলিলা [ঝ]; ১৩ (৮ম) ভক্তি [ঘ, ছ, ঞ] ১৪ (১০ম) দূষণ [খ]; ১৫ (৩য়, ৪র্থ) রাজা প্রজা [ঞ]; ১৬ (১ম) জয়- [চ, ছ], (৩য়) চরণে [খ, ঘ, চ, ছ], (৭ম) গেলে [খ, ঞ]; ১৮ (৬ষ্ঠ) করি [গ, ঙ, ঞ]; ১৯ (১ম) বিদ্যাবাদ [ঞ]; ২০ (৫ম, ৬ষ্ঠ) মান্যজ্ঞান [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ]; ২২ (২য়) কৃষ্ণভক্তি [গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ]; ২৩ (৩য়) প্রিয় [ঘ, জ]; ২৫ (৩য়, ৪র্থ] দূর্বা-দল [ঘ, ছ]।

পুত্রবুদ্ধ্যে অজামিল যাঁহার স্মরণে। চলিল বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণ-চরণে॥ ৩৩৯
যাঁহার চরণ-রসে শিব দিগম্বর। যে-চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥ ৩৪০
যে-চরণ-মহিমা 'অনন্ত' গুণ গায়। দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ-পা'য়॥ ২৪১
যাবত আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবত কৃষ্ণের পাদপদ্মে কর' ভক্তি॥ ৩৪২
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন। চরণে ধরিয়া বোলোঁ 'কৃষ্ণে দেহ' মন॥"৩৪৩
দাস্যভাবে কহে প্রভু আপন-মহিমা। হইল প্রহর দুই, তভু নাহি সীমা॥ ৩৪৪
মোহিত পঢ়ুয়া-সব শুনে একমনে। দ্বিরুক্তি করিতে কা'রো না আইসে বদনে॥ ৩৪৫
সে সব কৃষ্ণের দাস—জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ যা'রে পঢ়ায়েন, সে কি অন্য হয়? ৩৪৬
কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর। চাহিয়া সবার মুখ—লজ্জিত-অন্তর॥ ৩৪৭
প্রভু বোলে, "ধাতু-সূত্র বাখানিলুঁ কেমন?" পঢ়ুয়া-সকল বোলে, "সত্য অর্থ যেমন॥
যে-শব্দে যে-অর্থ তুমি করিলা ব্যাখ্যান। কা'র বাপে তাহা করিবারে পারে' আন॥ ৩৪৯
যতেক বাখান' তুমি—সব সত্য হয়। সবে যে-উদ্দেশে পড়ি, তা'র অর্থ নয়॥" ৩৫০
প্রভু বোলে, "কহ দেখি আমারে সকল। বায়ু বা আমারে আসি' করিয়াছে বল? ৩৫১
কোন্‌রূপে সূত্রবৃত্তি করিয়ে ব্যাখ্যান?" শিষ্যবর্গ বোলে, "সবে এক হরিনাম॥ ৩৫২
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় বাখান' কৃষ্ণমাত্র। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র? ৩৫৩
ভক্তির শ্রবণে তোমার যে ভাব হয়। তাহাতে তোমারে কভু নর-জ্ঞান নয়॥"৩৫৪
প্রভু বোলে, "কোন্ রূপ দেখহ আমারে?" পঢ়ুয়া সকল বোলে "যত চমৎকারে॥ ৩৫৫
যে-কম্প, যে-অশ্রু, যেবা পুলক তোমার। আমরা কোথাও কভু নাহি দেখি আর॥ ৩৫৬
কালি যবে পুঁথি তুমি চিন্তাহ নগরে। তখন পড়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে॥ ৩৫৭
ভাগবত-শ্লোক শুনি' হইলা মূর্ছিত। সর্ব-অঙ্গে নাহি প্রাণ, আমরা বিস্মিত॥ ৩৫৮
চৈতন্য পাইয়া তুমি কৈলা যে ক্রন্দন। গঙ্গার আসিয়া যেন হইল মিলন॥ ৩৫৯
শেষে যেবা কম্প আসি' হইল তোমার। শতজন সমর্থ না হয় ধরিবার॥ ৩৬০
আপাদমস্তক হৈল পুলক-উন্নতি। লালা-ঘর্ম-ধূলায় ব্যাপিল গৌর জ্যোতি॥ ৩৬১
অপূর্ব সে-সব লীলা দেখে যত জন। সভেই বোলেন 'এ পুরুষ নারয়ণ॥' ৩৬২
কেহো বোলে 'ব্যাস, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ। তাঁহা' সভাকার যোগ্য এমত প্রসাদ॥' ৩৬৩

---

১ (৬ষ্ঠ—৯ম) বৈকুণ্ঠপুরী কৃষ্ণের চরণ [ঘ, ছ, জ], বৈকুণ্ঠপুরী বলি' নারায়ণে [চ]; ২ (২য়) চরণ সেবি [গ, চ, ছ, ঞ], (৭ম) ব্রহ্মার [গ]; ৪ (৩য়) জীব [ক, খ, গ, চ, ঞ]; ১০ (৫ম) কেন [ক, খ, ঘ, চ, ছ, ঝ, ঞ], (৮ম) ধাতু [ঘ, চ, ছ, জ]; ১২ (৭ম) শব্দে [ছ]; ১৩ (১০ম—১২শ) করিয়াছে যে বিহ্বল [খ, চ, জ], (১১শ, ১২শ) করয়ে বিহ্বল [ক]; ১৪ (১ম—৩য়) সূত্ররূপে কোন বৃত্তি করিয়ে [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২০ (৭ম) ধাতু [ক, খ, ঙ, ঞ]; ২১ (১১শ) আগমন [ক, চ, জ, ঞ]; ২৩ (৫ম) ব্যাপিত [গ, ঘ, ছ, জ, ঝ, ঞ] (৬ষ্ঠ) গৌরমূর্তি [খ]; ২৪ (২য়, ৩য়) ভাব সে সব [ঘ, জ]; ২৫ (৭ম) তাঁহারা সভার [ক, খ, জ], (৭ম—১০ম) "তাহা সভার মত দেখি চরিত্র ইহার॥" [চ]।

সভে মিলি' ধরিলেন করিয়া শকতি। ক্ষণেকে তোমার আসি' হৈল বাহ্য মতি ॥ ৩৬৪
এ সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান'। আর কথা কহি, তাহা চিত্ত দিয়া শুন ॥ ৩৬৫
দশ দিন ধরি' কর' যতেক ব্যাখ্যান। সর্ব-শব্দে কৃষ্ণভক্তি আর কৃষ্ণনাম ॥ ৩৬৬
দশ দিন ধরি' আজি পাঠ বাদ যায়। কহিতে তোমারে সব বাসি বড় ভয় ॥ ৩৬৭
শব্দের অশেষ অর্থ তোমার গোচর। যে বাখান' হাসি', তাহা কে দিবে উত্তর ?" ৩৬৮
প্রভু বোলে, "দশ দিন পাঠ বাদ যায়! তভু কি আমারে কহিবারে না যুয়ায় ॥" ৩৬৯
পঢ়ুয়া সকল বোলে, "বাখান—উচিত। সত্য 'কৃষ্ণ সকল-শাস্ত্রের সমীহিত' ॥ ৩৭০
অধ্যয়ন-ফল এই—সকল শাস্ত্র-সার। তবে যে না লই,—দোষ আমা' সভাকার ॥ ৩৭১
মূলে যে বাখান' তুমি, জ্ঞাতব্য সেই সে। তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ-কর্ম-দোষে ॥" ৩৭২
পঢ়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হৈলা সে ঠাকুর। কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর ॥ ৩৭৩
প্রভু বোলে, "ভাই-সব! কহিলা সুসত্য। আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য ॥ ৩৭৪
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়। সবে দেখোঁ, তাই, ভাই! বলি সর্বথায় ॥ ৩৭৫
যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম। সকল ভুবন দেখোঁ—গোবিন্দের ধাম ॥ ৩৭৬
তোমা'-সভা-স্থানে মোর এই পরিহার। আজি হৈতে আর পাঠ নহিব আমার ॥ ৩৭৭
তোমা'সভাকার—যাঁ'র স্থানে চিত্ত লয়। তা'র ঠাঞি পঢ়—আমি দিলাঙ নির্ভয় ॥ ৩৭৮
কৃষ্ণ বিনা আর বাক্য না স্ফুরে আমার। সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার ॥" ৩৭৯
এই বোল মহাপ্রভু সভারে কহিঞা। দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হঞা ॥ ৩৮০
শিষ্যগণ বোলে তানে করি' নমস্কার। "আমরাও পালিবাঙ সঙ্কল্প তোমার ॥ ৩৮১
তোমা' স্থানে যাহা পঢ়িলাম আমি-সব। আর স্থানে করিমু কি সে গ্রন্থ-অনুভব ?" ৩৮২
গুরুর বিচ্ছেদ-দুঃখে সর্ব-শিষ্যগণ। কহিতে লাগিল সভে করিয়া ক্রন্দন ॥ ৩৮৩
"তোমার শ্রীমুখে যত শুনিলুঁ ব্যাখ্যান। জন্ম জন্ম হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান ॥ ৩৮৪
আর স্থানে গিয়া কি আমরা পঢ়িবাঙ। সেই ভাল—তোমা' হৈতে যত জানিলাঙ ॥" ৩৮৫
এত বলি' প্রভুরে করিয়া হাথ-জোড়। পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর ॥ ৩৮৬
'হরি'বলি' শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি। সভা' কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি ॥ ৩৮৭
শিষ্যগণ ক্রন্দন করয়ে অধোমুখে। ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ-সুখে ॥ ৩৮৮
রুদ্ধ-কণ্ঠ হৈলেন তবে সর্ব-শিষ্যগণ। আশীর্বাদ করে' প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৩৮৯
"দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস। তবে সিদ্ধ হউ তোমা' সভার অভিলাষ ॥ ৩৯০
তোমরা-সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ। কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সভার বদন ॥ ৩৯১

---

৩ (৯ম) কর' [ঝ]; ৫ (১ম) শ্লোকের [ক, চ], (৮ম, ৯ম) সেই সত্য [খ]; ৬ (৯ম) ত, (১১শ, ১২শ) সভে কহিতে [ক্বচিৎ পাঠ]; ৯ (১২শ) নীচ [খ]; ১১ (১০ম) অন্যথা [ক, চ]; অন্যায় [ঘ, ছ]; ১২ (৮ম, ৯ম) ভাই-সব [খ, ঙ, ছ, জ] ১৪ (২য়) মাগো [ছ]।

নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ হউ তোমা' সভাকার ধন প্রাণ ॥ ৩৯২
যে পঢ়িলা, সেই ভাল, আর কার্য নাঞি। সভে মিলি 'কৃষ্ণ' বলিবাঙ একঠাঞি ॥ ৩৯৩
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সভার। তুমি-সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার ॥" ৩৯৪
প্রভুর অমৃতবাক্য শুনি' শিষ্যগণ। পরমানন্দময় সভে হৈল ততক্ষণ ॥ ৩৯৫
সে-সব শিষ্যের পা'য় মোর নমস্কার। চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যাঁ'র ॥ ৩৯৬
সে-সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ যাঁ'রে পঢ়ায়েন, সে কি অন্য হয় ? ৩৯৭
সে বিদ্যাবিলাস দেখিলেন যে-যে-জন। তাঁরেহ দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন ॥ ৩৯৮
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম, নহিল তখনে ! হইলাঙ বঞ্চিত সে-সুখ-দরশনে ! ৩৯৯
তথাপিহ এই কৃপা কর' মহাশয় ! সে-বিদ্যাবিলাস মোর রহুক হৃদয় ॥ ৪০০
পঢ়িলেন নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়। অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে সর্ব-নদীয়ায় ॥ ৪০১
চৈতন্য-লীলার কভু অবধি না হয়। 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয় ॥ ৪০২
এই হৈতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস। সংকীর্তন-আরম্ভের হইল প্রকাশ ॥ ৪০৩
চতুর্দিগে অশ্রুযুক্ত হৈল শিষ্যগণ। সদয় সে হঞা প্রভু বোলেন বচন ॥ ৪০৪
"পঢ়িলাঙ শুনিলাঙ এতদিন ধরি'। কৃষ্ণের কীর্তন কর' পরিপূর্ণ করি' ॥" ৪০৫
শিষ্যগণ বোলেন, "কেমন সংকীর্তন ?" আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৪০৬

[কেদার রাগ]

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥" ৪০৭
দিশা দেখায়েন প্রভু হাথে তালি দিঞা। আপনে কীর্তন করে' শিষ্যগণে লঞা ॥ ৪০৮
আপনে কীর্তনাথ করেন কীর্তন। চৌদিগে বেঢ়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ ॥ ৪০৯
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ-নাম-রসে। গড়াগড়ি যা'ন প্রভু ধূলায় আবেশে ॥ ৪১০
'বোল বোল' বলি' প্রভু চতুর্দিগে পড়ে। পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে ॥ ৪১১
গণ্ডগোল শুনি' সব-নদীয়ানগর। ধাঞা সে আইল সভে ঠাকুরের ঘর ॥ ৪১২
নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর। কীর্তন শুনিঞা সভে আইলা সত্বর ॥ ৪১৩
প্রভুর আবেশ দেখি' সর্ব-ভক্তগণ। পরম অপূর্ব সভে ভাবে' মনে মন ॥ ৪১৪
পরম সন্তোষ সভে হইল অন্তরে। "এবে সে কীর্তন হৈল নদীয়ানগরে ॥ ৪১৫
এমত দুর্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে। নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে ॥ ৪১৬
যে ছিল ঔদ্ধত্যে-সীমা এই বিশ্বম্ভরে। আজি প্রেম দেখি নারদাদির দুস্করে ॥ ৪১৭

---

৪ (৫ম) পরানন্দ মন [ঙ], পরম আনন্দ [চ] পরম-আনন্দ মন [ঝ]; ৭ (৮ম)-পরশনে [ছ]; ১০ (১ম) পঢ়াইলা [ক্বচিৎ পাঠ]; ১১ (২য়) কিছু [ঝ] আদি [ঞ]; ১৩ (২য়) অশ্রুকণ্ঠে [খ, ঙ], (৩য়) কান্দে [খ, গ, ঙ, চ, ঞ]; ১৫ (৬ষ্ঠ) শিখাও [গ, ঘ, চ, ছ, জ]; ১৭ (৩য়) রাম [খ, ঘ], (৮ম) হরি [ঘ]; ১৮ (২য়) দেখাইয়া [ক, গ, ছ, জ, ঝ], শিখায়েন [চ]; ১৯ (২য়) ব্রহ্মাণ্ডনাথ [ছ]; ২০ (৪র্থ) কৃষ্ণ-[ছ]; ২৪ (২য়) প্রভাব [ছ], (৭ম) দেখি [চ]; ২৫ (৭ম, ৮ম) সংকীর্তন [খ, গ, ঙ, ছ, ঞ]।

হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়। না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা—এবে কিবা হয় ।।” ৪১৮
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর রায়। সভে প্রভু ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বোলয়ে সদায় ॥ ৪১৯
বাহ্য হইলেও বাহ্য-কথা নাহি কহে। সর্ব-বৈষ্ণবের গলা ধরি’ সে কান্দয়ে ॥ ৪২০
সভে মিলি’ ঠাকুরেরে স্থির ত করাঞা। চলিলা বৈষ্ণবগণ মহানন্দ হঞা ॥ ৪২১
কোন কোন পঢ়ুয়া সকল প্রভু-সঙ্গে। উদাসীন-পথ লইলেন প্রেমরঙ্গে ॥ ৪২২
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন -প্রকাশ। সকল-ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ ॥ ৪২৩
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৪২৪

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসংকীর্তনারম্ভে
অধ্যয়ন-নিবৃত্তি-র্নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

---

১ (১ম) তেন [ক, চ]; ৬ (৪র্থ—৭ম) “দেখিয়া বৈষ্ণব-সব পরম-উল্লাস ॥” [গ]; ৭ (১ম) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-, (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ ঞ]; ৮ (৪র্থ) বিদ্যাবিলাস-সম্পূর্ণ [জ]; ৯ (১ম) সংকীর্তন-আরম্ভ-নাম [জ]।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় জগতমঙ্গল গৌরচন্দ্র। দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ ১
ভক্তগোষ্ঠীসহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ২
ঠাকুরের প্রেম দেখি' সর্ব-ভক্তগণ। পরম বিস্মিত হৈল সভাকার মন ॥ ৩
পরমসন্তোষে সভে অদ্বৈতের স্থানে। সব কহিলেন যত হৈল দরশনে ॥ ৪
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। 'অবতরিয়াছে প্রভু' জানেন সকল ॥ ৫
তথাপি অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝন না যায়। সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনে লুকায় ॥ ৬
শুনিঞা অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা। পরম-আবিষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা ॥ ৭
"মোর আজিকার কথা শুন ভাই-সব! নিশিতে দেখিলুঁ আজি কিছু অনুভব ॥ ৮
গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া। থাকিলাঙ দুঃখ ভাবি' উপাস করিয়া ॥ ৯
কথো রাত্রে আমারে বোলয়ে একজন। "উঠহ আচার্য! ঝাট করহ ভোজন ॥ ১০
এই পাঠ, এই অর্থ কহিলুঁ তোমারে। উঠিয়া ভোজন কর', পূজহ আমারে ॥ ১১
আর কেনে দুঃখ ভাব' পাইলা সকল। যে লাগি' সংকল্প কৈলা, সে হৈল সফল ॥ ১২
যত উপবাস কৈলা, যত আরাধন। যতেক করিলা 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন ॥ ১৩
যাঁ' আনিতে ভুজ তুলি' প্রতিজ্ঞা করিলা। সে-প্রভু তোমার এবে বিদিত হইলা ॥ ১৪
সর্ব-দেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্তন। ঘরেঘরে নগরেনগরে অনুক্ষণ ॥ ১৫
ব্রহ্মার দুর্লভ মূর্তি জগতে যতেক। তোমার প্রসাদে মাত্র সভে দেখিবেক ॥ ১৬
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব। ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিব অনুভব ॥ ১৭
ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায়। আর-বার আসিবাঙ ভোজন-বেলায় ॥" ১৮
চক্ষু মেলি' চাহি' দেখি—এই বিশ্বম্ভর। দেখিতে দেখিতে মাত্র হৈলা ত অন্তর ॥ ১৯
কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে। কোন্ রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে ॥ ২০
ইহার অগ্রজ—পূর্বে 'বিশ্বরূপ'-নাম। আমা'-সনে আসি' গীতা করিত ব্যাখ্যান ॥ ২১
এই শিশু পরম-মধুর রূপবান। ভাইরে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান ॥ ২২
চিত্তবৃত্তি হরে' শিশু সুন্দর দেখিয়া। আশিস্ করিতাঙ ভক্তি হউক বলিয়া ॥ ২৩
আভিজাত্যে হয়ে বড়-মানুষের পুত্র। নীলাম্বর-চক্রবর্তী—তাহার দৌহিত্র ॥ ২৪

৫ (৫ম) কৃষ্ণ [জ]; ৮ (৮ম] আমি [ক, গ, ঙ], ভাই [ছ]; ১১ (১০ম) পূজিয়া [চ]; ১৪ (৯ম) আসি [খ, গ], ইবে [ঘ, চ, ছ, জ]; ১৬ (৩য়) ভক্তি [গ, ঙ], (৪র্থ) যতেক [ক, খ, গ, ঙ, ঞ], (৫ম) বৈষ্ণব [ঞ] (৬ষ্ঠ—১০ম) নৃত্যগীত সংকীর্তনে মজিবেক সব [ঞ], (৮ম, ৯ম) নরমাত্র [খ, গ, চ]; ২০ (২য়) চরিত্র [চ]; ২১ (৫ম) ঠাই [ক], -সঙ্গে [খ, ঘ, ঙ, ছ, ঝ], (৬ষ্ঠ, ৭ম) গীতার অর্থ [কচিৎ পাঠ]; ২২ (৩য়) -সুন্দর [ক, জ]।

আপনেও সর্ব্বগুণে উত্তম পণ্ডিত। তাহান সে কৃষ্ণে ভক্তি হইতে উচিত ॥ ২৫
বড় সুখী হইলাঙ এ কথা শুনিয়া। আশীর্বাদ কর' সভে 'তথাস্তু' বলিয়া ॥ ২৬
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সভারে। কৃষ্ণ-নামে মত্ত হউ সকল সংসারে ॥ ২৭
যদি সত্যবস্তু হয়, তবে এইখানে। সভে আসিবেন এই বাম্‌নার স্থানে ॥" ২৮
আনন্দে অদ্বৈত করে' পরম হুঙ্কার। সকল বৈষ্ণব করে' জয়-জয়কার ॥ ২৯
'হরি হরি' বলি' ডাকে বদন সভার। উঠিল কীর্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার ॥ ৩০
কেহো বোলে, "নিমাঞিপণ্ডিত ভাল হৈলে। তবে সংকীর্তন করি মহাকুতূহলে ॥" ৩১
আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ। আনন্দে চলিলা করি' কৃষ্ণের কীর্তন ॥ ৩২
প্রভু-সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়। পরম-আদরে সভে রহি সম্ভাষয় ॥ ৩৩
প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে। বৈষ্ণব-সভার সঙ্গে হয় দরশনে ॥ ৩৪
শ্রীবাসাদিরে দেখি' ঠাকুর নমস্করে'। প্রীত হঞা ভক্তগণ আশীর্বাদ করে' ॥ ৩৫
"তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে। মুখে কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে ॥ ৩৬
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে বাপ্! সব সত্য হয়। না ভজিলে কৃষ্ণে রূপ বিদ্যা কিছু নয় ॥ ৩৭
কৃষ্ণ সে জগতপিতা, কৃষ্ণ সে জীবন। দৃঢ় করি' ভজ বাপ্ ! কৃষ্ণের চরণ ॥" ৩৮
ভক্ত-আশীর্বাদ শুনি' প্রভুর বড় সুখ। সভারে চা'হেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ ॥ ৩৯
"তোমরা সে কর' সত্যকার আশীর্বাদ। তোমরা বা কেনে অন্য করিবা প্রসাদ ॥ ৪০
তোমরা সে পার' কৃষ্ণভজন দিবারে। দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে' ॥ ৪১
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম। তেঞি বুঝি, আমার উত্তম আছে কর্ম ॥ ৪২
তোমা' সভা' সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।" এত বলি' কা'রো পা'য়ে ধরে' সেই ঠাঞি ॥
নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কা'রো করিয়া যতনে। ধুতিবস্ত্র তুলি' কা'রো দেন ত আপনে ॥ ৪৪
কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কাহারো দেন করে। সাজি বহি কোনদিন চলে কা'রো ঘরে ॥ ৪৫
সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে'। 'কি কর,' কি কর ?' তভু করে' বিশ্বম্ভরে ॥ ৪৬
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর। আপন-দাসের হ'ন আপনে কিঙ্কর ॥ ৪৭
কোন্ কর্ম সেবকের কৃষ্ণ নাহি করে' ? সেবকের লাগি' নিজ-ধর্ম পরিহরে' ! ৪৮
'সকল-সুহৃৎ কৃষ্ণ' সর্ব্ব-বেদে কহে। এতেকে কৃষ্ণের কেহো দ্বেষ-যোগ্য নহে ॥ ৪৯
তাহো পরিহরে' কৃষ্ণ ভক্তের কারণ। তা'র সাক্ষী—দুর্যোধন স-বংশে মরণ ॥ ৫০

---

৬ (৪র্থ) কান্দে [খ, গ,]; ৮ (৮ম, ৯ম) কৃষ্ণসংকীর্তন [ঙ, ছ]; ১২ (৬ষ্ঠ) সুখে [গ]; ২২ (১০ম, ১১শ) তবে বোলে [ঘ, ছ, জ, ঝ]; (৬ষ্ঠ—১২শ) "এমত উচিত কর্ম না হয় তোমারো" [গ]; ২৩ (১ম—৪র্থ) "কি কর কি কর তভু বলে বিশ্বম্ভরো" [গ]; ২৪ এই পংক্তির পর অধিক পাঠ—"বয়ঞ্চ গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্। অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ম্ ॥" [খ]; ২৫ (২য়) হৃদয় [ঘ, ছ,], (৯ম) দাস্য-[খ, গ], শিষ্য-[ঘ, ছ, জ]; ২৬ (৪র্থ) ভক্তির [ক, ঘ, চ, ছ, জ,], সেবক [ঞ]।

কৃষ্ণের করয়ে সেবা'— ভক্তের স্বভাব। ভক্ত লাগি' কৃষ্ণের সকল অনুভাব ॥ ৫১
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে' ভক্ত ভক্তিরসে। তা'র সাক্ষী—সত্যভামা দ্বারকা-নিবাসে ॥ ৫২
সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর। গূঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর ॥ ৫৩
চিনিতে না পারে' কেহো প্রভু আপনার। যাঁ'সভার লাগিয়া হইলা অবতার ॥ ৫৪
কৃষ্ণ ভজিবার যা'র আছে অভিলাষ। সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাস ॥ ৫৫
সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে। বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে ॥ ৫৬
সাজি বহে, ধুতি বহে, লজ্জা নাহি করে'। সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হস্তে আসি' ধরে' ॥ ৫৭
দেখি' বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণে। অকৈতবে আশীর্বাদ করে' কায়-মনে ॥ ৫৮
"ভজ কৃষ্ণ, স্মর' কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ-নাম। কৃষ্ণ হউ সভার জীবন ধন প্রাণ ॥ ৫৯
বোলহ বোলহ কৃষ্ণ, হও কৃষ্ণদাস। তোমার হৃদয়ে হউ কৃষ্ণের প্রকাশ ॥ ৬০
কৃষ্ণ বিনা আন নাহি স্ফুরুক তোমার। তোমা' হৈতে দুঃখ যাউ আমা'সভাকার ॥ ৬১
যে যে অজ্ঞ জন সব কীর্তনেরে হাসে'। তোমা' হৈতে তা'রাহ ডুবুক কৃষ্ণরসে ॥ ৬২
যেন তুমি শাস্ত্রজয়ে জিনিলা সংসার। তেন কৃষ্ণে ভজি' কর' পাষণ্ডি-উদ্ধার ॥ ৬৩
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল। সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল ॥" ৬৪
হস্ত দিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ভক্তগণ। আশীর্বাদ করি' দুঃখ করে' নিবেদন ॥ ৬৫
"এই নবদ্বীপে বাপ্! যত অধ্যাপক। কৃষ্ণ-ভক্তি বাখানিতে সভে হয় বক ॥ ৬৬
কি সন্ন্যাসী, কি তপস্বী, কিবা জ্ঞানী যত। বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত ॥ ৬৭
কেহো না বাখানে বাপ্! কৃষ্ণের কীর্তন। দেখিলেই উপহাস করে' সর্বজন ॥ ৬৮
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বোল ধরে'। তৃণ-জ্ঞান কেহো আমা' সভারে না করে' ॥ ৬৯
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ্! দেহ সভাকার। কোথাহ না শুনি কৃষ্ণ-কীর্তন-প্রচার ॥ ৭০
এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইলা সভারে। এ-পথে প্রবিষ্ট করি' দিলেন তোমারে ॥ ৭১
তোমা' হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়। মনেতে আমরা ইহা বুঝিলুঁ নিশ্চয় ॥ ৭২
চিরজীবী হও তুমি, বোল কৃষ্ণনাম। তোমা' হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণগ্রাম ॥" ৭৩
ভক্ত-আশীর্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়। ভক্ত-আশীর্বাদে সে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয় ॥ ৭৪
শুনি' সে ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর। প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর ॥ ৭৫

---

১ (১ম—৫ম) ভক্তের করয়ে সেবা কৃষ্ণের স্বভাব [খ], (৪র্থ, ৫ম) ভক্তির প্রভাব [ঘ, ছ, জ], (৬ষ্ঠ) ভক্তি [ঘ, ছ], (১০ম) অনুরাগ [খ—ঙ, ছ, জ, ঞ]; ৪ (৭ম—৯ম) তাহা সভার লাগিয়া কৃষ্ণের [চ]; ৫ (১০ম) নিজ [ঝ]; ৫ এই পংক্তির পর অধিক পাঠ—"বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ। পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্বে সর্বদৈবমিদং জগৎ ॥" [খ]; ৮ (৮ম) সর্বক্ষণ [ক, খ, ঘ, ঙ, জ]; ৯ (৯ম) তোমার [ক, খ, ঞ]; ১৩ (৩য়) শাস্ত্রে সব [গ, ঝ, ঞ], (১০ম) -সংহার [ক, ঘ, ছ, ঝ, ঞ]; ১৬ (১০ম) বোক [কচিৎ পাঠ]; ১৮ (৭ম—১০ম) না করুক ব্যাখ্যা আর নিন্দে সর্বক্ষণ [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ]; ২০ (৪র্থ, ৫ম) সব দেহভার [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ]; ২১ (৭ম) প্রতিষ্ঠা [ঘ], পবিত্র [ঞ]।

প্রভু বোলে, "তুমি-সব কৃষ্ণের দয়িত। তোমরা যে বোল, সেই হইব নিশ্চিত ॥ ৭৬
ধন্য মোর জীবন—তোমরা বোল ভাল। তোমরা রাখিলে গ্রাসিবারে নারে কাল ॥ ৭৭
কোন্ ছার হয় পাপি—পাষণ্ডীর গণ। সুখে গিয়া কর' কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তন ॥ ৭৮
ভক্ত-দুঃখ প্রভু কভু সহিতে না পারে'। ভক্ত লাগি' কৃষ্ণের সর্বত্র অবতারে ॥ ৭৯
হেন বুঝি,—তোমরা আনিবা কৃষ্ণচন্দ্র। নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ-আনন্দ ॥ ৮০
তোমা' সভা' হৈতে হৈব জগত-উদ্ধার। করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার ॥ ৮১
সেবক করিয়া মোরে সভেই জানিবা। এই বর—মোরে কভু না পরিহরিবা ॥" ৮২
সভার চরণ-ধূলি লয় বিশ্বম্ভর। আশীর্বাদ সভেই করেন বহুতর ॥ ৮৩
গঙ্গাস্নান করিয়া, চলিলা সভে ঘরে। প্রভুও চলিলা কিছু হাসিয়া অন্তরে ॥ ৮৪
আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিঞা ঠাকুর। পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাঢ়িল প্রচুর ॥ ৮৫
"সংহারিমু সব" বলি' করেন হুঙ্কার। "মুঞি সেই, মুঞি সেই" বোলে বারেবার ॥ ৮৬
ক্ষেণে হাসে, ক্ষেণে কান্দে, ক্ষেণে মূর্ছা পায়। লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষেণে মারিবারে যায় ॥
এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে। শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধিবা বিশেষে ॥ ৮৮
পুত্রস্নেহ বিনা শচী নাহি জানে আর। সভারে কহেন বিশ্বম্ভর-ব্যবহার ॥ ৮৯
"বিধাতা যে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণে। অবশিষ্ট সবেমাত্র আছে এক জনে ॥ ৯০
তা'র বা কিরূপ মতি বুঝন না যায়। ক্ষেণে হাসে, ক্ষেণে কান্দে, ক্ষেণে মূর্ছা পায় ॥৯১
আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা। ক্ষেণে বোলে, 'ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা' ॥
ক্ষেণে গিয়া গাছের উপর-ডালে চঢ়ে। না মেলে লোচন, ক্ষেণে পৃথিবীতে পড়ে ॥ ৯৩
দন্ত কড়মড়ি করে' মালসাট্ মারে। গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে ॥" ৯৪
নাহি শুনে দেখে লোক কৃষ্ণের বিকার। 'বায়ু'-জ্ঞান করি' লোক বোলে বান্ধিকার ॥৯৫
শচীমুখে শুনি' যায় যে যে দেখিবারে। 'বায়ু'-জ্ঞান করি' সভে বোলে বান্ধিবারে ॥৯৬
পাষণ্ডী দেখিয়া প্রভু খেদাড়িয়া যায়। 'বায়ু'-জ্ঞান করি লোক হাসিয়া পালায় ॥ ৯৭
আথে-ব্যথে মা'য়ে গিয়া আনেন ধরিয়া। লোকে বোলে, "পূর্ব-বায়ু জন্মিল আসিয়া ॥"৯৮
লোকে বোলে, "তুমি ত অবোধ ঠাকুরাণি! আর বা ইহান বার্তা জিজ্ঞাসহ কেনি ॥ ৯৯
পূর্বকার বায়ু আসি' জন্মিল শরীরে। দুই-পা'য়ে বন্ধন করিয়া রাখ' ঘরে ॥ ১০০
খাইবারে দেহ' ডাব-নারিকেল জল। যাবত উন্মাদ-বায়ু নাহি করে' বল ॥" ১০১
কেহো বোলে, "ইথে অল্প ঔষধে কি করে'। শিবাঘৃত-প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে ॥১০২
পাকতৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান। যাবত প্রবল নাহি হবে পুন জ্ঞান ॥" ১০৩

৪ (২য়) কৃষ্ণ [খ, চ], (১০ম) যতেক [ঞ], সকল [ক্বচিৎ পাঠ]; ৫ এই পংক্তিটি [খ, গ, ঙ, চ এবং ঞ মুদ্রিত গ্রন্থে নাই। ১৪ (১ম) পুত্র [ঞ]; ১৮ (৯ম) ঘন [ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঞ]; ২৩ (৯ম) বর্তিল [খ, ঙ]; ২৬ (৩য়) তারে নারিকেল [খ, গ, ঙ, চ, ঞ]।

পরম উদার শচী—জগতের মাতা। করে' সেই যা'র মুখে শুনে সেই কথা ॥ ১০৪
চিন্তায় ব্যাকুল শচী কিছুই না জানে। গোবিন্দ-শরণ লৈলা কায়-বাক্য-মনে ॥ ১০৫
শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব সভের স্থানে-স্থানে। লোকদ্বারে, শচী করিলেন নিবেদনে ॥ ১০৬
একদিন গেলা তথা শ্রীবাসপণ্ডিত। প্রভু উঠি' নমস্কার কৈলা সাবহিত ॥ ১০৭
ভক্তে দেখি' প্রভুর বাঢ়িল ভক্তিভাব। লোমহর্ষ, অশ্রুপাত কম্প, অনুরাগ ॥ ১০৮
তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে। ভক্ত দেখি' প্রভু মূর্ছা পাইলা তখনে ॥ ১০৯
বাহ্য পাঞা কথোক্ষণে লাগিলা কান্দিতে। মহাকম্পে প্রভু স্থির না পারে হইতে ॥১১০
অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে'। "মহাভক্তিযোগ, বায়ু বোলে কোন্ জনে?" ১১১
বাহ্য পাঞা প্রভু বোলে পণ্ডিতের স্থানে। "কি বুঝ পণ্ডিত! তুমি মোহর বিধানে॥ ১১২
কেহো বোলে মহা-বাই,—বান্ধিবার তরে। পণ্ডিত! তোমার চিত্তে কি লয় আমারে?"
হাসি' বোলে শ্রীবাসপণ্ডিত, "ভাল বাই! তোমার যেমত বাই তাহা আমি চাই ॥ ১১৪
মহাভক্তিযোগ দেখি' তোমার শরীরে। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে ॥" ১১৫
এতেক শুনিলা যবে শ্রীবাসের মুখে। শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে ॥ ১১৬
"সভে বোলে বায়ু, আশংসিলা সবে তুমি। আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি ॥ ১১৭
যদি তুমি বায়ু-হেন বলিতা আমারে। তবে আজি প্রবেশিতাম গঙ্গার ভিতরে ॥" ১১৮
শ্রীবাস বোলেন, "যে তোমার ভক্তিযোগ। ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি বাঞ্ছয়ে এই ভোগ ॥ ১১৯
সভে মিলি' একঠাঞি করিমু কীর্তন। যে-তে কেনে না বোলে পাষণ্ডি-পাপিগণ ॥"১২০
শচী-প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন। "চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডব ॥ ১২১
'বায়ু নহে—কৃষ্ণভক্তি' কহিলুঁ তোমারে। ইহা কভু অন্য জন বুঝিবারে নারে' ॥ ১২২
ভিন্ন-লোকস্থানে ইহা কিছু না কহিবা। অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা ॥" ১২৩
এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘরে। বায়ুজ্ঞান দূরে গেল শচীর অন্তরে ॥ ১২৪
তথাপিহ অন্তর-দুঃখিতা শচী হয়। 'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনে ভয় ॥ ১২৫
এইমত আছে প্রভু বিশম্ভর-রায়। কে তাঁ'রে জানিতে পারে' যদি না জানায় ॥ ১২৬
একদিন প্রভু গদাধরে করি' সঙ্গে। অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে।। ১২৭
অদ্বৈতে দেখিলা গিয়া প্রভু-দুইজন। বসিয়া করেন জল-তুলসী সেবন।। ১২৮
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বোলে 'হরি হরি'। ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, অর্চন পাসরি' ।।১২৯
মহামত্তসিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার। ক্রোধ দেখি—যেন মহারুদ্র-অবতার ।। ১৩০

---

১ (৭ম) কহে [ক, খ, গ, ঘ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২ (২য়) বিকল [ক, গ, ঘ, ছ, জ], আকু [ঙ, চ]; ১৪ (৪র্থ) না বলিলে [ক], প্রশংশিলা [গ]; ১৫ (৭ম) আমি [ক, খ]; ১৬ (৬ষ্ঠ) -সনকাদি [ক, খ, ঙ, ঞ]; ১৯ (৭ম) নাকি [ক্বচিৎ পাঠ]; ২৪ (৬ষ্ঠ—৯ম) "মনেতে হৈল বড় কৌতুকের…॥" [ঞ]; ২৫ (১ম—৩য়) অদ্বৈত সভায় গেলা [ঞ], (৮ম) সেচন [খ, ঙ, চ, ছ, ঞ]; ২৬ (১১শ) আপনা [ঘ, চ, ছ, জ, ঞ]।

অদ্বৈতে দেখিয়া মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর। পড়িলা মূর্ছিত হঞা পৃথিবী-উপর ॥ ১৩১
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। 'এই মোর প্রাণনাথ' জানিলা সকল ॥ ১৩২
"কতি যাবে চোরা আজি' ভাবে" মনে মনে। "এতদিন চুরি করি' বুল' এইখানে ॥ ১৩৩
অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই। চোরের উপরে চুরি করিমু এথাই ॥" ১৩৪
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে। সর্বপূজা-সজ্জ লঞা নামিলা তখনে ॥ ১৩৫
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় লঞা সেই ঠাঞি। চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য-গোসাঞি ॥ ১৩৬
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ চরণ-উপরি। পুনঃপুন এই শ্লোক পড়ে নমস্করি' ॥ ১৩৭
তথা হি (বিষ্ণুপুরাণে ১।১৯।৬৫)—
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১৩৮
পুনঃপুন শ্লোক পড়ি' পড়য়ে চরণে। চিনিঞা আপন-প্রভু করেন ক্রন্দনে ॥ ১৩৯
পাখালিলা দুই পদ নয়নের জলে। যোড়হস্ত করি' দণ্ডাইলা পদতলে ॥ ১৪০
হাসি' বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়। "বালকেরে, গোসাঞি! এমত না যুয়ায় ॥" ১৪১
হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে। "গদাধর! বালকে জানিবা কথোদিনে" ॥ ১৪২
চিত্তে সুবিস্মিত হৈলা প্রভু-গদাধর। "হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা বা ঈশ্বর" ॥ ১৪৩
কথোক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য। দেখেন আবেশময় অদ্বৈত আচার্য ॥ ১৪৪
আপনারে লুকায়েন প্রভু বিশ্বম্ভর। অদ্বৈতেরে স্তুতি করে' যুড়ি' দুই কর ॥ ১৪৫
নমস্কার করি' তাঁ'র পদধূলি লয়ে। আপনার দেহ প্রভু তাঁ'রে নিবেদয়ে ॥ ১৪৬
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়! তোমার সে আমি হেন জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৪৭
ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে। তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে ॥ ১৪৮
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ-নাশ। তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্বথা প্রকাশ ॥" ১৪৯
ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে। যেন করে' ভক্ত, তেন করেন আপনে ॥ ১৫০
মনে বোলে, "অদ্বৈত! কি কর ভারি-ভুরি। চোরের উপরে আগে করিয়াছোঁ চুরি"॥১৫১
হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর। "সভা' হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর ॥ ১৫২
কৃষ্ণকথা-কৌতুকে থাকহ এই ঠাঞি। নিরন্তর তোমা' যেন দেখিবারে পাই ॥ ১৫৩
সর্ব-বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে। তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্তন করিতে ॥" ১৫৪
অদ্বৈতের বাক্য শুনি' পরম-হরিষে। স্বীকার করিয়া চলিল নিজবাসে ॥ ১৫৫
জানিলা অদ্বৈত—হৈল প্রভুর প্রকাশ। পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর-বাস ॥ ১৫৬
"সত্য যদি প্রভু হয়, মুঞি হঙ দাস। তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ-পাশ" ॥১৫৭

---

৪ (৩য়) চোর [ঘ, ছ, জ, ঝ]; ৭ (৫ম)-উপরে [ঝ], (১০ম) নমস্করে [ঝ]; ১৮ (৮ম, ৯ম) সেবক আমি [ক, গ, ঘ, ছ]; ২০ (৫ম) সর্ববন্ধ-[ঘ, ছ]; ২৮(৮ম—১২শ) "ঘরে ঘরে সংকীর্তন করাব প্রকাশ" ॥ [খ]।

অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কা'র ? যাঁ'র ভক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার ॥ ১৫৮
এ-সব কথায় যা'র নাহিক প্রতীত। অদ্বৈতের সেবা তা'র নিষ্ফল নিশ্চিত ॥ ১৫৯
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি-দিনে-দিনে। কীর্তন করেন সর্ব-বৈষ্ণবের সনে ॥ ১৬০
সভে বড় আনন্দিত দেখি' বিশ্বম্ভরে। লখিতে না পারে' কোহো আপন-ঈশ্বরে ॥ ১৬১
সর্ব-বিলক্ষণ তাঁ'র পরম-আবেশ। দেখিয়া সভার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ ॥ ১৬২
যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ। কে কহিব তাহা, সবে পারে' প্রভু 'শেষ' ॥ ১৬৩
শতেক-জনেও কম্প্ ধরিবারে নারে'। লোচনে বহয়ে অশ্রু-শত-নদী-ধারে ॥ ১৬৪
কনক-পনস যেন পুলকিত-অঙ্গ। ক্ষণে-ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাসে' বহু রঙ্গ ॥ ১৬৫
ক্ষণে হয় আনন্দমূর্ছিত প্রহরেক। বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ-ব্যতিরেক ॥ ১৬৬
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে। তাঁ'র অনুগ্রহে তাঁ'র ভক্ত সব তরে' ॥ ১৬৭
সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়। ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময় ॥ ১৬৮
অপূর্ব দেখিয়া সব-ভাগবতগণে। নরজ্ঞান আর কেহো না করয়ে মনে ॥ ১৬৯
কেহো বোলে, "এ পুরুষ অংশ-অবতার।" কেহো বোলে, "এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার ॥"
কেহো বোলে, "শুক কিবা প্রহ্লাদ নারদ।" কেহো বোলে, "হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ॥"
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী। তাঁ'রাহ বোলয়ে, "কৃষ্ণ জন্মিলা আপনি ॥" ১৭২
কেহো বোলে, "এই বুঝি প্রভু-অবতার।" এইমত মনে সভে করেন বিচার ॥ ১৭৩
বাহ্য হৈলে ঠাকুর সভার গলা ধরি'। যে ক্রন্দন করে', তাহা কহিতে না পারি ॥ ১৭৪
"কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন।" বলিতে ছাড়েন শ্বাস, করেন ক্রন্দন ॥ ১৭৫
স্থির হঞা প্রভু সব-আপ্তগণ স্থানে। প্রভু বোলে, "মোর দুঃখ করোঁ নিবেদনে ॥"১৭৬
প্রভু বোলে, "মোর সে দুঃখের অন্ত নাই। পাইয়াও হারাইনু জীবন-কানাই ॥" ১৭৭
সভার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে। শ্রদ্ধা করি' সভে বসিলেন চারিভিতে ॥ ১৭৮
"কানাঞির নাট্শালা-নামে আছে গ্রাম। গয়া হৈতে আসিতে দেখিলুঁ সেই স্থান ॥১৭৯
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর। নবগুঞ্জা-সহিত কুন্তল মনোহর ॥ ১৮০
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি। ঝলমল মণিগণ—লখিতে না পারি ॥ ১৮১
হাথেতে মোহন-বংশী পরম-সুন্দর। চরণে নূপুর শোভে অতি-মনোহর ॥ ১৮২
নীলস্তম্ভ জিনি' ভুজে রত্ন-অলঙ্কার। শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার ॥ ১৮৩
কি কহিমু সে পীত-ধটীর পরিধান। মকর-কুণ্ডল কর্ণে কমল-নয়ান ॥ ১৮৪
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে। আমা' আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে॥"১৮৫

---

১ (২য়) বাক্য [ঙ], (৭ম) শক্তি- [ক, খ, গ, ঘ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২ (৬ষ্ঠ—৯ম) "সন্ত অধঃপাত তার জানিহ …॥"[গ]; ৪ (৬ষ্ঠ) বলিতে [ঘ, ছ]; ১৩(৩য়—৫ম) মহাপুরুষ অবতার [গ]; ১৬ (৫ম) সেই-অবতার [ছ]; ১৮(৫ম) নন্দের নন্দন [ঘ, ছ], (৬ষ্ঠ—১০ম) "তাঁরে না দেখিয়া প্রাণ না যায় ধারণ॥"[জ], ২৭ (৭ম)শোভে[ক,ঘ,ঙ,চ,ছ,জ,ঝ,ঞ]।

কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে। তাঁ'র কৃপা বিনা তাহা কে বুঝিতে পারে ? ১৮৬
কহিতে কহিতে মূর্ছা গেলা বিশ্বম্ভর। পড়িলা 'হা কৃষ্ণ' বলি' পৃথিবী-উপর॥ ১৮৭
আথে-ব্যথে ধরে' সভে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'। স্থির করি' ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি॥ ১৮৮
স্থির হইলেও প্রভু স্থির নাহি হয়। 'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দয়॥ ১৮৯
ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর। স্বভাবে হইলা অতি-নম্র-কলেবর॥ ১৯০
পরম-সন্তোষ-চিত্ত হইল সভার। শুনিঞা প্রভুর ভক্তি কথার প্রচার॥ ১৯১
সভে বোলে, "আমা' সভার সে বহু পুণ্য। তুমি-হেন-সঙ্গে সভে হইলাঙ ধন্য॥ ১৯২
তুমি সঙ্গে যা'র, তা'র বৈকুণ্ঠে কি করে? তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তিফল ধরে'॥ ১৯৩
অনুপাল্য তোমার আমরা সর্বজন। সভার নায়ক হঞা করহ কীর্তন॥ ১৯৪
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল। এ তোমার প্রেমজলে করহ শীতল"॥ ১৯৫
সন্তোষে সভারে প্রভু করিয়া আশ্বাস। চলিলেন মত্ত-সিংহ-প্রায় নিজবাস॥ ১৯৬
গৃহে আইলেও নাহি ব্যভার-প্রস্তাব। নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব॥ ১৯৭
কত বা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে। চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে? ১৯৮
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' এইমাত্র বোলে। আর কেহো কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে॥
যে বৈষ্ণবঠাকুরে দেখন বিদ্যমানে। তাঁ'রে প্রভু জিজ্ঞাসেন "কৃষ্ণ কোন্ স্থানে?" ২০০
বসিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়। যে যেমত জানে সেইমত প্রবোধয়॥ ২০১
একদিন তাম্বূল লঞা শ্রীগদাধর। সন্তোষে হইলা আসি' প্রভুর গোচর॥ ২০২
গদাধরে দেখি' প্রভু করেন জিজ্ঞাসা। "কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা?" ২০৩
সে-আর্তি দেখিতে সর্বহৃদয় বিদরে। কি বোল্ বলিব হেন বচন না স্ফুরে॥ ২০৪
সম্ভ্রমে সে বোলে গদাধর মহাশয়। "নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়"॥ ২০৫
'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিঞা। আপন হৃদয় প্রভু চিরে' নখ দিঞা॥ ২০৬
আথে-ব্যথে গদাধর দুই হস্ত ধরি'। নানা-মতে প্রবোধি' রাখিলা স্থির করি'॥ ২০৭
"এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও খানি"।—গদাধর বোলে, আই দেখেন আপনি॥ ২০৮
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর-প্রতি। "এমত শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কতি॥ ২০৯
মুঞি ভয়ে নাহি পারোঁ সম্মুখ হইতে। শিশু হঞা কেমন প্রবোধে' ভাল-মতে"॥ ২১০
আই বোলে, "বাপ্! তুমি সর্বদা থাকিবা। কোথাহো উহার সঙ্গ ছাড়ি' না যাইবা"॥ ২১১
অদ্ভুত প্রভুর প্রেমযোগ দেখি' আই। পুত্র-হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই॥ ২১২
মনে ভাবে' আই, "এই পুত্র নর নহে। মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে? ২১৩

---

৯ (১ম) অনুগম্য [ক]; ১১ (২য়, ৩য়) সভার প্রতি [ক—চ, জ, ঞ]; ১৯ (৫ম—৮ম) কি বলিব গদাধর[গ]; ২০ (৭ম) বৈস [ক]; ২৫ (৯ম) দেখ [গ]; ২৬ (৫ম) সর্বদা [কচিৎ পাঠ]; ২৮ (৪র্থ, ৫ম) এ পুরুষ [ক, খ, গ ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ]।

নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাশয়”। ভয়ে আই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয় ॥ ২১৪
সর্ব-ভক্তগণ সন্ধ্যা সময় হইলে। আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে অল্পে মিলে ॥ ২১৫
ভক্তিযোগ-সম্মত যে সব শ্লোক হয়। পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ-মহাশয় ॥ ২১৬
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি। শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি ॥ ২১৭
'হরি বোল্' বলি' প্রভু লাগিলা গর্জিতে। চতুর্দিগে পড়ে, কেহো না পারে' ধরিতে ॥ ২১৮
শ্বাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জন। এককালে সর্বভাব দিল দরশন ॥ ২১৯
অপূর্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ। ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ ॥ ২২০
সর্ব-নিশা যায় যেন মুহূর্তেক প্রায়। প্রভাতে বা কথঞ্চিত প্রভু বাহ্য পায় ॥ ২২১
এইমত নিজগৃহে শ্রীশচীনন্দন। নিরবধি নিশি-দিশি করেন কীর্তন ॥ ২২২
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্তন-প্রকাশ। সকল ভক্তের দুঃখ হয় দেখ নাশ ॥ ২২৩
'হরি বোল্' বলি' ডাকে শ্রীশচীনন্দন। ঘন ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ ॥ ২২৪
নিদ্রাসুখ-ভঙ্গে বহির্মুখ ক্রুদ্ধ হয়। যা'র যেন-মত ইচ্ছা বলিয়া মরয় ॥ ২২৫
কেহো বোলে, "এ-গুলার হৈল কিবা বাই ?" কেহো বোলে, "রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই'
কেহো বোলে, "গোসাঞি রুষিব ঘন ডাকে। এ-গুলার সর্বনাশ হৈব এই পাকে ॥"২২৭
কেহো বোলে, "জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার। পরম-উদ্ধত-হেন সভার ব্যভার ॥" ২২৮
কেহো বোলে, "কিসের কীর্তন কেবা জানে ? এত পাক করে' এই শ্রীবাস-বামনে ॥২২৯
মাগিয়া খাইবার লাগি' মিলি' চারি ভাই। 'হরি' বলি' ডাক ছাড়ে,—যেন মহাবাই ॥২৩০
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয় ? রাত্রি করি' ডাকিলে কি পুণ্য জনময় ?" ২৩১
কেহো বোলে, "আরে ভাই ! পড়িল প্রমাদ। শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎপাত ॥২৩২
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা। রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা ॥২৩৩
শুনিলেক নদীয়ায় কীর্তন বিশেষ। ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥ ২৩৪
যে-তে-দিগে পলাইব শ্রীবাসপণ্ডিত। আমা' সভার হৈল সর্বনাশ উপস্থিত ॥ ২৩৫
তখনে বলিলুঁ মুঞি হইয়া মুখর। 'শ্রীবাসের ঘর ফেল' গঙ্গার ভিতর' ॥ ২৩৬
তখনে না কৈলা ইহা পরিহাস-জ্ঞানে। সর্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে ॥" ২৩৭
কেহো বোলে, "আমা সভাকার কোন্ দায় ? শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিমু যে আসিয়া চায় ॥"
এইমত কথা হৈল নগরে নগরে। 'রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে ॥' ২৩৯
বৈষ্ণব-সমাজ সভে এ কথা শুনিলা। গোবিন্দ স্মঙরি' সভে ভয় নিবারিলা ॥ ২৪০
"যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয়। সে-প্রভু থাকিতে কোন্ অধমেরে ভয় ?" ২৪১

---

৫ (১ম) বোল [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ঞ]; ৬ (১ম) ত্রাস [খ, ঝ]; ১০ (৭ম—৯ম) হইল বিনাশ [গ]; ১৮ (৮ম) বড় [ঞ]; ১৯ (৮ম) বাঘে [চ], জন্মে [ঞ], লাগি [কচিৎ পাঠ]; (১১শ) উৎখাত [খ, ঘ], উৎসাদ [ঙ, ঝ], উচ্ছাদ [ঞ]; ২৬ (৪র্থ) নদীয়া [গ]।

শ্রীবাসপণ্ডিত বড় পরম উদার। যেই কথা শুনে, সেই প্রতীত সে তাঁ'র ॥ ২৪২
যবনের রাজ্য দেখি' মনে হৈল ভয়। জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয় ॥ ২৪৩
প্রভু অবতীর্ণ, নাহি জানে' ভক্তগণ। জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৪৪
নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন-সুন্দর ॥ ২৪৫
সর্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন। অরুণ-অধর শোভে কমল-নয়ন ॥ ২৪৬
চাঁচর-চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র-মুখ। স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ ॥ ২৪৭
দিব্য বস্ত্র পরিধান, অধরে তাম্বূল। কৌতুকে কৌতুকে গেলা ভাগীরথীকূল ॥ ২৪৮
সুকৃতি যে হয় তাঁ'রা দেখি' ত হরিষ। যতেক পাষণ্ডী, সভে হয় বিমরিষ ॥ ২৪৯
"এত ভয় শুনিঞাও ভয় নাহি পায়। রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায় ॥" ২৫০
আর-জন বোলে, "ভাই! বুঝিলাঙ থাক।' যত দেখ এ-সকল পালাবার পাক ॥" ২৫১
নির্ভয়ে চা'হেন চারিদিগে বিশ্বম্ভর। গঙ্গার সুন্দর স্রোত, পুলিন সুন্দর ॥ ২৫২
দেখে গাভি এক-যূথ পুলিনে সে চরে'। হম্বারব করি' আইসে জল খাইবারে ॥ ২৫৩
উর্ধ্ব-পুচ্ছ করি' কেহো চতুর্দিগে ধায়। কেহো যুঝে, কেহো শোয়ে, কেহো জল খায় ॥
'দেখিয়া গর্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার। "মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বারে বার ॥ ২৫৫
এইমতে ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে। "কি করিস্ শ্রীবাসিয়া?" বলিয়া হুঙ্কারে ॥ ২৫৬
নৃসিংহ পুজেন শ্রীনিবাস যেই ঘরে। পুনঃপুন লাথি মারে' তাঁ'র সে দুয়ারে ॥ ২৫৭
"কাঁ'রে রে পূজিস্ বেটা, করিস্ কাঁ'র্ ধ্যান? যাঁরে ত পূজিস্, তাঁ'রে দেখ্ বিদ্যমান ॥"
জ্বলন্ত-অনল যেন শ্রীবাসপণ্ডিত। হইল সমাধি-ভঙ্গ, চাহে চারিভিত ॥ ২৫৯
দেখে বীরাসনে বসি' আছে বিশ্বম্ভর। চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥ ২৬০
গর্জিতে আছয়ে যেন মত্ত সিংহসার। বামকক্ষে তালি দিয়া করয়ে-হুঙ্কার ॥ ২৬১
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে। স্তব্ধ হৈলা শ্রীনিবাস, কিছুই না স্ফুরে ॥ ২৬২
ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু, "আরে শ্রীনিবাস! এতদিন না জানিলি আমার প্রকাশ ॥ ২৬৩
তোর উচ্চসংকীর্তনে, নাঢ়ার হুঙ্কারে। ছাড়ি' সে বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্ব-পরিকরে ॥ ১৬৪
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া। শান্তিপুরে গেলা নাঢ়া আমারে এড়িয়া ॥২৬৫
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব। তোর কিছু চিন্তা নাই, পঢ়' মোর স্তব ॥" ২৬৬
প্রভুরে দেখিয়া, প্রেমে কাঁদে শ্রীনিবাস। ঘুচিল অন্তর-ভয় পাইয়া আশ্বাস ॥ ২৬৭
হরিষে পূর্ণিত হৈল সর্ব-কলেবর। দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে' যুড়ি' দুই কর ॥ ২৬৮

---

২ (৯ম) অন্তর [গ, ঘ, ছ, জ], অনন্ত [চ]; ৪ (২য়) আছয়ে [খ], ডাকয়ে [ছ]; ৮ (১০ম, ১১শ) তারা করে [খ, ঙ, ঞ]; ৯ (২য়) কথা [চ], (৯ম) হেন [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৫ (৯ম, ১০ম) বোলে অহঙ্কারে [গ, ঘ, জ, ঝ, ঞ]; ১৭ (৮ম, ৯ম) "ধ্যানে যাঁরে দেখিস্ ..."॥ [ঞ]; ১৮ (২য়) দেখে [খ], ১৯ (২য়) সন্নিধানে [চ]; ২৪ (৪র্থ,৫ম) আমা না জানিয়া [ঘ, ছ, জ], ২৬ (৩য়) ত্রাসে [চ], (৪র্থ) কাঁপে [ক], (৯ম) উল্লাস [ঘ, ছ, জ]।

সহজে পণ্ডিত বড় মহাভাগবত। আজ্ঞা পাঞা স্তুতি করে' যেন অভিমত ॥ ২৬৯
ভাগবতে আছে ব্রহ্ম-মোহাপনয়নে। সেই শ্লোক পড়ি' স্তুতি করয়ে প্রথমে ॥ ২৭০
তথা হি শ্রীভাগবতে (১০।১৪।১)—
"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়, গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছল সম্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু, লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥" ২৭১
"বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার। নব-ঘন জিনি' বর্ণ পীতবাস যাঁ'র ॥ ২৭২
শ্রীশচীনন্দন-পা'য়ে মোর নমস্কার। নবগুঞ্জা শিখিপিঞ্ছ ভূষণ যাঁহার ॥ ২৭৩
গঙ্গাদাস-শিষ্য-পা'য়ে মোর নমস্কার। বনমালা, করে দধিওদন যাঁহার ॥ ২৭৪
জগন্নাথপুত্র-পদে মোর নমস্কার। কোটিচন্দ্র জিনি' রূপ বদন যাঁহার ॥ ২৭৫
শিঙ্গা, বেত্র, বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার। সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥ ২৭৬
চারি-বেদে যাঁ'রে ঘোষে' 'নন্দের কুমার'। সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥" ২৭৭
ব্রহ্মস্তবে স্তুতি করে' প্রভুর চরণে। স্বচ্ছন্দে বোলয়ে—যত আইসে বদনে ॥ ২৭৮
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর। তোমার চরণোদক—গঙ্গা তীর্থবর ॥ ২৭৯
জানকী-বল্লভ তুমি, তুমি নরসিংহ। অজ-ভব-আদি তোর চরণের ভৃঙ্গ ॥ ২৮০
তুমি সে বেদান্তবেদ্য, তুমি নারায়ণ। তুমি সে ছলিলা বলি—হঞা সে বামন ॥ ২৮১
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগত-জীবন। তুমি নীলাচলচন্দ্র—সভার তারণ ॥ ২৮২
তোমার মায়ায় কা'র নাহি হয় ভঙ্গ ? কমলা না জানে—যাঁ'র সনে একসঙ্গ ॥ ২৮৩
সঙ্গী, সখা, ভাই—সর্বমতে সেবে' যে। হেন প্রভু মোহ মানে'—অন্য জনা কে ? ২৮৪
মিথ্যা গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে। তোমা' না জানিঞা মোর জন্ম গেল হেলে ॥২৮৫
নানামায়া করি' তুমি আমারে বঞ্চিলা। সাজি-ধুতি-আদি করি' আমার বহিলা ॥২৮৬
তাথে মোর ভয় নাঞি, শুন প্রাণনাথ ! তুমি-হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাত ॥ ২৮৭
আজি মোর সকল দুঃখের হইল নাশ। আজি মোর সুভদিন হৈল পরকাশ ॥ ২৮৮
আজি মোর জন্ম-কর্ম—সকল সফল। আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল ॥ ২৮৯
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার। আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার ॥ ২৯০
আজি মোর নয়নের ভাগ্যের কি সীমা ! তাঁ'রে দেখি—যাঁ'র শ্রীচরণ সেবে রমা ॥"২৯১
বলিতে আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত শ্রীবাস। উর্ধ্ব বাহু করি' কান্দে ছাড়ি' ঘন-শ্বাস ॥ ২৯২

---

৬ (৫ম—৮ম) পীতবর্ণ বসন যাহার [ক, খ, ছ], বর্ণপীত বসন যাহার [গ, ঘ, ঙ], পীতাম্বর বসন যাহার [ঞ] ৮ (১ম—৩য়) "বেদেও না জানে কভু মহিমা যাঁহার ॥" [চ]; ৯ (৪র্থ) কোটিব্রহ্ম [ক]; ১২ (১ম) ব্রহ্মাস্তবে [ক, খ, ঘ, চ]; ১৪ (১ম) -জীবন [ক, গ]; ১৫ (৩য়) বেদান্তবন্দ্য [চ]; ১৬ (৪র্থ) জানকী- [চ], (৮ম) কারণ [ক, খ, ঙ, চ, জ], জীবন [গ, ঘ; ছ, ঞ]; এই পংক্তির পর অধিক পাঠ—"তোমর মায়ায় প্রভু সবেই মোহিত। তুমি মাত্র নিত্যবস্তু প্রসন্ন সর্বরীত ॥" [ঞ]; ১৭ (৮ম, ৯ম) জানয়ে [ক], জানেন [গ, ঘ, ছ, ঞ]; ১৯ (৩য়, ৪র্থ) মুই পরিয়াছোঁ [গ]; ২২ (১১শ) সুপ্রকাশ [গ, ঙ]; ২৫ (৩য়—৫ম) নয়ান ভাগ্যের নাহি [ঝ, ঞ]; ২৬ (৯ম) ছাড়ে [খ, ঝ]।

গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস। দেখি' সে অপূর্ব গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ ২৯৩
কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস-শরীরে। ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে ॥ ২৯৪
হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি। সদয় সে হঞা বোলে শ্রীবাসের প্রতি ॥ ২৯৫
"স্ত্রী-পুত্র-আদি যত তোমার বাড়ীর। দেখুক আমার রূপ, করহ বাহির ॥ ২৯৬
সস্ত্রীক হইয়া পূজ' চরণ আমার। বর মাগ'—যেন ইচ্ছা থাকয়ে তোমার ॥" ২৯৭
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাসপণ্ডিত। সর্ব-পরিকর-সহ আইলা ত্বরিত ॥ ২৯৮
বিষ্ণুপূজা-নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল। সকল প্রভুর পা'য়ে সাক্ষাতেই দিল ॥ ২৯৯
গন্ধ-মাল্য-ধূপ-দীপে পূজে শ্রীচরণ। সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করেন ক্রন্দন ॥ ৩০০
ভাই, পত্নী, দাস, দাসী, সকলে লইয়া। শ্রীবাস করেন কাকু চরণে পড়িঞা ॥ ৩০১
শ্রীনিবাস-প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর। চরণ দিলেন সর্ব-শিরের উপর ॥ ৩০২
অলক্ষিতে বুলে প্রভু মাথায় সভার। হাসি বোলে, "মোতে চিত্ত হউ সভাকার ॥" ৩০৩
হুঙ্কার গর্জন করে' প্রভু বিশ্বম্ভর। শ্রীনিবাসে সম্বোধিয়া বোলেন উত্তর ॥ ৩০৪
"অয়ে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও? শুনি' তোমা' ধরিতে আইসে রাজ-নাও ॥ ৩০৫
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত জীব বৈসে। সভার প্রেরক আমি আপনার রসে ॥ ৩০৬
মুঞি যদি বোলো সেই রাজার শরীরে। তবে সে বলিব সেহো ধরিবার তরে ॥ ৩০৭
এমত না হয়, যদি স্বতন্ত্র আচরি। ধরিবারে বোলে, তবে মুঞিহ অঙ্গীকরি ॥ ৩০৮
মুঞি গিয়া সর্ব-অগ্রে নৌকায় চড়িমু। এইমত গিয়া রাজগোচর হইমু ॥ ৩০৯
মোরে দেখি' রাজা কি রহিব নৃপাসনে? বিহ্বল করিয়া না পাড়িমু সেইখানে? ৩১০
যদি এমত না হয় জিজ্ঞাসে' আমারে। সেহো মোর অভীষ্ট, শুনহ কহি তোরে ॥ ৩১১
'শুন শুন অয়ে রাজা! সত্য মিথ্যা জান'। যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন' ॥ ৩১২
হস্তী, ঘোড়া, পশু, পক্ষী—যত তোর আছে। সকল আনহ রাজা! আপনার কাছে ॥ ৩১৩
এবে হেন আজ্ঞা কর' সকল কাজীরে। আপনার শাস্ত্র কহি' কান্দাউ সভারে ॥' ৩১৪
নাহি পারে তা'রা যদি এতেক করিতে। তবে আপনারে ব্যক্ত করিমু রাজাতে ॥ ৩১৫
সংকীর্তন মানা কর' এ-গুলার বোলে। যত তা'র শক্তি—এই দেখিলি সকলে ॥ ৩১৬
মোর শক্তি দেখ্ এবে নয়ন ভরিয়া।' এত বলি' মত্ত-হস্তী আনিমু ধরিয়া ॥ ৩১৭
হস্তী, ঘোড়া, মৃগ, পক্ষী একত্র করিয়া। সেই খানে কান্দাইমু 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া ॥ ৩১৮

---

১ (৫ম, ৬ষ্ঠ) দেখিতে [ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৮ম) কৃষ্ণচন্দ্র [ঙ]; ৫ (১০ম) যায় ত [ক], হৃদয়ে [খ, ঙ], হয়ত [গ], দেখয়ে [ঘ, জ], মনেতে [ঞ]; ৮ (১ম) এ গন্ধ-পুষ্প- [গ, চ], (৮ম) পূজন [খ], বন্দন [গ]; ৯ (২য়) পুত্র [খ], (৯ম) স্তুতি [চ]; ১১ (৪র্থ, ৫ম) মাথায় সভার [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ], সবার হৃদয়ে [ঞ], (৮ম) মোহে [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঞ], (১০ম, ১১শ) হউক সভার [ক, খ, ঘ, চ, ছ, জ]; ১২ (৬ষ্ঠ—৮ম) শ্রীবাস সম্বোধি বোলে প্রবোধ [চ], (৭ম) প্রবোধিয়া [ঞ]; ১৪ (৬ষ্ঠ) পালিয়ে [ছ]; ১৫ (১০ম) রাজা [খ]; ১৮ (৫ম) বসিব [খ, গ], ২০ (৯ম, ১০ম) আমাত্যগণ [চ]।

রাজার যতেক গণ—রাজার সহিতে। সভা' কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বোলাঞা ভালমতে ॥৩১৯
ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস' মনে। সাক্ষাতেই করেঁা—দেখ আপন-নয়নে ॥" ৩২০
সম্মুখে দেখেন এক বালিকা আপনি। শ্রীবাসের ভ্রতৃসুতা—নাম 'নারায়ণী' ॥ ৩২১
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁ'র ধ্বনি। 'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী' ॥ ৩২২
সর্বভূত-অন্তর্যামী—প্রভু গৌরচান্দ্। আজ্ঞা কৈলা, "নারায়ণি! 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দ্ ॥"৩২৩
চারি বৎসরের বালা উন্মত্ত-চরিত। 'হা কৃষ্ণ!' বলি কান্দে, নাহিক সম্বিত ॥ ২২৪
অঙ্গ বাহি' পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। পরিপূর্ণ হৈল স্থান নয়নের জলে ॥ ৩২৫
হাসি' হাসি' বোলে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। "এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর?" ৩২৬
মহা-বক্তা শ্রীনিবাস—সর্ব-তত্ত্ব জানে। দুই ভুজ আস্ফালিয়া বোলে প্রভু-স্থানে ॥ ৩২৭
"কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে। যখনে সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে' ॥ ৩২৮
তখনে না করি ভয় তোর নাম-বলে। এখন কিসের ভয়?—তুমি মোর ঘরে!' ৩২৯
বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত শ্রীবাস। গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ ॥ ৩৩০
চারিবেদে যাঁ'রে দেখিবারে অভিলাষ। তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস ॥ ৩৩১
কি বলিমু শ্রীবাসের উদার চরিত্র। যাঁহার চরণ-ধূলে সংসার পবিত্র ॥ ৩২২
কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেব-ঘরে। যতেক বিহার সব—নন্দের মন্দিরে ॥ ৩৩৩
জগন্নাথ-ঘরে হৈল এই অবতার। শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহে সকল বিহার ॥ ৩৩৪
সর্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত-শ্রীবাস। তাঁ'র বাড়ী গেলে মাত্র সভার উল্লাস ॥ ৩৩৫
অনুভবে যাঁ'রে স্তুতি করে' বেদমুখে। শ্রীবাসের দাস দাসী তাঁ'রে দেখে সুখে ॥ ৩৩৬
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়। অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায় ॥ ৩৩৭
শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর। "না কহো এ সব কথা কাহারো গোচর ॥" ৩৩৮
বাহ্য পাঞা বিশ্বম্ভর লজ্জিত-অন্তরে। আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ-ঘরে ॥ ৩৩৯
সুখময় হৈলা তবে শ্রীবাসপণ্ডিত। পত্নী, বধূ, ভাই, দাস, দাসীর সহিত ॥ ৩৪০
শ্রীবাস করিলা স্তুতি, দেখিয়া প্রকাশ। ইহা যেই শুনে, সেই হয় কৃষ্ণদাস ॥ ৩৪১
অন্তর্যামী-রূপে বলরাম ভগবান্। আজ্ঞা কৈলা চৈতন্যের গাইতে আখ্যান ॥ ৩৪২
বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম। জন্ম জন্ম প্রভু মোর হউ বলরাম ॥ ৩৪৩
'নরসিংহ' 'যদুসিংহ' যেন নাম-ভেদ। এইমত জান'—'নিত্যানন্দ' 'বলদেব' ॥ ৩৪৪
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই। এবে 'অবধূতচন্দ্র' করি' যাঁ'রে গাই ॥ ৩৪৫

---

৪ (৬ষ্ঠ) -পায় [গ, ঘ]; ৬ (৪র্থ) উন্মত- [ক, গ], উন্নত, [ঘ, ঙ, জ, ঞ], (৮ম—১০ম) মাত্র পড়িলা ভূমিত [ক, গ]; ৯ (১০ম) -বিরক্ত [ঘ, ছ]; ১০ (৭ম) গোষ্ঠী [চ], মূর্ত্তি [ছ, জ]; ১৮ (১ম) অবিরোধ [ছ], অনুভাবে [কচিৎ পাঠ]; ২২ (৬ষ্ঠ) বন্ধু [জ]; ২৫ (৫ম) নমস্কার [ক], নমস্কাম [গ, চ]; ২৬ (৬ষ্ঠ, ৭ম) নিত্যানন্দ অনন্ত [খ]।

মধ্যখণ্ড কথা, ভাই! শুন একচিতে। বৎসরেক কীর্তন করিলা যেনমতে ॥ ৩৪৬
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩৪৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসংকীর্ত্তনারম্ভ-
বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

৫ ১ (১ম) হইল [ক, গ]; ২ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ]।

তৃতীয় অধ্যায়

জয় জয় সর্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর। জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর ॥ ১
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন। ভক্তি দান দেহ প্রভু! উদ্ধারহ দীন ॥ ২
এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ভক্তিসুখে ভাসে লঞা সর্ব-অনুচর ॥ ৩
প্রাণ-হেন সকল সেবক আপনার। 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে গলা ধরিয়া সভার ॥ ৪
দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব দাসগণ। চতুর্দিগে প্রভুরে বেঢ়ি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ৫
আছুক দাসের কার্য, সে প্রেম দেখিতে। শুষ্ককাষ্ঠ-পাষাণাদি মিলায় ভূমিতে ॥ ৬
ছাড়ি' ধন, পুত্র, গৃহ সর্ব ভক্তগণ। অহর্নিশ প্রভু-সঙ্গে করেন কীর্তন ॥ ৭
হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তি-ময়। যখন যেরূপ শুনে, সেইমত হয় ॥ ৮
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন রোদন। হইল প্রহর দুই গঙ্গা-আগমন ॥ ৯
যবে হাসে, তবে প্রভু প্রহরেক হাসে। মূর্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে ॥ ১০
ক্ষণে হয় স্বানুভাব,—দম্ভ করি' বৈসে। "মুঞি সেই মুঞি সেই" ইহা বলি' হাসে ॥ ১১
"কোথা গেল নাঢ়া বুঢ়া—যে আনিল মোরে? বিলাইমু ভক্তিরস প্রতি-ঘরে ঘরে" ॥ ১২
সেইক্ষণে "কৃষ্ণরে! বাপ্‌রে!" বলি' কান্দে। আপনার কেশ আপনার পা'য়ে বান্ধে ॥ ১৩
অক্রুর-যানের শ্লোক পঢ়িঞা পঢ়িঞা। ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবত হঞা ॥ ১৪

৬ এই পংক্তির পূর্বে অধিক পাঠ—"অবতীর্ণৌ সকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥" [ক, গ, ঞ], (৩য়) সর্বপ্রাণধন [ঞ]; ৭ (৭ম) দিয়া [ক, গ]; ৮ (৮ম)-পরিকর [খ, ঞ]; ১১ (৫ম) প্রভু [খ]; ১২ (২য়) ধর্ম [গ]; ১৬ (৩য়) সাত্ত্বভাব [গ], (৭ম—১০ম) মুঞিরে মুঞিরে সেই [ক, খ, ঙ]; ১৮ (২য়, ৩য়) কৃষ্ণ আরে বাপ [ঘ, জ, ঝ], প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ [ছ]।

হইলেন মহাপ্রভু যেহেন অক্রূর। সেইমত কথা কহে, বাহ্য গেল দূর॥ ১৫
"মথুরায় চল নন্দ! রাম-কৃষ্ণে লঞা। ধনুর্মখরাজ-মহোৎসব দেখ গিয়া॥" ১৬
এইমত নানা-ভাবে নানা-কথা কহে। দেখিয়া বৈষ্ণব-সব আনন্দে ভাসয়ে॥ ১৭
একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি'। গর্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি॥ ১৮
অন্তরে মুরারিগুপ্ত-প্রতি প্রেম তেন। হনূমান্-প্রতি প্রভু-রামচন্দ্র যেন॥ ১৯
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন। সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন॥ ২০
'শূকর শূকর' বলি' প্রভু চলি' যায়। স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত চতুর্দিগে চায়॥ ২১
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর। সম্মুখে দেখিলা জলভাজন সুন্দর॥ ২২
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে। স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥ ২৩
গর্জে যজ্ঞবরাহ,—প্রকাশে' খুর চারি। প্রভু বোলে, "মোর স্তুতি করহ মুরারি!" ২৪
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব দরশনে। কি বলিব মুরারি, না আইসে বদনে॥ ২৫
প্রভু বোলে, "বোল্ বোল্ কিছু ভয় নাঞি। এতদিন না জানিস্ মুঞি এই ঠাঞি॥"২৬
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া প্রণতি। "তুমি সে জানহ প্রভু! তোমার যে স্তুতি॥২৭
অনন্ত—ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'র ফণা এক ধরে'। সহস্র-বদন হঞা যাঁ'রে স্তুতি করে'॥ ২৮
তভু নাহি পায় অন্ত, সেই প্রভু কহে। তোমার সে স্তবে আর কে সমর্থ হয়ে? ২৯
যে-বেদের মতে করে সকল সংসার। সেই বেদে সর্বতত্ত্ব না জানে তোমার॥ ৩০
যত দেখি শুনি, প্রভু! অনন্ত ভুবন। তোর লোমকূপে গিয়া মিলায় যখন॥ ৩১
এক সদানন্দ তুমি যে কর' যখনে। বোল দেখি,—বেদে তাহা জানিব কেমনে? ৩২
অতএব তুমি সে তোমারে জান' মাত্র। তুমি জানাইলে জানে' তোমার কৃপাপাত্র॥৩৩
তোমার স্তুতিতে মোর কোন্ অধিকার!" এত বলি' কান্দে গুপ্ত করে' নমস্কার॥ ৩৪
গুপ্তবাক্যে তুষ্ট হঞা বরাহ ঈশ্বর। বেদ-প্রতি ক্রোধ করি' বোলয়ে উত্তর॥ ৩৫
"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন। বেদে মোরে এইমত করে' বিড়ম্বন॥ ৩৬
কাশীতে পঢ়ায় বেটা পরকাশানন্দ। সেই বেটা করে' মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥ ৩৭
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে'। সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তভু নাহি জানে'॥ ৩৮
সর্বযজ্ঞময় মোর যে-অঙ্গ পবিত্র। অজ-ভব-আদি গায় যাঁহার চরিত্র॥ ৩৯
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে। তাহা 'মিথ্যা' বোলে বেটা কেমন সাহসে॥" ৪০
"শুন্ রে মুরারিগুপ্ত!" কহয়ে শূকর। "বেদগুহ্য কহি মুঞি তোর এই গোচর॥ ৪১

---

২ (৬ষ্ঠ) ধনুর্ময় [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঞ], যাগমহোৎসব [গ],-মহোৎসব যজ্ঞ [ঘ, ছ],-মহামহোৎসব [ঙ, চ, ছ, ঞ]; ৫ (৫ম)-অতি [ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ]; ৭ (১ম, ২য়) শ্রীধর শ্রীধর [গ], (৯ম) সেইমত [চ]; ৯ (৫ম) আত্মভাবে [গ], (৬ষ্ঠ, ৭ম) মহাপ্রভু [ঞ] (৭ম) ভাণ্ড [ছ]; ১০ (৪র্থ) মুখ [ছ], (১০ম) বোলহ [ঘ, জ, ঝ, ঞ], পঢ়হ [ঙ, চ], ১৩ (৫ম) বিনতি [ক, গ, ঘ, ছ]; ১৫ (৯ম, ১০ম) স্মরণে [খ]; ১৬ (৩য়) কহে [চ, ছ]; ২৪ (১ম, ২য়) বাখানে বেদান্ত [খ, চ]।

আমি যজ্ঞবরাহ—সকল-বেদ-সার। আমি সে করিলুঁ পূর্বে পৃথিবী উদ্ধার ॥ ৪২
সংকীর্তন-আরম্ভে আমার অবতার। ভক্তজনে রাখি' দুষ্ট করিমু সংহার ॥ ৪৩
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিত না পারোঁ। পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ ॥ ৪৪
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া। মিথ্যা নাহি বোলোঁ, গুপ্ত! শুন মন দিয়া ॥ ৪৫
যে-কালে করিলুঁ মুঞি পৃথিবী-উদ্ধার। হইল ক্ষিতির গর্ভ—পরশে আমার ॥ ৪৬
হইল নরক-নামে পুত্র মহাবল। আপনে পুত্রেরে ধর্ম কহিলুঁ সকল ॥ ৪৭
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন। দেব-দ্বিজে-গুরু ভক্তি করয়ে পালন ॥ ৪৮
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্টসঙ্গ। বাণের সংসর্গে হৈল ভক্ত-দ্রোহ-রঙ্গ ॥ ৪৯
সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে। কাটিলুঁ আপন-পুত্র সেবকে রাখিতে ॥ ৫০
জন্মে-জন্মে তুমি সেবিয়াছহ আমারে। এতেকে সকল তত্ত্ব কহিলুঁ তোমারে ॥" ৫১
শুনিঞা মুরারিগুপ্ত প্রভুর বচন। আনন্দে বিহ্বল হঞা করেন ক্রন্দন ॥ ৫২
মুরারি-সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়। জয় যজ্ঞবরাহ—সেবক-রক্ষাময় ॥ ৫৩
এইমত সর্ব-সেবকের ঘরে ঘরে। কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে ॥ ৫৪
চিনিঞা সকল ভৃত্য—প্রভু আপনার। পরানন্দময় চিত্ত হইল সভার ॥ ৫৫
পাষণ্ডীরে আর কেহো ভয় নাহি করে'। হাটে ঘাটে সভে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে ॥ ৫৬
প্রভু-সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ। মহানন্দে অহর্নিশ করেন কীর্তন ॥ ৫৭
মিলিলা সকল ভক্ত, বিনা নিত্যানন্দ। ভাইরে না দেখি' বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র ॥ ৫৮
নিরন্তর নিত্যানন্দে স্মরে' বিশ্বম্ভর। জানিলেন নিত্যানন্দ—অন্তর-ঈশ্বর ॥ ৫৯
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান। সূত্ররূপে জন্ম-কর্ম কিছু কহি তান ॥ ৬০
রাঢ়-মাঝে 'একচাকা'-নামে আছে গ্রাম। যহিঁ জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান ॥ ৬১
মৌরেশ্বর-নামে দেব আছে কথোদূর। যাঁ'রে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ-হলধর ॥ ৬২
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হারাই পণ্ডিত। মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত ॥ ৬৩
তাঁ'র পত্নী—পদ্মাবতী-নাম পতিব্রতা। পরম-বৈষ্ণবীশক্তি—সেই জগন্মাতা ॥ ৬৪
পরম-উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। তাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥ ৬৫
সকল-পুত্রের জ্যেষ্ঠ—নিত্যানন্দ-রায়। সর্ব-সুলক্ষণ দেখি' নয়ন জুড়ায় ॥ ৬৬
তান বাল্যলীলা আদিখণ্ডে সে বিস্তর। এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর ॥ ৬৭
এইমত—কথোদিন নিত্যানন্দ-রায়। হারো-পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায় ॥ ৬৮

---

২ (২য়) আমার [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঞ]; ৩ (৪র্থ) দেখিতে [ক, গ, ঘ, চ, জ], (৭ম—১২শ) 'সেবক লাগিয়া মোর সব অবতার' ॥ [ছ]; ৫ (৫ম) ধরিল [খ]; ৬ (৮ম) করিল [গ, ঙ, চ, ছ, ঞ]; ৭ (৬ষ্ঠ) ধর্ম [ঙ], ভক্ত [ঝ]; ১৮ (৭ম) অনন্ত- [ক, ঙ, জ, ঞ] আপন- [চ], সভার- [ছ]; ১৯ (১ম) প্রভুসঙ্গে [জ]; ২০ (১ম) -দেশে [গ, ঙ, চ, ঞ]; ২২ (৭ম—১০ম) "সর্বতত্ত্ব বিষ্ণুভক্ত তাহার চরিত্র ॥" [খ], শুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণুভক্ত তাঁহার চরিত ॥" [চ]; ২৫ (৪র্থ) -গুণান্বিত [ছ]; ২৬ (১০ম) সুবিস্তর [গ]।

গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন। না ছাড়ে' জননী-তাত দুঃখের কারণ ॥ ৬৯
তিলমাত্র নিত্যানন্দে না দেখিলে মাতা। যুগপ্রায় হেন বাসে' ততোধিক পিতা ॥ ৭০
তিলমাত্র পুত্র নিত্যানন্দেরে ছাড়িয়া। কোথাও হারাই ওঝা না যায় চলিয়া ॥ ৭১
কিবা কৃষিকর্মে, কিবা যজমান-ঘরে। কিবা হাটে, কিবা ঘাটে যত কর্ম করে' ॥ ৭২
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি' যায়। তিলার্ধে শতেক বার উলটিয়া চা'য় ॥ ৭৩
ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে'। ননীর পুতলী যেন মিলায় শরীরে ॥ ৭৪
এইমত পুত্রসঙ্গে বুলে সর্ব-ঠাঁই। প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হারাই ॥ ৭৫
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে। পিতৃসুখ-ধর্ম পালি' আছেন পিতা-সনে ॥ ৭৬
দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর। আইলেন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর ॥ ৭৭
নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া। রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হইয়া ॥ ৭৮
সর্ব-রাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তাঁ'র সঙ্গে। আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-আনন্দে ॥ ৭৯
গন্তকাম সন্ন্যাসী হইলা উষঃকালে। নিত্যানন্দপিতা-প্রতি ন্যাসিবর বোলে ॥ ৮০
ন্যাসী বোলে, "এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।" নিত্যানন্দ-পিতা বোলে, "যে ইচ্ছা তোমার
ন্যাসী বোলে, "করিবাঙ তীর্থ-পর্যটন। সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ ৮২
এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ-নন্দন তোমার। কথোদিন লাগি' দেহ' সংহতি আমার ॥ ৮৩
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিমু উহানে। সর্ব-তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে ॥" ৮৪
শুনি' সে ন্যাসীর বাক্য স্তব্ধ বিপ্রবর। মনে মনে চিন্তে' বড় হইয়া কাতর ॥ ৮৫
"প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন আমার সন্ন্যাসী। না দিলেও 'সর্বনাশ হয়' হেন বাসি ॥ ৮৬
ভিক্ষুকেরে পূর্বে মহাপুরুষ সকল। প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল ॥ ৮৭
পুত্র রামচন্দ্র—দশরথের জীবন। পূর্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন ॥ ৮৮
যদ্যপিহ রাম বিনা রাজা নাহি জীয়ে। তথাপি দিলেন—এই পুরাণে ত কহে ॥ ৮৯
সেই ত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে। এ ধর্ম-সঙ্কটে কৃষ্ণ ! রক্ষা কর' মোরে ॥" ৯০
দৈবে সেই বস্তু, কেনে নহিব সে মতি ? অন্যথা লক্ষ্মণ কেনে গৃহে সে উৎপতি ?" ৯১
চিন্তিয়া ব্রাহ্মণ গেলা ব্রাহ্মণীর স্থানে। আনুপূর্ব কহিলেন সব বিবরণে ॥ ৯২
শুনিঞা কহিলা পতিব্রতা জগন্মাতা। "তোমার যে ইচ্ছা প্রভু ! সেই মোর কথা ॥" ৯৩
আইলা সন্ন্যাসিস্থানে নিত্যানন্দ-পিতা। সন্ন্যাসীরে দিলা পুত্র নোঙাইয়া মাথা ॥ ৯৪

---

১ (৮ম, ৯ম) -তাত স্নেহের [চ]; ২ (৫ম) পিতা [খ], (১০ম) মাতা [খ]; ৫ (৩য়) নিত্যানন্দ পুত্র [ঘ, ছ, জ]; ৮ (৬ষ্ঠ, ৭ম) -ধর্ম পালিবারে [খ, চ], (৯ম) -স্থানে [ঙ, চ, ছ, ঞ]; ১১ (৬ষ্ঠ) -প্রসঙ্গে [গ], -আনন্দ-তরঙ্গে [ঙ]; ১৩ (১০ম) আজ্ঞা [খ, চ]; ১৬ (২য়, ৩য়) করি রাখিব [গ]; ১৭ (৫ম) শুদ্ধবিপ্রবর [খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, ঝ, ঞ]; ১৮ (৩য়) করিলেন [ক, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২১ (৯ম) দান [খ, চ], সর্ব [গ]; ২২ (৩য়) নিত্যানন্দ [ঘ, চ]; ২৪ (১ম—৩য়) ভাবিয়া চলিলা বিপ্র [ক, খ, গ, চ, ঞ], (৬ষ্ঠ) সানুপূর্ব [ক, খ, গ, চ]; ২৫ (৮ম) নাথ [গ]।

নিত্যানন্দে লঞা চলিলেন ন্যাসিবর। হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর ॥ ৯৫
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হারাই-পণ্ডিত। ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্ছিত ॥ ৯৬
সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন্ জনে। বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে ॥ ৯৭
ভক্তিরসে জড়প্রায় হইলা বিহ্বল। লোকে বোলে, "হারো-ওঝা হইলা পাগল ॥" ৯৮
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ। চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥ ৯৯
প্রভু কেনে ছাড়িলা? যাঁর হেন অনুরাগ। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব ॥ ১০০
স্বামিহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িঞা। চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হঞা ॥ ১০১
ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনকে ছাড়ি' শুক। চলিলা—উলটি নাহি চাহিলেন মুখ ॥ ১০২
শচী—হেন জননীরে ছাড়ি' একাকিনী। চলিলেন নিরপেক্ষ হঞা ন্যাসিমণি ॥ ১০৩
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগকভু নয়। এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয় ॥ ১০৪
এ-সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণে। মহাকাষ্ঠ-শিলা দ্রবে' যেন ইহার শ্রবণে ॥ ১০৫
যেন পিতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে। নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে ॥ ১০৬
হেনমতে গৃহ ছাড়ি' নিত্যানন্দরায়। স্বানুভাবানন্দে তীর্থ ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ ১০৭
গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দ্বারাবতী। নরনারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি ॥ ১০৮*
বৌদ্ধালয় দিয়া গেলা ব্যাসের আলয়। রঙ্গনাথ, সেতুবন্ধ, গেলন মলয় ॥ ১০৯
অনন্তপুর পঞ্চপ্সরা গেলা মহাশয়। ভ্রমে' নির্জন গিরিবনে পরম-নির্ভয় ॥ ১১০
গোমতী, গণ্ডকী, কুশী, সরযূ, নদী শোণে। শ্রীঅযোধ্যা, দণ্ডকাদি বুলে' নানাস্থানে ॥১১১
ত্রিমল্ল, বেঙ্কটনাথ, সপ্তগোদাবরী। শ্রীশৈল গোকর্ণে শিব দেখি' কন্যাকুমারী ॥ ১১২
রেবা, মাহিষ্মতী, মল্লতীর্থ, হরিদ্বার। গেলা যহি অবতার হইল গঙ্গার ॥ ১১৩
এইমত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায়। সব দেখি' পুন আইলেন মথুরায় ॥ ১১৪
চিনিতে না পারে' কেহো অনন্তের ধাম। হুঙ্কার করেন দেখি' পূর্ব-জন্ম-স্থান ॥ ১১৫
নিরবধি বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে। ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে ॥ ১১৬
আহারের চেষ্টা নাহি করেন কোথায়। বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায় ॥ ১১৭
কেহো নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার। কৃষ্ণরস বিনা আর না করে' আহার ॥ ১১৮
কদাচিত কোনো দিন করে' দুগ্ধ-পান। সেহো যদি অযাচিত কেহো করে' দান ॥১১৯
এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ। নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ॥ ১২০

---

৬ (৩য়) ছাড়ি যাব [ক, গ, ঘ, ছ, জ]; ৭ (৬ষ্ঠ) -পুত্র [খ, চ]; ১০ (৫ম) সংজ্ঞা [চ]; ১২ (২য়) সীতা [খ, চ, ঞ]; ১২ এইপংক্তির পর খ ও চ পুঁথির অধিক পাঠ —"পরমার্থে রাম-সীতা কভু নহে ত্যাগ। এ সকল কথা বুঝে কোন মহাভাগ॥" ১৪ (১ম) বৌদ্ধকুল [গ], বৌদ্ধকাশীপুর [ঘ, ছ, জ], বৌদ্ধাশ্রম [ঙ, ঝ]; ১৬ (১ম—৩য়) পঞ্চাপ্সরা তীর্থ তবে [ছ]; * আদিখণ্ডে ৭ম অঃ ১০৬ তম—১৫৩ তম, ১৯১ তম —২০৫ তম পয়ারে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর তীর্থভ্রমণ-বর্ণন দ্রষ্টব্য। ১৮ (১ম) ত্রিমঠ [খ], ১৯ (১ম) রেমা [ক, ঘ. ঙ, চ, ছ], (২য়) মাহেশ্বরী [গ] মাহেশ্বর [ছ], ২৪ (৩য়) ভাব [ঘ, ছ, জ]।

নিরন্তর সংকীর্তন—পরম আনন্দ। দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ ॥ ১২১
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ। যাঁ'র লাগি সে-অবধি বৃন্দাবনে বাস ॥ ১২২
জানিঞা আইলা ঝাট নবদ্বীপপুরে। আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্যের ঘরে ॥ ১২৩
নন্দন-আচার্য মহাভাগবতোত্তম। দেখি' মহাতেজোরাশি যেন সূর্য সম ॥ ১২৪
মহা-অবধূত-বেশ প্রকাণ্ড-শরীর। নিরবধি ভক্তিরসে দেখে মহা-ধীর ॥ ১২৫
অহর্নিশ বদনে বোলয়ে কৃষ্ণনাম। ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম ॥ ১২৬
নিজানন্দে ক্ষণে-ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার। মহামত্ত যেন বলরাম-অবতার ॥ ১২৭
কোটি চন্দ্র জিনিঞা বদন মনোহর। জগত-জীবন হাস সুরঙ্গ অধর ॥ ১২৮
মুকুতা জিনিঞা শ্রীদশনের জ্যোতি। আয়ত অরুণ দুই লোচন-সুভাঁতি ॥ ১২৯
আ-জানুলম্বিত ভুজ, সুপীবর বক্ষ। চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ ॥ ১৩০
পরম-কৃপায় করে' সভারে সম্ভাষ। শুনিলে শ্রীমুখবাক্য কর্ম-বন্ধ-নাশ ॥ ১৩১
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দরায়। সকল-ভুবনে জয়-জয়-ধ্বনি গায় ॥ ১৩২
সে মহিমা বোলে হেন কে আছে প্রচণ্ড! যে-প্রভু ভাঙ্গিলা গৌরসুন্দরের দণ্ড ॥ ১৩৩
বণিক অধম মূর্খ যত কৈলা পার। ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যাঁ'র ॥ ১৩৪
পাইয়া নন্দনাচার্য হরষিত হঞা। রাখিলেন নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া ॥ ১৩৫
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ-চন্দ্র-আগমন। ইহা যেই শুনে, তা'রে মিলে প্রেমধন ॥ ১৩৬
নিত্যানন্দ-আগমন জানি' বিশ্বম্ভর। অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ॥ ১৩৭
পূর্বে ব্যপদেশে সর্ব-বৈষ্ণবের স্থানে। ব্যঞ্জিয়া আছেন, কেহো মর্ম নাহি জানে ॥ ১৩৮
প্রভু বোলে, "শুন ভাই! সকল বৈষ্ণব। নিশীথে দেখিলুঁ আজি কিছু অনুভব ॥ ১৩৯
"ভাই সব! দিন দুইতিনের ভিতরে। কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে ॥" ১৪০
দৈবে সেইদিন বিষ্ণু পূজি' গৌরচন্দ্র। সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ ॥ ১৪১
সভাকার স্থানে প্রভু কহয়ে আপনে। "আজি আমি অপরূপ দেখিলুঁ স্বপনে ॥ ১৪২
তাল-ধ্বজ এক রথ—সংসারের সার। আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার ॥ ১৪৩
তা'র পাছে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর। মহা এক স্তম্ভ কান্ধে, গতি নহে স্থির ॥ ১৪৪
বেত্র-বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম-হাথে। নীলবস্ত্র-পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে ॥ ১৪৫
বাম-শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র। হলধর-হেন তান বুঝিয়ে চরিত্র ॥ ১৪৬
'এই বাড়ী নিমাইপণ্ডিতের নাকী হয়?' দশবার বিশবার এই কথা কয় ॥ ১৪৭

---

৫ (৫ম) -স্থলে [ক, চ, জ, ঞ]; ৮ম পংক্তির পূর্বে ক, গ পুঁথিতে—"শ্রীরাগ" অধিক আছে; ৯ (৩য়) তাঁর দশনের [চ]; ১০ (৩য়) পরিসর [চ], (৬ষ্ঠ, ৭ম) কমলবত [ঘ, ছ, জ, ঝ]; ১১ (৩য়) সরস [চ], (৪র্থ) আশ্বাস [ক]; ১৪ (১ম) বালক [ক, ঘ, জ], পতিত [গ]; ১৬ (২য়) -প্রভু- [ঘ, ঙ, ছ, জ]; ১৭ (৪র্থ) অন্তর [গ], (৮ম) বিস্তর [গ, চ]; ২৪ (২য়) মাঝে [কচিৎ পাঠ]; ২৫ (২য়, ৩য়) এক কানা কুম্ভ [খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]

মহা-অবধূতবেশ পরম প্রচণ্ড। আর কভু নাহি দেখি এমত উদ্দণ্ড ॥ ১৪৮
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাঙ আমি। জিজ্ঞাসিলুঁ আমি, 'কোন্ মহাজন তুমি ?' ১৪৯
হাসিয়া আমারে বোলে, 'এই ভাই হয়। তোমায় আমায় কালি হৈব পরিচয় ॥' ১৫০
হরিষ বাড়িল শুনি' তাঁহার বচন। আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই সম ॥" ১৫১
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর। হলধর-ভাবে প্রভু গর্জেন প্রচুর ॥ ১৫২
"মদ আন মদ আন" বলি' প্রভু ডাকে। হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥ ১৫৩
শ্রীবাসপণ্ডিত বোলে, "শুনহ গোসাঞি ! যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞি ॥ ১৫৪
তুমি যা'রে বিলাও, সেই সে তা'রে পায়।" কম্পিত সকল-গণ, দূরে রহি' চায় ॥ ১৫৫
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবেরগণ। 'অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ' ॥ ১৫৬
আর্যা-তর্জা পড়ে প্রভু অরুণ-নয়ন। হাসিয়া দোলায় অঙ্গ—যেন সঙ্কর্ষণ ॥ ১৫৭
ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্বভাব চরিত্র। স্বপ্ন-অর্থ সভারে বাখানে রামমিত্র ॥ ১৫৮
"হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এই কথা। কোন এক মহাপুরুষ আসিয়াছে হেথা ॥ ১৫৯
পূর্বে মুঞি বলিয়াছোঁ তোমা সভা-স্থানে। কোন মহাজন-সনে হৈব দরশনে ॥ ১৬০
চল হরিদাস ! চল শ্রীবাসপণ্ডিত ! চাহ গিয়া কেবা অসিয়াছে কোন্ ভিত " ১৬১
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে। সর্ব-নবদ্বীপ চাহি' বুলয়ে হরিষে ॥ ১৬২
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুইজন। এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু-সঙ্কর্ষণ ? ১৬৩
আনন্দে বিহ্বল দুঁহে চাহিয়া বেড়ায়। তিলার্ধেকো উদ্দেশ কোথাও নাহি পায় ॥ ১৬৪
সকল নদীয়া তিন প্রহর চাহিয়া। আইলা প্রভুর স্থানে কারো না দেখিয়া ॥ ১৬৫
নিবেদিলা আসি' দোঁহে প্রভুর চরণে। "উপাধিক কোথাহ নহিল দরশনে ॥ ১৬৬
কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ-স্থল। পাষণ্ডীর ঘর আদি দেখিলুঁ সকল ॥ ১৬৭
চাহিলাঙ সর্ব-নবদ্বীপ তাঁ'র নাম। সবে না চাহিলুঁ প্রভু ! গিয়া আর গ্রাম ॥" ১৬৮
দোঁহার বচন শুনি' হাসে গৌরচন্দ্র। ছলে বুঝায়েন 'বড় গূঢ় নিত্যানন্দ' ॥ ১৬৯
এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়। নিত্যানন্দ-নাম শুনি' উঠিয়া পলায় ॥ ১৭০
পূজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে' শঙ্করে। এই পাপে অনেকে যাইব যমঘরে ॥ ১৭১
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। চৈতন্য দেখায় যা'রে সে দেখিব তাঁরে ॥ ১৭২
না বুঝি' যে নিন্দে' তান চরিত্র অগাধ। পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ ॥ ১৭৩
সর্বথা শ্রীবাস-আদি তাঁ'র তত্ত্ব জানে'। না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে ॥ ১৭৪

---

২ (৬ষ্ঠ) সম্ভাষিল [খ, গ, চ]; ৮ (৯ম) ভকতগণ [খ]; ১১ (৫ম) অনুভবে [ক, ঘ, জ], অনুভব [ঙ, ছ] (৯ম) নানামত [চ], হেনচিত [ছ]; ১৪ (৭ম, ৮ম) দেখি কে আইলা [ঝ]; ১৫ (৫ম] নবদ্বীপ-পুরী [খ, চ]; ২০ (৫ম, ৬ষ্ঠ) কিবা জ্ঞানী [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঞ]; ২৪ (৮ম) পাকে [ক, ঙ, ঝ, ঞ]; ২৫ (১০ম, ১১শ) দেখিতে পারে [খ, ঘ, ঙ, চ, ঝ, ঞ]।

ক্ষণেকে ঠাকুর বোলে ঈষত হাসিয়া। "আইস আমার সঙ্গে, সভে দেখি গিয়া ॥" ১৭৫
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব-ভক্তগণ। 'জয় কৃষ্ণ' বলি' সভে করিলা গমন ॥ ১৭৬
সভা' লঞা প্রভু নন্দন-আচার্যের ঘরে। জানিঞা উঠিলা গিয়া শ্রীগৌরসুন্দরে ॥ ১৭৭
বসিয়া আছেন এক পুরুষ-রতন। সভে দেখিলেন—যেন কোটিসূর্য-সম ॥ ১৭৭
দুর্লক্ষ্য আবেশ তানবুঝা—নাহি যায়। ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ, হাসেন সদায় ॥ ১৭৯
মহাভক্তিযোগ প্রভু বুঝি'য়া তাঁহার। গণসহ বিশ্বম্ভর কৈলা নমস্কার ॥ ১৮০
সম্ভ্রমে রহিলা সর্বগণ দাণ্ডাইয়া। কেহো কিছু না বোলয়ে রহিলা চাহিঞা ॥ ১৮১
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু-বিশ্বম্ভর। চিনিলেন নিত্যানন্দ—প্রাণের ঈশ্বর ॥ ১৮২

কেদার-রাগ

"আরে মনোহর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। ভকতজনের সঙ্গে নগরে বেড়ায় ॥" ধ্রু ॥ ১৮৩
বিশ্বম্ভর-মূর্তি যেন মদন-সমান। দিব্য গন্ধমাল্য দিব্য-বাস পরিধান ॥ ১৮৪
কি হয় কনক-জ্যোতি সে-দেহের আগে ? সে-বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে ॥ ১৮৫
সে-দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম ? সে-কেশ-বন্ধান দেখি' না রহে গেয়ান ॥ ১৮৬
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ান। আর কি ? 'কমল-পত্র'—হেন হয় জ্ঞান ॥ ১৮৭
সে আ-জানু দুই ভুজ, হৃদয় সুপীন। তাহে শোভে শুভ্র যজ্ঞসূত্র অতিক্ষীণ ॥ ১৮৮
ললাটে বিচিত্র ঊর্ধ্ব-তিলক সুন্দর। আভরণ বিনাও সর্ব-অঙ্গ মনোহর ॥ ১৮৯
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে। সে হাস দেখিতে কীবা করিব অমৃতে ? ১৯০
নিত্যানন্দ-সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর। চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন-ঈশ্বর ॥ ১৯১
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়। এক-দৃষ্টি হঞা বিশ্বম্ভর-রূপ চা'য় ॥ ১৯২
রসনায় লেহে যেন, দরশনে পান। ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ ॥ ১৯৩
এইমত নিত্যানন্দ হইলা স্তম্ভিত। না বোলে, না করে' কিছু, সভেই বিস্মিত ॥ ১৯৪
বুঝিলেন সর্ব-প্রাণনাথ গৌররায়। নিত্যানন্দে জানাইতে সৃজিলা উপায় ॥ ১৯৫
ইঙ্গিতে শ্রীবাস-প্রতি বোলেন ঠাকুরে। এক ভাগবতের বচন পড়িবারে ॥ ১৯৬
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি' শ্রীবাস-পণ্ডিত। কৃষ্ণধ্যান এক শ্লোক পঢ়িলা ত্বরিত ॥ ১৯৭

তথা হি (ভাঃ ১০।২১।৫)—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং, বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-,র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্তিঃ ॥" ১৯৮

---

৪ (১ম—৪র্থ) বসিয়াছে এক মহাপুরুষ-[ক, খ, গ, ঙ, ঞ]; ৭ (৯ম, ১০ম) রহে স্তব্ধ হৈয়া [ক]; ৮ (২য়) বসিলা [খ, চ], (৬ষ্ঠ) আপন [ক, ঘ, ছ, জ]; ১০ (১ম, ২য়) মনোহর বেষ প্রভু [ঙ]; (৮ম) এই ধ্রু-পদটি চ-পুঁথির পাঠ; ১২ (৩য়)-দ্যুতি [খ, গ, ঙ, ঞ]; ১৭ (৬ষ্ঠ) মুখ [চ, ঞ]; —এই পংক্তির পর ক, খ, ঙ, জ- পুঁথি এবং ঝ, ঞ- মুদ্রিতগ্রন্থে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য… জান । বৃন্দাবনদাস……গান ॥" এই পুষ্পিকা এবং অধ্যায় শেষ আছে; ১৯ (৭ম)-মুখ [চ]; ২২(৬ষ্ঠ) চিন্তিলা [চ]; ২৩ (৩য়, ৪র্থ) বোলেন ঠাকুরে [ক, ঙ, চ, ঝ]; ২৪(৩য়) পাই [খ, চ]।

"শুনি' মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক-উচ্চারণ। পড়িলা মূর্ছিত হঞা নাহিক চেতন ॥ ১৯৯
আনন্দে মূর্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়। "পঢ় পঢ়" শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায় ॥ ২০০
শ্লোক শুনি' কথোক্ষণে হইলা চেতন। নিত্যানন্দ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ২০১
পুনঃপুন শ্লোক শুনি' বাঢ়য়ে উন্মাদ। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন, শুনি' সিংহনাদ ॥ ২০২
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়। সভে মনে ভাবে' কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥" ২০৩
অন্যের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়। 'রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!' সভেই স্মরয় ॥ ২০৪
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে। কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥ ২০৫
বিশ্বম্ভর-মুখ চা'হি' ছাড়ে ঘন-শ্বাস। অন্তরে আনন্দ—ক্ষণে-ক্ষণে মহাহাস ॥ ২০৬
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গড়ি, ক্ষণে বাহু-তাল। ক্ষণে জোড়ে-জোড়ে লাফ দেয় দেখি ভাল ॥২০৭
দেখি' সে অদ্ভুত কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দ। সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে কান্দে' গৌরচন্দ্র ॥ ২০৮
পুনঃপুন প্রেম সুখ বাঢ়ে অনিবার। ধরেন সভেই—কেহো নারে' রাখিবার ॥ ২০৯
রাখিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব-সকলে। বিশ্বম্ভর লইলেন আপনার কোলে ॥ ২১০
বিশ্বম্ভর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ। সমর্পিয়া প্রাণ তানে হইলা নিষ্পন্দ ॥ ২১১
যাঁ'র প্রাণ, তানে নিত্যানন্দ সমর্পিঞা। আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া ॥ ২১২
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে। শক্তিহত লক্ষ্মণ যে-হেন রাম-কোলে ॥ ২১৩
প্রেমভক্তি-বাণে মূর্ছা গেলা নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ কোলে করি' কান্দে গৌরচন্দ্র ॥২১৪
কি আনন্দ-বিরহ হইল সর্বগণে। পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥ ২১৫
গৌরচন্দ্রে—নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বিনা নাহিক উপমা ॥ ২১৬
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কথোক্ষণে। 'হরি' বলি' জয়-ধ্বনি করে' সর্বগণে ॥ ২১৭
নিত্যানন্দে কোলে করি' আছে বিশ্বম্ভর। বিপরীত দেখি' মনে হাসে গদাধর ॥ ২১৮
"যে-অনন্ত নিরবধি ধরে' বিশ্বম্ভরে। আজি তাঁ'র গর্ব চূর্ণ—কোলের ভিতরে ॥" ২১৯
নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর। নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর ॥ ২২০
নিত্যানন্দে দেখিয়া সকল ভক্তগণ। নিত্যানন্দময় হৈল সভাকায় মন ॥ ২২১
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র—দোঁহে দোঁহা দেখি। কেহো কিছু না বোলে, ঝরয়ে মাত্র আঁখি ॥
দোঁহে দোঁহা দেখি' বড় বিবশ হইলা। দোঁহার নয়ন-জলে পৃথিবী ভাসিলা ॥ ২২৩
বিশ্বম্ভর বোলে, "শুভ-দিবস আমার। দেখিলাঙ ভক্তিযোগ—চারিবেদ-সার ॥ ২২৪
এ কম্প, এ অশ্রু, এই গর্জন হুঙ্কার। এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বিনা হয় আর? ২২৫

৯ (৪র্থ) লড় [ক, খ], জড় [গ, চ]; ১০ (১ম—৪র্থ) দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ [ক, খ, গ, ঙ, চ, ঝ, ঞ]; ১১ (৩য়) সুখ অতি [খ, গ, ঙ, ঝ, ঞ]; ১৪ (৯ম) আবিষ্ট [ক], নীরব [খ, চ]; ১৬ (৫ম—৯ম) "দেখিয়া বিস্ময় হৈল সর্ব-ভক্তবৃন্দ ॥" [ছ]; ১৭ (৪র্থ) সর্বজনে [খ, ঘ, ঙ, জ]; ১৯ (৫ম, ৬ষ্ঠ) হরি-ধ্বনি [ঝ]; ২৫ (৫ম) হরিষ (খ), বিস্ময় [গ]।

সকৃত এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে। তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোন কালে ॥ ২২৬
বুঝিলাঙ—ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ-শক্তি। তোমারে ভজিলে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি ॥ ২২৭
তুমি কর' চতুর্দশভুবন পবিত্র। অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র ॥ ২২৮
তোমা' লখিবেক হেন আছে কোন্ জন। মূর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন ॥ ২২৯
তিলার্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়ে। কোটি পাপ থাকিলেও তা'র মন্দ নহে ॥ ২৩০
বুঝিলাঙ—কৃষ্ণ মোরে করিব উদ্ধারে। তোমা' হেন সঙ্গ আনি' দিলেন আমারে ॥২৩১
মহাভাগ্যে দেখিলাঙ তোমার চরণ। তোমা' ভজিলে সে পাই কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥" ২৩২
আবিষ্ট হঞা ত প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। নিত্যানন্দে-স্তুতি করে', নাহি অবসর ॥ ২৩৩
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ। সব কথা ঠারে-ঠোরে নাহিক প্রকাশ ॥ ২৩৪
প্রভু বোলে, "জিজ্ঞাসা করিতে বাসি ভয়। কোন্ দিগ্ হৈতে শুভ করিলা বিজয় ?"২৩৫
শিশুমতি নিত্যানন্দ—পরম বিহ্বল। বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল ॥ ২৩৬
'এই প্রভু অবতীর্ণ' জানিলেন মর্ম। করজোড় করি' বোলে হঞা বড় নম্র ॥ ২৩৭
প্রভু করে' স্তুতি, শুনি' লজ্জিত হইয়া। ব্যপদেশে সর্ব-কথা কহেন ভঙ্গিয়া ॥ ২৩৮
নিত্যানন্দ বোলে, "তীর্থ করিলুঁ অনেক। দেখিলুঁ কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক ॥২৩৯
স্থানমাত্র দেখি, কৃষ্ণে দেখিতে না পাই। জিজ্ঞাসা করিলু তবে ভাল-লোক-ঠাঁই ॥২৪০
সিংহাসন-সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত ? কহ ভাই-সব ! কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত ?২৪১
তা'রা বোলে, 'কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে। গয়া করি' গিয়াছেন কথোক দিবসে ॥২৪২
নদীয়ায় শুনি বড় হরিসংকীর্তন। কেহো বোলে, 'তথায় জন্মিলা নারায়ণ ॥' ২৪৩
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়। শুনিয়া আইলুঁ মুঞি পাতকী এথায় ॥" ২৪৪
প্রভু বোলে, "আমরা সকল ভাগ্যবান্। তোমা-হেন ভক্তের হইল উপস্থান ॥ ২৪৫
আজি কৃতকৃত্য-হেন মানিলুঁ আমরা। দেখিলুঁ যে তোমার আনন্দ-বারি-ধারা ॥"২৪৬
হাসিয়া মুরারি বোলে, "তোমরা তোমরা। উহা ত না বুঝি কিছু, আমরা সভারা ॥" ২৪৭
শ্রীবাস বোলেন, "উহা আমরা কি বুঝি ? মাধব-শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পুজি ॥" ২৪৮
গদাধর বোলে, "ভাল বলিলা পণ্ডিত। সেই বুঝি যেন রাম-লক্ষ্মণ-চরিত ॥" ২৪৯
কেহো বোলে, "দুই জন যেন দুই কাম।" কেহো বোলে, "দুই জন কৃষ্ণ-বলরাম ॥"২৫০
কেহো বোলে. "আমি কিছু বিশেষ না জানি। কৃষ্ণ-কোলে যেন 'শেষ' আইলা আপনি ॥"

---

১ (১ম. ৩য়) শুদ্ধ এই [গ]; ২ (৯ম) বিষ্ণুভক্তি [খ, গ, চ, ছ, জ]; ৪ (২য়) লঙ্ঘিবেক [ছ]; ৫ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) যেই জন লয় [ছ], ৭ (২য়) পাইলাঙ [খ], (৪র্থ) দর্শন [খ]; ১০ (১১শ, ১২শ) হৈলে মহাশয় [ছ]; ১১ (৮ম) পরম [ঙ], অত্যন্ত [ঞ]; ১৩ (১০ম) হাসিয়া [ঘ, ছ, জ]; ১৪ (৯ম, ১০ম) যত পরতেক [খ]; ১৬ (৭ম) প্রভু [ক, খ, গ, ঘ, ছ, জ]; ১৮ (১ম) নবদ্বীপে [ঘ, ছ, জ], (৪র্থ) শ্রীহরিকীর্তন [ক, গ; ঘ, চ, ছ, জ]; ১৯ (৯ম) তুরিত [চ]; ২১ —এই পংক্তির পর গ-পুঁথিতে অধিক পাট—"তুমি যদি হেথা আসি হঞাছ প্রবেশ। দুইজনে শ্রীকৃষ্ণের করিব উদ্দেশ ॥" ২৪ (৪র্থ) বুঝিলা [ছ], (৬ষ্ঠ) স্নেহ [খ, গ]।

কেহো বোলে, "তুই সখা যেন কৃষ্ণার্জুন। সেইমত দেখিলাঙ স্নেহ পরিপূর্ণ॥" ২৫২
কেহো বোলে, "তুই জনে বড় পরিচয়। কিছু না বুঝিয়ে—ঠারে সব কথা কয়॥২৫৩
এইমত হরিষে সকল ভক্তগণ। নিত্যানন্দ-দরশনে কহেন কথন॥ ২৫৪
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র—দোঁহার দরশন। ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ-বিমোচন॥ ২৫৫
সঙ্গী, সখা, ভাই, ছত্র, শয়ন, বাহন। নিত্যানন্দ বিনা অন্য নহে কোন জন॥ ২৫৬
নানারূপে সেবে' প্রভুরে আপন-ইচ্ছায়। যাঁ'রে দেন অধিকার, সেই জন পায়॥২৫৭
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব। মহিমার অন্ত তান নাহি জানে' সব॥ ২৫৮
না জানি' যে নিন্দে তা'ন চরিত্র অগাধ। পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ॥ ২৫৯
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রাম। হউ মোর প্রাণনাথ—এই মনস্কাম॥ ২৬০
তাহান প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি। তাহান আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি॥ ২৬১
'রঘুনাথ' 'যদুনাথ'—যেন নাম-ভেদ। এইমত ভেদ 'নিত্যানন্দ'-'বলদেব'॥ ২৬২
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥ ২৬৩
যে বা গায় এই কথা হঞা তৎপর। গোষ্ঠীসহ বর-দাতা তা'রে' বিশ্বম্ভর॥ ২৬৪
জগতে দুর্লভ বড় বিশ্বম্ভর-নাম। সেই প্রভু চৈতন্য—সভার ধন প্রাণ॥ ২৬৫
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ২৬৬

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দমিলনং
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩

---

২ (১১শ) ঠোরে [ছ, ঞ]; ৩ (৬ষ্ঠ, ৭ম) করয়ে ক্রন্দন [গ]; ৭ (৩য়) পরম [গ]; ৮ (১ম—৪র্থ) জানিয়া নিন্দেন [ঞ]; ১২ (১০ম) নিতাই ঠাকুরে [চ]; ১৩ (৮ম) সগোষ্ঠীরে [ক, খ; গ, ঙ, ছ, ঞ]; ১৪ (৭ম, ৮ম) সর্ব-ভক্তের [ছ]; ১৫ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, জ, ঝ], (১ম) শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্যচাঁদ [গ], (১ম, ২য়) -চন্দ্র ভাল [খ], (২য়, ৩য়) জান [ক, গ]।

চতুর্থ অধ্যায়

জয় নবদ্বীপ—নব-প্রদীপ-,প্রভাব-পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ।
স্বনামসংখ্যা-জপ-সূত্রধারী, চৈতন্যচন্দ্রো ভগবান্মুরারিঃ ॥ ১

জয় জয় গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর। জয় জয় নিত্যানন্দ অনন্ত ঈশ্বর ॥ ২
হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে। কৃষ্ণ-কথারসে সভে হৈলা বিহ্বলে ॥ ৩
সভে মহাভাগবত পরম-উদার। কৃষ্ণ-রসে মত্ত সভে করেন হুঙ্কার ॥ ৪
হাসে' প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিগে দেখি'। বহয়ে আনন্দধারা সভাকার আঁখি ॥ ৫
দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু বলিলা উত্তর ॥ ৬
"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি! ব্যাসপূজা তোমার হইব কোন্ ঠাঞি? ৭
কালি হৈব পৌর্ণমাসী—ব্যাসের পূজন। আপনে বুঝিয়া বোল, যথা লয় মন ॥" ৮
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিতে। হাথে ধরি' আনিলেন শ্রীবাসপণ্ডিতে ॥ ৯
হাসি' বোলে নিত্যানন্দ, "শুন বিশ্বম্ভর। ব্যাসপূজা মোর এই বামনের ঘর ॥" ১০
শ্রীবাসের প্রতি বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর। "বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর ॥" ১১
পণ্ডিত বোলেন, "প্রভু! কিছু নহে ভার। তোমার প্রসাদে সব ঘরেই আমার ॥ ১২
বস্ত্র, দুগ্ধ, যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান। বিধিযোগ্য যত সজ্জ—সব বিদ্যমান ॥ ১৩
পদ্ধতি-পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব। কালি মহাভাগ্যে ব্যাস-পূজন দেখিব ॥" ১৪
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে। 'হরি-হরি'-ধ্বনি কৈলা বৈষ্ণব-সকলে ॥ ১৫
বিশ্বম্ভর বোলে, "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি! শুভ কর সভে পণ্ডিতের ঘরে যাই' ॥" ১৬
নিত্যানন্দ আনন্দিত প্রভুর বচনে। সেইক্ষণে আজ্ঞা লঞা করিলা গমনে ॥ ১৭
সর্ব-গণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর। রাম-কৃষ্ণে বেঢ়ি যেন গোকুলকিঙ্কর ॥ ১৮
প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র শ্রীবাস-মন্দিরে। বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সভার শরীরে ॥ ১৯
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়। আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায় ॥ ২০
কীর্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর। উঠিল কীর্তন-ধ্বনি, বাহ্য গেল দূর ॥ ২১
ব্যাসপূজা-অধিবাসে উল্লাসে কীর্তন। দুই প্রভু নাচে, বেঢ়ি' গায় ভক্তগণ ॥ ২২
চিরদিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই। দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি' নাচে এক-ঠাঁই ॥ ২৩
হুঙ্কার করয়ে কেহো, কেহো বা গর্জন। কেহো মূর্ছা যায়, কেহো করয়ে ক্রন্দন ॥২৪

১। ১ম পংক্তিটি ক, গ ভিন্ন অন্যত্র নাই; ৩ "জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥" [জ]; ৭ (৩য়) মহামত্ত [ক, চ, জ]; ৮ (৪র্থ) স্বরূপ [ঙ]; ৯ (১০ম) যারে [ক, গ, ঞ]; ১৪ (২য়) মুদ্গ [ক, ঙ, ঝ], (৮ম, ৯ম) সর্বদ্রব্য [গ]; ১৭ (১০ম) বাড়ী [চ]; ২০ (৪র্থ) ব্যক্ত [গ]; ২১ (৩য়) দ্বারে [খ]; ২২ (৪র্থ) দিলেন [খ]; ২৩ (৯ম) সর্বগণ [ঘ, চ, জ,]; ২৫ (৯ম) পায় [ঙ]।

কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আনন্দ-মূর্চ্ছিত। ঈশ্বরের বিকার—কহিতে জানি কত ॥ ২৫
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন। ক্ষেণে কোলাকুলি করি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৬
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে যায়। পরম চতুর দোঁহে—কেহো নাহি পায় ॥ ২৭
পরম-আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়। আপনা' না জানে দোঁহে আপন-লীলায় ॥ ২৮
বাহ্য দূর হইল বসন নাহি রহে। ধরয়ে বৈষ্ণবগণ ধরণ না যায়ে ॥ ২৯
যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিব তাঁ'রে। মহামত্ত দুই প্রভু কীর্তন-বিহারে ॥ ৩০
'বোল্ বোল্' বলি' ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর। সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সর্ব-কলেবর ॥ ৩১
চিরদিন 'নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে। বাহ্য নাহি, আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসে ॥ ৩২
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে' অতি-মনোহর। নিজাঙ্গ লাগে গিয়া চরণ উপর ॥ ৩৩
টলমল ভুমি নিত্যানন্দ-পদতালে। ভূমিকম্প-হেন মানে' বৈষ্ণব-সকলে ॥ ৩৪
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ। সে উল্লাস বর্ণিবারে শক্তি আছে কা'ত ? ৩৫
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর। বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর ॥ ৩৬
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে। "মদ আন" মদ আন বলি ঘন ডাকে ॥ ৩৭
নিত্যানন্দ-প্রতি বোলে শ্রীগৌরসুন্দর। "ঝাট দেহ' মোরে হল-মুষল সত্বর ॥" ৩৮
পাঞা সে প্রভুর আজ্ঞা প্রভু-নিত্যানন্দ। করে দিলা কর পাতি লৈলা গৌরচন্দ্র ॥ ৩৯
কর দেখে কেহো, আর কিছুই না দেখে। কেহো বা দেখিল হল-মুষল প্রত্যক্ষে ॥ ৪০
যাঁরে কৃপা করে', সেই ঠাকুরে সে জানে। দেখিলেহ শক্তি নাহি করিতে বর্ণনে ॥ ৪১
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহো মাত্র জানে। নিত্যানন্দ ব্যক্ত যেই-সব-জন-স্থানে ॥ ৪২
নিত্যানন্দ-স্থানে হল-মুষল লইয়া। "বারুণী বারুণী" প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া ॥ ৪৩
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায়। অন্যোহন্যে সভার বদন সভে চা'য় ॥ ৪৪
যুগতি করিয়া সভে মনেতে ভাবিয়া। ঘট ভরি' গঙ্গাজল সভে দিলা লঞা ॥ ৪৫
সর্ব-জন দেন জল, প্রভু করে' পান। সত্য যেন কাদম্বরী পীয়ে—হেন ভান ॥ ৪৬
চতুর্দিগে রামস্তুতি পড়ে ভক্তগণ। "নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া" প্রভু বোলে' অনুক্ষণ ॥ ৪৭
সঘনে ঢুলায় শির "নাঢ়া নাঢ়া" বোলে'। 'নাঢ়া'র সন্দর্ভ কিছু না বুঝে সকলে ॥ ৫৮
সভে বলিলেন, "প্রভু ! 'নাঢ়া'বোল' কাঁ'রে ?" প্রভু বোলে, "আইলুঁ মুঞি যাঁহার হুঙ্কারে ॥
'অদ্বৈত-আচার্য' বলি' নাম কহ যাঁ'র। সেই নাঢ়া লাগি' মোর এই অবতার ॥ ৫০
মোহরে আনিলা নাঢ়া বৈকুণ্ঠ থাকিঞা। নিশ্চিন্তে রহিলা গিয়া হরিদাসে লঞা ॥ ৫১

৩ (৫ম) চায় [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, জ], চাহে [চ, ঝ]; ৫ (১ম—৩য়) বাহ্য দুই'র গেল [চ]; ৬ (১০ম,) কীর্তন বিহারে [খ, গ, ঙ, ঝ], কীর্তনে বিহরে [জ]: ৯ (৫ম) নিজ-শির [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, ঝ, ঞ]; ১৪ (৮ম) সুন্দর [চ]; ১৮ (৬ষ্ঠ) নাহি [ক, গ]; ২১ (৫ম) চিন্তিয়া [ঘ]; ২২ (১ম) সর্বগণে [ক, খ, গ], (১১শ, ১২শ) ভগবান্ [ক], হেন জ্ঞান [ঙ]; ২৩ (২য়) নানা স্তুতি [গ]; ২৪ (৯ম) কেহো [ঝ]; ২৫ (১১শ) নাঢ়াড় [খ]; ২৬ (৩য়) কথা [ক, খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২৭ (৫ম) ছাড়িঞা [খ]।

সংকীর্তন-আরম্ভে মোহর -অবতার। ঘরে-ঘরে করিমু কীর্তন-পরচার॥ ৫২
বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে। মোর ভক্তস্থানে যা'র আছে অপরাধে॥ ৫৩
সে অধম-সভারে না দিমু প্রেমযোগ। নগরিয়া-প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥" ৫৪
শুনিঞা আনন্দে ভাসে সব-ভক্তগণ। ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥ ৫৫
"কী চাঞ্চল্য করিলাঙ?" প্রভু জিজ্ঞাসয়। ভক্ত-সব বোলে, "কিছু উপাধিক নয়॥" ৫৬
সভারে করেন প্রভু প্রেম আলিঙ্গন। "অপরাধ মোর না লইবা সর্ব-ক্ষণ॥" ৫৭
হাসে সর্বভক্তগণ প্রভুর কথায়। নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়॥ ৫৮
সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ। প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ'॥ ৫৯
ক্ষেণে হাসে, ক্ষেণে কান্দে, ক্ষেণে দিগম্বর। বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব-কলেবর॥ ৬০
কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডলু। কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি মুল॥ ৬১
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর। আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির॥ ৬২
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সভে মানে'। নিত্যানন্দ মত্তসিংহ আর নাহি জানে॥ ৬৩
"স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাসে।" স্থির করাঞা প্রভু গেলা নিজ-বাসে॥ ৬৪
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে। নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস-মন্দিরে॥ ৬৫
কথোরাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া। নিজ-দণ্ডকমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥ ৬৬
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড? কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ-কমণ্ডলু দণ্ড? ৬৭
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই-পণ্ডিত। ভাঙ্গা 'দণ্ড কমণ্ডলু' দেখি' সুবিস্মিত॥ ৬৮
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন কতক্ষণে। শ্রীবাস বোলেন, "যাও ঠাকুরের স্থানে॥ ৬৯
রামাইর মুখে শুনি' আইলা ঠাকুর। বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥ ৭০
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিঞা। চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লঞা॥ ৭১
শ্রীবাসাদি সভেই চলিলা গঙ্গাস্নানে। দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে॥ ৭২
চঞ্চল সে নিত্যানন্দ, না মানে' বচন। তবে একবার প্রভু করেন গর্জন॥ ৭৩
কুম্ভীর দেখিয়া তা'রে ধরিবারে যায়। গদাধর শ্রীনিবাস করে' 'হায় হায়'॥ ৭৪
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর। চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির॥ ৭৫
নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি' বোলে বিশ্বম্ভর। "ঝাঁট আসি' ব্যাসপূজা করহ সত্বর॥" ৭৬
শুনিঞা প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে। স্নান করি' গৃহে আইলেন প্রভু সনে॥ ৭৭
আসিয়া মিলিলা সব ভাগবতগণ। নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করি' যে কীর্তন॥ ৭৮
শ্রীবাস পণ্ডিত—ব্যাসপূজার আচার্য। চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব-কার্য॥ ৭৯

---

২ (৪র্থ) শীল [ক]; ৬ (৯ম) সর্বজন [গ, ঞ]; ১৩ (১০ম) চলে [ঙ]; ১৬ (৩য়) প্রভু সে [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, জ], (৫ম) অগম্য [ক, খ, গ, ঙ, চ, ছ, ঞ]; ২২ (১১শ) মজ্জন [ঝ], তর্জন [ঞ]; ২৩ (৩য়) প্রভু [গ, ঘ, জ]; ২৫ (৭ম) আজি [ঞ]; ২৭ (৩য়) যথা [খ], (৮ম, ৯ম) করিছে [গ, ঞ]।

মধুর-মধুর সভে করেন কীর্তন। শ্রীবাস-মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ-ভবন ॥ ৮০
সর্বশাস্ত্রজ্ঞাতা সেই ঠাকুর-পণ্ডিত। করিলা সকল কার্য যে বিধি বিহিত ॥ ৮১
দিব্য-গন্ধ-সহিত সুন্দর বনমালা। নিত্যানন্দ-হাথে দিয়া বলিতে লাগিলা ॥ ৮২
"শুন শুন নিত্যানন্দ! এই মালা ধর'। বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর' ॥ ৮৩
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা'। ব্যাস তুষ্ট হৈলে, সর্ব-অভীষ্ট পাইবা ॥" ৮৪
যত শুনে নিত্যানন্দ করে' 'হয় হয়'। কিসের বচন-পাঠ?—প্রবোধ না লয় ॥ ৮৫
কি বা বোলে ধীরে ধীরে, বুঝন না যায়। মালা হাথে করি' পুন চারিদিগে চায় ॥ ৮৬
প্রভুরে ডাকিয়া বোলে শ্রীবাস উদার। "না পুজেন ব্যাসে এই শ্রীপাদ তোমার ॥" ৮৭
শ্রীবাসের বাক্য শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর। ধাঞা ত সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর ॥ ৮৮
প্রভু বোলে, "নিত্যানন্দ! শুনহ বচন। মালা দিয়া ঝাট কর' ব্যাসের পূজন ॥" ৮৯
দেখিলেন নিত্যানন্দ—প্রভু বিশ্বম্ভর। মালা তুলি' দিলা তাঁ'র মস্তক-উপর ॥ ৯০
চাঁচর-চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল। ষড়্-ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ॥ ৯১
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল। দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল ॥ ৯২
ষড়্ভুজ দেখি' মূর্ছা পাইলা নিতাই। পড়িলা পৃথিবী-তলে—ধাতু-মাত্র নাই ॥ ৯৩
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ। "রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!" করেন স্মরণ ॥ ৯৪
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন। কক্ষে তালি দেয় ঘন-বিশাল-গর্জন ॥ ৯৫
মূর্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিঞা। আপনে চৈতন্য তোলে গা'য়ে হাথ দিঞা ॥৯৬
"উঠ উঠ নিত্যানন্দ! স্থির কর' চিত। সংকীর্তন শুন—যে তোমার সমীহিত ॥ ৯৭
যে-কীর্তন-নিমিত্ত করিলা অবতার। সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর? ৯৮
তোমার সে প্রেমভক্তি, তুমি প্রেম ময়। বিনে তুমি দিলে, কা'রো ভক্তি নাহি হয় ॥ ৯৯
আপনা' সম্বরি' উঠ, নিজ-জনে চাহ। যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ ॥ ১০০
তিলার্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে। ভজিলেহ সে আমার প্রিয় কভু নহে ॥" ১০১
পাইয়া চৈতন্য প্রভু—প্রভুর বচনে। হৈলা আনন্দময় ষড়্ভুজ দর্শনে ॥ ১০২
যে-অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র। সেই প্রভু অবিস্ময় জান' নিত্যানন্দ ॥ ১০৩
ষড়্ভুজ-দৃষ্টি তানে কোন্ অদভুত। অবতার-অনুরূপ এ সব কৌতুক ॥ ১০৪
রঘুনাথ-প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈলা। প্রত্যক্ষ হইয়া আসি' দশরথ লৈলা ॥ ১০৫
সে যদি অদ্ভুত, তবে এহো অদভুত। নিশ্চয় সকল এই কৃষ্ণের কৌতুক ॥ ১০৬

---

১ (৫ম) -ভবন [গ], (৭ম) -ভুবন [ক, গ, ঙ, জ]; ২ (৮ম) বিধিবোধিত [ক, খ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ]; ৬ (৫ম, ৬ষ্ঠ) অয় অয় [জ]; ৮ (২য়) চাহিয়া [চ]; ১২ (৬ষ্ঠ) ছয়ভুজ [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৩ (৮ম) মূর্ছিত [ক, খ, ঙ, চ, ঞ], চিন্তিত [ছ, জ]; ১৯ (৩য়) করিলুঁ [ঘ, জ]; ২০ (৫ম) ভক্তিময় [খ, ঙ, চ, জ, ঞ], (১০ম) শক্তি [চ]; ২৫ (১০ম) ছয়-ভুজ [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২৭ (৮ম) জানিহ [ক, গ, ছ]।

নিত্যানন্দস্বরূপের স্বভাব সর্বথা। তিলার্ধেকো দাস্যভাব না হয় অন্যথা॥ ১০৭
লক্ষ্মণের স্বভাব যে-হেন অনুক্ষণ। সীতাবল্লভের দাস্যে প্রাণ মন ধন॥ ১০৮
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপের মন। চৈতন্যচন্দ্রের দাস্য-প্রতি অনুক্ষণ॥ ১০৯
যদ্যপিহ অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু জগন্ময়॥ ১১০
সর্ব-সৃষ্টি তিরোভাব যে সময়ে হয়। তখনো অনন্তরূপ সত্য বেদে কয়॥ ১১১
তথাপিহ শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব। নিরবধি প্রভুপদে করে' দাস্যভাব॥ ১১২
যুগে যুগে— প্রতি-অবতারে—অবতারে। স্বভাব তাঁহার দাস্য, বুঝহ বিচারে॥ ১১৩
শ্রীলক্ষ্মণ-অবতারে অনুজ হইয়া। নিরবধি সেবেন অনন্ত—দাস্য পাঞা॥ ১১৪
অন্ন পানি নিদ্রা ছাড়ি' শ্রীরামচরণ। সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে' অনুক্ষণ॥ ১১৫
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম-অবতারে। দাস্যযোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে॥ ১১৬
'স্বামী' করিয়াও সে বোলেন কৃষ্ণপ্রতি। ভক্তি বিনা কখনো না হয় অন্যমতি॥ ১১৭

তথা হি (শ্রীভা০ ১০।১৩।৩৭)—

"কেয়ং বা কুত আয়াতা, দৈবী বা নার্যুতাসুরী। প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥"

সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাশয়। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয় ১১৯
ইহাতে যে নিত্যানন্দ-বলরাম-প্রতি। ভেদদৃষ্টি-হেন করে', সেই মূঢ়মতি॥ ১২০
সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র। বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্বথা সে তা'র॥ ১২১

তথা হি বাক্যম্—

"অজপ্ত্বা লাক্ষ্মণং মন্ত্রং রামচন্দ্রং জপেত্তু যঃ। তস্য কার্যং ন সিধ্যেত কল্পকোটিশতৈরপি॥" ১২২

ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্যা যদ্যাপি কমলা। তভু তান স্বভাব—চরণসেবা-লীলা॥ ১২৩
সর্বশক্তি-সমন্বিত 'শেষ' ভগবান্। তথাপি স্বভাব-ধর্ম—সেবা সে তাহান॥ ১২৪
অতএব তান হেন স্বভাব বর্ণিতে। সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে॥ ১২৫
ঈশ্বর-স্বভাব সে—কেবল-ভক্তিবশ। বিশেষে প্রভুর সুখ শুনিতেই যশ॥ ১২৬
স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত। অতএব বেদে কহে স্বভাব-চরিত॥ ১২৭
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে। সেইমত লিখি আমি পুরাণ-প্রমাণে॥ ১২৮

---

২ (১ম) রাম [চ]; ৩ (৫ম) দাস্য প্রীতি [ক, ঞ]; ৪ (৪র্থ) বিরজয় [ক]; ৫ (৭ম) সর্ব [গ, ঞ]; ৬ (৩য়) প্রভাব [খ], (৫ম—৭ম) প্রেম দাস্য-ভাবে অনুরাগ [ক, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ]; ৭ (১ম, ২য়) ঘরে ঘরে [চ]; ৮ (৭ম, ৮ম) দাস্য পাঞা [খ, গ, ঙ]; ৯ (১০ম) কোনক্রম [ঞ]; ১০ (৪র্থ) দাস্যভাব [ঞ]; ১১ (৫ম) প্রভুপ্রতি [ক], (৬ষ্ঠ—১১শ) "সর্বকাল স্বভাব তাঁহার এই মতি॥" [গ, ব, জ], (১১শ) অন্যগতি [ক]; ১৩ -এই পংক্তির শ্লোকটি ক, খ, গ, চ, ছ, জ, পুঁথি এবং ঞ-পুস্তকে নাই; ১৫ (৪র্থ) ভক্তজ্ঞানে হেলা [ক, খ, ঙ, চ, ঞ]; ১৮ —এই পংক্তির শ্লোকটির অনুরূপ একটি শ্লোক শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকা'-গ্রন্থের প্রথম-পটলে মন্ত্রোদ্ধারপ্রকরণে দৃষ্ট হয়, যথা—"অজপ্ত্বা লক্ষ্মণ-মন্ত্রং রামমন্ত্রান্ জপন্তি যে। তজ্জপস্য ফলং নৈব প্রযান্তি কুশলা অপি॥"; ২০(১ম) সর্বভক্তি-[চ], (৮ম) বিধান [ঞ]; ২৪ (৬ষ্ঠ—৯ম) "তাহার মহিমা অন্যজন নাহি জানে॥" [ঞ]।

নিত্যানন্দস্বরূপের এই বাক্য মন। "চৈতন্য ঈশ্বর, মুঞি তাঁ'র, এক জন ॥" ১২৯
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা। "মুঞি তাঁ'র, সেহো মোর ঈশ্বর সর্বথা ॥ ১৩০
শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে যে মোর স্তুতি করে'। সেই সে মোহোর ভৃত্য পাইবেক মোরে ॥" ১৩১
আপনে কহিয়া আছেন ষড়্‌ভুজ-দর্শনে। তান প্রীত্যে কহি তান এ-সব কথনে ॥ ১৩২
পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়। দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয় ॥ ১৩৩
তথাপিহ অবতার-অনুরূপ খেলা। করেন ঈশ্বর, কেবা বুঝে' তান লীলা ॥ ১৩৪
সেহো স্বীকার প্রভু করেন আপনে। তাহা গায়, বর্ণে' বেদে ভারতে-পুরাণে ॥ ১৩৫
যে কর্ম করেন প্রভু, সেই হয় 'বেদ'। তাহি গায় সর্ববেদ ছাড়ি' সর্ব ভেদ ॥ ১৩৬
ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়। জানে' জন-কথো গৌরচন্দ্রের কৃপায় ॥ ১৩৭
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল। তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল ॥ ১৩৮
ইহা না বুঝিয়া কা'রো কা'রো বুদ্ধিনাশ। একে বন্দে', আনে নিন্দে', পাইবে সে নাশ ॥

তথা হি শ্রীনারদীয়ে)

"অভ্যর্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং, দৃষ্যন্ জনে সর্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ পাদৌ দ্বিজনস্য মূর্ধ্নি, দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি ॥" ১৪০

বৈষ্ণব হিংসার কথা, সে থাকুক দূরে। সহজ-জীবে যে-অধম পীড়া করে' ॥ ১৪১
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ করে'। পূজাও নিষ্ফল হয়, আরো দুঃখে মরে ॥ ১৪২
সর্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া। বিষ্ণুপূজা করে' অতি প্রাকৃত হইয়া ॥ ১৪৩
এক হস্তে যেন বিপ্র-চরণ পাখালে'। আর হস্তে ঢিলা মারে' মাথায়-কপালে ॥ ১৪৪
এ সব লোকের কি কুশল কোন-ক্ষণে। হইয়াছে, হইবেক ?—বুঝ ভাবি' মনে ॥ ১৪৫
যত পাপ হয় প্রজাগণের হিংসনে। তা'র শতগুণ হয় বৈষ্ণব-নিন্দনে ॥ ১৪৬
শ্রদ্ধা করি' মূর্তি পূজে, ভক্তে না আদরে'। মূর্খ-নীচ-পতিতেরে দয়া নাহি করে' ॥ ১৪৭
এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর। কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে' ভেদ ব্যবহার ॥ ১৪৮
বলরাম-শিব-প্রতি প্রীতি নাহি করে'। 'ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে এ-সব জনারে ॥ ১৪৯

তথা হি (শ্রীভা০ ১১।২।৪৭)—

"অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥" ১৫০

প্রসঙ্গে কহিলুঁ ভক্তাধমের লক্ষণে। পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড়্‌ভুজ—দর্শনে ॥ ১৫১

---

১ (২য়) এক [ঞ]; ২(১০ম) জানিহ [চ]; ৬(৬ষ্ঠ—৮ম) সেবা কে বুঝিবে [ঙ, ঞ], সেবা বুঝ তান [জ,ঝ]; ৭ (১ম) মোরে [খ] সহজে [ঘ, ছ, জ, ঝ], মুখে [ঙ, ঞ], (১০ম) ভাগবত, [খ, ঙ, চ, ছ]; ১০(১ম,২য়) নিত্যানন্দ [ক, ঘ, ছ']; ১১ (৪র্থ, ৫ম) কোন কোন [খ—ছ, ঝ, ঞ]; ১৫ (২য়) কার্য [ঞ], (৬ষ্ঠ) সহজে জীবের [ঘ, চ]; ১৬ (৯ম) তার [খ, ঙ, ঞ]; ২১ —এই পংক্তির পর ঝ- মুদ্রিত গ্রন্থে বন্ধনীর-মধ্যস্থিত অধিক পাঠ— ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে। প্রভু 'অবতার' যেই জন ভেদ করে ॥"

এই নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ দরশন। ইহা যে শুনয়ে, তা'র বন্ধ-বিমোচন ॥ ১৫২
বাহ্য পাঞা নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দনে। মহানদী বহে দুই কমল-নয়নে ॥ ১৫৩
সভা' প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন। "পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা করহ কীর্তন ॥" ১৫৪
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সভে আনন্দিত। চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণধ্বনি আচম্বিত ॥ ১৫৫
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে একঠাঞি। মহামত্ত দুই ভাই, কা'রো বাহ্য নাঞি ॥ ১৫৬
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল। ব্যাসপূজা-মহোৎসব মহা-কুতূহহল ॥ ১৫৭
কেহো নাচে, কেহো গায়, কেহো গড়ি যায়। সভেই চরণ ধরে'—যে যাহারে পায় ॥ ১৫৮
চৈতন্যপ্রভুর মাতা—জগতের আই। নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই ॥ ১৫৯
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখয়ে যখনে। "দুই জন মোর পুত্র"—হেন বাসে' মনে ॥ ১৬০
ব্যাসপূজা-মহোৎসব পরম উদার। অনন্ত প্রভু সে পারে' ইহা বর্ণিবার ॥ ১৬১
কিছু সূত্র কহি কৃষ্ণ-চৈতন্যচরিত। যে-তে-মতে কৃষ্ণ গাইলেই হয় হিত ॥ ১৬২
দিন অবশেষ হইল হৈল ব্যাসপূজা-রঙ্গে। নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর সঙ্গে ॥ ১৬৩
পরানন্দে মত্ত মহাভাগবতগণ। "হা কৃষ্ণ!" বলিয়া সভে করেন ক্রন্দন ॥ ১৬৪
এইমতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া। স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব-গণ লঞা ॥ ১৬৫
ঠাকুর-পণ্ডিত প্রতি বোলে বিশ্বম্ভর। "ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর" ॥ ১৬৬
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব-উপহারে। আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সভারে ॥ ১৬৭
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাঞা সেইক্ষণ। আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ ॥ ১৬৮
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে। সভারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ-করে ॥ ১৬৯
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য-হেন মানে। তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে ॥ ১৭০
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে। এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বর্ণিতে পারে' ? ১৭১
এইমত নানা দিন নানা সে কৌতুক। নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব-লোক ॥ ১৭২
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৭৩

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীব্যাসপূজা-বর্ণনং

নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

---

১ (৭ম, ৮ম) তারে মিলে প্রেমধন [খ, ঙ]; ৭ (২য়) বায় [খ], ১৯ (৭ম) থায় [ক, খ, ঙ, চ, ঞ]; ২০ (৪র্থ) লীলা [ঙ]; ২২ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (১ম; ২য়) -চন্দ্র ভাল [খ], (২য়, ৩য়) জান [গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ] (২য়, ৩য়) জান [ক]।

পঞ্চম অধ্যায়

জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্দ্র। দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ ১
জয় জয় জগত-জীবন বিশ্বম্ভর। জয় জয় যত গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর ॥ ২
জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন। জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণ ধন ॥ ৩
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়। জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥ ৪
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ। জীব প্রতি কর' প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত ॥ ৫
হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে গৌরচন্দ্র। ভক্তগণ লঞা করে' সংকীর্তন-রঙ্গ ॥ ৬
এখনে শুনহ অদ্বৈতের আগমন। মধ্যখণ্ডে, যেন-মতে হৈল দরশন ॥ ৭
একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে। রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণ-রসে ॥ ৮
"চলহ রামাই! তুমি অদ্বৈতের বাস। তাঁ'র স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ ॥ ৯
'যাঁ'র লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন। যাঁ'র লাগি' করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ॥ ১০
যাঁ'র লাগি' করিলা বিস্তর উপবাস। সে-প্রভু তোমার লাগি' হইলা প্রকাশ ॥ ১১
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁ'র আগমন। আপনি আসিয়া ঝাট করহ কীর্তন ॥ ১২
নির্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন। যে—কিছু দেখিলা, তাঁ'রে কহিও কথন ॥ ১৩
আমার পূজার সজ্জ উপহার লঞা। ঝাট আসিবারে বোল' সস্ত্রীক হইয়া ॥" ১৪
শ্রীবাস অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে ধরি'। সেইক্ষণে চলিলা স্মঙরি 'হরি হরি' ॥ ১৫
আনন্দে বিহ্বল—পথ নাহি জানে রামাঞি। চৈতন্যের আজ্ঞা লঞা গেলা সেই ঠাঞি ॥১৬
আচার্যেরে নমস্করি রামাই-পণ্ডিত। কহিতে না পারে' কথা, আনন্দে পূর্ণিত ॥ ১৭
সর্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে। 'আইল প্রভুর আজ্ঞা- জানিয়াছে আগে ॥ ১৮
রামাইরে দেখি' হাসি' বোলয়ে বচন। "বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা' নিবার কারণ ?"১৯
করজোড় করি' বোলে রামাই-পণ্ডিত। "সকল জানিঞাছহ, চলহ ত্বরিত ॥" ২০
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য-গোসাঞি। হেন নাহি জানে, দেহ আছে কোন্ ঠাঞি ॥২১
কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন। জানিঞাও নানা-মত কহয়ে কথন ॥ ২২
"কোথার গোসাঞি আইলা মানুষ-ভিতরে। কোন্ শাস্ত্রে বোলে নদীয়ায় অবতরে ?২৩
যত ভক্তি-বৈরাগ্য অধ্যাত্ম-জ্ঞান মোর। সকল জানয়ে শ্রীনিবাস—ভাই তোর ॥" ২৪

১ম পংক্তির পূর্বে ক, গ পুঁথিতে অধিক পাঠ—"জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো, জয়তি জয়তি কীর্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা। জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্তে-,র্জয়তি জয়তি নৃত্যস্তস্য সর্বপ্রিয়াণাম্ ॥" ২ (৩য়), মঙ্গল [গ]; ৯ (৫ম) পাশ [ঙ, চ], (৭ম), গৃহে [চ]; ১১ (৫ম) অভিলাষ [গ, ঙ, চ, ছ] (৮ম) আসি [ক, চ]; ১২ (৮ম, ৯ম) কর বিবর্তন [খ, চ, জ, ঝ, ঞ], করিব কীর্তন [ছ]; ১৩ (৮ম) করিও [খ, ঙ]; ১৪ (৩য়) সর্ব [ক, গ, ঞ]; ২২ (৩য়) আচার্যের [ঙ]।

অদ্বৈতের চরিত্র রামাঞি ভাল জানে। উত্তর না করে কিছু, হাসে মনে-মনে ॥ ২৫
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ। সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্যবাধ ॥ ২৬
পুন বোলে, "কহ কহ রামাই-পণ্ডিত! কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত ॥ ২৭
বুঝিলেন আচার্য হইলা শান্তচিত। তখনে কান্দিয়া কহে রামাই-পণ্ডিত ॥ ২৮
"যাঁ'র লাগি' করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন। যাঁ'র লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন ॥ ২৯
যাঁ'র লাগি' করিলা বিস্তর উপবাস। সে-প্রভু তোমার লাগি' হইলা প্রকাশ ॥ ৩০
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁ'র আগমন। তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্তন ॥ ৩১
ষোড়শ-পূজার বিধিযোগ্য সজ্জ লঞা। প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া ॥ ৩২
নিত্যানন্দস্বরূপের হৈল আগমন। প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, তোমার জীবন ॥ ৩৩
তুমি সে জানহ তাঁ'রে, মুঞি কি কহিমু? ভাগ্য থাকে মোর, তবে একত্র দেখিমু ॥" ৩৪
রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা। তখনি তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা ॥ ৩৫
কান্দিয়া হইলা মূর্ছা আনন্দ-সহিত। দেখিয়া সকল-গণ হইলা বিস্মিত ॥ ৩৬
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য, করেন হুঙ্কার। "আনিলুঁ আনিলুঁ" বোলে "প্রভু আপনার ॥" ৩৭
"মোর লাগি' প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।" এত বলি' কান্দে পুন ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৩৮
অদ্বৈতের গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা। প্রভুর প্রকাশ শুনি' কান্দে আনন্দিতা ॥ ৩৯
অদ্বৈতের তনয়—'অচ্যুতানন্দ' নাম। পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম ॥ ৪০
কান্দেন অদ্বৈত পত্নি-পুত্রের সহিতে। অনুচর-সব বেঢ়ি' কান্দে চারি-ভিতে ॥ ৪১
কে বা কোন্ দিগে কান্দে, নাহি পরাপর। কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর ॥ ৪২
'স্থির হয় অদ্বৈত—হইতে নারে' স্থির। ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর ॥ ৪৩
রামাইরে বোলে, "প্রভু কি বলিলা মোরে?" রামাই বোলেন "ঝাট্ চলিবার তরে ॥" ৪৪
অদ্বৈত বোলয়ে, "শুন রামাই পণ্ডিত! মোর প্রভু যদি, তবে আমার প্রতীত ॥ ৪৫
আপন ঐশ্বর্য যদি মোহারে দেখায়। শ্রীচরণ তুলি' দেন আমার মাথায় ॥ ৪৬
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ। সত্য সত্য সত্য এই কহিলুঁ তোমা'ত ॥" ৪৭
রামাই বোলেন, "প্রভু! মুঞি কি বলিমু। যদি মোর ভাগ্যে থাকে, নয়নে দেখিমু ॥ ৪৮
যে তোমার ইচ্ছা, প্রভু! সেই সে তাঁহার। তোমার নিমিত্ত, প্রভু! এই অবতার ॥" ৪৯
হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামাইর বচনে। শুভযাত্রা-উদ্যোগ করিলা ততক্ষণে ॥ ৫০
পত্নীরে বলিলা, "ঝাট্ হও সাবধান। লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান ॥ ৫১
পতিব্রতা তেঁহ চৈতন্যের তত্ত্ব জানে। গন্ধ, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র, অশেষ-বিধানে ॥ ৫২
ক্ষীর, দধি, সুনবনী, কর্পূর, তাম্বূল। লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল ॥ ৫৩

---

৬ (৮ম) আসি [থ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঞ], ১১ (৮ম) ভূজ [ছ], (৯ম) নাচিতে [ঘ, ছ]; ১৬ (৭ম) ভক্ত [গ]; ১৯ (১ম, ২য়) অস্থির হৈলা [ঘ, ছ], (৭ম) সভাবে সে [ক, গ]; ২৫ (১১শ) হয় [ছ]; ২৮ (২য়) সতী [ঞ]

সপত্নীক চলিলা অদ্বৈত মহাপ্রভু। রামেরে নিষেধে', "ইহা না কহিবা কভু ॥ ৫৪
'না আইলা আচার্য' তুমি বলিবা বচন। দেখি' প্রভু মোরে তবে কি বোলে তখন ॥ ৫৫
গুপ্তে থাকো মুঞি নন্দন আচার্যের ঘরে। 'না আইলা' বলি' তুমি করিবা গোচরে ॥"৫৬
সভা'র হৃদয়ে বৈসে প্রভু-বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর ॥ ৫৭
আচার্যের আগমন জানিয়া আপনে। ঠাকুর-পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে ॥ ৫৮
প্রায় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ। প্রভুর ইচ্ছায় সভে মিলিলা তখন ॥ ৫৯
আবেশিত-চিত্ত প্রভুর সভেই বুঝিয়া। সশঙ্কে আছেন সভে নীরব হইয়া ॥ ৬০
হুঙ্কার করেন প্রভু ত্রিদশের রায়। উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায় ॥ ৬১
"নাঢ়া আইসে, নাঢ়া আইসে" বোলে বারে-বারে। "নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে
নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত। বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত ॥ ৬৩
গদাধর বুঝি' দেয় কর্পূর তাম্বূল। সর্ব-জনে করে' সেবা—যেন অনুকূল ॥ ৬৪
কেহো পড়ে স্তুতি, কেহো কোন সেবা করে'। হেনই সময়ে আইলা রামাই গোচরে ॥ ৬৫
নাহি কহিতেই প্রভু বোলে রামাইরে। "মোরে পরীক্ষিতে' নাঢ়া পাঠাইল তোরে ?" ৬৬
"নাঢ়া আইসে" বলি' প্রভু মস্তক ঢুলায়। "জানিয়াও নাঢ়া মোরে চালয়ে সদায় ॥ ৬৭
এথা সে রহিল নন্দনাচার্যের ঘরে। মোরে পরীক্ষিতে' নাঢ়া পাঠাইল তোরে ॥ ৬৮
আন' গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে। প্রসন্ন-মুখে আমি বলিলাঙ আপনে ॥" ৬৯
আনন্দে চলিলা পুন রামাই-পণ্ডিত। সকল অদ্বৈত-স্থানে করিলা বিদিত ॥ ৭০
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত-আচার্য। আইলা প্রভুর স্থানে, সিদ্ধ হৈল কার্য ॥ ৭১
দূর হৈতে দণ্ডবত করিতে করিতে। সস্ত্রীক আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে ॥ ৭২
পাইয়া নির্ভয়-পদ আইলা সম্মুখে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে ॥ ৭৩

(শ্রীরাগ)

জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্য সুন্দর। জ্যোতির্ময় কনক-সুন্দর কলেবর ॥ ৭৪
প্রসন্ন বদন কোটিচন্দ্রের ঠাকুর। অদ্বৈতের প্রতি হৈল সদয় প্রচুর ॥ ৭৫
দুই-বাহু—কোটি-কনকের স্তম্ভ জিনি'। তঁহি দিব্য অলঙ্কার—রত্নের খেচনি ॥ ৭৬
শ্রীবৎস কৌস্তুভ-মহামণি শোভে বক্ষে। মকর-কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা দেখে ॥ ৭৭
কোটি-মহা-সূর্য যিনি' তেজের নাহি অন্ত। পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥ ৭৮
কিবা নখ কিবা মণি না পারে' চিনিতে। ত্রিভঙ্গে বাজায় বংশী হাসিতে হাসিতে ॥ ৭৯

---

১ (৪র্থ) রামাইকে [খ, গ]; ৫ (২য়) মন প্রভু [ছ]; ৬ (১ম—৪র্থ) যত সব চৈতন্যের পারিষদগণ [গ]; ৮ (৪র্থ) ত্রিজগৎ [ছ]; ১৫ (৬ষ্ঠ) মোরে [ক, খ; গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ], (৮ম) নাঢ়া [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ]; ১৯ (১ম,২য়) দূরে থাকি [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ; জ, ঝ]; ২০ (১ম)আইলা [ঘ, ছ, জ, ঝ], (৩য়) হইলা [ছ, জ, ঝ], (১ম—৩য়) পাইয়াত নিজ প্রভু হইলা [চ]; ২২ (৩য়) সর্বাঙ্গ [খ]; ২৪ (৬ষ্ঠ, ৭ম) রত্ন আভরণ [ঞ]; ২৫ (২য়, ৩য়) কৌস্তুভ -মণি শোভে প্রভু-[চ]।

কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার। জ্যোতির্ময় বিনা কিছু নাহি দেখে আর ॥ ৮০
দেখে,—পড়িয়াছে চারি-পঞ্চ-শত মুখ। মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক ॥ ৮১
মকরবাহন-রথ এক দেবাঙ্গনা। দণ্ড-পরণামে আছে—যেন গঙ্গা-সমা ॥ ৮২
তবে দেখে,—স্তুতি করে' সহস্রবদনে। চারি-দিগে দেখে জ্যোতির্ময় দেবগণে ॥ ৮৩
উলটি' আচার্য দেখে চরণের তলে। সহস্র-সহস্র দেব পড়ি' 'কৃষ্ণ' বোলে ॥ ৮৪
যে-পূজার সময়ে যে-দেব ধ্যান করে'। তাহা দেখে চারিদিগে চরণের তলে ॥ ৮৫
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ডপরণাম ছাড়ি'। উঠিলা অদ্বৈত—অদ্ভুত দেখি' বড়ি ॥ ৮৬
দেখে,—সপ্ত-ফণাধর মহানাগগণ। উর্ধ্ববাহু স্তুতি করে' তুলি' সব ফণ ॥ ৮৭
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্য রথ। অশ্বে গজে-হংসে নিরোধিল বায়ুপথ ॥ ৮৮
কোটি কোটি নাগবধূ সজল-নয়নে। 'কৃষ্ণ' বলি' স্তুতি করে'—দেখে বিদ্যমানে ॥ ৮৯
ক্ষিতি-অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে। দেখে,—পড়িয়াছে মহা-ঋষিগণ পাশে ॥ ৯০
মহা-ঠাকুরাল দেখি' পাইলা সম্ভ্রম। পতি-পত্নী কিছু বলিবারে নহে ক্ষম ॥ ৯১
পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বম্ভর। চা'হিয়া অদ্বৈত-প্রতি করিলা উত্তর ॥ ৯২
"তোমার সঙ্কল্প লাগি' অবতীর্ণ আমি। বিস্তর আমার আরাধনা কৈলা তুমি ॥ ৯৩
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে। নিদ্রা-ভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে ॥ ৯৪
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি' সহিতে। আমারে আনিলা সর্ব-জীব উদ্ধারিতে ॥ ৯৫
যতেক দেখিলা চতুর্দিগে মোর গণ। সভার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥ ৯৬
যে-বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে'। তোমা' হৈতে তাঁহা দেখিবেক সর্ব-জনে ॥"৯৭
এতেক প্রভুর বাক্য অদ্বৈত সে শুনিয়া। উর্ধ্ববাহু করি কান্দে সস্ত্রীক হইয়া ॥ ৯৮
"আজি সে সফল মোর দিন-পরকাশ। আজি সে সফল হৈল মোর অভিলাষ ॥ ৯৯
আজি মোর জন্ম দেহ সকল সফল। সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণ-যুগল ॥ ১০০
ঘোষে' মাত্র চারি-বেদ, যাঁ'রে নাহি দেখে। হেন তুমি মোর লাগি' হৈলা পরতেখে ॥১০১
মোর কিছু শক্তি নাহি, তোমার করুণা। তোমা' বিনা জীব উদ্ধারিবে কোন্ জনা ?"১০২
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য। প্রভু বোলে, "আমার পূজার কর' কার্য ॥"১০৩
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম-হরিষে। চৈতন্যচরণ পুজে' অশেষ-বিশেষে ॥ ১০৪
প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত-জলে। শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥ ১০৫
চন্দনে ডুবাই' দিব্য তুলসীমঞ্জরী। অর্ঘের সহিত দিলা চরণ-উপরি ॥ ১০৬

---

২ (১ম— ৩য়) বেড়িয়াছে চারিদিগে পঞ্চ [গ]; ৩ (২য়)-বরাঙ্গনা [ক, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৫ (১ম—৩য়) উলটিয়া চাহে নিজ [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, ঝ, ঞ], উলটিয়া চাহে প্রভু [জ]; ৮ (২য়) শত- [খ], সহস্র- [গ, জ], ১২ (৪র্থ) বিভ্রম [ঞ]; ১৩ (১ম) -অতি [গ, ঞ], (৪র্থ) হাসিয়া [খ]; ১৪ (২য়) কারন [ঞ]; ১৭ (৪র্থ, ৫ম) দেবগণ [ঙ]; ২১ (৪র্থ) কর্ম [ক, খ, গ]; ২৩ (৬ষ্ঠ) মহিমা [গ]।

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ—পঞ্চউপচারে। পূজা করে', প্রেমজল বহে মহা-ধারে ॥ ১০৭
পঞ্চশিখা জ্বালি' পুন করেন বন্দনা। শেষে জয় জয় ধ্বনি করেন ঘোষণা ॥ ১০৮
করিয়া চরণ-পূজা ষোড়শোপচারে। আর-বার দিলা মাল্য বস্ত্র অলঙ্কারে ॥ ১০৯
শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে পূজা করে' পটল-বিধানে। এই শ্লোক পঢ়ি' করে' দণ্ড-পরণামে ॥ ১১০

তথা হি (বিষ্ণুপুরাণে ১।১৯।৬৫)—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" ১১১

এই শ্লোক পঢ়ি' আগে নমস্কার করে'। শেষে স্তুতি করে' নানা শাস্ত্র-অনুসারে ॥ ১১২
"জয় জয় সর্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর। জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর ॥ ১১৩
জয় জয় ভকত-বচন-সত্যকারী। জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী ॥ ১১৪
জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম। জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ ॥ ১১৫
জয় জয় হরে-কৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রকাশ। জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস ॥ ১১৬
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত-শয়ন। জয় জয় জয় সর্বজীবের শরণ ॥ ১১৭
তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ। তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম তুমি সনাতন ॥ ১১৮
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন। তুমি কর' যুগে যুগে বেদের পালন ॥ ১১৯
তুমি রক্ষঃকুলহন্তা জানকীজীবন। তুমি গুহ-বরদাতা অহল্যা-মোচন ॥ ১২০
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি' কৈলা অবতার। হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ-নাম যাঁ'র ॥ ১২১
সর্বদেবচূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ। তুমি সে ভোজন কর' নীলাচল-মাঝ ॥ ১২২
তোমারে সে চারি-বেদে বুলে' অন্বেষিয়া। তুমি এথা আসি' রহিয়াছ লুকাইয়া ॥ ১২৩
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাধীর। ভক্তজন ধরি' তোমা' করয়ে বাহির ॥ ১২৪
সংকীর্তন-আরম্ভে তোমার অবতার। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে তোমা' বিনা নাহি আর ॥ ১২৫
এই তোর দুইখানি চরণ কমল। ইঁহারি সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল ॥ ১২৬
এই সে চরণ রমা সেবে' এক-মনে। ইঁহারি সে যশ গায় সহস্রবদনে ॥ ১২৭
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে ইঁহারি তত্ত্ব গায় ॥ ১২৮
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে। বলি-শির ধন্য হৈল ইঁহাতে অর্পণে ॥ ১২৯
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার। শঙ্কর ধরিলা শিরে মহাবেগ যাঁ'র ॥" ১৩০
কোটিবৃহস্পতি জিনি' অদ্বৈতের বুদ্ধি। ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি ॥ ১৩১
বর্ণিতে চরণ ভাসে' নয়নের জলে। পড়িলা দীঘল হঞা চরণের তলে ॥ ১৩২

---

১ (১০ম) অশ্রুধারে [চ, ছ]; ৪ (৫ম—৯ম) "ভাবে গদগদ হৈয়া পড়িল চরণে ॥" [ঘ, ঙ, ছ, জ]; ১২ (৯ম) কারণ [খ]; ১৪ (১২শ) দেবের [খ, ছ]; ১৫ (২য়) রঘুকুলকর্তা [ছ], (৫ম) শুভ- [ক, গ]; ১৭ (১ম) সর্বজ্ঞের চূড়ামণি [খ, ছ], সর্ববেদ-চূড়ামণি [ঙ, চ]; ১৯ (২য়, ৩য়) মহাপ্রভু [খ, ছ], (৫ম) মহাবীর [ঙ, জ]; ২১ (৪র্থ) -যুগল [গ, ছ]; ২৩ (৯ম) যশ [ঞ]; ২৪ (২য়) আকর্ষিল [ক, ঘ, ছ, জ], (১০ম) স্পর্শনে [গ, ঘ, ছ, ঞ]; ২৭ (১ম) বন্দিতে [ঘ, ছ]।

সর্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়। চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়॥ ১৩৩
চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন। 'জয় জয়' মহাধ্বনি হইল তখন॥ ১৩৪
অপূর্ব দেখিয়া সভে হইলা বিহ্বল। 'হরি হরি' বলি' সভে করে' কোলাহল॥ ১৩৫
গড়াগড়ি যায় কেহো মালসাট্ মারে। কা'রো গলা ধরি' কেহো কান্দে উচ্চস্বরে॥ ১৩৬
সস্ত্রীক অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ-মনোরথ। পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব-অভিমত॥ ১৩৭
অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর। "আরে নাঢ়া! আমার কীর্তনে নৃত্য কর'॥"১৩৮
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা আচার্য-গোসাঞি। নানা-ভক্তিযোগে নৃত্য করে' সেই-ঠাঞি॥১৩৯
উঠিল কীর্তনধ্বনি অতি-মনোহর। নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর॥ ১৪০
ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর। ক্ষণে বা দশনে তৃণ ধরেন প্রচুর॥ ১৪১
ক্ষেণে ক্ষেণে উঠে, ক্ষেণে পড়ি' গড়ি যায়। ক্ষেণে ঘনশ্বাস বহে, ক্ষেণে মূর্ছা পায়॥১৪২
যে—কীর্তন যখন শুনে—সেই সে হয়। আনন্দে নাচেন এক-ভাবে স্থির নয়॥ ১৪৩
অবশেষে আসি' সবে রহে দাস্যভাব। বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য প্রভাব॥ ১৪৪
ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে। নিত্যানন্দে দেখিয়া ভ্রূকুটি করি' হাসে॥ ১৪৫
হাসি' বোলে, "ভাল হৈল আইলা নিতাই। এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই॥ ১৪৬
যাইবা কোথায় আজি এড়িমু বান্ধিয়া।" ক্ষেণে বোলে "প্রভু" ক্ষেণে বোলে "মাতালিয়া"
অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায়। এক মূর্তি, দুই ভাগ—কৃষ্ণের লীলায়॥ ১৪৮
পূর্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানা রূপে। চৈতন্যের সেবা করে', অশেষ কৌতুকে॥১৪৯
কোনো রূপে বর্ণে' কোনো রূপে করে' ধ্যান। দশ রূপে সেবে' কোনো রূপে করে' গান॥
নিত্যানন্দাদ্বৈতে প্রেম অভেদ যে জানে'। অবতার-মর্ম-জ্ঞাতা সেই ভাগ্যবানে॥ ১৫১
যে—কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার। সে-সব অচিন্ত্য-রঙ্গ—ঈশ্বর-ব্যভার॥ ১৫২
এ দুইর প্রীতি যেন অনন্ত-শঙ্কর। দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর॥ ১৫৩
যে না বুঝি' দোঁহার কলহ, পক্ষ ধরে'। একে বন্দে', আনে নিন্দে', সেই জন মরে'॥১৫৪
অদ্বৈতের নৃত্য দেখি' বৈষ্ণব-সকল। আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা কেবল॥ ১৫৫
হইল প্রভুর আজ্ঞা—রহিবার তরে। ততক্ষণে রহিলেন আজ্ঞা ধরি' শিরে॥ ১৫৬
আপন-গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া। " বর মাগ' বর মাগ' " বোলেন হাসিয়া॥ ১৫৭
শুনিয়া অদ্বৈত কিছু না করে' উত্তর। " মাগ' মাগ' " পুনঃপুন বোলে বিশ্বম্ভর॥ ১৫৮
অদ্বৈত বোলয়ে, "আর কি মাগিমু বর। যে-বর চাহিলুঁ, তাহা পাইলুঁ সকল॥ ১৫৯
তোমারে সাক্ষাত করি' আপনে নাচিলুঁ। চিত্তের অভীষ্ট যত সকলি পাইলুঁ॥ ১৬০

---

১ (১ম) সর্বভক্ত- [গ], (২য়) প্রভু গৌররায় [খ], (৬ষ্ঠ) তাহার মাথায় [ঞ]; ২ (৮ম) হরিধ্বনি [খ]; ৪ (৫ম) পূরে [ক, খ]; ১৯ (৮ম) ভক্তগণ [চ]; ২০ (৬ষ্ঠ)-লীলা [গ], (৭ম)-প্রভাব [চ]; ২২ (৪র্থ) দেবের [ক, খ, ঘ, ছ, জ]; ২৩ (৮ম) বিহ্বল [ক, গ]; ২৪ (৯ম) করি [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ]।

কি চাহিমু প্রভু ! কিবা শেষ আছে আর। সাক্ষাতে দেখিলুঁ, প্রভু ! তোর অবতার ॥১৬১
কি চাহিমু, কী না চাহি—সব জানহ আপনে। কী না দেখ তুমি প্রভু ! দিব্য-দরশনে ॥"
মাথা ঢুলাইয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর। "তোমার নিমিত্তে আমি হইলুঁ গোচর ॥ ১৬৩
ঘরে-ঘরে করিমু কীর্তন-পরচার। মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার ॥ ১৬৪
ব্রহ্মা-শুক-নারদাদি যাঁ'রে তপ করে'। হেন ভক্তি বিলাইমু—কহিলুঁ তোমারে ॥ ১৬৫
অদ্বৈত বোলেন, "ভক্তি যদি বিলাইবা। স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা' ॥ ১৬৬
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে। তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে-যে-জনে বাধে ॥ ১৬৭
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি মরুক পুড়িয়া। চণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গাঞা ॥" ১৬৮
অদ্বৈতের বাক্য শুনি' করিলা হুঙ্কার। প্রভু বোলে, "সত্য যে তোমার অঙ্গীকার ॥" ১৬৯
এ সব বাক্যের সাক্ষী—সকল সংসার। মূর্খ-নীচ-প্রতি কৃপা হইল তাঁহার ॥ ১৭০
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ গানে। ভট্ট, মিশ্র, চক্রবর্তী সভে নিন্দা জানে ॥ ১৭১
গ্রন্থ পঢ়ি' মুণ্ড মুড়ি' কারো বুদ্ধি-নাশ। নিত্যানন্দে নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥ ১৭২
অদ্বৈতের—বোলে প্রেম পাইল জগতে। এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে ॥ ১৭৩
চৈতন্যে-অদ্বৈতে যত হইল সে কথা। সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা ॥ ১৭৪
সেই ভগবতী সর্ব-জনের জিহ্বায়। অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশ গায় ॥ ১৭৫
সর্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ১৭৬
সস্ত্রীক আনন্দ হৈলা আচার্য-গোসাঞি। অভিমত পাইয়া রহিলা সেই ঠাঞি ॥ ১৭৭
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৭৮

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতমিলনং

নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

---

৫ (২য়) শিব- [ঞ]; ৮ (২য়) -জীব [খ], (৬ষ্ঠ) আচণ্ডাল [গ]; ১১ (৩য়) কৃষ্ণের [ক, খ, ঘ, চ, ছ, জ] (৪র্থ) নামগুণে [খ], গুণগ্রামে [গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ]; ১২ (৮ম—১০ম) নিন্দে বৃথা যাইবেক [ক, গ, চ, জ], নিন্দে বৃথা যাইবারে [ঝ], (৮ম—১১শ) নিন্দে তান হব সর্বনাশ [ছ]; ১৩ (২য়) বলে [খ, গ], বাক্যে [ছ]; ১৫ (৮ম) গুণ [ঘ, ছ]; ১৮ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, চ, জ], (১ম, ২য়) -চন্দ্র ভাল [খ], (২য়, ৩য়) জান [ক, গ, জ]।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-প্রাণ। জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥ ১
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন। জয় পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-প্রাণধন ॥ ২
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর। জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর ॥ ৩
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়। নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায় ॥ ৪
শ্রীঅদ্বৈত লঞা সর্ব্ব-বৈষ্ণব-মণ্ডল। মহা-নৃত্য-গীত করে' কৃষ্ণ-কোলাহল ॥ ৫
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে। নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে ॥ ৬
আপনে তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়। পুত্র-প্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায় ॥ ৭
এবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন। 'পুণ্ডরীক' নাম—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ॥ ৮
প্রাচ্যভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে। তথা তানে অবতীর্ণ করাইলা ঈশ্বরে ॥ ৯
নবদ্বীপে হইলেন ঈশ্বর প্রকাশ। বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে' প্রভু শ্বাস ॥ ১০
নৃত্য করি' উঠিয়া বসিলা গৌর-রায়। 'পুণ্ডরীক' নাম বলি' কান্দে উচ্চরা'য় ॥ ১১
"পুণ্ডরীক! আরে মোর বাপ্‌রে বন্ধুরে! কবে তোমা' দেখিমু আরে রে বাপ্‌রে!" ১২
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি। হেন-সব ভক্তে প্রকাশিলা গৌরনিধি ॥ ১৩
প্রভু সে ক্রন্দন করে তান নাম লৈয়া। ভক্ত-সব কেহো কিছু নাহি বুঝে ইহা ॥ ১৪
সভে বোলে, "পুণ্ডরীক বোলেন কৃষ্ণেরে।" 'বিদ্যানিধি'-নাম শুনি' সভেই বিচারে' ॥ ১৫
'কোন প্রিয়ভক্ত' ইহা সভে বুঝিলেন। বাহ্য হৈলে প্রভুস্থানে সভে বলিলেন ॥ ১৬
"কোন্ ভক্ত লাগি' প্রভু! করহ ক্রন্দন? সত্য আমা'সভা-প্রতি করহ কথন ॥ ১৭
আমা'সভাকার ভাগ্য হউ, তানে জানি'। তাঁ'র জন্ম-কর্ম্ম কোথা কহ, প্রভু! শুনি ॥" ১৮
প্রভু বোলে, "তোমরা সকলে ভাগ্যবান্। শুনিতে হইল ইচ্ছা তাঁহার আখ্যান ॥ ১৯
পরম-অদ্ভুত তাঁ'র সকল চরিত্র। তাঁ'র নাম-শ্রবণেও সংসার পবিত্র ॥ ২০
বিষয়ীর প্রায় তাঁ'র পরিচ্ছদ সব। চিনিতে না পারে' কেহো তিঁহো যে বৈষ্ণব ॥ ২১
চাটিগ্রামে জন্ম, বিপ্র পরম-পণ্ডিত। পরম-সদাচার সর্ব্ব-লোকে অপেক্ষিত ॥ ২২
কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর। অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর ॥ ২৩
গঙ্গাস্নানে না করেন পাদস্পর্শ-ভয়ে। গঙ্গা দরশন করে' নিশার-সময়ে ॥ ২৪
গঙ্গায় যে-সব লোক করে' অনাচার। কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশসংস্কার ॥ ২৫

১ম পয়ারের পূর্ব্বে ঙ-পুঁথি এবং ঝ, ঞ—মুদ্রিত গ্রন্থের বন্ধনী-মধ্যস্থিত অধিক পাঠ—"(নাচে রে চৈতন্য গুণনিধি। অসাধনে চিন্তামণি হাথে দিল বিধি ॥ ধ্রু ॥") ২ (২য়) শ্রীগদাধর-[গ], (৪র্থ) জয় প্রভু বিদ্যানিধি-[ক্বচিৎ পাঠ],-প্রেমধন [ঘ, চ, ছ, জ, ঝ]; ১০ (৯ম) ঘন [ঙ], মহা [ছ]; ১১ (৭ম) বাপ [ঙ, ছ, ঞ], (১০ম) উর্দ্ধ-রায় [ক, ঘ, ঙ, চ, জ] ২২ (৫ম) আচার [খ, গ, ঞ], সাচার [ঘ, ছ, জ, ঝ], স্বাচার [ঙ]।

এ-সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা। এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্বথা ॥ ২৬
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান। দেবার্চন-পূর্বে করে' গঙ্গাজল পান ॥ ২৭
তবে সে করেন পূজা-আদি নিত্যকর্ম। ইহা সর্ব-পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম ॥ ২৮
চাটিগ্রামে আছেন, এথাহো বাড়ী আছে ! আসিবেন সংপ্রতি, দেখিবা কিছু পাছে ॥২৯
তাঁ'রে ঝাট কেহো চিনিবারে না পারিবা। দেখিলে 'বিষয়ী' মাত্র জ্ঞান সে করিবা ॥৩০
তাঁ'রে ত না দেখি' আমি স্বাস্থ্য নাহি পাই। সভে তাঁ'রে আকর্ষিয়া আনহ এথাই ॥"৩১
কহি' তাঁ'র কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা। "পুণ্ডরীক বাপ্ !" বলি' কান্দিতে লাগিলা ॥ ৩২
মহা-উচ্চস্বরে প্রভু রোদন করেন। তাঁহার ভক্তের তত্ত্ব তিঁহো সে জানেন ॥ ৩৩
ভক্তত্ত্ব চৈতন্যগোসাঞি মাত্র জানে'। সেই ভক্ত জানে'—যাঁ'রে কহেন আপনে ॥৩৪
ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁ'র প্রতি। নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হৈল মতি ॥ ৩৫
অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার। অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত আর ॥ ৩৬
আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে। পরম-ভোগীর প্রায় সর্বলোক দেখে ॥ ৩৭
বৈষ্ণব-সমাজে ইহা কেহো নাহি জানে। সবে মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে ॥ ৩৮
শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তাঁ'র তত্ত্ব জানে। একসঙ্গে মুকুন্দেরো জন্ম চাটিগ্রামে ॥ ৩৯
বিদ্যানিধি-আগমন জানিয়া গোসাঞি। যে পাইলা আনন্দ তাহার অন্ত নাঞি ॥ ৪০
কোন বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহেন ভাঙ্গিয়া। পুণ্ডরীক আছেন বিষয়ি-প্রায় হঞা ॥ ৪১
যত কিছু তাঁ'র প্রেম'ভক্তির মহত্ত্ব। মুকুন্দ জানেন, আর বাসুদেবদত্ত ॥ ৪২
মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত-গদাধর। মুকুন্দ একান্ত তাঁ'র সঙ্গে অনুচর ॥ ৪৩
যথাকার যে বার্তা—কহেন আসি' সব। "আজি এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব ॥ ৪৪
গদাধরপণ্ডিত ! শুনহ সাবধানে। 'বৈষ্ণব' দেখিতে যদি বাঞ্ছ' তুমি মনে ॥ ৪৫
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখামু তোমারে। সেবক করিয়া যেন স্মঙর আমারে ॥" ৪৬
শুনি' গদাধর বড় হরষিত হৈলা। সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ' বলি' দেখিতে চলিলা ॥ ৪৭
বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়। সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয় ॥ ৪৮
গদাধরপণ্ডিত তানে নমস্কার কৈলা। বিদ্যানিধি পুরস্কার করি' বসাইলা ॥ ৪৯
জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে। "কিবা নাম ইহান, থাকেন কোন্ গ্রামে ? ৫০
বিষ্ণুভক্তি-তেজোময় দেখি কলেবর। আকৃতি প্রকৃতি—দুই পরম-সুন্দর ॥" ৫১
মুকুন্দ বোলেন, " 'শ্রীগদাধর' নাম। শিশু হইতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান্ ॥ ৫২
'মাধবমিশ্রের পুত্র' কহি ব্যবহারে। সকল বৈষ্ণব প্রীতি বাসেন ইঁহারে ॥ ৫৩

---

৩ (৯ম) মর্ম [ছ]; ৬ (৬ষ্ঠ) স্বস্তি [ক, খ, গ, জ]; ১০ (৮ম—১০ম) হইল তান রতি [ক্বচিৎ পাঠ]; ১১ (১১শ) যার, ১২ (২য়) বসিলা [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৩ (৫ম) শুনে [ঘ, চ, ছ, জ, ঝ]; ১৪ (১ম) -ওঝা সবে , ১৬ (৯ম, ১০ম) বিষয়ী মাত্র লঞা [ক্বচিৎ পাঠ] ২১ (৩য়) আমি [ঘ, ছ]; (৮ম) তুমি [ঞ]।

ভক্তিপথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে। শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে॥” ৫৪
শুনি' বিদ্যানিধি বড় সন্তোষ হইলা। পরম-গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা॥ ৫৫
বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়। রাজপুত্র যেন করিয়াছেন বিজয়॥ ৫৬
দিব্য খট্টা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে'। দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥ ৫৭
তঁহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সুক্ষ্ম-বাসে। পট্ট-নেত বালিশ শোভয়ে চারি-পাশে॥ ৫৮
বড়-ঝারি ছোট-ঝারি গুটি পাচ-সাত। দিব্য পিত্তলের বাটা, পাকা পান তা'ত॥ ৫৯
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই-পাশে। পান খাঞা অধর দেখি' দেখি' হাসে॥ ৬০
দিব্য ময়ূরের পাখা লঞা দুই-জনে। বাতাস করিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে॥ ৬১
চন্দনের ঊর্ধ্ব'পুণ্ড্র তিলক কপালে। গন্ধের সহিত তথি ফাগু-বিন্দু মিলে॥ ৬২
কি কহিমু সে বা কেশভারের সংস্কার। দিব্যগন্ধ, আমলকী বিনা নাহি আর॥ ৬৩
ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন-সমান। যে না চিনে তা'র হয় রাজপুত্র-জ্ঞান॥ ৬৪
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা-সাত্রবান্ *। বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান॥ ৬৫
দেখিয়া বিষয়ি-রূপ দেব-গদাধরে। সংন্দেহ বিশেষ কিছু জন্মিল অন্তরে॥ ৬৬
আজন্ম-বিরক্ত গদাধর মহাশয়। বিদ্যানিধি-প্রতি কিছু জন্মিল সংশয়॥ ৬৭
'ভাল ত বৈষ্ণব—সব বিষয়ীর বেশ। দিব্য ভোগ, দিব্যবাস, দিব্য গন্ধ-কেশ॥ ৬৮
শুনি' পূর্বে ভাল ভক্তি আছিল ইহানে। আছিল যে ভক্তি, সেহ গেল দরশনে॥' ৬৯
বুঝি' গদাধর-চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ। বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ॥ ৭০
কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর-অগোচর। কিছু নাহি, অবেদ্য কৃষ্ণ সে মায়াধর॥ ৭১
মুকুন্দ সুস্বর বড়—কৃষ্ণের গায়ন। পড়িলেন শ্লোক— ভক্তি-মহিম-বর্ণন॥ ৭২
“রাক্ষসী পূতনা—শিশু খাইতে নির্দয়া। ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লৈয়া॥ ৭৩
তাহারেও মাতৃ-পদ দিলেন ঈশ্বরে। না ভজে' অবোধ জীব হেন দয়ালুরে॥” ৭৪

তথা হি (শ্রীভা০ ৩।২।২৩)—

“অহো বকী যং স্তনকালকূটং, জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং, কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥'' ৭৫

তত্রৈব (দশমে ৬।৩৫)—

“পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা। জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥'' ৭৬

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের স্তবন। বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ ৭৭

---

৩ (৬ষ্ঠ) হেন [ক্বচিৎ পাঠ]; ৭ (৭ম—১০ম) খায়, গদাধর মনে মনে [ক, খ, গ, ঙ, চ, জ, ঞ]; ৮ (৯ম) দেখে [ক]; ১২ (৪র্থ) সাহেবান [ঝ]; ১৩ (৫ম) বিস্ময় [ঝ]; ১৭ (৭ম) প্রবন্ধ (ঙ]; ১৮ (৬ষ্ঠ) অব্যক্ত [ঞ] ১৯ (২য়) সুন্দর [ক, খ, গ, ঞ], (৮ম) -লক্ষণ [ঘ, ছ]; ২০ (৩য়) কৃষ্ণ [খ]; ২১ (২য়)-লোক [ক, ঘ, ঙ, চ, ছ]।

* সাত্রবান—ফাঃ—চন্দ্রাতপ-যুক্ত বা ছত্রীদার। দোলাসাত্রবান্—চন্দ্রাতপ বা ছত্রীদার দোলা। সাহেবান্ (ফাঃ) —সম্ভ্রান্ত বা ধনীগণের যোগ্য বহুমূল্য।

নয়নে অপূর্ব বহে আনন্দাশ্রুধার। যেন শত গঙ্গাদেবী হৈল অবতার ॥ ৭৮
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্ছা, পুলক, হুঙ্কার। এককালে হৈল সর্বভাব-অবতার ॥ ৭৯
'বোল্ বোল্' বলি' মহা লাগিলা গর্জিতে। স্থির হৈতে না পারিলা, পড়িলা ভূমিতে ॥৮০
লাথি-আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার। ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কা'রো আর ॥ ৮১
কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া-পান। কোথা গেল ঝারি, যাথে করে' জলপান ॥ ৮২
কোথাবা পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে। প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে দুই-হাথে ॥ ৮৩
কোথা গেল সে বা দিব্য কেশের সংস্কার। ধূলায় লোটাঞা করে' ক্রন্দন অপার ॥ ৮৪
"কৃষ্ণ রে ঠাকুর রে কৃষ্ণ রে! মোর প্রাণ! মোরে সে করিলা কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান ॥" ৮৫
অনুতাপ করিয়া কান্দেন উচ্চস্বরে। "মুঞি সে বঞ্চিত হৈলুঁ হেন অবতারে ॥" ৮৬
মহা-গড়াগড়ি দিয়া পড়েন আছাড়। সভে মনে করে', 'কিবা চূর্ণ হৈল হাড়'? ৮৭
হেন সে হইল কম্প—ভাবের বিকারে। দশ-জন ধরিলেও ধরিতে না পারে' ॥ ৮৮
বস্ত্র, শয্যা, ঝারি, বাটা, যতেক সম্ভার। পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর ॥ ৮৯
তবে সেবকেরা করাইল সম্বরণ। সকলে রহিল সেই ব্যবহার-ধন ॥ ৯০
এইমত কথোক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া। আনন্দে মূর্ছিত হঞা থাকিলা পড়িয়া ॥ ৯১
তিল-মাত্র ধাতু নাহি সকল-শরীরে। ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ-সাগরে ॥ ৯২
দেখি' গদাধর মহা হইলা বিস্মিত। তখনে সে মনে বড় হইলা চিন্তিত ॥ ৯৩
"হেন সে জনেরে মুঞি অবজ্ঞা করিলুঁ। কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ?"৯৪
মুকুন্দেরে পরম-সন্তোষে করি' কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁ'র প্রেমানন্দ-জলে ॥ ৯৫
"মুকুন্দ! আমার তুমি কৈলা বন্ধু-কার্য। দেখাইলা ভক্তি, বিদ্যানিধি-ভট্টাচার্য ॥ ৯৬
এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে? ত্রৈলোক্য পবিত্র হয় এ-ভক্ত-দর্শনে! ৯৭
আজি আমি এড়াইলুঁ পরম-সঙ্কটে। সেহো, যে-কারণে তুমি আছিলা নিকটে ॥ ৯৮
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান। 'বিষয়ী-বৈষ্ণব' মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান ॥ ৯৯
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়! প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয় ॥ ১০০
যতখানি আমি করিয়াছোঁ অপরাধ। ততখানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ ॥ ১০১
এ-পথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণ। উপদেষ্টা অবশ্য করেন একজন ॥ ১০২
এ-পথে আমি ত উপদেষ্টা নাহি করি। ইহান স্থানেই মন্ত্র-উপদেশ ধরি ॥ ১০৩
ইহানে অবজ্ঞা যেন করিয়াছোঁ মনে। শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে ॥"১০৪
এত ভাবি' গদাধর মুকুন্দের স্থানে। দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে ॥ ১০৫
শুনিঞা মুকুন্দ বড় সন্তোষিত হৈলা। 'ভাল ভাল' বলি' বহু শ্লাঘিতে লাগিলা ॥ ১০৬

---

২ (১ম) গঙ্গা সভার [ক], সভার [গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঞ]; ১৬ (৩য়) বড় [খ, ঙ]; ১৭ (২য়, ৩য়) মহাশয়ে [ঞ]; ১৯ (৭ম) ভক্ত [খ, গ, ঙ]; ২০ (১ম) ভক্তি [ছ]; ২৮ (৬ষ্ঠ—৮ম) মন্ত্র দীক্ষা করিবেন [ছ]।

প্রহর-দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর। বাহ্য পাঞা বসিলেন হইয়া সুস্থির ॥ ১০৭
গদাধরপণ্ডিতের নয়নের জল। অন্ত নাহি—ধারা অঙ্গ তিতিল সকল ॥ ১০৮
দেখিয়া সন্তোষে বিদ্যানিধি-মহাশয়। কোল করি' রাখিলেন আপন-হৃদয় ॥ ১০৯
পরম-সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর। মুকুন্দ কহেন তাঁ'র মনের উত্তর ॥ ১১০
"ব্যবহারে ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার। পূর্বে কিছু চিত্ত দূষিয়াছিল উঁহার ॥ ১১১
এবে তা'র প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে। মন্ত্রদীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে ॥ ১১২
বিষ্ণুভক্তি বিরক্তি শৈশবে বৃদ্ধরীত। মাধবমিশ্রের কুলনন্দন উচিত ॥ ১১৩
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর। গুরু-শিষ্য যোগ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর ॥ ১১৪
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ-দিনে। নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে ॥" ১১৫
শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি। "আমারে ত মহারত্ন মিলাইলা বিধি ॥ ১১৬
করাইমু, ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই। বহু-জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই ॥ ১১৭
এই যে আইসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী। সর্ব-শুভ-লগ্ন ইথে মিলিবেক আসি' ॥ ১১৮
ইহাতে সঙ্কল্পসিদ্ধি হইব তোমার।" শুনি' গদাধর হর্ষে কৈলা নমস্কার ॥ ১১৯
সে-দিন মুকুন্দসঙ্গে করিয়া বিদায়। আইলেন গদাধর যথা গৌর-রায় ॥ ১২০
বিদ্যানিধি-আগমন শুনি' বিশ্বম্ভর। পরম-হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ॥ ১২১
বিদ্যানিধি-মহাশয় অলক্ষিত-বেশে। রাত্রি করি' আইলেন মহাপ্রভু-পাশে ॥ ১২২
সর্ব-সঙ্গ ছাড়ি' একেশ্বর মাত্র হঞা। প্রভু দেখি' মাত্র পড়িলেন মূর্ছা পাঞা ॥ ১২৩
দণ্ডবত প্রভুরে না পারিলা করিতে। আনন্দে মূর্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥ ১২৪
ক্ষণেকে চৈতন্য পাঞা করিয়া হুঙ্কার। কান্দে পুন আপনারে করিয়া ধিক্কার ॥ ১২৫
"কৃষ্ণ রে! পরাণ মোর, কৃষ্ণ! মোর বাপ্! মুঞি-অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ? ১২৬
সর্বজগতেরে বাপ্! উদ্ধার করিলা। সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা ॥" ১২৭
'বিদ্যানিধি'-হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে। সভেই কান্দেন মাত্র তাহান ক্রন্দনে ॥ ১২৮
নিজ-প্রিয়তম জানি' শ্রীভক্তবৎসল। সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর ॥ ১২৯
"পুণ্ডরীক বাপ্!" বলি কান্দেন ঈশ্বর। "বাপ্ দেখিলাঙ আজি নয়নগোচর ॥" ১৩০
তখনে সে জানিলেন সর্বভক্তগণ। 'বিদ্যানিধি-গোসাঞির হৈলা আগমন ॥' ১৩১
তখন যে হৈল সর্ব-বৈষ্ণব-ক্রন্দন। পরম-অদ্ভুত—তাহা না যায় বর্ণন ॥ ১৩২
বিদ্যানিধি বক্ষে করি' শ্রীগৌরসুন্দর। প্রেমজলে সিঞ্চিলেন তান কলেবর ॥ ১৩৩

---

৬ (২য়) ভাল [খ, চ]; ৭ (১ম, ২য়) বিষ্ণুভক্ত বিরক্ত [খ, গ, ঙ, ঞ], (৪র্থ) বুদ্ধিরিত [ক্বচিৎ পাঠ]; ৮ (৭র্থ) সঙ্গী [গ]; ৯ (৯ম) আপনে [ক্বচিৎ পাঠ]; ১২ (৫ম) ত্রয়োদশী [ঙ]; (৬ষ্ঠ) -শুভক্ষণ [চ]; ১৩ (৮ম) হৈলা [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, ঝ]; ১৪ (৩য়) হইয়া [ঞ]; ১৬ (২য়) -রূপে [ক, খ, গ, ঞ], (৪র্থ) কালে [ঘ, ছ, জ], (৬ষ্ঠ) প্রভুর সমীপে [ক, খ, গ, ছ, ঞ]; ২১ (২য়) প্রভু [ক, খ, গ]; ২৩ (২য়) দেখি [ঙ]; ২৪ (৪র্থ, ৫ম) কান্দিলা বিস্তর [ছ]।

'প্রিয়তম প্রভুর' জানিঞা ভক্তগণে। প্রীতি-ভয় আপ্ততা সভার হৈল মনে ॥ ১৩৪
বক্ষ হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে' ঈশ্বরে। লীন হৈলা যেন প্রভু তাহান শরীরে ॥ ১৩৫
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে। তবে প্রভু বাহ্য পাঞা ডাকি' 'হরি' বোলে ॥ ১৩৬
'আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছাসিদ্ধি কৈলেন আমার। আজি পাইলাঙ সর্ব-মনোরথ-পার ॥" ১৩৭
সকল-বৈষ্ণব-সঙ্গে হইল মিলন। পুণ্ডরীক লঞা সভে করিলা কীর্তন ॥ ১৩৮
"ইঁহান পদবী 'পুণ্ডরীক-প্রেমনিধি'। প্রেমভক্তি বিলাইতে গঢ়িলেন বিধি ॥" ১৩৯
এইমত তান গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া। উচ্চস্বরে 'হরি' বোলে শ্রীভুজ তুলিয়া ॥ ১৪০
প্রভু বোলে, "আজি শুভপ্রভাত আমার। আজি মহামঙ্গল বাসিয়ে আপনার ॥ ১৪১
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাঙ শুভক্ষণে। দেখিলাঙ প্রেমনিধি সাক্ষাতে নয়নে ॥"১৪২
শ্রীপ্রেমনিধি রতবে হৈল বাহ্যজ্ঞান। এখনে প্রভুরে চিনি' করিলা প্রণাম ॥ ১৪৩
অদ্বৈতদেবেরে আগে করি' নমস্কারে। যথাযোগ্য প্রেমভক্তি কৈলেন সভারে ॥ ১৪৪
পরানন্দ হইলেন সর্ব-ভক্তগণ। হেন প্রেমনিধি-পুণ্ডরীক-দরশন ॥ ১৪৫
ক্ষণেকে যে হৈল প্রেমভক্তি-আবির্ভাব। তাহা বর্ণিবারে পাত্র—ব্যাস মহাভাগ ॥ ১৪৬
গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু-স্থানে। পুণ্ডরীক-মুখে মন্ত্র-গ্রহণ কারণে ॥ ১৪৭
"না জানিঞা উহান অগম্য ব্যবহার। চিত্তে অবজ্ঞান কিছু হঞাছিল আমার ॥ ১৪৮
এতেকে উহান আমি হইবাঙ শিষ্য। শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিব অবশ্য ॥" ১৪৯
গদাধরবাক্যে প্রভু সন্তুষ্ট হইলা। "শীঘ্র কর' শীঘ্র কর'" বলিতে লাগিলা ॥ ১৫০
তবে গদাধরদেব প্রেমনিধি-স্থানে। মন্ত্রদীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে ॥ ১৫১
কি করিমু আর পুণ্ডরীকের মহিমা। গদাধর শিষ্য তান—ভক্তির এই সীমা ॥ ১৫২
কহিলাঙ কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান। এই মোর কাম্য—যেন দেখাপাই তান ॥ ১৫৩
যোগ্য গুরু-শিষ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর। দুই—কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর ॥ ১৫৪
পুণ্ডরীক-গদাধর—দুইর মিলন। যে পঢ়ে, যে শুনে, তা'রে মিলে প্রেমধন ॥ ১৫৫
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্যনিত্যানন্দ চান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৫৬

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীপুণ্ডরীক-গদাধর-মিলনং

নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

---

১ (২য়) অদ্ভুত [গ], (৫ম) প্রীতভাব- [ক]; ২ (৭ম, ৮ম) মিলাইলা [খ, চ], ৬ (৩য়) -বিদ্যানিধি- [ক, খ, গ, চ, ঞ]; ৭ (৪র্থ, ৫ম) মহিমা বর্ণিয়া [খ], (৯ম) দ্বিভুজ [খ]; ৮ (৪র্থ) শুভ দিবস [কচিৎ পাঠ], (৮ম) দেখিয়ে [খ]; ১০ (১ম) তবে বিদ্যানিধি [গ]; ১৪ (৫ম) -স্থানে [ঙ], ১৭ (৭ম, ৮ম) মন্ত্র দীক্ষা [ঘ, ছ]; ২১ (৫ম) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের [খ]; ২৩ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জ্ঞান [খ, ঘ, ঙ, জ, ঝ], ১ম চন্দ্র জ।

সপ্তম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্বপ্রাণ। জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেম-ধাম ॥ ১
জয় শ্রীজগদানন্দ শ্রীগর্ভ-জীবন। জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন ॥ ২
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর। জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর ॥ ৩
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরায়। নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায় ॥ ৪
শ্রীঅদ্বৈত লঞা সর্ব-বৈষ্ণব-মণ্ডলে। মহা-নৃত্য-গীত করে' কৃষ্ণ-কোলাহলে ॥ ৫
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে। নিরন্তর বাল্যভাব, আর নাহি স্ফুরে ॥ ৬
আপনে তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়। পুত্র-প্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায় ॥ ৭
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা। নিত্যানন্দে সেবা করে'—যেন পুত্রে মাতা ॥ ৮
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত। বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত ॥ ৯
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর। "এই অবধূতে কেনে রাখ নিরন্তর? ১০
কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছুই না জানি। পরম-উদার তুমি—বলিলাঙ আমি ॥ ১১
আপনার জাতি-কুল-যদি রক্ষা চাও। তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও ॥" ১২
ঈষত হাসিয়া বোলে শ্রীবাস-পণ্ডিত। "আমারে পরীক্ষ', প্রভু! এ নহে উচিত ॥ ১৩
দিনেকো যে তোমা' ভজে, সেই মোর প্রাণ। নিত্যানন্দ তোর দেহ—আমাতে প্রমাণ ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে'। জাতি প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে' ॥ ১৫
তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা। সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা ॥" ১৬
এতেক শুনিলা যবে শ্রীবাসের মুখে। শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা মহাসুখে ॥ ১৭
প্রভু বোলে, "কি বলিলা? পণ্ডিত শ্রীবাস—! নিত্যানন্দ-প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস? ১৮
মোর গোপ্য নিত্যানন্দে জানিলা সে তুমি। তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিলুঁ আমি ॥ ১৯
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে' নগরে-নগরে। তথাপি দারিদ্র তোর নাহিবেক ঘরে ॥ ২০
তোমার বাড়ীর যেই বিড়াল-কুক্কুর। সেহো মারে পাইবেক, অন্য রহু দূর ॥ ২১
নিত্যানন্দে সমর্পিলুঁ আমি তোমা'স্থানে। সর্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে ॥" ২২
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর। নিত্যানন্দ ভ্রমে' সর্ব-নদীয়া-নগর ॥ ২৩
ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার। মহাস্রোতে লঞা যায়—সন্তোষ অপার ॥ ২৪
বালক-সভার সঙ্গে ক্ষেণে ক্রীড়া করে'। ক্ষেণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে ॥ ২৫

---

২ (২য়) শ্রীগদাধর- [ক], (৪র্থ) -প্রেমধন [খ, ঙ, ঝ]; ৫ (৬ষ্ঠ) মহা- [খ], ১৩ (৮ম, ৯ম) না হয় [কচিৎ পাঠ]; ১৫ (৩য়) -পানি [জ]; ১৭ (৩য়) যদি [ক, খ, ঙ, ছ, ঞ], (৬ষ্ঠ—১১শ) "হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তাঁর বুকে ॥" [ক, গ—ঞ] ২০ (৪র্থ) মাগে [ক, চ, ছ]; ২১ —বিড়াল -কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর। সভার আমতে ভক্তি হইবেক স্থির [ক, খ, ঙ—ঞ]।

প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া। বড় স্নেহ করে' আই তাহানে দেখিয়া ॥ ২৬
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ। ধরিবারে যায়—আই করে' পলায়ন ॥ ২৭
একদিন আই কিছু দেখিলা স্বপনে। নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বম্ভর-স্থানে ॥ ২৮
"নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিলুঁ স্বপন। তুমি আর নিত্যানন্দ—এই দুই জন ॥ ২৯
বৎসর-পাঁচের দুই ছাওয়াল হৈয়া। মারামারি করি' দোঁহা বেড়াও ধাইয়া ॥ ৩০
দুইজনে সান্ধাইলা গোসাঞির ঘরে। রাম-কৃষ্ণে লঞা দোঁহে হইলা বাহিরে ॥ ৩১
তাঁ'র হাথে কৃষ্ণ, তুমি লঞা বলরাম। চারিজনে মারামারি মোর বিদ্যমান ॥ ৩২
রাম-কৃষ্ণ-ঠাকুর বোলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া। 'কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই? বাহিরাও গিয়া! ৩৩
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা' দোঁহাকার। এ সন্দেশ দধি-দুগ্ধ যত উপহার ॥' ৩৪
নিত্যানন্দ বোলয়ে, 'সে-কাল গেল বৈয়া। যে-কালে খাইলা দধি-নবনী লুটিয়া ॥ ৩৫
ঘুচিল গোয়ালা, হৈল বিপ্র-অধিকার। আপনা' চিনিঞা ছাড়' সব-উপহার ॥ ৩৬
প্রীত্যে যদি না ছাড়িবা, খাইবা মারণ। লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন?' ৩৭
রাম-কৃষ্ণ বোলে, 'আজি মোর দোষ নাঞি। বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গে এই ঠাঞি ॥৩৮
দোহাই কৃষ্ণের যদি করোঁ আজি আন।' নিত্যানন্দ-প্রতি তর্জ-গর্জ করে' রাম ॥৩৯
নিত্যানন্দ বোলে, 'তোর কৃষ্ণেরে কি ডর? গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর—আমার ঈশ্বর!' ৪০
এইমত কলহ করহ চারিজন। কাড়াকাড়ি করি' সব করহ ভোজন ॥ ৪১
কাহারো হাথের কেহো কাড়ি' লঞা যায়। কাহারো মুখের কেহো মুখ দিয়া খায় ॥৪২
'জননি!' বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে। 'অন্ন দেহ' মাতা! মোরে ক্ষুধা বড় করে' ॥"
এতেক বলিতে মুঞি চৈতন্য পাইলুঁ। কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি তোমারে কহিলুঁ ॥"৪৪
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিঞা স্বপন। জননীর প্রতি বোলে মধুর বচন ॥ ৪৫
"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা! আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা! ৪৬
তোমার ঘরের মূর্তি পরতেখ বড়। মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ় ॥ ৪৭
মুঞি দেখোঁ,—বারবার নৈবেদ্যের সাজে। আধা-আধি না থাকে, না কহি কা'রে লাজে ॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল। আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥" ৪৯
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে। অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে ॥ ৫০
বিশ্বম্ভর বোলে, "মাতা! শুনহ বচন। নিত্যানন্দ আনি' ঝাট্ করাহ ভোজন ॥"৫১
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা। ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা ॥ ৫২
নিত্যানন্দ-স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর। নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর ॥ ৫৩

৬ (২য়) প্রবেশিলা [চ], সান্ধাইলা [ঞ]; ১০ (৬ষ্ঠ—৯ম) "গোয়ালার দধি দুগ্ধ খাইলে ডাকিয়া ॥" [গ]; ১৩ (১১শ) এক [ক, ঘ, চ]; ১৬ (৫ম) ডাকাডাকি [ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ]; ১৭ (৬ষ্ঠ) খায় [খ]; ২৫ (৮ম) লক্ষ্মী [চ]; ২৮ (৫ম) আমন্ত্রণ [ক, খ, গ,]।

"আমার বাড়ীতে আজি গোসঞিের ভিক্ষা। চঞ্চলতা না করিবা"—করাইলা শিক্ষা ॥৫৪
কর্ণ ধরি' নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বোলে। "চঞ্চলতা করে' যত পাগল-সকলে ॥ ৫৫
এ বুঝিয়ে—মোরে তুমি বাস' চঞ্চল। আপনার মত তুমি দেখহ সকল ॥" ৫৬
এত বলি' দুইজন হাসিতে হাসিতে। কৃষ্ণ-কথা কহি' কহি' আইলা বাড়ীতে ॥ ৫৭
আসিয়া বসিলা একঠাঞি দুইজন। গদাধর-আদি আর পরমাপ্তগণ ॥ ৫৮
ঈশান দিলেন জল—ধুইতে চরণ। নিত্যানন্দ-সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন ॥ ৫৯
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন। কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ ৬০
আই পরিবেশন করে পরম-সন্তোষে। ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা—দুইজন হাসে ॥ ৬১
আরবার আসি' আই দুইজনে দেখে। বৎসর পাঁচেক শিশু-যেন পরতেখে ॥ ৬২
কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর। দুইজন চতুর্ভুজ—দুই দিগম্বর ॥ ৬৩
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল; শ্রীবৎস, কৌস্তুভ দেখে মকরকুণ্ডল ॥ ৬৪
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে। সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে ॥ ৬৫
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবীর তলে। তিতিল বসন সব নয়নের জলে ॥ ৬৬
অন্নময় সব ঘর হইল তখনে। অপূর্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে ॥ ৬৭
আথে-ব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি'। গায়ে হাথ দিয়া জননীরে তোলে ধরি' ॥ ৬৮
"উঠ উঠ মাতা! তুমি স্থির কর' চিত। কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত?"৬৯
বাহ্য পাঞা আই আথে-ব্যথে কেশ বান্ধে। না বোলয়ে আই কিছু, গৃহমধ্যে কান্দে ॥৭০
মহাদীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কম্প্ সর্ব-গা'য়। প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায় ॥ ৭১
ঈশান করিল সব গৃহ-উপস্কার। যত ছিল অবশেষ—সকল তাঁহার ॥ ৭২
সেবিলেন সর্বকাল আইরে ঈশান। চতুর্দশ-লোক-মধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥ ৭৩
এইমত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে। মর্ম-ভৃত্য বিনা ইহা কেহো নাহি জানে ॥ ৭৪
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড। যে-কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ৭৫
এইমত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ-মাঝে। কীর্তন করেন সব-ভকত-সমাজে ॥ ৭৬
যত-যত-স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা। অল্পে-অল্পে সভে নবদ্বীপেরে আইলা ॥ ৭৭
সভে জানিলেন—ঈশ্বরের অবতার। আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সভার ॥ ৭৮
প্রভুর প্রকাশ দেখি' বৈষ্ণব-সকল। অভয় পরমানন্দে হইলা বিহ্বল ॥ ৭৯
প্রভুও সভারে দেখে প্রাণের সমান। সভেই প্রভুর পারিষদের প্রধান ॥ ৮০

---

৫ (৭ম) সব আপ্তগণ [খ]; ৭ (৩য়) ভাই [ঙ], এই পংক্তির পর মুদ্রিত ক-পুস্তকে মূলে বন্ধনীর মধ্যে অধিক পাঠ —"(এইমত দুই প্রভু করয়ে ভোজন। সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুই জন ॥); ৯ (৮ম) দুইজনে লখে [খ]; ১০ (৭ম দেখে [চ]; ১১ (৯ম) বক্ষে [খ]; ১৪ (১ম) অশ্রুময় [খ, ছ]; ১৮ (৩য়) মর্ম [ঙ]; ১৯ (৬ষ্ঠ) কিছু [খ, ঙ]; ২১ (৫ম) সদ্‌ভৃত্য [ছ]; ২২ (২য়) ভাই [ঘ, ছ], (৭ম) খণ্ডে [ঘ, চ, জ, ঞ]; ২৪ (৩য়) ভকত [ঘ, ছ, জ]; ২৫ (২য়) দেখিলেন [ঞ]; ২৬ (৪র্থ) -মণ্ডল [ক, গ]।

বেদে যাঁ'রে নিরবধি করে' অন্বেষণ। সে-প্রভু সভারে করে' প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৮১
নিরন্তর সভার মন্দিরে প্রভু যায়। চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজাদি বিগ্রহ দেখায় ॥ ৮২
ক্ষেণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে। ক্ষেণে চলেন আচার্যরত্নের মন্দিরে ॥ ৮৩
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি। প্রভুতে নিত্যানন্দে বিচ্ছেদ নাহি কতি ॥ ৮৪
নিত্যানন্দস্বরূপের বাল্য নিরন্তর। সর্ব-ভাবে আবেশিত প্রভু-বিশ্বম্ভর ॥ ৮৫
মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ। ভাগ্য-অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ ॥ ৮৬
কোনদিন গোপীভাবে করেন রোদন। কারে বলি রাত্রি-দিন—নাহিক স্মরণ ॥ ৮৭
কোনদিন উদ্ধব-অক্রূর-ভাব হয়। কোনদিন রাম-ভাবে মদিরা যাচয় ॥ ৮৮
কোনদিন চতুর্মুখ-ভাবে বিশ্বম্ভর। ব্রহ্ম-স্তব পড়ি' পড়ে পৃথিবী-উপর ॥ ৮৯
কোনদিন প্রহ্লাদ-ভাবেতে স্তুতি করে'। এইমত প্রভু ভক্তিসাগরে বিহরে' ॥ ৯০
দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী জগন্মাতা। 'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনঃকথা ॥ ৯১
আই বোলে, "বাপ্! গিয়া কর' গঙ্গাস্নান।" প্রভু বোলে, "বোল মাতা! জয় কৃষ্ণরাম॥"
যত কিছু করে' শচী পুত্রেরে উত্তর। 'কৃষ্ণ' বিনা কিছু নাহি বোলে বিশ্বম্ভর ॥ ৯৩
অচিন্ত্য আবেশ সেই, বুঝন না যায়। যখন যে হয়ে, সেই অপূর্ব দেখায় ॥ ৯৪
একদিন আসি' এক শিবের গায়ন। ডমরু বাজায়, গায় শিবের কথন ॥ ৯৫
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে। গাইয়া শিবের গীত বেঢ়ি' নৃত্য করে' ॥ ৯৬
শঙ্করের গুণ শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর। হইলা শঙ্করমূর্তি দিব্য-জটাধর ॥ ৯৭
এক-লাফে উঠে তা'র কান্ধের উপর। হুঙ্কার করিয়া বোলে, "মুঞি সে শঙ্কর॥"৯৮
কেহো দেখে জটা, শিঙ্গা, ডমরু বাজায়। 'বোল্ বোল্' মহাপ্রভু বোলয়ে সদায় ॥ ৯৯
সে-মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল। পরিপূর্ণ ফল তা'র একত্র পাইল ॥ ১০০
সেই সে গাইল শিব নির-অপরাধে। গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈলা যা'র কান্ধে ॥ ১০১
বাহ্য পাঞা নামিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর। আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর ॥ ১০২
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল। ব্রহ্মার দুর্লভ পদ প্রভু তা'রে দিল ॥ ১০৩
জয় পাই উঠে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ। ঈশ্বর-সহিত সর্ব-দাসের বিলাস ॥ ১০৪
প্রভু বোলে, "ভাই-সব! শুন মন্ত্র সার। রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা' সভাকার?১০৫
আজি হৈতে নির্বন্ধিত করহ সকল। নিশায় করিমু সভে কীর্তন-মঙ্গল ॥ ১০৬
সংকীর্তন করিয়া সকল-গণ-সনে। ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিমু মজ্জনে ॥ ১০৭

১ (১ম) দেবে [ক; খ]; ২ (৭ম) সভারে [খ]; ৭ (৫ম, ৬ষ্ঠ) কোথা যায় [ক্বচিৎ পাঠ]; ১০ (৮ম) উথলে [ঘ], ১১ (৩য়) ভাবে [ঘ], (৯ম) হইল [খ]; ১২ (১৩শ) নাম [ঘ]; ১৩ (৭ম—১০ম) মাতারে কিছু না [গ]; ১৫ (৬ষ্ঠ (ডম্বুরু [গ, ঙ], ডম্বরু [জ]; ১৮ (৭র্থ) বুকের [চ]; ২৩ (৬ষ্ঠ—১১শ) "হরিধ্বনি সর্বগণে মঙ্গল উঠিল ॥" [খ, ঘ—ঞ]; ২৪ (১ম, ২য়) হরিধ্বনি [গ], (৪র্থ, ৫ম) যুক্তি শুন [ক্বচিৎ পাঠ]; ২৭ (৭ম) বন্দনে [চ]।

জগত উদ্ধার হউ শুনি' কৃষ্ণনাম। পরমার্থে তোমরা সভার ধন প্রাণ॥" ১০৮
সর্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিঞা উল্লাস। আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্তন-বিলাস॥ ১০৯
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি-নিশায় কীর্তন। কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন॥ ১১০
নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস। বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস॥ ১১১
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন। জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্তখান, নারায়ণ॥ ১১২
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রামাই গরুড়,। গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ সকল তথাই॥ ১১৩
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর। সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর॥ ১১৪
ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম-সঞ্জয়াদি যত। অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য—নাম জানি কত॥ ১১৫
সভেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি। পারিষদ বিনা আর কেহো নাহি তথি॥ ১১৬
প্রভুর হুঙ্কার, আর নিশা-হরি-ধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন—হেনমত শুনি॥ ১১৭
শুনিঞা পাষণ্ডি-সব মরয়ে বল্গিয়া। "নিশায় এ-গুলা খায় মদিরা আনিয়া॥ ১১৮
এ-গুলা সকল 'মধুমতী-বিদ্যা' জানে। রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পঞ্চ-কন্যা আনে'॥ ১১৯
চারি-প্রহর নিশি—নিদ্রা যাইতে না পাই। 'বোল্ বোল্' হুহুঙ্কার শুনিয়ে সদাই॥"১২০
বল্গিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীর গণ। আনন্দে কীর্তন করে' শ্রীশচীনন্দন॥ ১২১
শুনিলে কীর্তন মাত্র, প্রভুর শরীরে। বাহ্য নাহি থাকে, পড়ে পৃথিবী-উপরে॥ ১২২
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন নির্ভর। পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড, সভে পায় ডর॥ ১২৩
সে কোমল-শরীরে আছাড় বড় দেখি'। 'গোবিন্দ' স্মরয়ে আই বুজি' দুই আঁখি॥ ১২৪
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব-আবেশে। তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহ-বশে॥ ১২৫
আছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার। এই বোল বোলে কাকু করিয়া অপার॥ ১২৬
"কৃপা করি' কৃষ্ণ! মোরে দেহ' এই বর। যে-কালে আছাড় খায় মোর বিশ্বম্ভর॥ ১২৭
মুঞি যেন তাহা নাহি জানোঁ সে-সময়। হেন কৃপা কর' মোরে, কৃষ্ণ মহাশয়! ১২৮
যদ্যপিহ পরানন্দে তা'র নাহি দুঃখ। তথাপি সে না জানিলে মোর বড় সুখ॥" ১২৯
আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি' গৌরচন্দ্র। সেইমত তাঁহারে দিলেন পরানন্দ॥ ১৩০
যতক্ষণ প্রভু করে' হরি-সংকীর্তন। আইর না থাকে বাহ্যমাত্র ততক্ষণ॥ ১৩১
প্রভুর আনন্দে নৃত্যে নাহি অবসর। রাত্রিদিনে বেঢ়ি' সব গায় অনুচর॥ ১৩২
কোনদিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ। সভেই গায়েন, নাচে শ্রীশচীনন্দন॥১৩৩
কখন ঈশ্বরভাবে প্রভু-পরকাশ। কখন রোদন করে', বোলে, "মুঞি দাস॥" ১৩৪

---

১ (৬ষ্ঠ) পরার্থে সে [ঝ]; ৮ (৫ম) -ভক্ত [গ, ঙ, জ), (৭ম) নিব [গ, ছ); ১১ (৪র্থ) পুড়িয়া [ছ]; ১২ (৩য়) -সিদ্ধি [ক, খ, ঘ, ঙ, ছ—ঞ]; ১৩ (৭ম, ৮ম) বড় বড় [গ], (১১শ) ভয় পাই [গ]; ১৪ (১ম) নিন্দিয়া [ছ]; ১৫ (৪র্থ, ৫ম) সেইক্ষণে পড়ে [ক, গ], (৯ম, ১০ম) তবে প্রভুর শরীরে [ক, গ); ১৬ (৫ম, ৬ষ্ঠ) পড়ে নিরন্তর [ঘ, ছ]; ১৯ (৯ম) স্তব [খ]; ২২ (১ম—৫ম) "যদ্যপি আনন্দে পড়ে নাই তাঁর দুঃখ।" [চ]; ২৪ (৮ম) বাহ্যজ্ঞান [ঙ]।

চিত্ত দিয়া শুন ভাই! প্রভুর বিকার। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার ॥ ১৩৫
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র। তেমতে সে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ ॥ ১৩৬
শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্তন-বিধান। নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥ ১৩৭
পুণ্যবন্ত-শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ। উঠিল কীর্তন-ধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ' ॥ ১৩৮
উষঃকাল হৈতে নৃত্য করে' বিশ্বম্ভর। যূথ-যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর ॥ ১৩৯
শ্রীবাসপণ্ডিতে লঞা এক সম্প্রদায়। মুকুন্দে লইয়া আর জন-কথো গায় ॥ ১৪০
লইয়া গোবিন্দ-দত্ত আর কথো জন। গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সভে করেন কীর্তন ॥ ১৪১
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী। অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী ॥ ১৪২
গদাধর-আদি যত সজল-নয়নে। আনন্দে বিহ্বল হৈলা প্রভুর কীর্তনে ॥ ১৪৩
শুনহ চল্লিশ-পদ প্রভুর কীর্তন। যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন ॥ ১৪৪

ভাটিয়ারি রাগ

চৌদিগে গোবিন্দ-ধ্বনি, শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে। বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে ॥১৪৫

হরে রাম, রাম রাম ॥ ধ্রু ॥

যখন কান্দয়ে প্রভু—প্রহরেক কান্দে। লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে ॥১৪৬
সে-ক্রন্দন দেখি' হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে? না পড়ে বিহ্বল হঞা সে প্রভুর পাছে ॥১৪৭
যখন হাসয়ে প্রভু মহা-অট্টহাস। সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস ॥ ১৪৮
দাস্যভাবে প্রভু নিজ-মহিমা না জানে। 'জিনিলুঁ জিনিলুঁ' বলি' উঠে ঘনে-ঘনে ॥ ১৪৯
ক্ষণে ক্ষণে আপনে গায়ই উচ্চধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন—হেনমতে শুনি ॥ ১৫০
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর। ধরিতে সমর্থ কেহো নহে অনুচর ॥ ১৫১
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল। হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল ॥ ১৫২
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ। পূর্ণানন্দ হঞা করে' অঙ্গনে ভ্রমণ ॥ ১৫৩
যখনে বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্ছিত। কর্ণমূলে সভে 'হরি' বোলে অতি ভীত ॥ ১৫৪
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব-অঙ্গে হয় মহাকম্প। মহাশীতে বাজে যেন বালকের দন্ত ॥ ১৫৫

---

১ (৮ম) হেন [খ, চ]; ৪ (১ম) -মন্দিরে [ঙ]; ৫ (৪র্থ, ৫ম) করেন বিস্তর [গ]; ৭ (২য়) গোবিন্দ-ঘোষ [ঘ, ছ, ঝ,], মুকুন্দ-দত্ত [ক্বচিৎ পাঠ]; ৯ (৮ম) নর্ত্তনে [ছ]; ১০ (৪র্থ) গায়ন [ছ], (৯ম) শচীর নন্দন [ছ]; ১২ (২য়) মঙ্গল- [গ], (৩য়, ৪র্থ) গৌর [ক], প্রভু [গ, ঞ], শচীর দুলাল [ঙ]; ১৩—"হরি রাম হরি রাম চৌদিগে গোবিন্দ-ধ্বনি মধ্যে গৌরাঙ্গ ॥ ধ্রু ॥" [গ] "হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম ॥" [ঙ, ছ], "হরি রাম হরি রাম জয় হরি রাম ॥" [চ], এই পংক্তির পর জ-পুঁথিতে অধিক পাঠ—"প্রভু বেঢ়ি ভক্তগণ গায় হরিনাম ॥"; ১৬ (৪র্থ) অট্ট- [খ, চ], (৭ম) মহারস [চ]; ১৭ (৬ষ্ঠ—১০ম) "সেব্য সেবক প্রভু হইলা আপনে ॥" [গ], "আবেশে অবশ হৈয়া নাচেন আপনে ॥" [ঘ, ঙ, ছ, জ], (৯ম) বোলে [ঝ], ইহার পর অধিক পাঠ—"তথা হি—জিতং জিতমিত্যতিহর্ষেণ কদাচিদ্যুক্তে। বদতি তদনুকরণঞ্চ করোতি জিতং জিতমিতি ॥" [ক—ঞ] ১৮শ পংক্তির পূর্বে অধিক পাঠ—"জিনিলুঁ জিনিলুঁ বলি, উঠে ঘনে ঘনে ॥" [ক, গ, ঘ, ছ, জ], "ভালরে ঠাকুর মোর কহে ভক্তগণে ॥" [ক], "হাসিয়া বিকল প্রভু হয় সেইক্ষণে ॥" [গ], "বাহ্য নাহি জানেন শ্রীশচীনন্দনে ॥" [ঘ, ছ, জ]; ২০ (৬ষ্ঠ) কোমল [ক, গ]।

ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে। মূর্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে ॥ ১৫৬
কখন বা দেখি অঙ্গ—জ্বলন্ত অনল। দিতে মাত্র মলয়জ, শুখায় সকল ॥ ১৫৭
ক্ষণে ক্ষণে অদভুত বহে মহাশ্বাস। সম্মুখ ছাড়িয়া সভে হয় একপাশ ॥ ১৫৮
ক্ষণে যায় সভার চরণ ধরিবারে। পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিগে ডরে ॥ ১৫৯
ক্ষণে নিত্যানন্দ-অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বৈসে। চরণ তুলিয়া সভাকারে চাহি' হাসে ॥ ১৬০
বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ। লুটয়ে চরণধুলি—অপূর্ব রতন ॥ ১৬১
আচার্যগোসাঞি বোলে, "আরে আরে চোরা! ভাঙ্গিলুঁ সকল তোর ভারিভূরি মোরা ॥"
মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়। চারিদিগে ভক্তগণ কৃষ্ণ-গুণ গায় ॥ ১৬৩
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর। পৃথিবী কম্পিত হয়, সভে পায় ডর ॥ ১৬৪
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর। যেন দেখি,—নন্দের নন্দন নটবর ॥ ১৬৫
কখনা বা করে' কোটি-সিংহের হুঙ্কার। কর্ণ-রক্ষা হেতু—সবে অনুগ্রহ তাঁ'র ॥ ১৬৬
পৃথিবীর আলগ হৈয়া ক্ষণে যায়। কেহো দেখে, কেহো দেখিবারে নাহি পায় ॥ ১৬৭
ভাবাবেশে পাকল-লোচনে যা'রে চা'য়। মহাত্রাস পাঞা সেই হাসিয়া পলায় ॥ ১৬৮
কৃষ্ণাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর। নাচয়ে বিহ্বল হঞা, নাহি পরাপর ॥ ১৬৯
ভাবাবেশে একবার ধরে' যা'র পা'য়। আরবার পুন তা'র উঠয়ে মাথায় ॥ ১৭০
ক্ষণে যা'র গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন। ক্ষণেকে তা'হার কান্ধে করে' আরোহণ ॥ ১৭১
ক্ষণে হয় বাল্যভাবে পরম-চঞ্চল। মুখে বাদ্য বা'য় যেন ছাওয়াল-সকল ॥ ১৭২
চরণ নাচায় ক্ষণে খলখল হাসে। জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে ॥ ১৭৩
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব—ত্রিভঙ্গ-সুন্দর। প্রহরেক সেইমত আছে নিরন্তর ॥ ১৭৪
ক্ষণে ধ্যান করে, কর মুরলীর ছন্দ। সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র ॥ ১৭৫
বাহ্য পাঞা দাস্যভাবে করয়ে ক্রন্দন। দন্তে তৃণ করি' চাহে চরণ-সেবন ॥ ১৭৬
চক্রাকৃতি হঞা ক্ষণে প্রহরেক ফিরে। আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ-শিরে ॥ ১৭৭
যখন যে ভাব হয়, সেই অদ্ভুত। নিজ-নামানন্দে নাচে জগন্নাথসুত ॥ ১৭৮
ঘন ঘন হিক্কা হয়, সর্ব-অঙ্গ নড়ে। না পারে' হইতে স্থির পৃথিবীতে পড়ে ॥ ১৭৯
গৌরবর্ণ দেহ—ক্ষণে নানা-বর্ণ দেখি। ক্ষরে ক্ষণে দুইগুণ হয় দুই আঁখি ॥ ১৮০
অলৌকিক হঞা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে। যে বলিতে যোগ্য নহে, তাহা প্রভু ভাষে' ॥ ১৮১
পূর্বে যে-বৈষ্ণবে দেখি' 'প্রভু করি' বোলে। এবে 'মোর দাস' বলি' ধরে' তাঁ'র চুলে ॥ ১৮২

---

৩ (৩য়) অসম্ভব [ঞ]; ৫ (৩য়) ঠেস [ছ]; ১৪ (১ম) কৃষ্ণাবেশে [ক, খ, গ, ঙ, চ, ঝ, ঞ]; ১৮ (৬ষ্ঠ) জানুপাতি [ঞ], (৯ম) পরম- [গ]; ১৯ (৯ম) বিশ্বম্ভর [গ, ঞ]; ২০ (৩য়, ৪র্থ) করি করে মুরলীর [খ, ঘ, ঙ, ছ জ]; ২১ (১০ম) কেবল চরণ [ঞ] ২৩ (৭ম) নিজ প্রেমানন্দে [ঞ]; ২৪ (৩য়) শঙ্কা [ঘ, ছ], (৩য়, ৪র্থ) হুঙ্কারয় [চ]; ২৭ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) ধরয়ে চরণে [ঘ, ছ, জ], (৭ম—১৩শ) "তার বক্ষে উঠি করে চরণ অর্পণে ॥" [ঘ, জ], (১১শ—১৩শ) নর্তন আপনে [ছ]।

পূর্বে যে-বৈষ্ণবে দেখি' ধরয়ে চরণে। তাঁ'র বক্ষে উঠি' করে' চরণ-অর্পণে ॥ ১৮৩
প্রভুর আনন্দ দেখি' ভাগবতগণ। অন্যোঽন্যে গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৮৪
সভার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দনমালা। আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সভে হঞা ভোলা ॥ ১৮৫
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-বাদ্য শঙ্খ-করতাল। সংকীর্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥ ১৮৬
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ। চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥ ১৮৭
এ কোন্ অদ্ভুত—যাঁ'র সেবকের নৃত্য। সর্ব বিঘ্ন নাশ হয় জগত পবিত্র ॥ ১৮৮
সে-প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে। ইহার কি ফল, কিবা বলিব পুরাণে ॥ ১৮৯
চতুর্দিগে শ্রীহরি মঙ্গল-সংকীর্তন। মাঝে নাচে জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ॥ ১৯০
যাঁ'র নামানন্দে শিব বসন না জানে। যাঁ'র রসে নাচে শিব, সে নাচে আপনে ॥১৯১
যাঁ'র নামে বাল্মীকি হইল তপোধন। যাঁ'র নামে অজামিল পাইল মোচন ॥ ১৯২
যাঁ'র নাম-শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে। হেন প্রভু অবতরি' কলিযুগে নাচে ॥ ১৯৩
যাঁ'র নাম গাঞা শুক-নারদ বেড়ায়। সহস্রবদন শেষ যাঁ'র গুণ গায় ॥ ১৯৪
সর্ব-মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম। সে প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান্ ॥ ১৯৫
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম, নহিল তখনে। বঞ্চিত হইলাঙ সে-সুখ-দরশনে ॥ ১৯৬
কলিযুগে আশংসিল শ্রীভাগবতে। এই অভিপ্রায় তা'র জানি ব্যাসসূতে ॥ ১৯৭
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। চরণের তাল শুনি অতি-মনোহর ॥ ১৯৮
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়। ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গা'য় ॥ ১৯৯
কতি গেল গরুড়ের আরোহণ-সুখ। কতি গেল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-রূপ ॥ ২০০
কোথায় রহিল সুখ অনন্ত-শয়ন। দাস্যভাবে ধূলি লুটি' করয়ে রোদন ॥ ২০১
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার। দাস্য-সুখে সব সুখ পাসরিলা আর ॥ ২০২
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ। বিরহী হইয়া কান্দে তুলি' বাহু মুখ ॥ ২০৩
শঙ্কর-নারদ-আদি যাঁ'র দাস্য পাঞা। সর্বৈশ্বর্য তিরস্করি ভ্রমে' দাস হঞা ॥ ২০৪
সেই প্রভু আপনেই দন্তে তৃণ ধরি'। দাস্যযোগ মাগে' সব সুখ পরিহরি' ॥ ২০৫
হেন দাস্যযোগ ছাড়ি' যে বা আর চায়। অমৃত ছড়িয়া যেন বিষ লাগি' ধায় ॥ ২০৬
সে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়! ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায় ॥ ২০৭

---

১ (১১শ) নর্তন আপনে [ছ]; ৩ (৭ম, ৮ম) কৃষ্ণরসে [খ, গ, ঙ, ঝ]; ৮ (২য়) হরিধ্বনি-মঙ্গল-কীর্তন [ছ]; ৯ (৭ম—১৩শ) "যা'র যশে সদাশিব নাচেন আপনে ॥" [গ]; ১০ "যা'র নামে অজামিল পাইল মোচন। যা'র নামে মোক্ষপদ পাইল যবন ॥" [খ], (৬ষ্ঠ—১০ম) "যা'র নাম-গুণ গায় সব ত্রিভুবন ॥" [গ]; ১২ (৩য়) গাই' [ঞ], (৭ম—১১শ) "সহস্রবদনে অনন্ত যার নাম গায় ॥" [খ], (৮ম, ৯ম) যা'র নাম [ক]; ১৪ "হইল পাপিষ্ঠ, জন্ম তখনে না হৈল। হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥" [ক, গ, ঘ; ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৫(৬ষ্ঠ) ভাব [খ]; ১৭(১ম)ভাব-ভরে [ক, খ, গ]; ১৯ (৩য়) প্রভু [ঞ), (৬ষ্ঠ—৯ম)পড়ি প্রভু করয়ে ক্রন্দন [খ]; ২০(৫ম) -ভাবে [ক, গ]; ২১(১০ম) -যুগ [গ, ঞ]; ২২ (৬ষ্ঠ, ৭ম) দূর করি বুলে [গ]; ২৩ (৬ষ্ঠ) করি [কচিৎ পাঠ], (৭ম) -ভাব [খ], -সুখ [ঙ]।

শাস্ত্রের না জানে মর্ম, অধ্যাপনা করে'। গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥ ২০৮
এইমত শাস্ত্র বহে, অর্থ নাহি জানে। অধম-সভায় অর্থ অধমে বাখানে ॥ ২০৯
বেদে ভাগবতে কহে—'দাস্য বড় ধন'। দাস্য লাগি' রমা-অজ-ভবের যতন ॥ ২১০
চৈতন্যের বাক্যে যা'র নাহিক প্রমাণ। চৈতন্য নাহিক তা'র, কি বলিমু আন ॥ ২১১
দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। চৌদিগে কীর্তনধ্বনি অতি-মনোহর ॥ ২১২
শুনিতে শুনিতে ক্ষেণে হয় মূরছিত। তৃণ-করে অদ্বৈত তখনে উপনীত ॥ ২১৩
আ-পাদ-মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া। নিজ-শিরে থুই নাচে ভ্রূকুটী করিয়া ॥ ২১৪
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি' সভার তরাস। নিত্যানন্দ গদাধর—দুই জনে হাস ॥ ২১৫
নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগতজীবন। আবেশের অন্ত নাহি, হয় ঘন-ঘন ॥ ২১৬
যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে। হেন সব বিকার প্রকাশে শচীসুতে ॥ ২১৭
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব-অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি। তিলার্ধেকো নোঙাইতে নাহিক শকতি ॥ ২১৮
সেই অঙ্গ ক্ষেণে ক্ষেণে হেনমত হয়। অস্থিমাত্র নাহি,—যেন নবনীতময় ॥ ২১৯
কখনো দেখিয়ে অঙ্গ—গুণ দুই-তিন। কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ ॥ ২২০
কখনো বা মত্ত যেন ঢুলিঢুলি যায়। হাসিয়া দোলায় অঙ্গ আনন্দে সদায় ॥ ২২১
সকল-বৈষ্ণবে প্রভু দেখি' একে-একে। ভাবাবেশে পূর্ব-নাম ধরি' সভা ডাকে ॥ ২২২
'হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ। রমা, অজ, উদ্ধব' বলিয়া করে' নাদ ॥ ২২৩
এইমত সভা দেখি' নানামত বোলে। যেবা যেই বস্তু, তাহা প্রকাশয়ে ছলে ॥ ২২৪
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য। আনন্দে নয়ন ভরি' দেখে সব ভৃত্য ॥ ২২৫
গৌর সে পরম দয়াল। ধন্য ক্ষিতি, ধন্য অবতার, ধন্য কলিকাল ॥ ধ্রু ॥ ২২৬
পূর্বে যেই সাস্তাইল বাড়ীর ভিতরে। সেই মাত্র দেখে, অন্যে প্রবেশিতে নারে' ॥২২৭
প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার। প্রবেশিতে নারে' লোক সব নদীয়ার ॥ ২২৮
ধাইয়া আইসে লোক কীর্তন শুনিয়া। প্রবেশিতে নারে' লোক, দ্বারে রহে গিয়া ॥২২৯
সহস্র-সহস্র লোক কলরব করে'। "কীর্তন শুনিমু—ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে ॥"২৩০
যতেক বৈষ্ণব, সভে কীর্তনের রসে। না জানে আপন দেহ, অন্য বোল কিসে ? ২৩১
যতেক পাষণ্ডি সব না পাইয়া দ্বার। বাহিরে থাকিয়া মন্দ বোলয়ে অপার ।। ২৩২
কেহো বোলে, "এগুলা সকল মাগি' খায়। চিনিলে পাইবে লাজ—দ্বার না ঘুচায় ।।"২৩৩
কেহো বোলে, "সত্য সত্য এই সে উত্তর। নহিলে কেমতে ডাকে' এ অষ্ট প্রহর ।।"২৩৪

১ (৯ম, ১০ম) হগ্রাপুঁথি [খ]; ২ (৪র্থ) মর্ম [খ]; ৩ (৭ম—১০ম) "দাস্যভাব রমা-অজ ভাবে অনুক্ষণ॥" [ছ]; ৪ (২য়) কার্যে [ছ], (২য়—৫ম) বাক্য নাহি প্রমাণ যাহার [গ]; (১১শ) আর [গ]; ৫ (৪র্থ) পরমসুন্দর [খ], (৭ম) শুনি মনোহর [খ]; ৯ (৮ম, ৯ম) উঠে পড়ে ঘন [গ]; ১৪ (৩য়) গন [খ]' (৩য়—৫ম) মহাভুজ তুলি তুলি [ছ], (৭ম) দুলিয়া [ছ]; ১৫ (৮ম) ধরি' [ক, ঝ, ঞ]; ২৬ (৫ম) মস্ত [খ] নাকি [ঝ]; ২৭(৯ম) এমত [খ]।

কেহো বোলে, "আরে ভাই! মদিরা আনিয়া। সভে রাত্রি কার খায় লোক লুকাইয়া॥"
কেহো বোলে, "ভাল ছিল নিমাঞিপণ্ডিত। তার কেনে নারায়ণ কৈলা হেন চিত?"২৩৬
কেহো বোলে, "হেন বুঝি পুর্বের সংস্কার।" কেহো বোলে, "সঙ্গদোষ হইল তাহার॥২৩৭
নিয়ামক বাপ্ নাহি, তা'তে আছে বাই। এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাঞি॥"২৩৮
কেহো বোলে, "পাসরিল সব অধ্যয়ন। মাসেক না চাহিলে হয় 'অবৈয়াকরণ'॥"২৩৯
কেহো বোলে, "আরে ভাই! সব হেতু পাইলুঁ। দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ জানিলুঁ॥
রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পঞ্চ-কন্যা আনে'। নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা'সভার সনে॥ ২৪১
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন। খাইয়া তা'সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥ ২৪২
ভিন্ন-লোক দেখিলে না হয় তা'র সঙ্গ। এতেকে দুয়ার দিয়া করে' নানা রঙ্গ॥" ২৪৩
কেহো বোলে, "কালি হউ', যাইমু দেয়ানে। কাঁকালে বান্ধিয়া সব নিমু জনে-জনে॥ ২৪৪
যে না ছিল রাজ্যদেশে আনিঞা কীর্তন। দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন॥ ২৪৫
দেবে হরিলেক বৃষ্টি—জানিল নিশ্চয়। ধান্য মরি' গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়॥ ২৪৬
খলিয়াতি শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য। কালি বা কি করে, দেখি, অদ্বৈত-আচার্য॥ ২৪৭
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ-অবধূত। শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এতরূপ॥" ২৪৮
এইমত নানারূপে দেখায়েন ভয়। আনন্দে বৈষ্ণব-সব কিছু না শুনয়॥ ২৪৯
কেহো বোলে, "ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম। পড়িয়াও এগুলা করয়ে হেন কর্ম॥" ২৫০
কেহো বোলে, "এগুলা দেখিতে না যুয়ায়। এগুলার সম্ভাষে সকল কীর্তি যায়॥ ২৫১
ও নৃত্য-কীর্তন যদি ভাল লোক দেখে। সেহো এইমত হয়,—দেখ পরতেখে॥ ২৫২
পরম-সুবুদ্ধি ছিল নিমাঞিপণ্ডিত। এগুলার সঙ্গে তা'রো হেন হৈল চিত॥" ২৫৩
কেহো বোলে, "আত্মা বিনা সাক্ষাৎ করিয়া। ডাকিলে কি কার্য হয়, না জানিল ইহা॥ ২৫৪
আপন-শরীর-মাঝে আছে নিরঞ্জন। ঘরে হারাইয়া ধন চায় গিয়া বন॥" ২৫৫
কেহো বোলে, "কোন কার্য পরেরে চর্চিয়া। চল সভে ঘরে যাই, কি কার্য দেখিয়া?" ২৫৬
কেহো বোলে, "না দেখিলুঁ নিজ-কর্মদোষে। 'সে-সব সুকৃতি' তা'সভারে বলি কিসে?"
সকল পাষণ্ডী—তা'রা একচাপ হৈয়া। 'এই সেই গণ'—হেন বুঝি' যায় ধাঞা॥ ২৫৮
"ও কীর্তন না দেখিলে কি হইব মন্দ? জন শত বেঢ়ি' যেন করে মহাদ্বন্দ্ব! ২৫৯
কোন্ জপ, কোন্ তপ, কোন্ তত্ত্বজ্ঞান? যে, না দেখিলে নয়, ফেলি' নিজকর্ম-ধ্যান?২৬০
চাল-কলা-মুদ্গা-দধি একত্র করিয়া। জাতি নাশ করি' খায় একত্র হইয়া॥" ২৬১

---

৪ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) সবে আছে আই [ঘ, ছ, জ]; ৮ (১ম, ২য়) ভক্ষ্য যোগ্য [গ, ঘ, ছ, জ], (৬ষ্ঠ) রতন [চ]; ৯ (৮ম—১১শ) সে দ্বার দিয়া কীর্তনের [খ]; ১১ (৪র্থ) দেশমধ্যে [গ]; ১৩ (১ম) থাক আজি [ক] খানি থাক [খ, ঙ], আনিয়া [গ, চ]; ১৫ (৯ম) গণয় [চ]; ১৭ (১০ম) ধর্ম [ক, গ], কর্ম [খ, ঞ]; ১৯ (৯ম) রীত [ঙ]; ২২ (৮ম) খুঁজি [ছ]; ২৩ (৫ম) -কৃতদোষে [খ]; ২৬ (৬ষ্ঠ) যজ্ঞদান [ঘ, ছ], (৯ম) দেখিয়া [ঞ]।

পরিহাসে আসি সভে দেখিবার তরে। 'দেখি ত পাগলগুলা কোন্ কর্ম করে' ?' ২৬২
এতেক বলিয়া সভে চলে নিজ-ঘরে। এক যায়, আর আসি' বাজয়ে দুয়ারে ॥ ২৬৩
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়। গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য় ॥ ২৬৪
পুন ধরি' লঞা যায়—যে বা নাহি দেখে। কেহো বা নিবৃত্ত হয় কা'রো অনুরোধে ॥২৬৫
কেহো বোলে, "ভাই ! এই দেখিলুঁ শুনিলুঁ। নিমাঞিপণ্ডিত লঞা পাগল হইল ॥ ২৬৬
দর্দ্দুরী উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী। দুর্গোৎসব কালে যেন সেই হুড়াহুড়ী ॥ ২৬৭
'হৈ হৈ হায় হায়' সদা এইমাত্র শুনি। ইহা' সভা' হৈতে হৈল অপযশ-বাণী ॥ ২৬৮
মহা-মহা-ভট্টাচার্য সহস্র যথায়। ঢাঙ্গাইত-গুলা বৈসে সেই নদীয়ায় ॥ ২৬৯
শ্রীবাস-বামনার এই নদীয়া হৈতে। ঘর ভাঙ্গি' কালি লঞা ফেলাইমু সোঁতে ॥২৭০
ও বামনা ঘুচাইলে গ্রামের কুশল। অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥ ২৭১
এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল। তথাপিহ মহাভাগ্যবন্ত সে-সকল ॥ ২৭২
প্রভু-সঙ্গে একত্র জন্মিল এক-গ্রামে। দেখিলেক শুনিলেক সে-সব বিধানে ॥ ২৭৩
চৈতন্যের গণ-সব মত্ত কৃষ্ণরসে। বহির্মুখবাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে' ॥ ২৭৪
"জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালি।" অহর্নিশ গায় সভে হঞা কুতূহলী ॥ ২৭৫
অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর। শ্রান্তি নাহি কা'রো—সব সত্ত্ব-কলেবর ॥ ২৭৬
বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল। চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল ॥ ২৭৭
যেন মহা-রাস-ক্রীড়া কত যুগ গেল। 'তিলার্দ্ধেক'-হেন সব গোপিকা মানিল ॥ ২৭৮
এইমত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ। ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস ॥ ২৭৯
এইমত নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। নিশি অবশেষ মাত্র সে এক-প্রহর ॥ ২৮০
শালগ্রাম-শিলা-সব নিজ-কোলে করি'। উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি ॥ ২৮১
মড় মড় করে' খট্টা বিশ্বম্ভর-ভারে। আথে ব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে' ॥ ২৮২
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়। না ভাঙ্গিল খট্টা, দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ২৮৩
চৈতন্য-আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্তন। কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জন ॥ ২৮৪
"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ। আমি সেই ভগবান্ দেবকীনন্দন ॥ ২৮৫
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-মাঝে আমি নাথ। যত গাও সেই আমি, তোরা মোর দাস ॥২৮৬
তোমা'সভা' লাগিয়া আমার অবতার। তোরা যেই দেহ', সেই আমার আহার ॥২৮৭

---

৬ (১ম) দুর্দারে, দুর্দ্দরে [ক্বচিৎ পাঠ]; ১০ (৮ম—১০ম) নষ্ট করিবে সকল [থ]; ১১ (৬ষ্ঠ, ৭ম) সভে মহা-সুকৃতি সকল [ঞ]; ১৪ (১ম—৩য়) গোবিন্দ গোপাল রাম [ছ], (৪র্থ) গোবিন্দ [জ]; ১৬ (৭ম) -আবেশে [চ]; ১৮ (৩য়) সকল [থ]; ১৯ (৩য়) মহানন্দে [থ]; ২০(১ম)-চক্র [ঘ, ঙ, ছ]; ২৩ (৭ম)কীর্তি [গ]; ২৫ "অন্ত নাই এত ব্রহ্মাণ্ডের মুই নাথ। যে জন আমারে গায় তা'র আমি দাস ॥" [গ], (১ম) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এক [ছ], (৪র্থ—১০ম) "হয় নয় করে৺া মুক্তি কহিল তোমাত ॥" [ক]।

আমারে সে দিয়া আছ সর্ব-উপহার।” শ্রীবাস বোলেন “প্রভু ! সকল তোমার ॥”২৮৮
প্রভু বোলে, “মুঞি ইহা খাইলুঁ সকল।” অদ্বৈত বোলয়ে “প্রভু ! বড়ই মঙ্গল ॥”২৮৯
করে করে প্রভুরে যোগায় সর্ব-দাসে। আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে ॥২৯০
দধি খায় দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়। “আর কি আছয়ে, আন’ ” বোলেন সদায় ॥ ২৯১
বিবিধ সন্দেশ খায়, শর্করা-ম্রক্ষিত। মুদ্গ নারিকেল-জল শস্যের সহিত ॥ ২৯২
কদলীক, চিপীটক, ভর্জিত তণ্ডুল। “আরবার আন’ ” বোলে খাইয়া সকল ॥ ২৯৩
ব্যবহারে জনশত দুইর আহার। নিমিষে খাইয়া বোলে, “কি আছয়ে আর ?” ২৯৪
প্রভু বোলে, “আন’ আন’ এথা কিছু নাঞি।” ভক্ত সভে ত্রাস পাঞা স্মঙরে গোসাঞি ॥
ভয়ে করজোড় করি’ সভে কয় বাণী। “তোমার মহিমা, প্রভু ! আমরা কি জানি !২৯৬
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড আছে যাঁহার উদরে। তা’রে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে ॥” ২৯৭
প্রভু বোলে, “ক্ষুদ্র নহে ভক্ত-উপহার। ঝাট্ আন’ ঝাট্ আন’ কি আছয়ে আর ॥”২৯৮
“কর্পূর তাম্বূল আছে শুনহ গোসাঞি !” প্রভু বোলে, “তাই দেহ’, কিছু চিন্তা নাঞি ॥”
আনন্দ-হইল, ভয় গেল সভাকার। যোগায় তাম্বূল সভে যাঁ’র অধিকার ॥ ৩০০
হরিষে তাম্বূল যোগায়েন সর্ব-দাসে। হস্ত পাতি’ লয় প্রভু সভা’-প্রতি হাসে ॥ ৩০১
অন্তরে গম্ভীর হঞা ক্ষেণে ক্ষেণে হাসে। সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তরাসে ॥ ৩০২
দুই চক্ষু পাকাইয়া করয়ে হুঙ্কার। “নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া” প্রভু বোলে বারবার ॥ ৩০৩
মহাশাস্তিকর্তা-হেন ভক্ত সভে দেখে। হেন শক্তি নাহি কা’রো—হইবে সম্মুখে ॥৩০৪
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু-শিরে ধরে’ ছাতি। জোড়করে অদ্বৈত সম্মুখে করে’ স্তুতি ॥ ৩০৫
মহা-ভয়ে জোড়হাথে সর্বভক্তগণ। হেঁট-মাথা করি’ চিন্তে’ চৈতন্য-চরণ ॥ ৩০৬
এ ঐশ্বর্য শুনিতে যাহার হয় সুখ। অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্য-শ্রীমুখ ॥ ৩০৭
যেখানে যে আছে, সে আছয়ে সেইখানে। স্বতন্ত্র হইতে কেহো নারে’ আজ্ঞা বিনে ॥
“বর মাগ’ ” বোলে অদ্বৈতের মুখ চা’ই’। “তোর লাগি’ অবতার মোর এই ঠাঁই ॥”৩০৯
এইমত সব-ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া। “মাগ’ মাগ’ ” বোলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥৩১০
এইমত প্রভু নিজ-ঐশ্বর্য প্রকাশে’। দেখি’ ভক্তগণ সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥ ৩১১
অচিন্ত্য চৈতন্য-রঙ্গ, বুঝন না যায়। ক্ষণেকে ঐশ্বর্য করি পুন মূর্ছা পায় ॥ ৩১২
বাহ্য প্রকাশিয়া’ পুন করয়ে ক্রন্দন। দাস্যভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ ॥ ৩১৩
গলা ধরি’ কান্দে সর্ব-বৈষ্ণব দেখিয়া। সভারে সম্ভাষে ‘ভাই’ ‘বান্ধব’ বলিয়া ॥ ৩১৪

---

৪ (১০ম) প্রভু [চ]; ৫ (৫ম) মিষ্ট [ছ]; ৭ (৪র্থ) নিমাঞি [ঘ, ছ]; ৮ (৩য়) আর [ক]; ১৬ (৮ম) করি [ছ]; ২০ (৩য়) চিন্তিতে [গ]; ২১ (৭ম) তদূর্ধ্ব [খ, গ, ঙ, ঝ, ঞ], তত্ত্বজ্ঞ [ঘ, ছ, জ,], অন্যত্র [চ]; ২৩ (৫ম) বর [ছ], (৭ম—১০ম) পুনঃ পুন বোলেন [খ]; ২৫ (২য়)-রস [গ], -লীলা [ঙ, চ], (৬ষ্ঠ—৯ম) ক্ষেণে ঐশ্বর্য প্রকাশয়ে, ক্ষেণে [ছ]; ২৭ (৭ম) সন্তোষে [চ, জ]।

লখিতে না পারে' কেহ হেন মায়া করে'। ভৃত্য বিনা তাঁ'র তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে' ? ৩১৫
প্রভুর চরিত্র দেখি' হাসে ভক্তগণ। সভেই বোলেন, "অবতীর্ণ নারায়ণ॥" ৩১৬
কথোক্ষণ থাকি' প্রভু খট্টার উপর। আনন্দে মূর্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর॥ ৩১৭
ধাতু মাত্র নাহি, পড়িলেন পৃথিবীতে। দেখি' সব পারিষদ কান্দে চারিভিতে॥ ৩১৮
সর্বভক্তগণ যুক্তি করিতে লাগিলা। "আমা' সভা' ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা ? ৩১৯
যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর ভাব করে'। আমরাহ এইক্ষণে ছাড়িমু শরীরে॥" ৩২০
এতেক চিন্তিতে সর্বজ্ঞের চূড়ামণি। বাহ্য প্রকাশিয়া করে' মহাহরিধ্বনি॥ ৩২১
ভক্তগণে উঠিল আনন্দকোলাহল। না জানি—কে কোন্‌দিগে পড়ে বা বিহ্বল॥ ৩২২
এমত আনন্দ হয় নবদ্বীপপুরে। প্রেম রসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে'॥ ৩২৩
এ সকল পুণ্যকথা যে করে' শ্রবণ। ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহে তা'র মন॥ ৩২৪
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ৩২৫

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ঐশ্বর্যপ্রকাশাদি-বর্ণনং

নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭

---

১ (৪র্থ) প্রভু [খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, ঝ]; ৫ (৫ম, ৬ষ্ঠ) আমাছাড়ি প্রভু [খ, গ, ঘ, ছ, জ]; ৭ (৪র্থ) শিরোমণি [চ, ছ, ঞ], (৭ম, ৮ম) প্রভু করে হরিধ্বনি [খ]; ৯ (৭ম) নাথ সে [ঘ, ছ, জ, ঝ]; ১১ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- (২য়, ৩য়) জান [খ, ঘ, ঙ, জ, ঝ]। (১ম চন্দ্র খ, জ)

অষ্টম অধ্যায়

জয় জগন্নাথ-শচী-নন্দন চৈতন্য। জয় গৌরসুন্দরের সংকীর্তন ধন্য ॥ ১
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন। জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রাণ-ধন ॥ ২
জয় শ্রীজগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ। জয় বক্রেশ্বর-পুণ্ডরীক-প্রেমধাম ॥ ৩
জয় বাসুদেব-শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ। জীব-প্রতি কর', প্রভু! শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ৪
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৫
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই! শুন একচিত্তে। মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে' যেমতে ॥ ৬
এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ। যঁহি সর্ব-বৈষ্ণবের সিদ্ধ অভিলাষ ॥ ৭
'সাতপ্রহরিয়া-ভাব' লোকে খ্যাতি যা'র। যঁহি প্রভু হইলেন সর্ব-অবতার ॥ ৮
অদ্ভুত ভোজন যঁহি অদ্ভুত প্রকাশ। জনে জনে বিষ্ণুভক্তি-দানের বিলাস ॥ ৯
রাজরাজেশ্বর-অভিষেক সেই দিনে। করিলেন প্রভুরে সকল-ভক্তগণে ॥ ১০
একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। আইলেন শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘর ॥ ১১
সঙ্গে নিত্যানন্দ-চন্দ্র পরম বিহ্বল। অল্পে-অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল ॥ ১২
আবেশিত-চিত্ত মহাপ্রভু গৌররায়। পরম ঐশ্বর্য করি চতুর্দিগে চায় ॥ ১৩
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ। উচ্চস্বরে চতুর্দিগে করেন কীর্তন ॥ ১৪
অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে। ক্ষণেকে ঐশ্বর্য প্রকাশিয়া পুন ভাঙ্গে ॥ ১৫
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ-দিন নাচিতে। উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে ॥ ১৬
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া। বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া ॥ ১৭
সাতপ্রহরিয়া-ভাবে ছাড়ি' সর্ব-মায়া। বসিলা প্রহর-সাত প্রভু ব্যক্ত হঞা ॥ ১৮
জোড়হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ। রহিলেন পরম-আনন্দযুক্ত-মন ॥ ১৯
কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ। সভেই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ-বিলাস ॥ ২০
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ। তিলার্ধেকো মায়া-মাত্র নাহিক কোথাত ॥ ২১
আজ্ঞা হৈল—"বোল মোর অভিষেকগীত।" শুনি' গায় ভক্তগণ হঞা হরষিত ॥ ২২
অভিষেক শুনি' প্রভু মস্তক ঢুলায়। সভারে করেন কৃপাদৃষ্টি অমায়ায় ॥ ২৩

১ম পংক্তির পূর্বে ঝ- মুদ্রিত গ্রন্থে প্রথম-বন্ধনীর মধ্যস্থিত অধিক পাঠ—"(গৌরনিধি কপট-সন্ন্যাসি বেশধারী। অখিল-ভুবন-অধিকারী ॥ ধ্রু ॥" ২ (৬ষ্ঠ) শ্রীবাস-অদ্বৈত-প্রেম- [খ]; ৩ "জয় শ্রীজগদানন্দ-প্রিয় অতিশয়। জয় বক্রেশ্বর-কাশীশ্বরের হৃদয় ॥" [খ], (৪র্থ) -প্রেমধন [খ, ছ, জ,]; ৬ (৭ম) প্রকাশ [ঞ]; ১২ (২য়) -প্রভু [ছ]; ১৩ (৬ষ্ঠ—৮ম) প্রকাশিলেন তথায় [খ]; ১৫ (১১শ) ভাগে [ক, ঘ, ঙ, চ, ছ]; ১৮ (৬ষ্ঠ) পূর্ণ [ঘ, চ, ছ, জ]; ১৯ (২য়, ৩য়) প্রভুর সম্মুখে [খ], (৫ম, ৬ষ্ঠ) "রহিলা পরম-সঙ্কোচিত হই মন ॥" [খ]; ২২ (৪র্থ, ৫ম) অভিষেক-মন্ত্র-গীত [খ]; ২৩ (৬ষ্ঠ—৯ম) "সভারে করিল কৃপা শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥" [চ]।

প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ। অভিষেক করিতে সভার হৈল মন॥ ২৪
সর্ব-ভক্তগণে বহি' আনে' গঙ্গাজল। আগে ছাঁকিলেন দিব্য-বসনে সকল॥ ২৫
শেষে শ্রীকর্পুর-চতুঃসম-আদি দিঞা। সজ্জ করিলেন সভে প্রেমযুক্ত হঞা॥ ২৬
মহা জয়-জয়-ধ্বনি শুনি' চারিভিতে। অভিষেকমন্ত্র সভে লাগিলা পড়িতে॥ ২৭
সর্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ 'জয় জয়' বলি'। প্রভুর শ্রীশিরে জল দিলা কুতূহলী॥ ২৮
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি যতেক প্রধান। পড়িয়া পুরুষসূক্ত করায়েন স্নান॥ ২৯
গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহামন্ত্রবিত। মন্ত্র পড়ি' জল ঢালে হঞা হরষিত॥ ৩০
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল। কেহো কান্দে, কেহো নাচে—আনন্দে বিহ্বল॥৩১
পতিব্রতাগণ করে জয়-জয়কার। আনন্দস্বরূপ চিত্ত হইল সভার॥ ৩২
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর। ভৃত্যগণে জল ঢালে শিরের উপর॥ ৩৩
নামমাত্র—অষ্টোত্তরশত ঘট জল। সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল॥ ৩৪
দেবতাসকলে ধরি' নরের আকৃতি। গুপ্ত অভিষেক করে' যে হয় সুকৃতি॥ ৩৫
যাঁ'র পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মাত্র। সেহো ধ্যানে,—সাক্ষাতে কে দিতে আছে পাত্র ?
তথাপিহ তারে' নাহি যমদণ্ড-ভয়। হেন-প্রভু সাক্ষাতে সভার জল লয়॥ ৩৭
শ্রীবাসের দাস-দাসীগণে আনে' জল। প্রভু স্নান করে'—ভক্ত-সেবার এই ফল॥ ৩৮
জল আনে' এক ভাগ্যবতী—'দুঃখী' নাম। আপনে ঠাকুর তা'রে. বোলে, "আন' আন'॥"
আপনে ঠাকুর তা'র ভক্তিযোগ দেখি'। 'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া থুইলেন 'সুখী'॥ ৪০
নানা বেদমন্ত্র পড়ি' সর্ব-ভক্তগণ। স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জন॥ ৪১
পরিধান করাইলা নূতন বসন। শ্রীঅঙ্গে লেপিলা দিব্য সুগন্ধি-চন্দন॥ ৪২
বিষ্ণুখট্টা পাড়িলেন উপস্কার করি'। বসিলেন প্রভু নিজ-খট্টার উপরি॥ ৪৩
ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ-রায়। কোন ভাগ্যবন্ত রহি' চামর ঢুলায়॥ ৪৪
পূজার সামগ্রী লঞা সর্ব-ভক্তগণ। পুজিতে লাগিলা নিজ-প্রভুর চরণ॥ ৪৫
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ। প্রদীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র—যথা অনুরূপ॥ ৪৬
যজ্ঞসূত্র, যথাশক্তি অঙ্গে অলঙ্কার। পূজিলেন করিয়া ষোড়শ-উপচার॥ ৪৭
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসীমঞ্জরী। পুনঃপুন দেন সভে চরণ-উপরি॥ ৪৮
দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রের বিধিমতে। পূজা করি' সভে স্তব লাগিলা পড়িতে॥ ৪৯
অদ্বৈতাদি আর যত পার্ষদ-প্রধান। পড়িলা চরণে করি' দণ্ড-পরণাম॥ ৫০

---

৩ (২য়) -আদি-চতুঃসোম [ক্বচিৎ পাঠ], চতুঃসম্—চন্দন-অগুরু কস্তূরী-কুঙ্কুম। ৫ (১ম) সর্বারাধ্য [ঞ]; ৬ (২য়, ৩য়) যত ভক্তগণ [চ]; ৭(২য়) ভৃত্য [থ, চ]; ৮ (১ম) গোবিন্দাদি [ঞ], (২য়, ৩য়) অধিবাস গায় [থ]; ৯ (৫ম) দেহ [ক, থ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঞ]; ১০ (৫ম) ভক্তগণ [থ]; ১১ (৪র্থ) গঙ্গাজল [ক, গ, ছ]; ১৩ (৬ষ্ঠ—১২শ) "কভু যম নহে তার অধিকার-পাত্র॥" [চ]; ১৯ (৭ম, ৮ম) গন্ধ অগুরু- [ছ]; ২০ (২য়) পাতিলেন [ক্বচিৎ পাঠ [; ২১ (৬ষ্ঠ)পুণ্যবন্ত [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ]; ২৪ (২য়) যথাযোগ্য [ঞ]; ২৭(৬ষ্ঠ—৮ম)চরণতলেকরিয়া স্তবন[থ]।

প্রেমনদী বহে সর্বগণের নয়নে। স্তুতি করে' সভে, প্রভু অমায়ায় শুনে ॥ ৫১
"জয় জয় জয় সর্ব-জগতের নাথ। তপ্ত জগতেরে কর' শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ৫২
জয় আদিহেতু জয় জনক সভার। জয় জয় সংকীর্তনারম্ভ-অবতার ॥ ৫৩
জয় জয় বেদধর্ম-সাধুজন-ত্রাণ। জয় জয় আব্রহ্ম-স্তম্বের মূল প্রাণ ॥ ৫৪
জয় জয় পতিতপাবন গুণসিন্ধু। জয় জয় পরম-শরণ দীনবন্ধু ॥ ৫৫
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে গুপ্তবাসী। জয় জয় ভক্ত-হেতু প্রকট বিলাসী ॥ ৫৬
জয় জয় অচিন্ত্য-অগম্য-আদি-তত্ত্ব। জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধ-সত্ত্ব ॥ ৫৭
জয় জয় বিপ্রকুল-পাবন-ভূষণ। জয় বেদ-ধর্ম-আদি সভার জীবন ॥ ৫৮
জয় জয় অজামিল-পতিতপাবন। জয় জয় পুতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন ॥ ৫৯
জয় জয় অদোষ-দরশী রমাকান্ত।" এইমত স্তুতি করে' সকল মহান্ত ॥ ৬০
পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ। দেখি' পরানন্দে ডুবিলেন সর্বদাস ॥ ৬১
সর্ব-মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র। শ্রীচরণ দিলেন—পূজয়ে ভক্তবৃন্দ ॥ ৬২
দিব্য গন্ধ আনি' কেহো লেপে' শ্রীচরণে। তুলসী-কমল দিয়া পুজে কোন জনে ॥৬৩
কেহো রত্ন-সুবর্ণ-রজত-অলঙ্কার। পাদপদ্মে সমর্পিয়া করে' নমস্কার ॥ ৬৪
পট্টনেত, শুক্ল, নীল, সুপীত বসন। পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া নমস্কের সর্বজন ॥ ৬৫
নানাবিধ ধাতুপাত্র দেয় সর্বজনে। না জানি কতেক আসি' পড়ে শ্রীচরণে ॥ ৬৬
যে-চরণ পূজিবারে সভার ভাবনা। অজ-রমা-শিব করে' যে লাগি' কামনা ॥ ৬৭
বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে তাহা পূজে'। এইমত ফল হয়—বৈষ্ণবে যে ভজে' ॥ ৬৮
দূর্বা, ধান্য, তুলসী লইয়া সর্বজনে। পাইয়া অভয়, সভে দেন শ্রীচরণে ॥ ৬৯
নানাবিধ ফল আনি' দেন পদতলে। গন্ধ, পুষ্প, চন্দন চরণে কেহো ঢালে ॥ ৭০
কেহো পূজে' করিয়া ষোড়শ-উপচারে। কেহো বা ষড়ঙ্গ-মতে—যেন স্ফুরে যা'রে ॥৭১
কস্তুরী, কুঙ্কুম, শ্রীকর্পূর, ফাগুধূলী। সভে শ্রীচরণে দেয় হঞা কুতূহলী ॥ ৭২
চম্পক, মল্লিকা, কুন্দ, কদম্ব, মালতী। নানা-পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ-নখপাঁতি ॥ ৭৩
পরম প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি। "কিছু দেহ' খাই" প্রভু চাহেন আপনি ॥ ৭৪
হস্ত পাতে প্রভু, তাহা দেখি' ভক্তগণ। যে যেমতে দেয়, সব করেন ভোজন ॥ ৭৫
কেহো দেয় কদলক, কেহো দিব্য মুদ্গ। কেহো দধি ক্ষীর নবনীত কেহো দুগ্ধ ॥ ৭৬

---

২ (৩য়—৫ম) সর্ব-জগতের প্রাণনাথ [চ], (৬ষ্ঠ) সর্ব [ছ]; ৪—এই পংক্তির পর অধিক পাঠ—"জয় জয় শ্রী-জগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন। জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি প্রাণধন ॥" [চ]; ৫ (৪র্থ) দয়াসিন্ধু [খ]; ৬ (৪র্থ) গোপবাসী [ক, খ, গ, ঙ, চ]; ৭ (৩য়) অনন্ত- অগম্য-অনাদি-তনু, (৮ম) জনু [ছ]; ১৩ (৭ম—১১শ) "আনন্দে করয়ে পূজা সব ভক্তগণে ॥" [গ]; ১৫ (৬ষ্ঠ) পাদপদ্মে [ক, খ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ]; ২০ (১ম—৫ম) "নানাবিধ পুষ্প তুলি' আনি' কুতূহলে। পরম-আনন্দে দেন পাদপদ্ম-তলে ॥ পরমানন্দে ভক্তগণ হৈয়া বিহ্বলে।" [চ], (২য়) ফুল [খ, গ, ঘ, ছ, জ]; ২২ (৩য়) চন্দন [ক, ছ, জ]; ২৪ (৯ম) বোলেন [গ, ঙ, ছ, জ]; ২৫ (৭ম—৯ম) অমায়ায় প্রভু [ঘ, ছ]।

প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেন ভক্তগণ। অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন॥ ৭৭
ধাইল সকল গণ নগরে-নগরে। কিনিঞা উত্তম দ্রব্য আনেন সত্বরে॥ ৭৮
কেহো দিব্য নারিকেল উপস্কার করি'। শর্করা-সহিত দেয় শ্রীহস্ত-উপরি॥ ৭৯
নানাবিধ প্রচুর সন্দেশ দেন আনি'। শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি॥ ৮০
কেহো দেন মেওয়া ক্ষিরা কর্কটিকা ফল। কেহো দেয় ইক্ষু, কেহো দেন গঙ্গাজল॥৮১
প্রভুর সন্তোষে সভার আনন্দ-প্রকাশ। দশ-বার পাঁচ-বার দেন একদাস॥ ৮২
শত শত জনে বা কতেক দেয় জল। মহাযোগেশ্বর পান করেন সকল॥ ৮৩
সহস্র-সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ। সহস্র-সহস্র-কান্দি কলা, কত মুদ্গ॥ ৮৪
কতেক বা সন্দেশ, কতেক বা ফলমূল। কতেক-সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বুল॥ ৮৫
কি অপূর্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র। কেমতে খায়েন—নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥৮৬
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে। খাইয়া সভার জন্ম-কর্ম কহে শেষে॥ ৮৭
ততক্ষণে সে-ভক্তের হয় স্মঙরণ। সন্তোষে আছাড় খায়, করয়ে ক্রন্দন॥ ৮৮
শ্রীবাসেরে বোলে, "অরে! পড়ে তোর মনে? ভাগবত শুনিলি যে দেবানন্দ-স্থানে?৮৯
পদে-পদে ভাগবত প্রেমরসময়। শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয়॥ ৯০
উচ্চস্বর করি' তুমি লাগিলা কান্দিতে। বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে॥ ৯১
অবুধ পঢ়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া। বল্লয়ে, 'কান্দয়ে কেনে?'—না বুঝিল ইহা॥ ৯২
বাহ্য নাহি জান' তুমি প্রেমের বিকারে। পঢ়ুয়া তোমারে নিল বাহির-দুয়ারে॥ ৯৩
দেবানন্দ ইথে নাহি কৈল নিবারণ। গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ॥ ৯৪
বাহির-দুয়ারে তোমা' এড়িল টানিঞা। তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা॥ ৯৫
দুঃখ পাঞা মনে তুমি বিরলে বসিলা। আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা॥ ৯৬
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈতে। আবির্ভাব হইলাঙ তোমার দেহেতে॥ ৯৭
তবে আমি তোমার এই হৃদয়ে বসিয়া। কান্দাইলুঁ আপনার প্রেমযোগ দিয়া॥ ৯৮
আনন্দিত হৈল দেহ শুনি' ভাগবত। সব স্থান তিতি' হৈল বরিষার মত॥" ৯৯
অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস। গড়াগড়ি যায়, কান্দে, বহে ঘনশ্বাস॥ ১০০
এইমত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব। সভারে দেখিয়া করায়েন অনুভব॥ ১০১
আনন্দ-সাগরে মগ্ন সব ভক্তগণ। বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল ভক্ষণ॥ ১০২
কোন ভক্ত নাচে, কেহো করে' সংকীর্তন। কেহো বোলে, "জয় জয় শ্রীশচীনন্দন॥"১০৩
কদাচিৎ যে ভক্ত না থাকে সেই-স্থানে। প্রভু তাঁ'রে আজ্ঞা করি' আনেন আপনে॥ ১০৪

---

৪ (১ম, ২য়) নানাবিধ প্রকার [ক, ঘ, চ, ঝ]; ৬ (৮ম) কোন [ঝ]; ৭ (৮ম) মায়াযোগেশ্বর [ঘ, ঙ, ছ, জ]; ১১ (৬ষ্ঠ—১০ম) "আনন্দ-সাগরে সভ ভক্তগণ ভাসে॥" [চ]; ১৩ (১০ম) অমুকের স্থানে [খ ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ]; ১৮ (৮ম, ৯ম) অজ্ঞ সেইমত [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ [, (৮ম) যোগ্য [ঝ]; ২৬ (৯ম) চর্বণ [ছ, ঞ]।

"কিছু দেহ' খাই" বলি' পাতেন শ্রীহস্ত। যেই যাহা দেন, তাহা খায়েন সমস্ত ॥ ১০৫
খাইয়া বোলেন প্রভু "তোর মনে আছে ? অমুক্ নিশায় আমি বসি তোর কাছে !১০৬
বৈদ্যরূপে তোর জ্বর করিলাঙ নাশ।" শুনিয়া বিহ্বল হঞা পড়ে সেই দাস ॥ ১০৭
গঙ্গাদাসে দেখি' বোলে, "তোর মনে জাগে ? রাজভয়ে পলাইলি যবে নিশাভাগে ॥১০৮
সর্ব-পরিকর-সনে আসি' খেয়াঘাটে। কোথাহ নাহিক নৌকা—পড়িলি সঙ্কটে ॥১০৯
রাত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাঞা। কান্দিতে লাগিলি অতি দুঃখিত হইয়া ॥১১০
'মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।' গঙ্গা প্রবেশিতে মন হইল তোমার ॥ ১১১
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে। গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে ॥ ১১২
তবে নৌকা দেখি' তুমি সন্তোষ হইলা। অতিশয় প্রীতি করি' কহিতে লাগিলা ॥১১৩
'অরে ভাই ! আমারে রাখহ এইবার। জাতি, প্রাণ, ধন, দেহ—সকলি তোমার ॥১১৪
রক্ষা কর', পরিকর-সঙ্গে কর' পার। এক-তঙ্কা এক-জোড় বস্ত্র সে তোমার ॥ ১১৫
তবে তোমা' সঙ্গে পরিকর করি' পার। তবে নিজ-বৈকুণ্ঠে গেলাঙ পুনর্বার ॥" ১১৬
শুনি' ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দসাগরে। হেন লীলা করে' প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥ ১১৭
"গঙ্গা পার হইবারে চিন্তিলে আমারে। মনে পড়ে,—পার আমি করিলাঙ তোরে ?"১১৮
শুনিয়া মূর্ছিত গঙ্গাদাস গড়ি যায়; এইমত কহে প্রভু অতি অমায়ায় ॥ ১১৯
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর। চন্দন-মালায় পরিপূর্ণ কলেবর ॥ ১২০
কোন প্রিয়তম করে' শ্রীঅঙ্গে ব্যজন। শ্রীকেশসংস্কার করে অতি প্রিয়জন ॥ ১২১
তাম্বূল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভৃত্য। কেহো বা'য়, কেহো গায়, সুখে করে' নৃত্য ॥১২২
এইমত সকল দিবসপূর্ণ হৈল। সন্ধ্যা আসি' পরম কৌতুকে প্রবেশিল ॥ ১২২
ধূপ, দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ। অর্চন করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ ॥ ১২৪
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ। বাজায়েন বহুবিধ, উঠিল আনন্দ ॥ ১২৫
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র। কিছু নাহি বোলে, যত করে' ভক্তবৃন্দ ॥ ১২৬
নানাবিধ পুষ্প সভে পাদপদ্মে দিঞা। "ত্রাহি প্রভু," বলি' পড়ে দণ্ডবত হঞা ॥১২৭
কেহো কাকু করে', কেহো করে জয়-ধ্বনি। চতুর্দিগে আনন্দ-ক্রন্দন-মাত্র শুনি ॥১২৮
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে। যে আইসে, সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে' ॥ ১২৯
প্রভুর হইল মহা-ঐশ্বর্য-প্রকাশ। জোড়হস্তে সম্মুখে রহিলা সর্ব দাস ॥ ১৩০
ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি'। লীলায় আছেন গৌরসিংহ কুতুহলী ॥ ১৩১
বরোন্মুখ হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর। জোড়হস্তে রহিলেন সব অনুচর ॥ ১৩২

---

২ (৬ষ্ঠ) জাগে, (১২শ) আগে [খ]; ৩ (১ম) বিপ্র- [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ], দ্বিজ [ঞ]; ৭ (৬ষ্ঠ) গাঙ্গে [গ, ঝ]; ১১ (৮ম, ৯ম) বপ্ সীস [গ]; ১৪ (৫ম) অন্তরে [খ]; ১৭ (৪র্থ, ৫ম) শ্রীঅঙ্গ-মর্দন [ঘ, ছ, জ]; ২৩ (২য়; ৩য়] পুষ্পমালা [খ]; ২৫ (২য়) অপূর্ব [ছ], ২৮ (১ম) বরমুখ [ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঞ]।

সাত-প্রহরিয়া-ভাবে সর্ব জনে-জনে। অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে ॥ ১৩৩
আজ্ঞা হৈল—"শ্রীধরেরে ঝাট্ গিয়া আন'। আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ-বিধান ॥১৩৪
নিরবধি ভাবে' মোরে বড় দুঃখ পাঞা। আসিয়া দেখুক মোরে, ঝাট্ আন' গিঞা ॥১৩৫
নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া। যে-মোরে ডাকয়ে, তা'রে আনিহ ধরিয়া ॥"১৩৬
ধাইলা বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে। আজ্ঞা লঞা গেলা তাঁ'রা শ্রীধর-ভবনে ॥ ১৩৭
সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান। খোলার পসার করি' রাখে নিজ-প্রাণ ॥ ১৩৮
একবার খোলাগাছি কিনিয়া আনয়। খানিখানি করি' তাহা কাটিয়া বেচয়।। ১৩৯
তা'তে যাহা কিছু হয় দিবসের আয় ? তা'র অর্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি' যায় ।। ১৪০
অর্ধেক সওদায়ে হয় নিজ-প্রাণ-রক্ষা। এইমত হয় বিষ্ণুভক্তের পরীক্ষা ॥ ১৪১
মহাসত্যবাদী তিঁহো যেন যুধিষ্ঠির। যা'র যেই মূল্য বোলে, না বোলে বাহির ॥ ১৪২
মধ্যে-মধ্যে যেবা জন তাঁ'র তত্ত্ব জানে। তাঁহার বচনে মাত্র দ্রব্যখানি কিনে ॥ ১৪৩
এইমতে নবদ্বীপে আছে মহাশয়। 'খোলাবেচা' জ্ঞান করি' কেহো না চিনয় ॥ ১৪৪
চারিপ্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে। সর্বরাত্রি 'হরি' বোলে দীঘল আহ্বানে ॥১৪৫
যতেক পাষণ্ডী বোলে, "শ্রীধরের ডাকে। রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে ॥'১৪৬
মহাচাষা বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে'। ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি' মরে ॥"১৪৭
এইমত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি'। নিজ-কার্য করেন শ্রীধর কুতূহলী ॥ ১৪৮
'হরি' বলি' ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধর। নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে' উচ্চস্বর ॥১৪৯
আধিপথ মাত্র ভক্তগণ গেলা ধাঞা। শ্রীধরের ডাক শুনে, তথাই থাকিঞা ॥ ১৫০
ডাক-অনুসারে গেলা ভাগবতগণ। শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ ॥ ১৫১
"চল চল মহাশয় ! প্রভু দেখ'সিয়া। আমরা কৃতার্থ হৈনু তোমা' পরশিয়া ॥" ১৫২
শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্ছিত। আনন্দে বিহ্বল হঞা পড়িলা ভূমিত ॥ ১৫৩
আথেব্যথে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া। বিশ্বম্ভর-অগ্রে নিলা আলগ করিয়া ॥ ১৫৪
শ্রীধরে ত দেখি' প্রভু সুপ্রসন্ন হৈলা। 'আইস আইস' করি' বলিতে লাগিলা ॥ ১৫৫
"বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন। বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন ॥ ১৫৬
এহ জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর। তোমার খোলায় অন্ন খাইলুঁ নিরন্তর ॥ ১৫৭
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইলুঁ বিস্তর। পাসরিলা আমা'সঙ্গে যে কৈলা উত্তর ?"১৫৮
যখনে করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস। পরম উদ্ধত হেন যখনে প্রকাশ ॥ ১৫৯
সেইকালে গূঢ়রূপে শ্রীধরের সঙ্গে। খোলা বেচা-কেনা-ছলে কৈলা বহু রঙ্গে ॥ ১৬০
প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেত' গিয়া। থোড়, কলা, মূলা, খোলা আনেন কিনিয়া ॥১৬১

১১ (৫ম) মর্ম [চ, ছ]; ১২ (৯ম, ১০ম) নাহি লয় [ক, গ, ঘ, ঙ, ছ,জ], ১৫ (৮ম) আকুল [ক, খ, গ, চ]; ২০ (৫ম) দেখগিয়া [কচিৎ পাঠ] ।

প্রতিদিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া। তবে সে কিনে দ্রব্য অর্ধ-মুল্য দিঞা ॥ ১৬২
সত্যবাদী শ্রীধর—যে নিব, তাহা বোলে। অর্ধমুল্য দিয়া প্রভু নিজ-হস্তে তোলে ॥১৬৩
উঠিয়া শ্রীধরদাস করে কাড়াকাড়ি। এইমত শ্রীধরে-ঠাকুরে হুড়াহুড়ি ॥ ১৬৪
প্রভু বোলে "কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বি! অনেক তোমার অর্থ আছে—হেন বাসি!১৬৫
আমার হাথের দ্রব্য লও যে কাড়িয়া। এতদিনে কেবা আমি না জানিলা ইহা?"১৬৬
পরম ব্রহ্মণ্য শ্রীধর—ক্রুদ্ধ নাহি হয়। বদন দেখিয়া সব দ্রব্য কাড়ি লয় ॥ ১৬৭
মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গসুন্দর। ললাটে তিলক ঊর্ধ্ব শোভে মনোহর ॥ ১৬৮
ত্রিকচ্ছ-বসন শোভে কুটিল কুন্তল। প্রকৃতি, নয়ন দুই পরম চঞ্চল ॥ ১৬৯
শুভ্র যজ্ঞসূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে। সূক্ষ্মরূপে শ্রীঅনন্ত যেন কলেবরে ॥ ১৭০
অধরে তাম্বূল, হাসে শ্রীধরে চাহিয়া। আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া ॥ ১৭১
শ্রীধর বোলেন, "শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর! ক্ষমা কর' মোরে, মুঞি তোমার কুক্কুর ॥"১৭২
প্রভু বোলে, "জানি তুমি পরম চতুর। খোলাবেচা অর্থ আছে তোমার প্রচুর ॥"১৭৩
"আর কি পসার নাহি?" শ্রীধর সে বোলে। "অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন' পাত-খোলে ॥"
প্রভু বোলে, "যোগানিঞা আমি নাহি ছাড়ি। থোড়, কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি ॥"
রূপ দেখি' মুগ্ধ হঞা শ্রীধর সে হাসে। গালি পাড়ে' বিশ্বম্ভর পরম-সন্তোষে ॥ ১৭৬
"প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহ' ত কিনিয়া। আমারে বা কিছু দিলা, মুল্যেত ছাড়িয়া ॥১৭৭
যে-গঙ্গারে পূজ' তুমি, তাঁ'র আমি পিতা। সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা ॥"১৭৮
কর্ণ ধরি' শ্রীধর সে 'হরি হরি' বোলে। উদ্ধত দেখিয়া তাঁ'রে দেয় পাত-খোলে ॥১৭৯
এইমত প্রতিদিন করেন কোন্দল। শ্রীধরের জ্ঞান—'বিপ্র পরম চঞ্চল' ॥ ১৮০
শ্রীধর বোলেন, "মুঞি হারিলুঁ তোমারে। কড়ি বিনা কিছু দিব ক্ষমা কর' মোরে ॥১৮১
একখণ্ড খোলা দিলুঁ একখণ্ড থোড়। একখণ্ড কলা, মূলা আরো দোষ' মোর?"১৮২
প্রভু বোলে, "ভাল ভাল, আর নাহি দায়।" শ্রীধরের খোলে প্রভু নিত্য অন্ন খায় ॥১৮৩
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়। কোটি হৈলে অভক্তের উলটি না চায় ॥ ১৮৪
এই লীলা করিবেন প্রভু—হেন আছে। ইহার কারণে সে শ্রীধর খোলা বেচে ॥ ১৮৫
এই লীলা লাগিয়া শ্রীধর বেচে খোলা। কে বুঝিতে পারে' বিষ্ণু-বৈষ্ণবে লীলা?১৮৬
বিনা প্রভু জানাইলে কেহো নাহি জানে। সেই কথা প্রভু করাইলা সঙরণে ॥ ১৮৭
প্রভু বোলে, "শ্রীধর! দেখহ রূপ মোর। অষ্টসিদ্ধি দাস আজি করি' দেঙ তোর ॥"১৮৮
মাথা তুলি' চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর। তমাল-শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর ॥ ১৮৯
হাথে বংশী মোহন, দক্ষিণে বলরাম। মহাজ্যোতির্ময় সব দেখে বিদ্যমান ॥ ১৯০

---

১০ (৩য়) শোভে [চ]; ২১ (১০ম) দায় [খ]; ২৩ (৪র্থ) বলেছলে [ঘ, জ], (৬ষ্ঠ—১১শ) "অভক্তের কোটি প্রভু ফিরিয়া না চায় ॥" [খ]; ২৫ (১০ম) গৌরসুন্দরের [ক]।

কমলা তাম্বূল দেয় হস্তের উপরে। চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে' ॥ ১৯১
মহাফণী ছত্র দেখে শিরের উপরে। সনক, নারদ, শুক দেখে স্তুতি করে' ॥ ১৯২
প্রকৃতি-স্বরূপা সব জোড়হস্ত করি'। স্তুতি করে' চতুর্দিগে পরমা সুন্দরী ॥ ১৯৩
দেখিয়াত মাত্র শ্রীধর হইলা মুরছিত। সেইমত ঢলিয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥ ১৯৪
"উঠ উঠ শ্রীধর", প্রভুর আজ্ঞা হৈল। প্রভুর আহ্বানে শ্রীধর চৈতন্য পাইল ॥ ১৯৫
প্রভু বোলে, "শ্রীধর, আমারে কর' স্তুতি।" শ্রীধর বোলয়ে, "নাথ! মুঞি মূঢ়মতি ॥১৯৬
কোন্ স্তুতি জাঁনো—মুঞি ছারের কি শকতি?" প্রভু বোলে, "তোর বাক্য, সেই মোর স্তুতি ॥
প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী। প্রবেশিলে জিহ্বায়, শ্রীধর করে' স্তুতি ॥ ১৯৮
"জয় জয় জয় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। জয় জয় জয় নবদ্বীপ-পুরন্দর ॥ ১৯৯
জয় জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডকোটি-নাথ। জয় জয় শচীপুণ্যবতী-গর্ভ-জাত ॥ ২০০
জয় মহা-বেদগোপ্য জয় বিপ্ররাজ। যুগে যুগে ধর্ম পাল' করি' নানা সাজ ॥ ২০১
গূঢ়রূপে বেড়াইলা নগরে-নগরে। বিনি তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে? ২০২
তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, তুমি ভক্তি, জ্ঞান। তুমি শাস্ত্র, তুমি বেদ, তুমি সর্বধ্যান ॥ ২০৩
তুমি ঋদ্ধি, তুমি সিদ্ধি, তুমি যোগ, ভোগ। তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দয়া, তুমি মোহ, লোভ ॥২০৪
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি, জল। তুমি সূর্য, তুমি বায়ু, তুমি ধন, বল ॥ ২০৫
তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি অজ, ভব। তুমি বা হইবে কেনে?—তোমার এ-সব ॥ ২০৬
পুর্বে মোর স্থানে তুমি আপনে কহিলে। 'দেখ তোর গঙ্গা মোর চরণ-সলিলে ॥'২০৭
তভু মোর পাপচিত্তে নহিল স্মরণ। না জানিলুঁ তোর দুই অমূল্য চরণ ॥ ২০৮
যে—তুমি করিলা ধন্য গোকুল-নগরে। এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দরে ॥ ২০৯
রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর-ভিতরে। সেই ভক্তি নবদ্বীপে কৈলা ত বাহিরে ॥ ২১০
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা' জিনিল সমরে। ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল উদূখলে ॥২১১
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা। ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলা গোপরামা ॥২১২
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বহে যারে মনে। সেই তুমি শ্রীদাম-গোপে বহিলা আপনে ॥ ২১৩
যাঁহা হৈতে আপনার পরাভব হয়। সেই বড় গোপ্য, লোক কা'রেহ না কয় ॥ ২১৪
ভক্তি লাগি' সর্বস্থানে পরাভব পাঞা। জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া ॥ ২১৫
সে-মায়া হইল চূর্ণ—আর নাহি লাগে'। সকল-ভুবন দেখ, তোমা' ভক্তি মাগে' ॥ ২১৬

---

২ (১০ম) যোরকরে [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৭ (১১শ—১৪শ) বাক্যে মোর বড় প্রীতি [থ]; ৮ম পংক্তির পর 'ছ'-পুঁথিতে পুষ্পিকা,সহ অষ্টম অধ্যায় শেষ হইয়াছে; ৯ (৯ম) নবদ্বীপের ঈশ্বর [গ]; ১১ (১১শ) কাজ [ঘ, ছ, জ, ঝ]; ১২ (২য়) সান্তাইলা [ক, গ]; ১৩ (৯ম) শান্ত [ক], শান্তা [ঘ, ছ], (১১শ) দান্ত[ক]; ১৬ (৮ম—১১শ) তুমি সর্ব কারণ [ছ], (৮ম—১৩শ) "তোমার সকল সৃষ্টি. তোমাতেই সব ॥"[চ]; ১৯(৫ম—৭ম) "ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে ॥" [ক্বচিৎ পাঠ]; ২০ (১ম—৪র্থ) "ভক্তিতে উদ্ধার কৈলে কুবের কুমারে।"[ক্বচিৎ পাঠ]; ২১ (৮ম ৯ম) বান্ধিল তোমারে [ক, থ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ] ২২ (৯ম) ব্রজরামা [ক,ঞ]; ২৫(৯ম,১০ম) আপনা লুকাঞা [গ]।

সে-কালে হারিলা জন দুই চারি স্থানে। এ-কালে বান্ধিবে তোমা' সর্ব জনে-জনে॥"২১৭
মহা শুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের শুনি'। বিস্ময় পাইল সর্ববৈষ্ণবাগ্রগণি॥ ২১৮
প্রভু বোলে, "শ্রীধর! বাঞ্ছিত মাগ' বর। অষ্টসিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর॥"২১৯
শ্রীধর বোলেন, "প্রভু! আরো ভাণ্ডাইবা? নিশ্চিন্ত থাকহ তুমি, আর না পারিবা!"২২০
প্রভু বোলে, "দরশন মোর ব্যর্থ নয়। অবশ্য পাইবা বর—যেই চিত্তে লয়॥" ২২১
"মাগ' মাগ'" পুনঃপুন বোলে বিশ্বম্ভর। শ্রীধর বোলয়ে, "প্রভু! দেহ' এই বর॥২২২
'যে-ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত। সে-ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥২২৩
যে-ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল। মোর প্রভু হউ তাঁ'র চরণযুগল॥ ২২৪
বলিত বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে শ্রীধরে। দুই বাহু তুলি' কান্দে মহা উচ্চস্বরে॥ ২২৫
শ্রীধরের ভক্তি দেখি' বৈষ্ণব-সকল। অন্যোহন্যে কান্দে সভে হইয়া বিহ্বল॥ ২২৬
হাসি' বোলে বিশ্বম্ভর, "শুনহ শ্রীধর! এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর॥" ২২৭
শ্রীধর বোলয়ে, "আমি কিছুই না চাই। হেন কর' প্রভু! যেন তোর নাম গাই॥" ২২৮
প্রভু বোলে, "শ্রীধর! আমার তুমি দাস। এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ॥ ২২৯
এতেকে তোমার মতি-ভেদ না হইল। বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥" ২৩০
জয় জয় ধ্বনি হৈল বৈষ্ণবমণ্ডলে। 'শ্রীধর পাইল বর' শুনিল সকলে॥ ২৩১
ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য। কে চিনিব—এ-সকল চৈতন্যের ভৃত্য? ২৩২
কি করিব বিদ্যা-ধন-রূপ-বেশ-কুলে। অহঙ্কার বাঢ়ি' সব পড়য়ে নির্মূলে॥ ২৩৩
কলা মুলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা। কোটিকল্পে কোটীশ্বরে না দেখিবে তাহা॥ ২৩৪
অহঙ্কার দ্রোহ মাত্র বিষয়ে তে আছে। অধঃপাত-ফল তা'র না জানয়ে পাছে॥ ২৩৫
দেখি' মুর্খ, দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে। কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ-কর্মদোষে॥ ২৩৬
বৈষ্ণবে চিনিতে পারে' কাহার শকতি? আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখিতে দুর্গতি॥ ২৩৭
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী। ভক্তিমাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিরে উপেক্ষি'॥ ২৩৮
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥ ২৩৯
বিষয়মদান্ধ সব এ-মর্ম না জানে'। বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণবে না চিনে'॥ ২৪০
ভাগবত পঢ়িয়াও কা'রো বুদ্ধি নাশ। নিত্যানন্দে নিন্দা করি' যাইবেক নাশ॥ ২৪১
শ্রীধর পাইল বর করিয়া স্তবন। ইহা যেই শুনে, তা'রে মিলে প্রেমধন॥ ২৪২
প্রেমভক্তি হয় কৃষ্ণচরণারবিন্দে। সেই কৃষ্ণ পায়, যে বৈষ্ণবে না নিন্দে'॥ ২৪৩
নিন্দায় নাহিক কার্য, সবে পাপ লাভ। এতেকে না করে' নিন্দা মহা-মহাভাগ॥ ২৪৪
অনিন্দুক হঞা যে সকৃত 'কৃষ্ণ' বোলে। সত্য সত্য কৃষ্ণ তা'রে উদ্ধারিব হেলে॥ ২৪৫

---

১২ (১২শ) গুণ [জ]; ১৪ (৩য়) চিত্তেভেদ [ছ]; ২১ (৯ম) দেখয়ে [ক, খ, গ], দেখিয়া [চ], পাইতে [জ]; ২৬ (৯ম—১১শ) তার বন্ধ বিমোচন [ঞ]।

বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ ॥ ২৪৬
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৪৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমহামহাপ্রকাশবর্ণনে শ্রীশ্রীধর-
বরলাভ বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

১ (৬ষ্ঠ) চৈতন্যের নিত্যানন্দ [ক, ঘ, ঞ], জন্মে জন্মে নিত্যানন্দ [ছ]; ২ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , [২য়, ৩য় জান [খ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ] । (১ম চন্দ্র- খ, জ) ।

নবম অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি ঈশ্বর ॥ ১
জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২
হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিঞা। 'নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া' বোলে মস্তক ঢুলাঞা ॥ ৩
প্রভু বোলে, "আচার্য ! মাগ বরবর্য কার্য।" "যে মাগিলুঁ, তাহা পাইলুঁ," বোলয়ে আচার্য ॥
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন। হেন শক্তি নাহি কারো,—বলিবে বচন ॥ ৫
মহাপরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়। গদাধর যোগায় তাম্বুল, প্রভু খায় ॥ ৬
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে' ছত্র। সম্মুখে অদ্বৈত-আদি সব মহাপাত্র ॥ ৭
মুরারিরে আজ্ঞা হৈল—"মোর রূপ দেখ।" মুরারি দেখয়ে, রঘুনাথ পরতেখ ॥ ৮
দূর্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর। বীরাসনে বসি' আছে মহা-ধনুর্ধর ॥ ৯
জানকী-লক্ষ্মণ দেখে—বামেতে দক্ষিণে। চৌদিগে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে ॥ ১০
আপন-প্রকৃতি বাসে'—যে-হেন বানর। সকৃত দেখিয়া মূর্ছা পাইল বৈদ্যবর ॥ ১১
মূর্ছিত হইয়া গুপ্ত-মুরারি পড়িলা। চৈতন্যের ফান্দে গুপ্ত মুরারি রহিলা ॥ ১২
ডাকি' বোলে বিশ্বম্ভর, "আরে রে বানরা ! পাসরিলি—তোরে পোড়াইল সীতাচোরা ? ১৩
তুই তা'র পুরী পুড়ি' কৈলি বংশক্ষয়। সেই প্রভু আমি—তোরে দিলুঁ পরিচয় ॥ ১৪
উঠ উঠ মুরারি ! আমার তুমি প্রাণ। আমি—সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি—হনুমান্ ॥ ১৫

৭—"(মোর মোর বঁধুয়া। গৌর গুণনিধিয়া ॥ ধ্রু ॥ [ঝ, ঞ]: ১১ (৩য়, ৪র্থ) প্রভু শ্রীশচীনন্দন [খ]; ১৬ (৩য়) রামের [ক, খ, গ]; ১৭ (৫ম, ৬ষ্ঠ) প্রভু-মূর্তি দেখি' [চ]; ২০ (২য়—৫ম) সে করিলি রাবণের [ছ], (৩য় —৬ষ্ঠ] পুন পুড়ি কৈলে সর্বক্ষয় [ক, গ] ।

সুমিত্রানন্দন দেখ তোমার জীবন। যাঁরে জীয়াইলা আনি' সে গন্ধমাদন ॥ ১৬
জানকীর চরণে করহ নমস্কার। যাঁ'র দুঃখ দেখি' তুমি কান্দিলা অপার ॥" ১৭
চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা। দেখিয়া সকল প্রেমে কান্দিতে লাগিলা ॥১৮
শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে' শুনি' গুপ্তের ক্রন্দন। বিশেষে দ্রবিলা সর্বভাগবতগণ ॥ ১৯
পুনরপি মুরারিরে বোলে বিশ্বম্ভর। "যে তোমার অভিমত, ইচ্ছি লহ বর ॥" ২০
মুরারি বোলয়ে, "প্রভু! আর নাহি চাই। হেন কর' প্রভু! যেন তোর গুণ গাই ॥২১
যে-তে ঠাঞি প্রভু! কেনে জন্ম নহে মোর। তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর ॥২২
জন্ম জন্ম তোমার যে-সব প্রভু! দাস। তাঁ'সভার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস ॥ ২৩
'তুমি প্রভু, মুঞি দাস' ইহা নাহি যথা। হেন সত্য কর' প্রভু না ফেলিবা তথা ॥২৪
সপার্ষদে তুমি যথা কর' অবতার। তথাই তথাই দাস হইমু তোমার ॥" ২৫
প্রভু বোলে, "সত্য সত্য এই বর দিল।" মহা জয়-জয়ধ্বনি ততক্ষণে হৈল ॥ ২৬
মুরারির প্রতি সর্ব-বৈষ্ণবের প্রীত। সর্বভূতে কৃপালুতা মুরারি-চরিত ॥ ২৭
যে-তে স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয়। সেই স্থান সর্বতীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥ ২৮
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কা'র? মুরারি-বল্লভ প্রভু সর্ব-অবতার ॥ ২৯
ঠাকুর চৈতন্য বোলে, "শুন সর্ব-গণ! সকৃত মুরারি-নিন্দা করে' যেই জন ॥ ৩০
কোটি-গঙ্গাস্নানে তা'র নাহিক নিস্তার। গঙ্গা-হরি-নাম তা'র করিব সংহার ॥ ৩১
মুরারি বৈসয়ে গুপ্তে ইহার হৃদয়ে। এতেকে 'মুরারি-গুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে ॥" ৩২
মুরারিরে কৃপা দেখি' ভাগবতগণ। প্রেমযোগে 'কৃষ্ণ' বলি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৩
মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য-রায়। ইহা যেই শুনে, সেই প্রেমভক্তি পায় ॥ ৩৪
মুরারি শ্রীধর কান্দে ভূমিতে পড়িয়া। প্রভুও তাম্বূল খায় গর্জিয়া গর্জিয়া ॥ ৩৫
হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া। "মোরে দেখ হরিদাস!" বোলে ডাক দিয়া ॥ ৩৬
"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়। তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ় ॥৩৭
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা' বড় দিল দুঃখ। তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক ॥ ৩৮
শুন শুন হরিদাস! তোমারে যখনে। নগরে-নগরে মারি' বেড়ায় যবনে ॥ ৩৯
দেখিয়া তোমার দুঃখ, চক্র ধরি' করে। নামিলুঁ বৈকুণ্ঠ হৈতে সভা' কাটিবারে ॥ ৪০
প্রাণান্ত করিয়া তোমা' মারে যে-সকল। তুমি মনে চিন্ত' তাহা-সভার কুশল ॥ ৪১
আপনে মারণ খাও, তাহা নাহি লেখ'। তখনেহ তা'সভার মনে ভাল দেখ ॥ ৪২
তুমি ভাল দেখিলে না করোঁ মুঞি বল। তুলিলাঙ চক্র, তোমা' লাগি' সে বিফল ॥৪৩
কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া। তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারণ দেখিয়া ॥৪৪

---

৩ (৬ষ্ঠ—১০ম) "পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা ॥" [ঙ]; ৭ (১ম) কোন [গ], যে-সে [ছ, ঞ]; ২০ (৪র্থ) সম্মুখে [ক, খ, গ, ঘ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২৬ (৩য়—৫ম) মারে যবন- [ছ], (৬ষ্ঠ) তভ় [ঘ]।

তোমার মারণ নিজ-অঙ্গে করি' লই। এই তা'র চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কই ॥ ৪৫
যে বা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে। ঝাট্ আইলুঁ, তোর দুঃখ না পারেঁা সহিতে ॥৪৬
তোমারে চিনিল মোর নাঢ়া ভালমতে। সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে ॥"৪৭
ভক্ত বাঢ়াইতে ঠাকুর সে ভাল জানে। কী না বোলে, কী না করে', ভক্তের কারণে ॥৪৮
জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ, ভক্ত লাগি' খায়। ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন-ইচ্ছায় ॥ ৪৯
ভক্ত বিনা কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে। ভক্তের সমান নাহি অনন্ত-ভুবনে ॥ ৫০
হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে না পায় সন্তোষ। সেইসব পাপীরে পাইল দৈবদোষ ॥ ৫১
ভক্তের মহিমা, ভাই! দেখ চক্ষু ভরি'। কি বলিলা হরিদাস-প্রতি গৌরহরি ॥ ৫২
প্রভুমুখে শুনি' মহাকারুণ্য-বচন। মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ ॥ ৫৩
বাহ্য দূরে গেল, ভূমিতলে হরিদাস। আনন্দে ডুবিলা, তিলার্ধেক নাহি শ্বাস ॥ ৫৪
প্রভু বোলে, "উঠ উঠ মোর হরিদাস! মনোরথ ভরি' দেখ আমার প্রকাশ ॥" ৫৫
বাহ্য পাঞা হরিদাস প্রভুর বচনে। কোথা রূপ-দরশন, ?—করেন ক্রন্দনে ॥ ৫৬
সকল অঙ্গনে পড়ি' গড়াগড়ি যায়। মহাশ্বাস বহে ক্ষণে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥ ৫৭
মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে। চৈতন্য করায়েন স্থির, তভু নহে স্থিরে ॥ ৫৮
"বাপ্ বিশ্বম্ভর! প্রভু জগতের নাথ! পাতকীরে কৃপা কর' পড়িলুঁ তোমা'ত ॥ ৫৯
নির্গুণ অধম সর্ব্বজাতি-বহিষ্কৃত। মুঞি কি বলিমু, প্রভু! তোমার চরিত ॥ ৬০
দেখিলে পাতক, মোরে, পরশিলে স্নান। মুঞি কি বলিমু, প্রভু তোমার আখ্যান ॥৬১
এক সত্য করিয়াছ আপন-বদনে। 'যে-জন তোমার করে' চরণ স্মরণে ॥ ৬২
কীটতুল্য হয় যদি, তা'রে নাহি ছাড়'। ইহার অন্যথা কৈলে নরেন্দ্রেরেও পাড়' ॥' ৬৩
এহো বল নাহি,—মুঞি স্মরণ-বিহীন! স্মরণ করিলে মাত্র—রাখ' তুমি দীন ॥ ৬৪
সভা-মধ্যে দ্রৌপদীরে করিতে বিবসন। আনিল পাপিষ্ঠ দুর্যোধন দুঃশাসন ॥ ৬৫
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা। স্মরণ-প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা ॥ ৬৬
স্মরণ-প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত। তথাপিহ না জানিল সে-সব দুরন্ত ॥ ৬৭
কোনকালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণ। বেঢ়িয়া খাইতে, কৈলা তোমার স্মরণ ॥ ৬৮
স্মরণ-প্রভাবে তুমি আবির্ভাব হঞা। করিলা সভারে শাস্তি, বৈষ্ণবী তারিঞা ॥ ৬৯
হেন তোর স্মরণ-বিহীন মুঞি পাপ। মোরে তোর চরণে শরণ দেহ' বাপ্ ॥ ৭০
বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে, পাথরে বান্ধিয়া। ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া ॥ ৭১
প্রহ্লাদ করিলা তোর চরণ-স্মরণ। স্মরণ-প্রভাবে সর্ব্ব-কৃত্যা-বিমোচন ॥ ৭২
কা'রো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কা'রো তেজোনাশ। স্মরণ-প্রভাবে তুমি হৈলা সে প্রকাশ ॥৭৩
পাণ্ডুপুত্র সঙরিল দুর্বাসার ভয়ে। অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে ॥ ৭৪

৮(৭ম,৮ম) কি বা লীলা [ক];১৯ (৯ম—১১শ) নাহি এই বোল দঢ় [ক, গ];৩০ (৮ম,৯ম) সদয় হৃদয়ে [খ]।

'চিন্তা নাহি, যুধিষ্ঠির ! হের দেখ আমি। আমি দিমু মুনি-ভিক্ষা, বসি' থাক তুমি ॥'৭৫
অবশেষ এক শাক আছিল হাণ্ডীতে। সন্তোষে খাইলা শাক ভকতে রাখিতে ॥ ৭৬
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে। সেইমত সর্ব ঋষি-পলাইল ডরে ॥ ৭৭
স্মরণ-প্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন। এ-সব কৌতুক সব স্মরণ-কারণ ॥ ৭৮
অখণ্ড স্মরণ ধর্ম ইঁহা-সভাকার। তেঞি চিত্র নহে ইঁহা-সভার উদ্ধার ॥ ৭৯
স্মরণের মহিমা অজামিলে অপার। সর্বধর্মহীন তাহা বিনা নাহি আর ॥ ৮০
দূতভয়ে পুত্রস্নেহে দেখি পুত্রমুখ। সঙরিল পুত্রনাম নারায়ণ-রূপ ॥ ৮১
সেই ত স্মরণে সব খণ্ডিল আপদ। তেঞি চিত্র নহে,—ভক্ত স্মরণ-সম্পদ ॥ ৮২
হেন তোর চরণ-স্মরণহীন মুঞি। তথাপিহ, প্রভু ! মোরে না ছাড়িবি তুঞি ॥ ৮৩
তোমা' দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার ? এক বই প্রভু ! কিছু না চাহিব আর ॥"৮৪
প্রভু বোলে, "বোল বোল—সকল তোমার। তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার ॥"৮৫
করজোড় করি' বোলে প্রভু হরিদাস। "মুঞি অল্প-ভাগ্য, প্রভু ! করোঁ বড় আশ ॥৮৬
'তোমার চরণ ভজে' যে-সকল দাস। তাঁ'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥ ৮৭
সেই সে ভোজন মোর হউ জন্ম জন্ম। সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া-কুল-ধর্ম ॥' ৮৮
তোমার স্মরণহীন পাপ-জন্ম মোর। সফল করহ দিয়া দাসোচ্ছিষ্ট তোর ॥ ৮৯
এহো মোর অপরাধ—হেন চিত্তে লয়। মহাপদ চাহোঁ—যাহা মোর যোগ্য নয় ॥ ৯০
প্রভু রে ! নাথ রে ! মোর বাপ্ বিশ্বম্ভর ! মৃত মুঞি, মোর অপরাধ ক্ষমা কর' ॥ ৯১
শচীর নন্দন বাপ্ ! কৃপা কর' মোরে। কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে ॥" ৯২
প্রেম ভক্তিময় হৈলা প্রভু-হরিদাস। পুনঃপুন করে কাকু, না পুরয়ে আশ ॥ ৯৩
প্রভু বোলে, "শুন মোর প্রাণ হরিদাস ! দিবসেকো তোমা' সঙ্গে কৈল যেই বাস ॥৯৪
তিলার্ধেকো তুমি যা'র সঙ্গে কহ কথা। সে অবশ্য আমা' পাইব, নাহিক অন্যথা ॥৯৫
তোমারে যে করে' শ্রদ্ধা, সে করে' আমারে। নিরন্তর আছি আমি তোমার শরীরে ॥৯৬
তুমি-হেন সেবক লঞা মোর ঠাকুরাল। তুমি মোরে হৃদয়ে বান্ধিলা সর্বকাল ॥ ৯৭
মোর স্থানে, মোর সর্ব-বৈষ্ণবের স্থানে। অপরাধ বিনা ভক্তি তোরে কৈলুঁ দানে ॥"৯৮
হরিদাস-প্রতি বর দিলেন যখনে। জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখনে ॥ ৯৯
জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে, কিছু নাহি করে'। প্রেমধন আর্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে ॥১০০
যে-তে-কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। তথাপিহ সর্বোত্তম—সর্বশাস্ত্রে কহে ॥ ১০১
এই তা'র প্রমাণ—যবন হরিদাস। ব্রহ্মাদিরো দুর্লভ দেখিলা পরকাশ ॥ ১০২

---

২ (৮ম) নিজ [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৩ (১১শ জলে [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, ঝ, ঞ]; ১০ (৩য়, ৪র্থ) কা'র আছে [খ]; ১৪ (৩য়—৫ম) ভজন প্রভু রহু [খ]; ১৭ (৮ম—১০ম) মৃতাধম মুঞি [চ]; ২০ (৪র্থ, ৫ম) শুন মোর [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ]; ২২ (৯ম) থাকি [কচিৎ পাঠ) ।

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করে'। জন্ম-জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে ॥ ১০৩
হরিদাস-স্তুতি বর শুনে যেই জন। অবশ্য মিলিব তা'রে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১০৪
এ বচন মোর নহে, সর্বশাস্ত্রে কয়। 'ভক্তাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়' ॥ ১০৫
মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়। হরিদাস-স্মরণে সকল-পাপক্ষয় ॥ ১০৬
কেহো বোলে, "চতুর্মুখ যেন হরিদাস।" কেহো বোলে, "প্রহ্লাদের যেন পরকাশ ॥"১০৭
সর্বমতে মহাভাগবত হরিদাস। চৈতন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যাঁহার বিলাস ॥ ১০৮
ব্রহ্মা-শিবো হরিদাস-হেন ভক্ত-সঙ্গ। নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥ ১০৯
হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে' দেবগণ। গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥ ১১০
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস। ছিণ্ডে সর্ব-জীবের অনাদি কর্মপাশ ॥ ১১১
প্রহ্লাদ যে-হেন দৈত্য, কপি হনূমান্। এইমত হরিদাস 'নীচজাতি' নাম ॥ ১১২
হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি শ্রীধর। হাসিয়া তাম্বূল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ১১৩
বসি' আছে জ্যোতির্ময় খট্টার উপরে। মহাজ্যোতি নিত্যানন্দ ছত্র ধরে' শিরে ॥১১৪
অদ্বৈতের ভিতে চাহি' হাসিয়া হাসিয়া। মনের বৃত্তান্ত তাঁ'র কহেন প্রকাশিয়া ॥১১৫
"শুন শুন আচার্য ! তোমারে নিশাভাগে। ভোজন করাইলুঁ আমি, তাহা মনে জাগে ?
যখন আমার নাহি হয় অবতার। আমারে আনিতে শ্রম করিলে অপার ॥ ১১৭
গীতাশাস্ত্র পঢ়াও—বাখান' ভক্তি-মাত্র। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ?১১৮
যে-শ্লোকের ব্যাখ্যায় নাহি পাও ভক্তিযোগ। শ্লোকেরে না দেহ' দোষ, ছাড়' সর্ব-ভোগ ॥
দুঃখ পাঞা শুতি' থাক করি' উপবাস। তবে আমি তোমা'স্থানে হই পরকাশ ॥১২০
তোমার উপাসে মুঞি মানোঁ উপবাস। তুমি মোরে যেই দেহ', সেই মোর গ্রাস ॥ ১২১
তিলার্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি। স্বপ্নে আমি তোমার সহিত কথা কহি ॥১২২
'উঠ উঠ আচার্য ! শ্লোকের অর্থ শুন। এই অর্থ, এই পাঠ, নিঃসন্দেহ জান' ॥ ১২৩
উঠিয়া ভোজন কর', না কর' উপাস। তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ ॥' ১২৪
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন। আমি বলি তুমি যেন মানহ স্বপন ॥" ১২৫
এইমত যেই-যেই-পাঠে দ্বিধা হয়। আসিয়া চৈতন্যচন্দ্র আপনে কহয় ॥ ১২৬
যত-রাত্রি স্বপ্ন হৈল, যে-দিন যখনে। যত শ্লোক সব প্রভু কহিলা আপনে ॥ ১২৭
ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা ! ভক্তিশক্তি কি বলিমু, এই তা'র সীমা ! ১২৮
প্রভু বোলে, "সর্বপাঠ কহিলুঁ তোমারে। এক পাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে ॥১২৯
সম্প্রদায়-অনুরোধে সভে মন্দ পঢ়ে। 'সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ'—এই পাঠ নড়ে ॥ ১৩০

---

৪ (৭ম) -ভক্তি হয় [খ]; ৬ (১ম) সর্বোত্তম [খ]; ১০ (৮ম, ৯ম) নীচ অভিধান [খ]; ১২ (৩য়) মহাপ্রভু [ক], মহাজ্যোতি [খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৬ (৪র্থ) কৃষ্ণ- [খ]; ১৭ (২য়) অর্থে [ঙ, ঞ], ২৩ (৭ম—৯ম) চলি' যাই তুমি [ক]; ২৮ (২য়, ৩য়) মূঢ় নাহি [ঞ]।

আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট। ‘সর্বত্র পাণিপাদস্তৎ’ এই সত্য পাঠ ॥ ১৩১
তথা হি (শ্রীগীতা ১৩।১৩)—
“সর্বত্র পাণিপাদস্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ” ১৩২
অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিলুঁ তোমারে। তোমা’ বিনা পাত্র কেবা আছে কহিবারে ?”
চৈতন্যের গুপ্ত-শিষ্য আচার্য-গোসাঞি। চৈতন্যের সর্বব্যাখ্যা আচার্যের ঠাঞি ॥ ১৩৪
শুনিয়া আচার্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা। পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা ॥ ১৩৫
অদ্বৈত বোলয়ে, “আর কি বলিমু মুঞি। এই মোর মহত্ত্ব যে, মোর নাথ তুঞি ॥”১৩৬
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য গোসাঞি। প্রভুর প্রকাশ দেখি’ বাহ্য কিছু নাঞি ॥ ১৩৭
এ সব কথায় যা’র নাহিক প্রতীত। অধঃপাত হয় তা’র, জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৩৮
মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা। আপনে চৈতন্য যাঁ’রে করাইলা শিক্ষা ॥ ১৩৯
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন। এইমত আচার্যের দুর্জ্ঞেয় বচন ॥ ১৪০
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যা’র। জানিহ ঈশ্বর-সঙ্গে ভেদ নাহি তা’র ॥ ১৪১
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে। সর্বত্র না করে’ বৃষ্টি, নাহি তা’র দোষে ॥ ১৪২
তথা হি (শ্রীভা ১০।২০।৩৬)—
“গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্। যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥” ১৪৩
এইমত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি। ভাগ্যাভাগ্য বুঝি’ ব্যাখ্যা করে’ সেই ঠাঞি ॥১৪৪
চৈতন্যচরণ-সেবা অদ্বৈতের কাজ। ইহাতে প্রমাণ—সব-বৈষ্ণব-সমাজ ॥ ১৪৫
সর্ব ভাগবতের বচন অনাদরি’। অদ্বৈতের সেবা—করে নহে প্রিয়ঙ্করী ॥ ১৪৬
শ্রীচৈতন্যে মহামহেশ্বর-বুদ্ধি যাঁ’র। সেই সে অদ্বৈতভক্ত,—শ্রীঅদ্বৈত তাঁ’র ॥ ১৪৭
‘সর্বপ্রভু গৌরচন্দ্র’ ইহা যে না লয়। অক্ষয় অদ্বৈত-সেবা ব্যর্থ তা’র হয় ॥ ১৪৮
শির ছেদি’ ভক্তি যেন করে’ দশানন। না মানয়ে রঘুনাথ,—শিবের কারণ ॥ ১৪৯
অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে’ ইহা। সেবা ব্যর্থ হৈল, মৈল সবংশে পুড়িয়া ॥১৫০
ভাল-মন্দ শিব ঝাট ভাঙ্গিয়া না কয়। যা’র বুদ্ধি থাকে, সেই চিত্তে বুঝি লয় ॥ ১৫১
এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া। বোলায় ‘অদ্বৈত ভক্ত’—চৈতন্যে নিন্দিয়া ॥১৫২
না বোলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণে। না ধরে’ বৈষ্ণব-বাক্য, মরে ভাল-মনে ।।১৫৩
যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্বসিদ্ধি! হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি! ১৫৪
ইহা বলিতে আইসে ধাঞা মারিবারে! অহো মায়া, বলবতী!—কি বলিমু তা’রে ?১৫৫
ভক্তরাজ-অলঙ্কার ইহা নাহি জানে’। অদ্বৈতেরো প্রভু গৌরচন্দ্রে নাহি মানে ।।’১৫৬

---

৭ (৭ম—১২শ) “ভক্তদ্বারে ক্রুরা কর’ সেহো শক্তি ” [খ]; ১০ “আপনে চৈতন্য যারে করাইল শিক্ষা। কোটি বৃহস্পতি জিনি আচার্যের ব্যাখ্যা ॥” [ঘ, জ]; ১১ (৮ম) দুর্গম [খ]; ১৩ (৪র্থ, ৫ম) পরভাগ্যবশে [ঘ, ঙ, ঝ], পর্বতাগ্রে বর্ষে [ঙ]; ২০ (৭ম) দুষ্কর [খ]; ২৮ (১ম) প্রভুর যে অলঙ্কার [ক, গ, ঙ, ঝ, ঞ]।

পূর্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয়। তাহাতে প্রতীত যা'র, নাহি তা'র ক্ষয় ॥১৫৭
যত যত শুন যা'র মহত্ত্ব বড়াই। চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাই ॥ ১৫৮
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যা'রে কৃপা করে'। সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য বুঝিবারে পারে' ॥ ১৫৯
অহর্নিশ লওয়ায়েন ঠাকুর নিত্যানন্দ। "বোল ভাই সব! মোর প্রভু গৌরচন্দ্র ॥" ১৬০
চৈতন্য স্মরণ করি' আচার্য গোসাঞি। নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাঞি ॥১৬১
ইহা দেখি' শ্রীচৈতন্যে যা'র ভক্তি নয়। তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয় ॥ ১৬২
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অদ্বৈতেরে গায়। সে-ই সে বৈষ্ণব, জন্ম-জন্ম কৃষ্ণ পায় ॥ ১৬৩
অদ্বৈতের সে-ই সে একান্ত প্রিয়তর। এ-মর্ম না জানে' যত অধম কিঙ্কর ॥ ১৬৪
'সভার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর'। এ-কথায় অদ্বৈতের প্রীতি বহুতর ॥ ১৬৫
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ-সকল কথা। ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর' সর্বথা ॥ ১৬৬
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড। যে-কথা শুনিলে ঘুচে' অন্তর-পাষণ্ড ॥ ১৬৭
অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ। বিশ্বম্ভর লুকাইলা ভক্তির কপাট ॥ ১৬৮
শ্রীভুজ তুলিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর। "সভে বর মাগ যার যে লয় অন্তর ॥" ১৬৯
আনন্দিত হৈলা সভে প্রভুর বচনে। যা'র যেই ইচ্ছা, মাগে' তাহার কারণে ॥১৭০
অদ্বৈত বোলয়ে, "প্রভু মোরে দেহ' বর। মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর' ॥" ১৭১
কেহো বোলে, "মোর বাপে আসিতে না দেয়। তা'র চিত্ত ভাল হউ তোমার কৃপায় ॥"
কেহো বোলে শিষ্যপ্রতি, কেহো পুত্রপ্রতি। কেহো ভার্যা, কেহো ভৃত্য যা'র যথা-মতি ॥
কেহো বোলে, "আমার গুরুর হউ ভক্তি।" এইমত বর মাগে', যা'র যেই মতি ॥ ১৭৪
ভক্তবাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর। হাসিয়া হাসিয়া সভাকারে দেন বর ॥ ১৭৫
মুকুন্দ আছয়ে অন্তঃপটের বাহিরে। সম্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে' ॥ ১৭৬
মুকুন্দ সভার প্রিয় পরম মহান্ত। ভালমতে জানে' সেই সভার বৃত্তান্ত ॥ ১৭৭
নিরবধি কীর্তন করয়ে প্রভু-সনে। কোনজন নাহি বুঝে তথাপি দণ্ড কেনে ॥ ১৭৮
ঠাকুরেহ নাহি ডাকে, আসিতে না পারে'। দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সভার অন্তরে ॥ ১৭৯
শ্রীবাস বোলেন, "শুন জগতের নাথ! মুকুন্দ কী অপরাধ করিল তোমা'ত ॥ ১৮০
মুকুন্দ তোমার প্রিয়—মো'সভার প্রাণ। কে বা নাহি দ্রবে' শুনি' মুকুন্দের গান ॥ ১৮১

---

৩ (৫ম—৯ম) যার যেন যোগ্য ভক্তি সেই সে আদরে [ঘ, জ, ঝ]; ৪ (২য়) জানায়েন [ক]; ৮ (৫ম) প্রিয়-কর [ঘ, জ, ঝ], প্রিয়ঙ্কর [ছ]; ৯ (৭ম) প্রিয় [ক, ঘ, ছ, জ], ১১ (৭ম, ৮ম) সর্বখণ্ডয়ে প্যষণ্ড [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ] ১২ (৭ম) মুকাইল [ঘ, জ, ঝ], ঘুচাইল [ক, গ], উঘাড়িল [ঙ]; ১৩ (৭ম—১২শ) "মোরে দেখ মাগ যার যেই বর ॥" [ক, ঝ, ঞ]; ১৫ (৪র্থ, ৫ম) এই দেহ' [খ], (৯ম) পতিতেরে [ঙ]; ১৬ (৫ম—৭ম) না দেয় আসিবার [ঞ], (১২শ, ১৩শ) এই দেহ' বর [ঞ]; ১৭ (৫ম) গুরু-[ক, খ, গ,], (১১শ) রতি [খ, গ, ঙ, ঝ]; ১৮ (৪র্থ, ৫ম) হউক গুরু-[ঝ], (১২শ) শক্তি [ক, খ, গ, চ, ঞ]; ১৯ (৫ম, ৬ষ্ঠ) সভারে মহাপ্রভু [খ]; ২২ (৪র্থ) প্রভু শুনে [ঙ, ঞ]; ২৩ (১১শ) শরীরে [ক, খ, গ, ঙ, জ, ঞ]।

ভক্তিপরায়ণ সর্ব দিগে সাবধান। অপরাধ না দেখিয়ে কর' অপমান ॥ ১৮২
যদি অপরাধ থাকে, তা'র শাস্তি কর'। আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর' ? ১৮৩
তুমি না ডাকিলে নারে' সম্মুখ হইতে। দেখুক তোমারে, প্রভু ! ডাক' ভালমতে ॥"১৮৪
প্রভু বোলে, "হেন বাক্য কভু না বলিবা। ও বেটার লাগি' মোরে কেহো না সাধিবা ॥
'খড় লয়, জাঠি লয়', পূর্বে যে শুনিলা। অই বেটা সেই হয়, কেহো না চিনিলা ॥ ১৮৬
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে। ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিব মোরে ॥"১৮৭
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বোলে আরবার। "বুঝিতে তোমার বাক্য কা'র অধিকার ? ১৮৮
আমরা ত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি। তোমার অভয় পাদপদ্ম—তা'র সাক্ষী ॥"১৮৯
প্রভু বোলে, "ও বেটা যখন যেথা যায়। সেইমত কথা কহি' তথায় মিশায় ॥ ১৯০
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে। ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে ॥ ১৯১
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখনে সান্তায়। নাহি মানে' ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায় ॥ ১৯২
'ভক্তি হৈতে বড় আছে' যে ইহা বাখানে'। নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে ॥ ১৯৩
ভক্তি-স্থানে উহার হৈল অপরাধ। এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ ॥" ১৯৪
মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া। 'না পাইব দরশন' শুনিলেন ইহা ॥ ১৯৫
"গুরু-উপরোধে পূর্বে না মানিলুঁ ভক্তি। সব জানে' মহাপ্রভু-চৈতন্যের শক্তি ॥"১৯৬
মনে চিন্তে' মুকুন্দ পরমভাগবত। "এ-দেহ রাখিতে মোর না হয় যুগত ॥ ১৯৭
অপরাধী শরীর ছাড়িমু আজি আমি। দেখিমু কতেক কালে ইহা নাহি জানি ॥"১৯৮
মুকুন্দ বোলেন, "শুন ঠাকুর শ্রীবাস ! 'কখন দেখিমু মুঞি ?' বোল প্রভু-পাশ ॥"১৯৯
কান্দয়ে মুকুন্দ দুঃখে ঝরয়ে নয়ন। মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবতগণ ॥ ২০০
প্রভু বোলে, "আরো যদি কোটি জন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইব নিশ্চয় ॥"২০১
শুনিল 'নিশ্চয়-প্রাপ্তি' প্রভুর শ্রীমুখে। মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দসুখে ॥ ২০২
"পাইমু পাইমু" বলি' করে' মহানৃত্য। আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য ॥২০৩
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে। 'দেখিবেন' হেন বাক্য শুনিঞা শ্রবণে ॥ ২০৪
মুকুন্দে দেখিয়া প্রভু হাসে' বিশ্বম্ভর। আজ্ঞা হৈল—"মুকুন্দেরে আনহ সত্বর ॥"২০৫
সকল বৈষ্ণব ডাকে "আইস মুকুন্দ !" না জানে মুকুন্দ কিছু পাঞা মহানন্দ ॥ ২০৬
প্রভু বোলে, "মুকুন্দ ! ঘুচিল অপরাধ। আইস আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ ॥" ২০৭
প্রভুর আজ্ঞায় সভে আনিল ধরিয়া। পড়িলা মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া ॥ ২০৮

---

৩ (১০ম) বল [ক, খ, ঘ, চ, ছ, জ, ঞ]; ৪ (১২শ) কভু [ঙ, চ, ছ], (১৪শ) বলিবা [ঙ, চ]; ৭ (৬ষ্ঠ) প্রভুর [ঘ, চ, ছ, জ, ঞ]; ৯ (১১শ, ১২শ) সভারে ভাণ্ডায় [চ]; ১০ (৮ম) কান্দে [চ]; ১৬ (১০ম) যুকত [কচিৎ পাঠ]; ১৭(৪র্থ) শীঘ্র [খ]; ১৮ (৬ষ্ঠ) কভুনি [ঙ, ঝ]; ১৯ (৩য়, ৪র্থ) হই অঝোর [খ, ঙ], দুঃখে অঝোর [ঞ], (৪র্থ) অঝোর [চ]; ২১ (২য়) -বাক্য [খ]; ২২ (৮ম) নাচে [ঘ]; ২৭ (৮ম) মহাপ্রভু [ক,ছ], মহাপ্রসাদ [ঘ]।

প্রভু বোলে, "উঠ উঠ মুকুন্দ আমার ! তিলার্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার ॥ ২০৯
সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়। তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥ ২১০
'কোটি জন্মে পাইবা' হেন বলিলাঙ আমি। তিলার্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলা তুমি ॥২১১
'অব্যর্থ আমার বাক্য' তুমি সে জানিলা। তুমি আমা' সর্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥২১২
আমার গায়ন তুমি, থাক আমা'সঙ্গে। পরিহাসপাত্র-সঙ্গে আমি কৈলুঁ রঙ্গে ॥২১২
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর'। সে-সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয় দঢ় ॥ ২১৪
ভক্তিময় তোমার শরীর, মোর দাস। তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস ॥" ২১৫
প্রভুর আশ্বাস শুনি' কান্দয়ে মুকুন্দ। ধিক্কার করিয়া আপনারে বোলে মন্দ ॥ ২১৭
"ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার মুখে। দেখিলেহ ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে ?২১৭
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্যোধন। যাহা দেখিবারে বেদে করে' অন্বেষণ ॥ ২১৮
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্যোধন। না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ ॥ ২১৯
হেন ভক্তি না মানিল মোর ছার মুখ। দেখিলেহ কি হৈব আর মোর প্রেমসুখ ?২২০
যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণীহরণে। দেখিল নরেন্দ্র-সব গরুড়বাহনে ॥ ২২১
মহাঅভিষেক রাজরাজেশ্বর নাম। দেখিল নরেন্দ্র তোমা' মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ২২২
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে' অভিলাষ। বিদর্ভ-নগরে তাহা করিলা প্রকাশ ॥ ২২৩
তাহা দেখি' মরে সব নরেন্দ্রের গণ। না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥ ২২৪
সর্বযজ্ঞময় রূপ—কারণ-শূকর। আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর ॥ ২২৫
অনন্ত পৃথিবী লাগি' আছয়ে দশনে। যে-প্রকাশ দেখিতে বেদের অন্বেষণে ॥ ২২৬
দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব দরশন। না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ ॥ ২২৭
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তা'র ভাই। —যাহা গোপ্য হৃদয়েতে কমলার ঠাঁই ॥ ২২৮
অপূর্ব নৃসিংহ-রূপ কহে ত্রিভুবনে। তাহা দেখি' মরে ভক্তিশূন্যের কারণে ॥ ২২৯
হেন ভক্তি মুঞি ছার-মুখে না মানিল। এ বড় অদ্ভুত !—মুখ খসি' না পড়িল ॥ ২৩০
কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার। কোথায় দেখিল তা'রা প্রকাশ তোমার ॥ ২৩১
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল সেই-সব। সেইখানে মরে কংস দেখি' অনুভব ॥ ২৩২
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল। এই বড় কৃপা তোর,—তথাপি রহিল ॥২৩৩
যে ভক্তির প্রভাবে অনন্ত মহাবলী। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ধরে' হঞা কুতুহলী ॥ ২৩৪
সহস্র-ফণার এক ফণে বিন্দু যেন। যশে মত্ত প্রভু,—না জানয়ে আছে হেন ॥ ২৩৫
নিরাশ্রয় পালন করেন সভাকার। ভক্তিযোগ-প্রভাবে এ-সব অধিকার ॥ ২৩৬

---

২ (১ম) যতদোষ [ক]; ৮ (৩য়) পাঞা [ক, গ]; ১৩ (৬ষ্ঠ) তোমা [খ, ঙ, ঞ]; ১৭ (১ম) অভিষেক হৈল [ছ, জ, ঝ]; ১৮ (৮ম) দেবের [ঝ, ঞ]; ২০ (৬ষ্ঠ, ৭ম) মহাগোপ্য [খ, ঞ]; ২১ (৪র্থ) সর্বজনে [খ, জ]; ২৬ (৩য়) প্রতাপে [ক্বচিৎ পাঠ], (৭ম, ৮ম) শিরে ধরে [চ]।

হেন ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি পাপমতি। অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভাল গতি ॥ ২৩৭
ভক্তিযোগে গৌরীপতি হৈলা শ্রীশঙ্কর। ভক্তিযোগে শ্রীনারদ হৈলা মুনিবর ॥ ২৩৮
বেদ-ধর্ম-যোগশাস্ত্র—নানা করি' ব্যাস। তিলার্ধেক চিত্তে নাহি বাসিলা উল্লাস ॥২৩৯
মহাগোপ্য ভক্তিযোগ কহিলা সংক্ষেপে। সবে এই অপরাধ—চিত্তের বিক্ষেপে ॥২৪০
নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তার। তবে মনোদুঃখ গেল, তারিলা সংসার ॥ ২৪১
কীট হঞা না মানিলুঁ মুঞি হেন ভক্তি। আরো তোমা' দেখিবারে আছে মোর শক্তি ?”
বাহু তুলি' কান্দয়ে মুকুন্দ মহাদাস। চলয়ে শরীর যেন,—হেন বহে শ্বাস ॥ ২৪৩
সহজে একান্ত-ভক্ত—কি কহিমু সীমা। চৈতন্য-গোষ্ঠীর মাঝে যাঁহার গণনা ॥ ২৪৪
মুকুন্দের খেদ দেখি' প্রভু বিশ্বম্ভর। লজ্জিত হঞা কিছু করিলা উত্তর ॥ ২৪৫
“মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী। যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি ॥ ২৪৬
তুমি যত কহিলা, সকল সত্য হয়। ভক্তি বিনা আমা' দেখিলেও কিছু নয় ॥ ২৪৭
এই তোরে সত্য কহি, বড় প্রিয় তুমি। বেদমুখে বলিয়াছি যত কিছু আমি ॥ ২৪৮
যে-যে-কর্ম কৈলে হয় যে-যে-দিব্যগতি। তাহা ঘুচাইতে পারে' কাহার শকতি ? ২৪৯
মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবার। সর্ব বিধির উপরে মোর অধিকার ॥ ২৫০
মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুহে। মোর ভক্তি বিনা কোন কর্মে কিছু নহে ॥২৫১
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম-দুঃখ। মোর দুঃখে ঘুচে' তা'র দরশন-সুখ ॥ ২৫২
রজকেও দেখিল, মাগিলু তা'র ঠাঁই। তথাপি বঞ্চিত হৈল, যাতে প্রেম নাই ॥ ২৫৩
আমা' দেখিবারে সেই কত তপ কৈল। কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল ॥ ২৫৪
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন। না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥ ২৫৫
‘মোর সেবকের ঠাঁই যা'র অপরাধ। মেরে দরশন-সুখ তা'র হয় বাধ ॥ ২৫৬
ভক্তস্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি। ভক্তির অভাবে ঘুচে' দরশন-শক্তি ॥ ২৫৭
যতেক কহিলা তুমি, সব মোর কথা। তোমার মুখে বা কেনে আসিব অন্যথা ? ২৫৮
ভক্তি বিলাইমু মুঞি প্রতি ঘরে-ঘরে। আগে প্রেমভক্তি দিলুঁ তোর কণ্ঠস্বরে ॥ ২৫৯
যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণবমণ্ডল। শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল ॥ ২৬০
আমার যেমত তুমি বল্লভ একান্ত। এইমত হউ তোরে সকল মহান্ত ॥ ২৬১
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার। তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার ॥” ২৬২
মুকুন্দের প্রতি যবে বর দান কৈল। মহা-জয়জয়ধ্বনি তখন উঠিল ॥ ২৬৩

---

৩ (১ম—৩য়) বেদধর্মযোগে নানা-শাস্ত্র [ঙ, ঞ], (৮ম, ৯ম) বাসেন প্রকাশ [গ, ঙ, ঝ]; ৪ (১ম, ২য়) মহাগোপ্য জ্ঞানভক্তি [খ, ঘ, চ, ছ, জ], মহাগোপ্য-জ্ঞানে ভক্তি [ঙ, ঝ]; ৬ (৮ম—১২শ) তোমা' দেখিবারে মোর আছে কোন্ [খ]; ৮ (৬ষ্ঠ) চৈতন্যপ্রিয়ের [ক, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৫ (১০ম, ১১শ) কার্য সিদ্ধ [ঙ, জ]; ২৩ (৪র্থ, ৫ম) বলিলু তোমারে [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]।

'হরিবোল্ হরিবোল্ জয় জগন্নাথ'। 'হরি' বলি' নিবেদয়ে সভে তুলি' হাথ ॥ ২৬৪
মুকুন্দের স্তুতি-বর শুনে যেই জন। সেহো মুকুন্দের সনে হইব গায়ন ॥ ২৬৫
এ-সব চৈতন্য-কথা বেদের নিগূঢ়। সুবুদ্ধি মানয়ে ইহা, না মানয়ে মূঢ় ॥ ২৬৬
শুনিলে এ-সব কথা যা'র হয় সুখ। অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্য-শ্রীমুখ ॥ ২৬৭
এইমত যত-যত ভক্তের মণ্ডল। সভে কৈলা স্তুতি, বর পাইল সকল ॥ ২৬৮
শ্রীবাসপণ্ডিত অতি-মহামহোদার। অতএব তান গৃহে এ সব বিহার ॥ ২৬৯
যাঁ'র যেনমত ইষ্ট প্রভু আপনার। সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার ॥ ২৭০
'মহা-মহা-পরকাশ' ইহারে সে বলি। এমত বিহরে' গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥ ২৭১
এইমত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ। সপত্নীক দেখে যত চৈতন্যের দাস ॥ ২৭২
দেহ-মন-নির্বিশেষে যে-যে হয় দাস। তা'রা সে দেখিতে পায় এ-সব প্রকাশ ॥ ২৭৩
সেই নবদ্বীপে আর কত কত আছে। তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী মাঝেমাঝে ॥ ২৭৪
যাবৎকাল গীতা ভাগবত কেহো পড়ে। কেহো বা পড়ায়, স্বধর্মে ত নাহি নড়ে' ॥ ২৭৫
কেহো কেহো পরিগ্রহ কিছুই না লয়। বৃথা আকুমার-ধর্মে শরীর শোষায় ॥ ২৭৬
সেইখানে হেন বৈকুণ্ঠের সুখ হৈল। বৃথা অভিমানী একো জনা না দেখিল ॥ ২৭৭
শ্রীবাসের দাস-দাসী যে-সব দেখিল। শাস্ত্র পড়িয়াও তাহা কেহো না জানিল ॥ ২৭৮
মুরারিগুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল। কেহো মাথা মুড়াঞাও তাহা না দেখিল ॥ ২৭৯
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ২৮০
বড় কীর্তি হৈলেও চৈতন্য নাহি পায়। সবে ভক্তিবশ প্রভু—চারিবেদে গায় ॥ ২৮১
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল। যত ভট্টাচার্য একো জনা না দেখিল! ২৮২
দুষ্কৃতির সরোবরে কভু জল নহে। এমন প্রকাশেহ কি বঞ্চিত জীব হয়ে? ২৮৩
এ-সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। 'আবির্ভাব তিরোভাব'—এই কহে বেদ ॥ ২৮৪
অদ্যাপিহ চৈতন্য এ-সব লীলা করে'। যখনে যাঁহারে করে' দৃষ্টি-অধিকারে ॥ ২৮৫
সে-ই দেখে, আর দেখিবারে শক্তি নাঞি। নিরন্তর ক্রীড়া করে' চৈতন্যগোসাঞি ॥ ২৮৬
যে-মন্ত্রেতে যে-বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে'। সেই রূপ দেখায় ঠাকুর বিশ্বম্ভরে ॥ ২৮৭
দেখাঞা আপনে শিখায়েন সভাকারে। "এ-সকল কথা, ভাই! শুনে পাছে আরে? ২৮৮
জন্ম-জন্ম তোমরা পাইবে মোর সঙ্গ। তোমা'সভার ভৃত্যেও দেখিব মোর রঙ্গ ॥" ২৮৯
আপন-গলার মালা দিলা সভাকারে। চর্বিত-তাম্বূল আজ্ঞা হইল সভারে ॥ ২৯০
মহানন্দে খায় সভে হরষিত হঞা। কোটি শারদ চন্দ্র-মুখের দ্রব্য পাঞা ॥ ২৯১

---

৩ (৩য়) দেবের [চ, ঞ], (৫ম—৯ম) ইহাতে না পায় সুখ যত সব [ঞ]; ৫ (৩য়) বৈষ্ণব [খ, ঙ, চ, ঞ] ৬ (৭ম) ব্যবহার [গ; ঘ, ছ]; ১৫ (৭ম, ৮ম) কেহো মর্ম [খ]; ১৭ (২য়) গুণে [ক, ঘ, ঙ, চ, জ]; ১৮ (৭ম—১০ম) ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে [খ]; ২৪ (৬ষ্ঠ, ৭ম) সেই মূর্তি দেখয়ে [গ], (৭ম) দেখয়ে [ক, খ, ঙ]।

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥ ২৯২
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান। তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে' দান ॥২৯৩
পরম-আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ। সকল বৈষ্ণব তাঁ'রে করে' আশীর্বাদ ॥ ২৯৪
"ধন্য ধন্য এই সে সেবিলা নারায়ণ। বালিকা-স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন ॥" ২৯৫
খাইলে ত প্রভুর আজ্ঞা হয়ে "নারায়ণি! কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি! শুনি ॥"২৯৬
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব। 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে অতি বালিকা-স্বভাব ॥২৯৭
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁ'র ধ্বনি। 'গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী' ॥ ২৯৮
যা'রে যেন আজ্ঞা করে' ঠাকুর চৈতন্য। সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন ॥ ২৯৯
এ-সব বচনে যা'র নাহিক প্রতীত। সদ্য অধঃপাত তা'র জানিহ নিশ্চিত ॥ ৩০০
'অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর'। তেঞি সে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর ॥ ৩০১
'চৈতন্যের প্রিয়-দেহ ঠাকুর নিতাই'। তেঞি সে মহিমা তান—চারিবেদে গাই ॥৩০২
'চৈতন্যের ভক্ত' হেন নাহি যা'র নাম। যদি সেব্য-বস্তু, তভু তৃণের সমান ॥ ৩০৩
নিত্যানন্দ কহে 'আমি চৈতন্যের দাস'। অহর্নিশ আর প্রভু না করে' প্রকাশ ॥৩০৪
তাহান কৃপায় হয় শ্রীচৈতন্যে রতি। নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি ॥ ৩০৫
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ ৩০৬
ধরণীধরেন্দ্র-নিত্যানন্দের চরণ। দেহ', প্রভু গৌরচন্দ্র! আমারে শরণ ॥ ৩০৭
বলরাম-প্রীতে গাই চৈতন্যচরিত। বলরাম প্রভু! কর' জগতের হিত ॥ ৩০৮
চৈতন্যের দাস্য বিনা নিতাই না জানে'। চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে' দানে ॥৩০৯
নিত্যানন্দ-কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি। নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভক্ত-তত্ত্ব জানি ॥ ৩১০
সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ-রায়। সভে নিত্যানন্দ-স্থানে 'ভক্তি'-পদ পায় ॥ ৩১১
কোনমতে নিত্যানন্দে যদি করে' হেলা। আপনে চৈতন্য বোলে, 'সেই জন গেলা' ॥৩১২
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব। মহিমার অন্ত ইহান না জানে' দেব ॥ ৩১৩
কাহারো না করে' নিন্দা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে। অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥৩১৪
'নিন্দায় নাহিক লভ্য' সর্বশাস্ত্রে কয়। 'সভার সম্মান'—ভাগবত-ধর্ম হয় ॥ ৩১৫
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড। মহানিম্ব-হেন বাসে যতেক পাষণ্ড ॥ ৩১৬
কেহো যেন শর্করায় নিম্ব-স্বাদু পায়। তা'র দৈব,—শর্করার স্বাদু নাহি যায় ॥ ৩১৭
এইমত চৈতন্যের পরানন্দ-যশ। শুনিতে না পায় সুখ—সেহ দৈববশ ॥ ৩১৮

---

৫ (১০ম) তুমি [ক, খ, গ, চ, ছ, জ, ঞ]; ৭(৫ম) চৈতন্তের [খ, ঙ, ঞ]; ৯(৬ষ্ঠ) সত্য [ক, জ, ঝ]; ১০(১ম—৪র্থ) চৈতন্তের প্রিয় ভৃত্য অদ্বৈত [গ]; ১৫ (৮ম—১০ম) আমি ধরিয়ে অন্তর [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, ঞ]; ১৮ (২য়) দাস [ঘ, ঞ]; ১৯(৬ষ্ঠ, ৭ম) ভক্তের তত্ত্ব [ঙ, চ]; ২৩(১০ম, ১১শ) সিংহ উদ্ধারিব [খ]; ২৪"নিন্দায় নাহিক কার্য, সবে পাপ লাভ। এতেকে যে না নিন্দয়ে সেই মহাভাগ ॥" [খ, ছ], (৭ম) সম্মত [ঘ, ঙ, চ, জ]; ২৭(৯ম) দৈবদোষ [গ]।

সন্ন্যাসীহ যদি নাহি মানে' গৌরচন্দ্র। জানিহ সে খল জন—জন্ম জন্ম অন্ধ ॥ ৩১৯
পক্ষিমাত্র যদি বোলে চৈতন্যের নাম। সেহো সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥ ৩২০
জয় গৌরচন্দ্র—নিত্যানন্দের জীবন। তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণধন ॥ ৩২১
যাঁ'র যাঁ'র সঙ্গে তুমি করিলা বিহার। সে-সব গোষ্ঠীর পা'য়ে মোর নমস্কার ॥ ৩২২
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩২৩

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মহামহাপ্রকাশ-বর্ণনং

নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

১ (৯ম) গণ [খ, ছ]; ৫ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [খ, ঙ, চ, জ, ঝ], (১ম) জয় গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ-চাঁদ [ঘ] নিত্যানন্দ-চৈতন্যচন্দ্র [গ], (২য়, ৩য়) জান [ক, গ]।

দশম অধ্যায়

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুলসিংহ। জয় হউ তোর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥ ১
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন। জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণধন ॥ ২
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়। জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥ ৩
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রীড়া করে', নহে সর্ব-জনের গোচর ॥ ৪
মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপে কৌতুক অনন্ত। ঘরে বসি' দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত ॥ ৫
নিষ্কপটে প্রভুরে সেবিলা শ্রীনিবাস। গোষ্ঠী-সঙ্গে দেখয়ে প্রভুর পরকাশ ॥ ৬
শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি। 'বাপ্ !' বলি' শ্রীবাসেরে করয়ে পীরিতি ॥ ৭
অহর্নিশ বাল্যভাবে বাহ্য নাহি জানে'। নিরবধি মালিনীর করে' স্তনপানে ॥ ৮
কভু নাহি দুগ্ধ,—পরশিলে মাত্র হয়। এ-সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয় ॥ ৯
চৈতন্যের নিবারণে কা'রেও না কয়। নিরবধি শিশুরূপ মালিনী দেখয় ॥ ১০

১০ ইহার পূর্ব্বে ঝ-পুস্তকে মূলে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে অধিক পাঠ— "(নিধি গৌরাঙ্গ—কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু। অনাথের নাথ প্রভু পতিতজনের বন্ধু ॥ ধ্রু ॥)"; ১৩(৮ম) -নয়ন [ক, খ, ঙ, চ, জ]; ১৫(৭ম,৮ম) সে চৈতন্য প্রকাশ [জ]।

প্রভু বিশ্বম্ভর বোলে, "শুন নিত্যানন্দ ! কাহারো সহিত পাছে কর' তুমি দ্বন্দ্ব ॥ ১১
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।" শুনি' নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবিষ্ণু সঙরে' ॥ ১২
"আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা। আপনার মত তুমি কা'রো না বাসিবা ॥"১৩
বিশ্বম্ভর বোলে, "আমি তোমা' ভাল জানি।" নিত্যানন্দ বোলে, "দোষ কহ দেখি ? শুনি"
হাসি' বোলে গৌরচন্দ্র, "কি দোষ তোমার ? সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর' অবতার ॥"১৫
নিত্যানন্দ বোলে, "ইহা পাগলে সে করে'। এ-ছলে না দিবে বুঝি ঘরে ভাত মোরে ?১৬
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও। অপকীর্তি আর কেনে বলিয়া বেড়াও ?" ১৭
প্রভু বোলে, "তোমার অপকীর্তি আমি পাই। সেই ত কারণে আমি তোমারে শিখাই ॥"
হাসি' বোলে নিত্যানন্দ, "বড় ভাল ভাল। চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্বকাল ॥ ১৯
নিশ্চয় বলিলা তুমি—আমি ত চঞ্চল ?" এত বলি' প্রভু চাহি' হাসে' খল খল ॥ ২০
আনন্দে না জানে বাহ্য কোন্ কর্ম করে'। দিগম্বর হঞা বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে ॥ ২১
জোড়ে-জোড়ে লাফ দেয় হাসিয়া হাসিয়া। সকল অঙ্গনে বুলে' ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥ ২২
গদাধর শ্রীনিবাস আর হরিদাস। শিক্ষার প্রভাবে সভে দেখে দিগ্‌বাস ॥ ২৩
ডাকি' বোলে বিশ্বম্ভর, "এ কি কর' কর্ম ? গৃহস্থের বাড়ীতে এমত নহে ধর্ম ! ২৪
এখন বলিলা তুমি 'আমি কি পাগল ?' এইক্ষণে নিজ-বাক্য ঘুচিল সকল ॥ ২৫
যাঁ'র বাহ্য নাহি, তাঁ'র বচনে কি লাজ ? নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দসিন্ধুমাঝ ॥ ২৬
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন। এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ॥ ২৭
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ মাত্র মানে'। নিত্যানন্দ মত্তসিংহ আর নাহি জানে' ॥ ২৮
আপনে তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়। পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায় ॥ ২৯
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে' পতিব্রতা। নিত্যানন্দ-সেবা করে'—যেন পুত্রে মাতা ॥৩০
একদিন পিতলের বাটি লঞা কাকে। উড়িয়া বসিল কাক যে-ডালে সে থাকে ॥ ৩১
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন্ রাজ্যে গেল। মহাচিন্তা মালিনীর চিত্তে ত জন্মিল ॥ ৩২
বাটি থুঞা সেই কাক আইল আরবার। মালিনী দেখয়ে—শূন্য বদন তাহার ॥ ৩৩
মহাতীব্র-ঠাকুর-পণ্ডিত ব্যবহার। 'শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র হৈল অপহার' ॥ ৩৪
শুনিলে প্রমাদ হৈব' হেন মনে গণি। নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী ॥ ৩৫
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেইস্থানে। দেখেয়ে মালিনী কান্দে, নাহিক কারণে ॥৩৬
হাসি' বোলে নিত্যানন্দ, "কান্দ কি কারণ ? কোন্ দুঃখ বোল, সব করিমু খণ্ডন ॥"৩৭

---

২ (৬ষ্ঠ—১০ম) "শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ 'শ্রীকৃষ্ণ' সঙরে ॥" [ঙ]; ৩ (৮ম) পারা [ছ]; ৮ (৩য়—৫ম) অপযশ আমি সব [খ], (৪র্থ, ৫ম) অপকীর্ত্যে লাজ [ঞ]; ১৩ (৩য়) হাসে [ক, খ, গ, ঘ, চ, জ, ঝ], (৬ষ্ঠ) প্রসাদে [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৯ (১১শ) খাওয়ায় [চ]; ২০ (১ম) -অনুভব [ঘ, চ, ছ, জ]; ২১ (৭ম) চলিল, (৯ম) -বনেতে [খ, ঙ]; ২৩ (১ম—৬ষ্ঠ) "বাটি মুখে নাহি কাক আইসে পুনর্বার।" [গ]; ২৬ (৮ম, ৯ম) অঝোর -নয়নে [খ, ছ]; ২৭ (১০ম) মাতা [ঙ]।

মালিনী বোলয়ে, "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি ! ঘৃতপাত্র কাকে লঞা গেল কোন্ ঠাঞি ॥" ৩৮
নিত্যানন্দ বোলে, "মাতা ! চিন্তা পরিহর'। আমি দিমু বাটি, তুমি ক্রন্দন সম্বর' ॥" ৩৯
কাক-প্রতি হাসি' প্রভু বোলয়ে বচন। "অহে কাক ! ঝাট্ বাটি আনহ এখন ॥" ৪০
সভার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি। তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি ॥ ৪১
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি' যায়। শোকাকুলা মালিনী কাকের দিগে চায় ॥ ৪২
ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল। বাটি মুখে করি' পুন সেখানে আইল ॥ ৪৩
আনিয়া থুইল বাটি মালিনীর স্থানে। নিত্যানন্দ-প্রভাব মালিনী ভাল জানে' ॥ ৪৪
আনন্দে মূর্ছিতা হৈলা অপূর্ব দেখিঞা। নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে' দাণ্ডাইঞা ॥ ৪৫
"যে-জন আনিল মৃত গুরুর-নন্দন। যে-জন পালন করে' সকল ভুবন ॥ ৪৬
যমের ঘর হৈতে যেঁহ আনিতে পারে'। 'কাক-স্থানে বাটি আনে' কি মহত্ত্ব তাঁ'রে ? ৪৭
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন। লীলায় না জানে' ভর, করেন পালন ॥ ৪৮
অনাদি-অবিদ্যা-ধ্বংস হয় যাঁ'র নামে। কি মহত্ত্ব তাঁ'র—বাটি আনে' কাক-স্থানে ॥ ৪৯
যে তুমি লক্ষ্মণরূপে পূর্বে বনবাসে। নিরবধি রক্ষক আছিলা সীতা-পাশে ॥ ৫০
তথাপিহ মাত্র তুমি সীতার চরণ। ইহা বিনা সীতারে না দেখিলা—কেমন ॥ ৫১
তোমর সে বাণে রাবণের বংশনাশ। সে তুমি যে বাটি আন'—কেমন প্রকাশ ? ৫২
যাঁহার চরণে পূর্বে কালিন্দী আসিয়া। স্তবন করিল মহাপ্রভাব দেখিয়া ॥ ৫৩
চতুর্দশ-ভুবন-পালন-শক্তি যাঁ'র। কাক স্থানে বাটি আনে' কি মহত্ত্ব তাঁ'র ? ৫৪
তথাপি তোমার কর্ম অল্প নাহি হয়। 'যেই কর', সেই সত্য' চারিবেদে কয় ॥" ৫৫
হাসে নিত্যানন্দ শুনি' তাঁহার স্তবন। বাল্যভাবে বোলে "মুঞি করিমু ভোজন ॥" ৫৬
নিত্যানন্দে দেখিলে তাঁহার স্তন ঝরে। বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে' ॥ ৫৭
এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত। আমি কি বলিমু—সর্বজগতে বিদিত ॥ ৫৮
করেন দুর্জ্ঞেয় কর্ম,—অলৌকিক যেন। যে জানয়ে তত্ত্ব, সে বাসয়ে সত্য-হেন ॥ ৫৯
অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম। সর্ব-নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ময়-ধাম ॥ ৬০
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী যা'র যেন-মত ইচ্ছা, না বোলয়ে কেনি ॥ ৬১
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নয়। তভু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয় ॥ ৬২
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে'। তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে ॥ ৬৩
এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে। নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে' ॥ ৬৪
একদিন নিজগৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর। বসি' আছে লক্ষ্মী-সঙ্গে পরম সুন্দর ॥ ৬৫

---

২ (৯ম) মাতা [খ]; ৭ (৬ষ্ঠ) -স্বভাব [গ]; ১৬ (৮ম) মহাপ্রভুরে [ঙ], (৯ম) জানিয়া [খ, ঙ]; ২১ (৮ম) সর্বপুরাণে [খ]; ২৩ (২য়) ভক্তিরসে [ক, গ], প্রেমরসে [খ], (৬ষ্ঠ) ভ্রমে [খ], (৭ম) মহাজ্যোতির্ধাম [ক, খ, ঙ]; ২৪ (২য়) জীব [খ], ভক্ত [গ], (৫ম) তত্ত্ব- [গ' ঞ]; ২৫ (৭ম—৯ম) সে চরণ-ধন মোর [খ]।

যোগায় তাম্বূল লক্ষ্মী পরম-হরিষে। প্রভুর আনন্দ বাঢ়ান রাত্রি-দিবসে ॥ ৬৬
যখন থাকেন লক্ষ্মীসঙ্গে বিশ্বম্ভর। শচীর চিত্তে ত হয় আনন্দ বিস্তর ॥ ৬৭
মা'য়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া। লক্ষ্মীর সঙ্গে ত প্রভু থাকেন বসিয়া ॥ ৬৮
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল। আইলা প্রভুর বাড়ী—পরম চঞ্চল ॥ ৬৯
বাল্যভাবে দিগম্বর রহে দাণ্ডাইঞা। কাহারে না করে' লাজ প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥৭০
প্রভু বোলে, "নিত্যানন্দ ! কেনে দিগম্বর ?" নিত্যানন্দ "হয় হয়" করেন উত্তর ॥৭১
প্রভু বোলে, "নিত্যানন্দ ! পরহ বসন।" নিত্যানন্দ বোলে, "আজি আমার গমন ॥"৭২
প্রভু বোলে, "নিত্যানন্দ ! ইহা কেনে করি ?" নিত্যানন্দ বোলে, "আর খাইতে না পারি"
প্রভু বোলে, "এক কহি কহ কেনে আর ?" নিত্যানন্দ বোলে, "আমি গেলুঁ দশবার ॥"
ক্রুদ্ধ হঞা বোলে প্রভু, "মোর দোষ নাই।" নিত্যানন্দ বোলে, "প্রভু, এথা নাহি আই ॥"
প্রভু কহে, "কৃপা করি' পরহ বসন।" নিত্যানন্দ বোলে, "আমি করিমু ভোজন ॥"৭৬
চৈতন্যের ভাবে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়। এক শুনে, আর কহে, হাসিয়া বেড়ায় ॥ ৭৭
আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন। বাহ্য নাহি, হাসে পদ্মাবতীর নন্দন ॥ ৭৮
নিত্যানন্দ-চরিত্র দেখিয়া আই হাসে। বিশ্বরূপ-পুত্র-হেন মনে মনে বাসে' ॥ ৭৯
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে। মাঝে-মাঝে সেই রূপ আই মাত্র দেখে ॥ ৮০
কাহারে না কহে আই, পুত্রস্নেহ করে'। সম-স্নেহ করে' নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভরে ॥৮১
বাহ্য পাঞা নিত্যানন্দ পরিলা বসন। সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥ ৮২
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ সে পাঞা। এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইঞা ॥৮৩
"হায় হায়" বোলে আই "কেনে ফেলাইলা ?" নিত্যানন্দ বোলে, "কেনে একঠাঞি দিলা ?"
আই বোলে, "আর নাহি, আর কি খাইবা ?" নিত্যানন্দ বোলে, "চাহ অবশ্য পাইবা ॥"৮৫
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে। সেই চারি সন্দেশ দেখে পরতেখে ॥ ৮৬
আই বোলে, "সে সন্দেশ কোথায় পড়িল ? ঘরের ভিতরে কোন্ পথেতে আইল ?"৮৭
ধুলা ঘুচাঞা সেই সন্দেশ লঞা। হরিষে আইলা আই অপূর্ব দেখিঞা ॥ ৮৮
আসি' দেখে,—নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়। আই বোলে, "বাপ্ ! ইহা পাইলা কোথায় ?"
নিত্যানন্দ বোলে, "যাহা ছড়াইয়া ফেলিলুঁ। তোর দুঃখ দেখি' তাই চাহিয়া আনিলুঁ ॥"
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে'। "নিত্যানন্দ-মহিমা না জানে' কোন জনে ॥"৯১
আই বোলে, "নিত্যানন্দ ! কেনে মোরে ভাঁড়' ? জানিলুঁ-ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়'॥"

---

১ (৫ম—৮ম) প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রিদিশে [ক, থ, ছ, জ, ঝ]; ৫ (৯ম, ১০ম) প্রেমানন্দ পাইঞা, প্রেমানন্দ হৈয়া, পরানন্দ পাঞা [ক্বচিৎ পাঠ]; ৮ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) আরো কিছু বলি [ক্বচিৎ পাঠ]; ৯ (৪র্থ) এড়ি [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (১২শ) দরবার [ক্বচিৎ পাঠ]; ১২ (১ম, ২য়) চৈতন্য-আবেশে [থ, গ, ঙ, ঞ]; ১৮ (৫ম—৯ম) ঘরদ্বারে চারিদিকে পেলে [থ], (৫ম—১০ম) "খাইয়া বিথারি ফেলে নাচে মত্ত হইয়া ॥" [ঞ]।

বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ। ধরিবারে যায়, আই করে' পলায়ন ॥ ৯৩
এইমত নিত্যানন্দ-চরিত্র অগাধ। সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য-বাধ ॥ ৯৪
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে' যে পাপিষ্ঠ জন। গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন! ৯৫
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর। নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু 'শেষ' মহীধর ॥ ৯৬
যে-তে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নয়। তভু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয় ॥ ৯৭
বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম। মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম ॥ ৯৮
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৯৯

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ চরিত-বর্ণনং

নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

৪ (৭ম) হলধর [গ]; ৫ (৮ম) চরণ মোর [খ]; ৭ (১ম) (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [খ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ]; (১ম -চন্দ্র- খ, জ)।

একাদশ অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
হেন নিত্যানন্দ লীলা বিশ্বম্ভর-সঙ্গে। নবদ্বীপে দুইজন করে' বহু রঙ্গে ॥ ২
প্রেমানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ-রায়। নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায় ॥ ৩
সভারে দেখিয়া প্রীত্যে মধুর সম্ভাষে। আপনা-অপনি নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাসে ॥ ৪
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার। শুনিয়া অপূর্ব-বুদ্ধি জন্ময়ে সভার ॥ ৫
বর্ষায় গঙ্গার ঢেউ, কুম্ভীরে বেষ্টিত। তাহাতে ভাসয়ে, তিলার্ধেক নাহি ভীত ॥ ৬
সর্বলোক দেখি' তাঁ'রে করে' 'হায় হায়'। তথাপি ভাসেন হাসি' নিত্যানন্দ-রায় ॥ ৭
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়। না বুঝিয়া সর্বলোক করে' "হায় হায়" ॥ ৮
আনন্দে মূর্ছিত বা হয়েন কোন্ ক্ষণ। তিন-চারি-প্রহরেতে না হয় চেতন ॥ ৯
এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন। অনন্ত-মুখেও নারি করিতে বর্ণন ॥ ১০
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি' আছে। নিত্যানন্দ আইলেন ঈশ্বরের কাছে ॥ ১১
বাল্যভাবে দিগম্বর, হাস্য শ্রীবদনে। সর্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে ॥ ১২

১৪ (১ম) কৃষ্ণানন্দে [খ, গ, চ]; ১৫ (৪র্থ) বিনয় [ঙ]; ১৬ (৫ম—৮ম) "ক্ষেণে হাসি যায় প্রভু গঙ্গার মাঝার ॥" [গ]; ২০ (৩য়, ৪র্থ) প্রভু হয় [খ, গ], (৭ম) -দিবসেও [ক, খ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ]; ২১ (২য়, ৩য়) অবেকত [ঘ], (৬ষ্ঠ—৯ম) "কে জানিতে পারে তার ভাবের লক্ষণ ॥" [চ]।

নিরবধি এই বলি' করয়ে হুঙ্কার। "মোর প্রভু নিমাঞিপণ্ডিত নদীয়ার॥" ১৩
হাসে' প্রভু দেখি' তান মূর্তি দিগম্বর। মহাজ্যোতির্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥ ১৪
আথেব্যথে প্রভু নিজ-মস্তকের বাস। পরাইয়া থুইলেন, তথাপিহ হাস॥ ১৫
আপনে লেপিলা তাঁ'র অঙ্গে দিব্যগন্ধে। শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে॥ ১৬
বসিতে দিলেন নিজ-সম্মুখে আসনে। স্তুতি করেন প্রভু, শুনে সর্বভক্তগণে॥ ১৭
"নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ। এই তুমি নিত্যানন্দ—রস-মূর্তিমন্ত॥১৮
নিত্যানন্দ পর্যটন, ভোজন, ব্যবহার। নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার॥ ১৯
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা? পরম সুসত্য—তুমি যথা, কৃষ্ণ তথা॥" ২০
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি। যে বোলেন, যে করেন,—সর্বত্র সম্মতি॥ ২১
প্রভু বোলে, "একখানি কৌপীন তোমার। দেহ'—এই বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার॥"২২
এত বলি' প্রভু তাঁ'র কৌপীন আনিয়া। ছোট করি' চিরিলেন অনেক করিয়া॥ ২৩
সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীরে জনে-জনে। খানি খানি করি' প্রভু দিলেন আপনে॥ ২৪
প্রভু বোলে, "এ বস্ত্র বান্ধহ সভে শিরে। অন্যের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে॥ ২৫
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে হয় ভক্তি। জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণশক্তি॥ ২৬
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বিনা নাই। সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই॥ ২৭
বেদের অগম্য—নিত্যানন্দের চরিত্র। সর্বজীব-জনক, রক্ষক, সর্বমিত্র॥ ২৮
ইহান ব্যভার কর্ম কৃষ্ণরসময়। ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥ ২৯
ভক্তি করি' ইহান কৌপীন বান্ধ' শিরে। মহাযত্নে তাহা পূজা কর' গিয়া ঘরে॥"৩০
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্বভক্তগণ। পরম-আদরে শিরে করিলা বন্ধন॥ ৩১
প্রভু বোলে, "শুনহ সকল ভক্তগণ! নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ॥ ৩২
করিলে ইহান পাদোদক-রস পান। কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়,—ইথে নাহি আন॥" ৩৩
আজ্ঞা পাঞা সভে নিত্যানন্দের চরণ। পাখালিয়া পাদোদক করেন গ্রহণ॥ ৩৪
পাঁচবার দশবার একো জনে খায়। বাহ্য নাহি, নিত্যানন্দ হাসেন সদায়॥ ৩৫
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়। নিত্যানন্দ-পাদোদক কৌতুকে লোটায়॥ ৩৬
সভে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি' পান। মত্তপ্রায় 'হরি' বলি' করয়ে আহ্বান॥ ৩৭
কেহো বোলে, "আজি ধন্য হইল জীবন।" কেহো বোলে, "আজি সব খণ্ডিল বন্ধন॥"৩৮
কেহো বোলে, "আজি হইলাঙ কৃষ্ণদাস।" কেহো বোলে, "আজি ধন্য দিবস-প্রকাশ॥"৩৯
কেহো বোলে, "পাদোদক বড় স্বাদু লাগে। এখনেও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাগে'॥"৪০

---

৬ (১ম) নমো [ক, ঘ, ছ, জ], (৪র্থ) রূপ [ক, ঘ, চ, ছ, জ], (৯ম) সর্ব- [খ, গ, ঘ, ছ], বাম- [ঝ]; ১৪ (১ম) -প্রভাবে [ঘ, ঙ, চ, ছ]; ১৫ (৪র্থ, ৫ম) গোসাঞি [গ]; ২৪ (৭ম) দেখায় [গ], লোড়ায় [ঙ, জ], লুটায় [ছ, ঝ]; ২৬ (১০ম) মোর [গ]।

কি সে নিত্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব। পানমাত্র সভে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব ॥ ৪১
কেহো নাচে, কেহো গায়, কেহো গড়ি যায়। হুঙ্কার গর্জন কেহো করয়ে সদায় ॥৪২
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণসংকীর্তন। বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে' ভক্তগণ ॥ ৪৩
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার। উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার ॥ ৪৪
নিত্যানন্দস্বরূপ উঠিলা ততক্ষণে। নৃত্য করে' দুই প্রভু বেঢ়ি' ভক্তগণে ॥ ৪৫
কেবা কা'র গা'য়ে পড়ে, কেবা কা'রে ধরে'। কেবা কা'র চরণের ধূলি লয় শিরে ॥৪৬
কেবা কা'র গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন। কেবা কোন্ রূপ করে', না যায় বর্ণন ॥ ৪৭
'প্রভু' করিয়াও কা'রো কিছু ভয় নাঞি। প্রভু-ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঞি ॥৪৮
নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্যে করি' কোলাকুলি। আনন্দে নাচেন দুই মহাকুতুহলী ॥ ৪৯
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদতালে। দেখিয়া আনন্দে সর্বগণ 'হরি' বোলে ॥৫০
প্রেমরসে মত্ত হঞা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। নাচেন লইয়া সব প্রেম-অনুচর ॥ ৫১
এ-সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥৫২
এইমত সর্বদিন প্রভু নৃত্য করি'। বসিলেন সর্বগণ-সঙ্গে গৌরহরি ॥ ৫৩
হাথে তিন তালি দিয়া গৌরাঙ্গসুন্দর। সভারে কহেন অতি অমায়া-উত্তর ॥ ৫৪
প্রভু বোলে, "এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে। যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করয়ে মোরে ॥৫৫
ইহান চরণ ব্রহ্মা-শিবেরো বন্দিত। অতএব ইহানে করিহ সভে প্রীত ॥ ৫৬
তিলার্ধেকো ইহানে যাহার দ্বেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥ ৫৭
ইহান বাতাস লাগিবেক যা'র গা'য়। তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্বথায় ॥" ৫৮
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্বভক্তগণ। মহা জয় জয় ধ্বনি করিলা তখন ॥ ৫৯
ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ-সব আখ্যান। তা'র স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥ ৬০
নিত্যানন্দস্বরূপের এ-সকল কথা। যে দেখিল, সেই ইহা জানয়ে সর্বথা ॥ ৬১
এইমত প্রভু নিত্যানন্দের প্রভাব। জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাব ॥ ৬২
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৬৩

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভাববর্ণনং

নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

---

৬ (১ম—৩য়) কেবা কার পা'য়ে [খ]; ১২ (৮ম) এই [খ, চ]; ১৩ (৭ম, ৮ম) সর্বগণে গৌরাঙ্গশ্রীহরি [খ, চ];১৬(২য়) চরিত্র [খ,গ,ঘ,চ,ছ,জ]; ১৭(৯ম) কৃষ্ণের [খ]; ২১ (৬ষ্ঠ, ৭ম) তাহারে সে [ঘ, চ, ঝ]; ২২ (২য়) কত [ক, খ, চ, ঝ, ঞ], যত [গ]; ২৩ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ], (১ম-চন্দ্র-ছ, জ)।

দ্বাদশ অধ্যায়

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। জয় নিত্যানন্দ সর্বসেব্য-কলেবর ॥ ৩
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রীড়া করে', নহে সর্ব-নয়ন-গোচর ॥ ৪
লোকে দেখে পূর্বে যেন নিমাঞিপণ্ডিত। অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত ॥ ৫
যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে। তখন ভাসেন এইমত কুতূহলে ॥ ৬
যা'র যেন ভাগ্য, তেন তাহারে দেখায়। বাহির হইলে সব আপনা' লুকায় ॥ ৭
একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি। আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি ॥ ৮
শুন শুন নিত্যানন্দ! শুন হরিদাস! সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥ ৯
প্রতি ঘরে-ঘরে গিয়া কর' এই ভিক্ষা। 'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর' কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥' ১০
ইহা বই আর না বলিবা, বোলাইবা। দিবা-অবসানে আসি' আমারে কহিবা ॥ ১১
তোমরা করিলে ভিক্ষা যে 'কৃষ্ণ' না বলিব। তবে আমি চক্র-হস্তে আপনে কাটিব ॥১২
আজ্ঞা শুনি' হাসে সব বৈষ্ণবমণ্ডল। অন্যথা করিতে আজ্ঞা কা'র আছে বল ? ১৩
আজ্ঞা শিরে করি' নিত্যানন্দ হরিদাস। সেইক্ষণে চলিলা, পথেতে আসি' হাস ॥ ১৪
হেন আজ্ঞা—যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে। ইহাতে অপ্রীত যা'র, সে সুবুদ্ধি নহে ॥১৫
করয়ে অদ্বৈত-সেবা, চৈতন্য না মানে। অদ্বৈত তাহারে সংহারিব ভাল মনে ॥ ১৬
আজ্ঞা পাঞা দুই জনে বুলে' ঘরে-ঘরে। "বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥১৭
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন। হেন কৃষ্ণ বোল ভাই! হঞা এক-মন ॥" ১৮
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে-ঘরে। বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে ॥ ১৯
দোহান সন্ন্যাসী-বেশ, যা'ন যা'র ঘরে। আথেব্যথে আসি' ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে' ॥ ২০
নিত্যানন্দ হরিদাস বোলে, "এই ভিক্ষা। কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ ভজ, কর' কৃষ্ণশিক্ষা ॥"২১
এই বোল বলি' দুইজন চলি' যায়। যে হয় সুজন, সেই বড় সুখ পায় ॥ ২২
অপরূপ শুনি' লোক দুইজন-মুখে। নানা-জনে নানা বোল বোলে নানা সুখে ॥ ২৩
"করিমু করিমু" কেহো বোলয়ে সন্তোষে। কেহো বোলে, "দুই-জন ক্ষিপ্ত মন্ত্র-দোষে ॥"

---

৫ (৮ম)-জনের-[ঘ, ছ, জ]; ১১ (১ম—১২শ) "ভজ কৃষ্ণ, বল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কর' শিক্ষা ॥" [খ]; ১৩ (৪র্থ—১ম) যেই না বলিব [ঝ], (১১শ) তাহারে [গ, ছ]; ১৬ (১ম, ৮ম) ইথে অপ্রতীত [খ]; ১৯ (৫ম) বুলিয়া [ঙ], ১৯ (৫ম—৮ম) এবং ২০ (১ম—৫ম)—অংশটি 'ঙ' পুঁথিতেও 'ঝ' মুদ্রিতপুস্তকে আছে; ২২ (৭ম—১০ম) যে শুনয়ে সেই মনে [গ]; ২৩ (৯ম) মহা [খ]।

যে-গুলা চৈতন্য-নৃত্যে না পাইল দ্বার। তা'র বাড়ী গেলে মাত্র বোলে "মার মার ॥ ২৫
তোমরা পাগল হৈলা দুষ্টসঙ্গ-দোষে। আমা'সভা' পাগল করিতে আইস কিসে ? ২৬
ভব্য ভব্য লোক সব হইল পাগল। নিমাঞিপণ্ডিত নষ্ট করিল সকল ॥" ২৭
কেহো বোলে "দুইজন কিবা চোর-চর। ছলা করি' চর্চিয়া বুলয়ে ঘর-ঘর ॥ ২৮
এমত প্রকট কেনে করিব সুজনে ? আরবার আইলে ধরি' লইমু দেয়ানে ॥" ২৯
শুনি' শুনি' নিত্যানন্দ-হরিদাস হাসে'। চৈতন্যের আজ্ঞা-বলে না পায় তরাসে ॥ ৩০
এইমত ঘরে-ঘরে বুলিয়া বুলিয়া। প্রতিদিন বিশ্বম্ভর-স্থানে কহে গিয়া ॥ ৩১
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল। মহা-দস্যুপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল ॥ ৩২
সে দুই জনের কথা কহিতে অপার। তা'রা নাহি করে',—হেন পাপ নাহি আর ॥৩৩
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ। ডাকা, চুরি, পরগৃহ দাহে' সর্বক্ষণ ॥ ৩৪
দেয়ানে নাহিক দেখা, বোলায় 'কোটাল'। মদ্যপান বিনা আর নাহি যায় কাল ॥৩৫
দুইজন পথে পড়ি' গড়াগড়ি যায়। যাহারে যে পায়, সেই তাহারে কিলায় ॥ ৩৬
দূরে থাকি' লোক সব পথে দেখে রঙ্গ। সেইখানে নিত্যানন্দ-হরিদাস-সঙ্গ ॥ ৩৭
ক্ষেণে দুইজনে প্রীত, ক্ষেণে ধরে' চুলে। 'চ-কার ব-কার' শব্দ উচ্চ করি' বোলে ॥৩৮
নদীয়ার বিপ্রের করিমু জাতি নাশ। মদ্যের বিক্ষেপে কা'রে করয়ে আশ্বাস ॥ ৩৯
সর্ব পাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল। বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল ॥ ৪০
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে। নহিল বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে ॥ ৪১
যে-সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা-মাত্র হয়। সর্বধর্ম থাকিলেহ তভু হয় ক্ষয় ॥ ৪২
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম। মদ্যপের সভা হৈতে সে-সব অধর্ম ॥ ৪৩
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনো কালে। পরচর্চকের গতি নহে কভু ভালে ॥ ৪৪
শাস্ত্র পড়িয়াও কা'রো কা'রো বুদ্ধিনাশ। নিত্যানন্দে নিন্দা করে', হয় সর্বনাশ ॥ ৪৫
দুইজনা কিলাকিলি গালাগালি করে'। নিত্যানন্দ-হরিদাস দেখে থাকি' দূরে ॥৪৬
লোক-স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে। "কোন্ জাতি দুইজন ? হেন মতি কেনে ?"
লোক বোলে, "গোসাঞি ! ব্রাহ্মণ দুইজন। দিব্য পিতা মাতা, মহাকুলে উতপন্ন ॥৪৮
সর্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে। তিলার্ধে'ক দোষ নাহি এ-দোঁহার বংশে ॥ ৪৯
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম। জন্ম হৈতে এমত করয়ে অপকর্ম ॥ ৫০
ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে বড় দুর্জন দেখিয়া। মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া ॥ ৫১
এই দুই দেখি' সব নদীয়া ডরায়। পাছে কা'রো কোনদিন বসতি পোড়ায় ॥ ৫২

---

৭ (৩য়, ৪র্থ) বলিয়া বলিয়া [গ, ঘ, জ]; ১১ (৬ষ্ঠ) মদ্যমাংস [ঞ]; ১৭ (৬ষ্ঠ—১০ম) নানা পাপ করে বিপ্র ঈশ্বর-বিপাকে ॥" [গ]; ১৯ (৮ম, ৯ম) -সভা অধন্য [ক]· -সভা অধর্ম [ঙ], -সভা অধম [ঞ]; ২১ (৯ম, ১০ম) যাবে যমপাশ [চ]।

হেন পাপ নাহি—যাহা না করে' দুইজন। ডাকা চুরি মদ্য-মাংস করয়ে ভক্ষণ ॥” ৫৩
শুনি' নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য-হৃদয়। দু'য়ের উদ্ধার চিন্তে' হইয়া সদয় ॥ ৫৪
“পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার। এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর ? ৫৫
লুকাইয়া করে' প্রভু আপনা' প্রকাশ। প্রভাব না দেখি' লোক করে' উপহাস ॥ ৫৬
এ দুইরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে'। তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে ॥ ৫৭
তবে হঙ নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস। এ দুইরে করোঁ যদি চৈতন্য প্রকাশ ॥ ৫৮
এখনে যে-মদে মত্ত, আপনা' না জানে'। এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥ ৫৯
'মোর প্রভু' বলি' যদি কান্দে দুইজন। তবে সে সার্থক মোর যত পর্যটন ॥ ৬০
যে-যে-জন এ দু'য়ের ছায়া পরশিয়া। বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান কৈল গিয়া ॥ ৬১
সেই সব জন যবে এ-দোঁহারে দেখি'। গঙ্গাস্নান-হেন মানে', তবে মোরে লেখি ॥”৬২
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা অপার। পতিতের ত্রাণ লাগি' যাঁ'র অবতার ॥ ৬৩
এ সব চিন্তিয়া মনে হরিদাস-প্রতি। বোলে, “হরিদাস! দেখ দোঁহার দুর্গতি ॥ ৬৪
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার। এ-দোঁহার যম-ঘরে নাহি প্রতিকার ॥ ৬৫
প্রাণান্তে মারিল তোমা' যে যবনগণে। তা'দেরও করিলা তুমি ভাল মনে-মনে ॥ ৬৬
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর' মনে। তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে ॥ ৬৭
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে' অন্যথা। আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্বকথা ॥ ৬৮
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার। চৈতন্য করিলা হেন দুইর উদ্ধার' ॥ ৬৯
যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে। সাক্ষাতে দেখুক এবে এ-তিনভুবনে ॥” ৭০
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে'। 'পাইল উদ্ধার দুই' জানিলেন মনে ॥ ৭১
হরিদাস প্রভু বোলে, “শুন মহাশয়! তোমার যে ইচ্ছা, সে-ই প্রভুর নিশ্চয় ॥ ৭২
আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাণ্ডাও। আমারে সে তুমি পুনঃপুন পরিখাও ॥” ৭৩
হাসি' নিত্যানন্দ তানে দিলা আলিঙ্গন। অত্যন্ত কোমল হঞা বোলেন বচন ॥৭৪
“প্রভুর যে আজ্ঞা লঞা আমরা বেড়াই। তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঁই ॥ ৭৫
'সভারে ভজিতে কৃষ্ণ'—প্রভুর আদেশ। তা'র মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ ॥৭৬
বলিবার ভার মাত্র আমরা দোঁহার। বলিলে না লয় তবে ভার সেই তাঁ'র ॥ ৭৭
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে-দুইর স্থানে। নিত্যানন্দ-হরিদাস করিলা গমনে ॥ ৭৮

৩ (১ম, ২য়) পাপী উদ্ধারিতে [ঘ, ঙ, ছ, জ]; ৬ (৬ষ্ঠ—১১শ) “এই দুই যদি করেঁা চৈতন্য প্রসাদ ॥” [গ] ৮ (১০ম) করোঁ [গ]; ১০ (১ম—৪র্থ) সেই বস্ত্র সনে যদি [ছ]; ১২ (৬ষ্ঠ—১০ম) “বল হরিদাস বুঝিয়া দুঁহার মতি ॥” [গ], (৯ম, ১০ম) এ দোঁহার মতি [খ, চ], (১০ম) দুর্মতি [ঘ]; ১৩ (৫ম) অবতার [গ]; ১৬ (১১শ) সত্য- [চ]; ১৭ (২য়) স্বভাব [ক], প্রতাপ [ঞ]; (৮ম, ৯ম) দুই দস্যুর [খ, ঙ]; ১৮ (৭ম) ইহা [ঘ, চ, ছ]; ২০ [(১০ম) আমার [গ]; ২১ (১০ম) যে শিখাও [খ, চ, ছ, ঞ]; ২৩ (৮ম) দিব [ঞ]; ২৪ (২য়) বলিতে [গ]; ২৫ (৫ম) দুইর [ক, গ, ঘ], (১০—১২শ) সেই মহাধীর [ক, ঙ, ছ], সেই মহাবীর [ঘ, জ, ঝ]।

সাধুলোকে মানা করে', "নিকটে না যাও। নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও ॥ ৭৯
আমরা অন্তরে থাকি পরম তরাসে। তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে? ৮০
কিসের সন্ন্যাসি-জ্ঞান ও-দুইর ঠাঞি? ব্রহ্ম-বধ-গোবধ যাহার অন্ত নাঞি ॥" ৮১
তথাপিহ দুইজন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'। নিকটে চলিলা, দোঁহে মহা-কুতূহলী ॥ ৮২
শুনিবারে পায়—হেন নিকটে থাকিয়া। কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥৮৩
"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥ ৮৪
তোমা'সভা' লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড়ি' অনাচার ॥" ৮৫
ডাক শুনি' মাথা তুলি' চায় দুইজন। মহাক্রোধে দুইজন অরুণ-লোচন ॥ ৮৬
সন্ন্যাসি-আকার দেখি' মাথা তুলি' চায়। "ধর ধর" বলি' দোঁহে ধরিবারে যায় ॥৮৭
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-হরিদাস ধায়। "রহ রহ" বলি' দুই দস্যু পাছে যায় ॥ ৮৮
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জগর্জ করে'। মহাভয় পাঞা দুই প্রভু ধায় ডরে' ॥ ৮৯
লোক বোলে, "তখনেই নিষেধ করিল। এ-দুই সন্ন্যাসী আজি সঙ্কটে পড়িল ॥"৯০
যতেক পাষণ্ডী সব হাসে' মনে মনে। "ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈলা নারায়ণে ॥"৯১
"কৃষ্ণ! রক্ষ, কৃষ্ণ! রক্ষ" সুব্রাহ্মণে বোলে। সে-স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে ॥৯২
দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায়। "ধরিলুঁ ধরিলুঁ" বলি' লাগালি না পায় ॥ ৯৩
নিত্যানন্দ বোলে, "ভাল হইল বৈষ্ণব! আজি যদি প্রাণ বাঁচে, তবে পাই সব ॥" ৯৪
হরিদাস বোলে, "কথা আর কেনে বোল! তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল !!৯৫
মদ্যপেরে কৈলা যেন কৃষ্ণ-উপদেশ। উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ অবশেষ !!" ৯৬
এত বলি' ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া। দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জিয়া গর্জিয়া ॥ ৯৭
দোঁহার শরীর স্থূল—না পারে' ধাইতে। তথাপিহ ধায়—দুই মদ্যপ দেখিতে ॥ ৯৮
দুই দস্যু বোলে, "ভাই! কোথারে যাইবা? জগা-মাধা-ঠাঞি আজি কেমতে এড়া'বা ?৯৯
তোমরা না জান' এথা জগা-মাধা আছে। খানি রহ', উলটিয়া হের দেখ পাছে ॥"১০০
ত্রাসে ধায় দুইপ্রভু বচন শুনিয়া। "রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ গোবিন্দ!" বলিয়া ॥ ১০১
হরিদাস বোলে, "আমি না পারি' চলিতে। জানিঞাও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে ॥১০২
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঁই। চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি প্রাণ যে হারাই !!" ১০৩
নিত্যানন্দ বোলে, "আমি নহি ত চঞ্চল। মনে ভাবি' দেখ—তোমার প্রভু সে বিহ্বল ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে'। তান বোল বলি সব প্রতি-ঘরে-ঘরে ॥ ১০৫

২ (৪র্থ) পরাণ [গ, ঙ]; ৭ (৯ম) ছাড় [জ, ঞ]; ৮ (৮ম) যেন দুই [ঞ]; ১০ (৪র্থ, ৫ম) ধর ধর [গ], ১১ (৩য়) দুষ্ট [খ]; ১৫ (১ম—৩য়) মহাদস্যু-ভয়ে [গ]; ১৬ (৯ম) রহে [ঘ ঙ, চ]; ১৭ (৩য়) বাক্য [ঘ; ছ, জ], রাম [খ], ভাল [চ], ঠাকুর [ঝ], যাও [ঞ], বাউল [ক্বচিৎ]; ২০ (১১শ) ত্বরিতে [ঞ]; ২১ (৭ম—১০ম) "জগাই-মাধাই-স্থানে কেমতে বাঁচিবা ॥" [গ]; ২৪ (৮ম, ৯ম) আসিয়াছি [ছ, জ]; ২৫ (১ম) রক্ষিলেন [ক, খ, ঘ, ঙ, জ], (৭ম, ৮ম) সঙ্গে আসি' [গ, ছ]; ২৭ (৭ম, ৮ম) বোলে বুলি [ক, খ, গ, চ, ঙ, ছ,]।

কোথাও যে নাহি শুনি,—সেই আজ্ঞা তাঁ'র। চোর ঢঙ্গ বিনা লোক নাহি বোলে' আর ॥
না করিলে আজ্ঞা তান সর্বনাশ করে'। করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে' ॥ ১০৭
আপন-প্রভুর দোষ না জানহ তুমি। দুইজনে বলিলাঙ, দোষভাগী আমি ?" ১০৮
হেনমতে দুইজনে আনন্দ-কোন্দল। দুই দস্যু ধায় পাছে, দেখিয়া বিকল ॥ ১০৯
ধাইয়া আইলা নিজ-ঠাকুরের বাড়ী। মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পাড়ে রড়ারড়ি ॥ ১১০
দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল। শেষে হুড়াহুড়ি দুইজনে ত বাজিল ॥ ১১১
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল। আছিল বা কোন্ স্থানে, কোথা বা রহিল ! ১১২
কথোক্ষণে দুইপ্রভু উলটিয়া চায়। কোথা গেল দুই দস্যু—দেখিতে না পায় ॥ ১১৩
স্থির হঞা দুইজনে কোলাকুলি করে'। হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু-বিশ্বম্ভরে ॥ ১১৪
বসি' আছে মহাপ্রভু কমললোচন। সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ মদনমোহন ॥ ১১৫
চতুর্দিগে বসিয়াছে বৈষ্ণবমণ্ডল। অন্যোঽন্যে কৃষ্ণকথা কহেন সকল ॥ ১১৬
কহয়ে আপন তত্ত্ব সভা'মধ্যে রঙ্গে। শ্বেতদ্বীপ-পতি যেন সনকাদি-সঙ্গে ॥ ১১৭
নিত্যানন্দ-হরিদাস হেনই সময়। দিবস-বৃত্তান্ত যত সম্মুখেতে কয় ॥ ১১৮
"অপরূপ দেখিলাঙ আজি দুইজন। পরম মদ্যপ, পুন বোলায় 'ব্রাহ্মণ' ॥ ১১৯
ভালরে বলিলুঁ তা'রে—'বোল কৃষ্ণ নাম'। খেদাড়িয়া আইল, ভাগ্যে রহিল পরাণ ॥"১২০
প্রভু বোলে, "কে সে-দুই ? কিবা তা'র নাম ? ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে' হেন কাম ?"১২১
সম্মুখে আছিলা গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস। কহয়ে যতেক তা'র বিকর্ম-প্রকাশ ॥ ১২২
"সে-দুইর নাম প্রভু,—'জগাই মাধাই'। সুব্রাহ্মণ-পুত্র দুই, জন্ম এই ঠাঁই ॥ ১২৩
সঙ্গদোষে সে-দুইর হৈল হেন মতি। আজন্ম মদিরা বিনা আন নাহি গতি ॥ ১২৪
সে-দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে'। হেন নাহি,—যা'র ঘরে চুরি নাহি করে' ॥ ১২৫
সে-দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি। আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি !"১২৬
প্রভু বোলে, "জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা। খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর এথা ॥"১২৭
নিত্যানন্দ বোলে, "খণ্ড খণ্ড কর' তুমি। সে-দুই থাকিতে কতি না যাইমু আমি ॥১২৮
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই ? আগে সে-দুইর মুখে 'গোবিন্দ' বোলাই ॥ ১২৯
স্বভাবেই ধার্মিক বোলয়ে কৃষ্ণনাম। এ-দুই বিকর্ম বিনা নাহি জানে' আন ॥ ১৩০
এ-দুই উদ্ধার' যদি দিয়া ভক্তি-দান। তবে জানি 'পতিত-পাবন' হেন নাম ॥ ১৩১
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা। ততোধিক এ-দুইর উদ্ধারের সীমা ॥" ১৩২
হাসি' বোলে বিশ্বম্ভর, "হইল উদ্ধার। যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার ॥ ১৩৩
বিশেষে চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল। অচিরাতে কৃষ্ণ দু'য়ের করিব কুশল ॥" ১৩৪

১৪ (৩য়) লোক [থ]; ১৯ (২য়) তা'সভার [ক, গ, ঘ, ঙ, ছ]; ২৬ (১ম—৪র্থ) এ দুইরে তুমি যদি দিবে [গ], (৫ম) কৃষ্ণনাম [ক], (৮ম) পাতকিপাবন [ক, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ ঞ]; ২৯ (৪র্থ) তাহার [ক], দু'য়ের [ঞ]।

শ্রীমুখের বাক্য শুনি' ভাগবতগণ। 'জয়-জয়-হরিধ্বনি' করিলা তখন ॥ ১৩৫
'হইল উদ্ধার'—সভে মানিলা হৃদয়ে। অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে ॥ ১৩৬
"চঞ্চললের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়। আমি থাকি কোথা, সে বা কোন্ দিগে যায় !১৩৭
বর্ষায় জাহ্নবীজলে কুম্ভীর বেড়ায়। সাঁতার এড়িয়া তা'রে ধরিবারে যায় ॥ ১৩৮
কূলে থাকি' ডাক পাড়ি, করি 'হায় হায়'। সকল-গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥ ১৩৯
যদি বা কূলেতে উঠে ছাওয়াল দেখিয়া। মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া ॥ ১৪০
তা'র পিতা মাতা আইসে হাথে ঠেঙ্গা লঞা। তা'সভা পাঠাই আমি চরণে ধরিঞা ॥১৪১
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়। আমারে ধরিয়া তা'রা মারিবারে চায় ॥ ১৪২
সেই সে করয়ে কর্ম যে যুকত নহে,! কুমারী দেখিয়া বোলে 'মোরে' বিবাহিয়ে ॥১৪৩
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে 'মহেশ' বোলায়। পরের গাভীর দুগ্ধ—তাহা দুহি' খায় ॥ ১৪৪
আমি শিখাইতে গালি পাড়য়ে তোমারে—কি করিতে পারে' তোর অদ্বৈত আমারে ?১৪৫
'চৈতন্য' বলিস্ যাঁ'রে 'ঠাকুর' করিয়া। সে বা কি করিতে পারে' আমারে আসিয়া ॥১৪৬
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে। দৈব-ভাগ্যে আজি রক্ষা পাইলুঁ পরাণে ॥১৪৭
মহা-মাতোয়াল দুই পথে পড়ি' আছে। কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তা'র কাছে ॥ ১৪৮
মহাক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার। জীবন-রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার ॥" ১৪৯
হাসিয়া অদ্বৈত বোলে, "কোন চিত্র নয়। মদ্যপের উচিত—মদ্যপ-সঙ্গে হয় ॥ ১৫০
তিন মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত। নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তা'র ভিত ॥ ? ১৫১
নিত্যানন্দ করিব সকলে মাতোয়াল। উহান চরিত্র আমি জানি ভালে-ভাল ॥ ১৫২
এই দেখ তুমি—দিন-দুই-তিন ব্যাজে। সেই দুই মদ্যপে আনিব গোষ্ঠীমাঝে ॥ ১৫৩
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ। দিগম্বর হঞা বোলে অশেষ বিশেষ ॥ ১৫৪
"শুষিমু সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি। কেমনে নাচয়ে গায় দেখোঁ তাঁ'র শক্তি ॥ ১৫৫
দেখ—কালি সেই দুই মদ্যপে আনিয়া। নিমাঞি নিতাই—দুই নাচিব মিলিয়া ॥ ১৫৬
একাকার করিবেক এই দুই জনে। জাতি লঞা তুমি আমি পলাই যতনে ॥ ১৫৭
("চল চল হরিদাস ! যাই পলাইয়া। গৌরাঙ্গের সঙ্গ হৈল মাতাল যে লইয়া ॥
এক মাতোয়াল, দুই তিন মাতোয়াল ! একেলা হইলাঙ আমি প্রেমের কাঙ্গাল ॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই। কোথাকার অবধূতে ঘরে দিলা ঠাঁই ॥)
অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে' হরিদাস। 'মদ্যপ-উদ্ধার' চিত্তে হইল প্রকাশ ॥ ১৫৮
অদ্বৈত-বচন বুঝে কাহার শকতি ? বুঝে হরিদাস-প্রভু, যাঁ'র যেন মতি ॥ ১৫৯

---

৪ (১ম,২য়) বরিষায় জাহ্নবীতে [খ, ঘ, ঙ, ঝ]; ৯ (৮ম—১২শ) "কুমারিকা দেখি বিভা করিবারে চাহ ॥" [কচিৎ পাঠ]; ১০(৯ম,১০ম) দুঞা দুঞা [ঞ]; ১২ (১১শ) আপনে [খ, গ, ঙ, জ]; ১৫ (৩য়) আইল [জ]; ২১ (১ম) শুনিব, [ঘ, ঞ]২৩ (১১শ) দু'জনে [জ]।

এবে পাপি-সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া। গদাধরে নিন্দা করে', মরয়ে পুড়িয়া ॥ ১৬০
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়। অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে', সে-ই যায় ক্ষয় ॥ ১৬১
সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে-স্থানে। আইল—যে-ঘাটে প্রভু করে' গঙ্গাস্নানে ॥ ১৬২
দৈবযোগে সেইখানে করিলেক থানা। বেড়াইয়া বুলে সর্বঠাঞি দেই হানা ॥ ১৬৩
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক। কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহা-রঙ্ক ॥ ১৬৪
নিশা হৈলে কেহো নাহি যায় গঙ্গাস্নানে। যদি যায়, তবে দশ-বিশের গমনে ॥ ১৬৫
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে। সর্বরাত্রি প্রভুর কীর্তন শুনি' জাগে ॥ ১৬৬
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্তনের সঙ্গে। মদ্যের বিক্ষেপে তাহা শুনি' নাচে রঙ্গে ॥ ১৬৭
দূরে থাকি' সব ধ্বনি শুনিবারে পায়। শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায় ॥ ১৬৮
যখন কীর্তন রহে, সেহ দুই রহে। শুনিঞা কীর্তন পুন উঠিয়া নাচয়ে ॥ ১৬৯
মদ্যপানে বিহ্বল, কিছুই নাহি জানে'। আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্ স্থানে ॥১৭০
প্রভুরে দেখিয়া বোলে, "নিমাঞি পণ্ডিত! করাইলা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডী-গীত ॥ ১৭১
গায়েন সব ভাল, মুঞি দেখিবারে চাঙ। সকল আনিয়া দিমু, যথা যেই পাঙ ॥" ১৭২
দুর্জন দেখিয়া, প্রভু দূরে দূরে যায়। আর আর পথ দিয়া সভেই পলায় ॥ ১৭৩
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া। রাত্রিতে আইসে, দোঁহে ধরিল বেড়িয়া ॥ ১৭৪
"কে রে, কে রে" বলি' ডাকে' জগাই মাধাই। নিত্যানন্দ বোলেন, "প্রভুর বাড়ী যাই ॥"
মদ্যের বিক্ষেপে বোলে, "কিবা নাম তোর?" নিত্যানন্দ বোলে, "অবধূত নাম মোর ॥"
বাল্য-ভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায়। মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায় ॥ ১৭৭
'উদ্ধারিব দুইজন'—হেন আছে মনে। অতএব নিশাভাগে আইলা সে-স্থানে ॥ ১৭৮
'অবধূত' নাম শুনি' মাধাই কুপিয়া। মারিল প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া ॥ ১৭৯
ফুটিল মুটুকী শিরে, রক্ত পড়ে ধারে। নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু 'গোবিন্দ' সঙরে ॥ ১৮০
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি' মাথে। আরবার মারিতে—ধরিল দুই হাথে ॥ ১৮১
"কেনে হেন করিলা নির্দয় তুমি দঢ়। দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়? ১৮২
এড় এড়—অবধূতে না মারিহ আর। সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার?"১৮৩
আথেব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা। সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা ॥১৮৪
নিত্যানন্দ-অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে। হাসে' নিত্যানন্দ সেই দুইর ভিতরে ॥ ১৮৫
রক্ত দেখি' ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মনে। "চক্র চক্র চক্র!" প্রভু ডাকে ঘনে-ঘনে ॥১৮৬

---

২ (৬ষ্ঠ) হয় [ঝ]; ৫ (৬ষ্ঠ—৯ম) কি বড়, কি ধনেশ্বর [ঘ, ছ], (১০ম) সুর [জ]; ৮ (৮ম) তারা [গ, ঙ, ঝ]; ৯ (৮ম, ৯ম) নাচিয়া অধিক [চ, ঝ, ঞ]; ১২ (৬ষ্ঠ) কবে হৈব [খ], করাইবা [গ, ঘ, ঙ, ঞ]; ১৩ (১ম) কালি [ক, খ, চ], গানী [ঙ]; ১৪ (১ম, ২য়) দুইজন দেখি' [চ, ছ, জ, ঞ]; ১৮ (২য়) মহাপ্রভু [ক, ঙ, ছ,]; ১৯ (৩য়, ৪র্থ) আছে প্রভু- [ঘ, ছ]; ২০ (৫ম) ক্ষেপিয়া [খ]; ২২ (১০ম) তার [ক, ঞ]; ২৩ (৬ষ্ঠ) বড় [ক, ছ], মূঢ় [ঞ]; ২৪ (১০ম) সাধ্য [খ]; ২১ (১ম) জানে [ক, খ, ছ, ঞ], মানে [ঝ]।

আথেব্যথে চক্র আসি' উপসন্ন হৈল। জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥ ১৮৭
প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ। আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে' নিবেদন॥ ১৮৮
"মাধাই মারিতে প্রভু, রাখিল জগাই। দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই॥ ১৮৯
মোরে ভিক্ষা দেহ', প্রভু! এ-দুই শরীর। কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥"১৯০
"জগাই রাখিল" হেন বচন শুনিঞা। জগাইরে আলিঙ্গন কৈলা সুখী হঞা॥ ১৯১
জগাইরে বোলে, "কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে। নিত্যানন্দে রাখিয়া, কিনিলি তুঞি মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ, তাহা তুমি মাগ'। আজি হৈতে হউ তোর কৃষ্ণভক্তি-লাভ॥"১৯৭
জগাইরে বর শুনি' বৈষ্ণব-মণ্ডল। জয় জয়-হরি-ধ্বনি করিলা সকল॥ ১৯৪
"কৃষ্ণভক্তি হউ" করি' যখন বলিল। তখনে জগাই প্রেমে মূর্ছিত হইল॥ ১৯৫
প্রভু বোলে, "জগাই, উঠিয়া দেখ মোরে। সত্য আমি প্রেমভক্তি-দান দিলুঁ তোরে॥১৯৬
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর। জগাই দেখিল সেই প্রভু-বিশ্বম্ভর॥ ১৯৭
দেখিয়া মূর্ছিত হঞা পড়িল জগাই। বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্যগোসাই॥ ১৯৮
পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন। ধরিল জগাই যেন অমূল্য রতন॥ ১৯৯
চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই। এমত অপূর্ব করে গৌরাঙ্গগোসাই॥ ২০০
এক-জীব, দুই দেহ—জগাই-মাধাই। এক-পুণ্য এক-পাপ, বৈসে এক-ঠাঁই॥ ২০১
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল। মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল॥ ২০২
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া। পড়িল চরণ ধরি' দণ্ডবত হৈয়া॥ ২০৩
"দুইজনে এক-ঠাঞি, কৈলু, প্রভু, পাপ। অনুগ্রহ কেনে, প্রভু! হয় দুই ভাগ? ২০৪
মোরে অনুগ্রহ কর', লঙ তোর নাম। আমারে উদ্ধার করিবারে নারে আন॥" ২০৫
প্রভু বোলে, "তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি। নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্তপাত কৈলি তুঞি॥"
মাধাই বোলয়ে "ইহা বলিতে না পার'। আপনার ধর্ম, প্রভু! আপনি কেনে ছাড়? ২০৭
বাণে বিন্ধিলেক তোমা' যে-অসুরগণে। নিজ-পদ তা'সভারে তবে দিলা কেনে?"২০৮
প্রভু বোলে, "তাহা হৈতে তোর অপরাধ। নিত্যানন্দ-অঙ্গে তুঞি কৈলি রক্তপাত॥২০৯
আমা হৈতে মোর নিত্যানন্দ-দেহ বড়। তোর স্থানে এই সত্য কহিলাঙ দঢ়॥" ২১০
"সত্য যদি কহিলা ঠাকুর! মোর স্থানে। বোলহ নিষ্কৃতি মুঞি পাইমু কেমনে?২১১
সর্ব-রোগ নাশ'—বৈদ্যচূড়ামণি তুমি। তুমি রোগ চিকিচ্ছিলে সুস্থ হই আমি॥২১২
না কর' কপট প্রভু, সংসারের নাথ! বিদিত হইলা, আর লুকাইবা কা'ত?" ২১৩

৪ (১০ম) প্রভু [খ]; ৭ (৪র্থ) লয় [ক], থাকে [ঙ], (৯ম—১২শ) হইল তোমার কৃষ্ণভক্তি- [গ], (১২শ) প্রেমভক্তি- [খ, ঘ—ঞ]; ১০ (৯ম, ১০ম) প্রেমভক্তি দিল বর [গ]; ১১ (৫ম) সব [ঘ, ছ, জ]; ১৪ (৯ম) চৈতন্য- [ক, ঙ, চ, ঞ]; ১৫ (৮ম) দুই [গ]; ১৭ (৬ষ্ঠ) -তলে [ছ]; ১৮ (৪র্থ) বহু [ঞ], (৯ম) দেখি [ঞ]; ১৯ (৯ম) করিতে [গ], (১০ম) নাহি [খ, ঙ]; ২১ (৯ম—১১শ) তুমি আপনে না [গ]; ২৪ (১ম—৩য়) মোর দেহ হইতে [ক] আমা হৈতে এই [গ, ঙ], (৮ম) আমি [ঞ], (৯ম) আমি [ছ]; ২৫ (১০ম) পাইব [খ], তরিমু [ঝ]; ২৭ (৪র্থ) তুমি [গ]।

প্রভু বোলে, “অপরাধ কৈলি তুই বড়। নিত্যানন্দ-চরণ ধরিয়া তুই পড় ॥” ২১৪
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন। ধরিল অমূল্য-ধন নিতাই-চরণ ॥ ২১৫
সে-চরণ ধরিলে না যায় কভু নাশ। রেবতী জানেন সেই চরণ-প্রকাশ ॥ ২১৬
বিশ্বম্ভর বোলে, “শুন নিত্যানন্দ-রায়! পড়িল চরণে,—কৃপা করিতে যুয়ায় ॥ ২১৭
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত। তুমি সে ক্ষমিতে পার’ পড়িল তোমা’ত ॥”২১৮
নিত্যানন্দ বোলে, “প্রভু! কি বলিমু মুঞি। বৃক্ষ-দ্বারে কৃপা কর’—সেহ শক্তি তুঞি ॥২১৯
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত। সব দিলুঁ মাধাইরে, শুনহ নিশ্চিত ॥ ২২০
মোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই। মায়া ছাড়’, কৃপা কর’—তোমার মাধাই ॥” ২২১
বিশ্বম্ভর বোলে, “যদি ক্ষমিলা সকল। মাধাইরে কোল দেহ’, হউক সফল ॥” ২২২
প্রভুর আজ্ঞায় কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গন। মাধাইর হৈল সর্ববন্ধ-বিমোচন ॥ ২২৩
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা। সর্বশক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা ॥ ২২৪
হেনমতে দুইজনে পাইল মোচন। দুইজনে স্তুতি করে’ দুইর চরণ ॥ ২২৫
প্রভু বোলে, “তোরা আর না করিস্ পাপ।” জগাই মাধাই বোলে, “আর না রে বাপ্!”
প্রভু বোলে, “শুন শুন তুমি-দুই-জন! সত্য এই তোরে আমি করিলুঁ মোচন ॥ ২২৭
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর। আর যদি না করিস্, সব দায় মোর ॥২২৮
তো’দুইর মুখে মুঞি করিমু আহার। তোর দেহে হইবেক মোর অবতার ॥” ২২৯
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই-মাধাই। আনন্দে মূর্ছিত হঞা পড়িলা তথাই ॥ ২৩০
মোহ গেল দুই বিপ্র আনন্দসাগরে। বুঝি’ আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥ ২৩১
“দুইজনে তুলি’ লহ আমার বাড়ীতে। কীর্তন করিমু দুইজনের সহিতে ॥ ২৩২
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ-দোঁহারে দিমু। এ-দুইরে জগতের উত্তম করিমু ॥ ২৩৩
এ-দুই-পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান। এ-দুইরে বলিবেক গঙ্গার সমান ॥ ২৩৪
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়। নিত্যানন্দ-ইচ্ছা মুঞি জানিনু নিশ্চয় ॥”২৩৫
জগাই-মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিঞা। প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লঞা ॥ ২৩৬
আপ্তগণ সান্ভাইলা প্রভুর সহিতে। পড়িল কপাট—কা’রো শক্তি নাহি যাইতে ॥ ২৩৭
বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। দুইপাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর ॥ ২৩৮

---

৪ (৫ম) পড়িলে [ক, চ, ঝ]; ৫ (১০ম, ১১শ) যত অপরাধ [গ]; ৬ (৭ম) ভৃত্য- [ক], (১১শ) ভক্তি [ঘ, ছ]; ৭ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) যবে মোহর সুকৃতি [ঙ], (৬ষ্ঠ) সুকৃতি [ক, গ, ছ]; ৮ (১ম, ২য়) মো’স্থানে যে, (৫ম) দোষ [জ]; ৯ (১০ম) মঙ্গল [ক], কুশল [গ], নির্মল [ঙ]; ১২(১ম—৪র্থ) “পরমার্থতঃ জ্ঞান হইল দুইজনে।” [গ], (৮ম) প্রভুর [গ]; ১৪ (১০ম, ১১শ) বলিল বচন [গ, ঙ, চ]; ১৫ (৪র্থ, ৫ম) থাকে যত [ঙ]; ১৬ (১ম) তো’-দোঁহার [ঘ, ঞ], (১০ম) অধিআর [ঙ]; ১৮ (৪র্থ) ভাই [ক]; ২১ (৬ষ্ঠ) মানিবেক [ছ]; ২২ (১ম) -কৃপাপাত্র [খ], (২য়,৩য়) এই জানিহ [চ]; ২৩ (৬ষ্ঠ—৯ম) বাড়ীতে সভে পেলিলেন নিঞা [গ]; ২৪ (৪র্থ) বাড়ীতে [গ]।

সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্ররাজ। চারিদিগে বৈসে সব বৈষ্ণব-সমাজ ॥ ২৩৯
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস। শ্রীবাস, রামাই, গরুড়, আর গঙ্গাদাস ॥ ২৪০
বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর-আচার্য। এ-সব জানেন চৈতন্যের সর্বকার্য ॥ ২৪১
অনেক মহান্ত আরো চৈতন্যে বেঢ়িঞা। আনন্দে বসিলা জগাই-মাধাই লইয়া ॥১৪২
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু-কম্প্ সর্ব-গা'য়। জগাই-মাধাই দুই গড়াগড়ি যায় ॥ ২৪৩
কা'র শক্তি বুঝিতে চৈতন্য-অভিমত। দুইদস্যু করে' দুই মহাভাগবত ॥ ২৪৪
তপস্বী সন্ন্যাসী করে—পরম-পাষণ্ড। এইমত লীলা তাঁ'র অমৃতের খণ্ড ॥ ২৪৫
ইহাতে বিশ্বাস যা'র, সে-ই কৃষ্ণ পায়। ইথে যা'র সন্দেহ, সে অধঃপাতে যায় ॥ ২৪৬
জগাই-মাধাই দুইজনে স্তুতি করে'। সভার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥ ২৪৭
শুদ্ধা সরস্বতী দুইজনের জিহ্বায়। বসিলা চৈতন্যচন্দ্র-প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ২৪৮
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ একত্র। দেখিলেন দুইজনে—যাঁ'র যেন তত্ত্ব ॥ ২৪৯
সেইমত স্তুতি করে' দুই মহাশয়। যে-স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥ ২৫০
"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর। জয় জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বম্ভর-ধর ॥ ২৫১
জয় জয় নিজনাম-বিনোদ আচার্য। জয় নিত্যানন্দ-চৈতন্যের সর্বকার্য ॥ ২৫২
জয় জয় জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন। জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-শরণ ॥ ২৫৩
জয় জয় শচীসুত করুণার সিন্ধু। জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু ॥ ২৫৪
জয় রাজপণ্ডিতদুহিতা-প্রাণেশ্বর। জয় নিত্যানন্দ কৃপাময়-কলেবর ॥ ২৫৫
সেই জয় প্রভু !—তুমি যত কর' কাজ। জয় নিত্যানন্দ-চন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ ॥ ২৫৬
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর। প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূতবর ॥ ২৫৭
জয় জয় অদ্বৈত-জীবন গৌরচন্দ্র। জয় জয় সহস্রবদন নিত্যানন্দ ॥ ২৫৮
জয় গদাধর-প্রাণ মুরারি-ঈশ্বর। জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়কর ॥ ২৫৯
পাপী উদ্ধারিলা যত নানা-অবতারে। 'পরম অদ্ভুত' যত ঘোষয়ে সংসারে ॥ ২৬০
আমা'-দুই-পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার। অল্পত্ব পাইল পূর্ব-মহিমা তোমার ॥ ২৬১
অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ত্ব। আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব ॥ ২৬২
সত্য কহি, আমি কিছু স্তুতি নাহি করি। উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী ॥ ২৬৩

---

১ (৫ম—৮ম) "নিত্যানন্দ প্রভু লৈয়া যতেক সমাজ ॥" [ছ], ৩ (৩য়—৬ষ্ঠ) "এই সব ভক্ত হয়েন মহামহা-আর্য ॥" [গ]; ৪ (৩য়) বৈসে [ঘ, ছ, জ], সব [ছ], (৭ম) ভাসিলা [ঞ]; ৭ (৭ম) করে [থ]; ৯ (৮ম) চৈতন্য [থ, ঘ, ঙ, ছ, জ]; ১২ (৮ম, ৯ম) শ্রীকৃষ্ণেতে ভক্তি [ছ]; ১৩ (৬ষ্ঠ—৯ম) "জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত ঈশ্বর ॥" [চ], "জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর" [ক্বচিৎ পাঠ], (৯ম) -শ্রীধর [ঞ]; ১৫—১৭ "জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন। জয় জয় মহাপ্রভু পতিতপাবন ॥ জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাকলেবর। জয় হউ যতেক তোমার অনুচর ॥" [গ]; ১৮ (৩য়) জয় [ক্বচিৎ পাঠ], (৯ম, ১০ম) -বৈষ্ণবাধিদেবরাজ [গ]; ২১ (২য়) জয় গদাধর [থ, ঙ, ছ], (৫ম) -প্রিয়ঙ্কর [ক, থ, গ] ২২ (২য়,৩য়) উদ্ধারিলা প্রভু [থ]; ২৩ (৭ম) অপার- [গ]।

কোটি ব্রহ্ম বধি' যদি তোর নাম লয়। 'সত্য মোক্ষ তা'র' বেদে এই সত্য কয় ॥ ২৬৪
হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ। তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন ॥ ২৬৫
বেদ-সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার। মিথ্যা হয় বেদ, তবে না কৈলে উদ্ধার ॥২৬৬
আমি দ্রোহ কৈলুঁ প্রিয়-শরীরে তোমার। তথাপিহ আমা'-দু'য়ে করিলা উদ্ধার ॥ ২৬৭
এবে বুঝি' দেখ, প্রভু! আপনার মনে। কত কোটি অন্তর আমরা দুইজনে ॥ ২৬৮
'নারায়ণ' নাম শুনি' অজামিল-মুখে। চারি মহাজন আইলা—সেইজন দেখে ॥২৬৯
আমি দেখিলাঙ তোমা' রক্ত পাড়ি' অঙ্গে। সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদগণ-সঙ্গে ॥২৭০
গোপ্য করি' রাখিছিলা এ-সব মহিমা। এবে ব্যক্ত হৈল, প্রভু! মহিমার সীমা ॥২৭১
এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত। এবে সে বড়াই করি' গাইমু অনন্ত ॥ ২৭২
এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য-গুণগ্রাম। 'নির্লক্ষ্য-উদ্ধার', প্রভু! ইহার সে নাম ॥২৭৩
যদি হেন বোল—কংস-আদি দৈত্যগণ। তাহারাও দ্রোহ করি' পাইল মোচন ॥২৭৪
তিন লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ-মনে। 'নিরন্তর দেখিলেক' সে নরেন্দ্রগণে ॥ ২৭৫
'তোমা'সনে যুঝিলেক' ক্ষত্রিয়ের ধর্মে। ভয়ে 'তোমা' নিরন্তর চিন্তিলেক' মর্মে ॥২৭৬
তথাপি নারিল দ্রোহ-পাপ এড়াইতে। পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে ॥ ২৭৭
তোমারে দেখিতে নিজ-শরীর ছাড়িল। তবে কোন্ মহাজনে তা'রে পরশিল ? ২৭৮
মোদেরে পরশে' এবে ভাগবতগণে। ছায়া ছুঞি যেই জন কৈল গঙ্গাস্নানে ॥ ২৭৯
সর্বমতে, প্রভু! তোর এ মহিমা বড়। কাহারে ভাণ্ডিবে ?—সভে জানিলেক দঢ় ॥২৮০
মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন। একান্ত-শরণ দেখি' করিলা মোচন ॥ ২৮১
দৈবে সে উপমা নহে অঘ বা পূতনা। অঘ-বক-আদি যত, কেহো নহে সীমা ॥ ২৮২
ছাড়িয়া সে-দেহ তা'রা গেল দিব্যগতি। বেদ বিনা তাহা দেখে কাহার শকতি ?২৮৩
যে করিলা এই-দুই পাতকি-শরীরে। সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল-সংসারে ॥ ২৮৪
যতেক করিলা তুমি পাতকি-উদ্ধার। কা'রো কোনোরূপে লক্ষ্য আছে সভাকার ॥ ২৮৫
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুইজন। তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥" ২৮৬
বলিয়া বলিয়া কান্দে জগাই-মাধাই। "তোমা' বিনা দয়াল ঠাকুর আর নাই ॥" ২৮৭
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব দেখিয়া। জোড়হাথে সভে স্তুতি করে' দাণ্ডাইয়া ॥ ২৮৮
"যে—স্তুতি করিল, প্রভু, এ-দুই মদ্যপে। তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কা'র বাপে ॥২৮৯

---

৩ (২য়) পালিতে [খ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৫ (১১শ) তিনজনে [খ, ঘ—জ); ৬ (৮ম, ৯ম) দেখে পরতেকে [ক, চ]; ৭ ("সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদগণ-সঙ্গে। উদ্ধারিলা প্রভু মোরে করুণার রঙ্গে ॥" [গ], (৭)-পারিষদ-সবসেঙ্গ [খ, ঙ, চ]; ১০ (৫ম) গুপ্ত- [গ]; ১২ (১ম) কত [ক—গ, ঙ, চ, ঝ, ঞ]; ১৫ (৩য়) -জীবন [খ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঞ], (৮ম) তাহা [ঘ, ছ, জ]; ১৬ (৯ম) করিত [ক, জ]; ১৯ (৫ম) অঘ বা [ক, ঘ, ঙ, ছ, জ]; ২১ (৪র্থ) পাতক-সভারে [ছ]; ২৩ (১ম) কটাক্ষে [ঞ]; ২৪ (৫ম—১০ম) "এমত অপূর্ব করে চৈতন্য গোসাই ॥" [ক, খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]।

তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে' ? যখন যেরূপে কৃপা করহ যাহারে ॥” ২৯০
প্রভু বোলে, “এ-দুই মদ্যপ নহে আর। আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার ॥ ২৯১
সভে মিলি' অনুগ্রহ করহ দোঁহারে। জন্মে-জন্মে আর যেন আমা' না পাসরে' ॥২৯২
যে-যে-রূপে যা'র ঠাঞি আছে অপরাধ। ক্ষমিয়া এ-দুই-প্রতি করহ প্রসাদ ॥”২৯৩
শুনিঞা প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই। সভার চরণ ধরি' পড়িলা তথাই ॥ ২৯৪
সর্ব-মহাভাগবত কৈলা আশীর্বাদ। জগাই-মাধাই হইলা নিরপরাধ ॥ ২৯৫
প্রভু বোলে, “উঠ উঠ জগাই-মাধাই! হইলা আমার দাস, আর চিন্তা নাই ॥ ২৯৬
তুমি-দুই যত কিছু করিলা স্তবন। পরম সুসত্য, কিছু না হয় খণ্ডন ॥ ২৯৭
সশরীরে কভু কা'রো হেন নাহি হয়। নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয় ॥২৯৮
তো'সভার যত পাপ মুঞি নিলুঁ সব। সাক্ষাতে দেখিলি! তোরা এই অনুভব ॥” ২৯৯
দুইজনার শরীরে পাতক নাহি আর। ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া-আকার ॥ ৩০০
প্রভু বোলে, “তোমরা আমারে দেখ কেন?” অদ্বৈত বোলয়ে, “শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন ॥”৩০১
অদ্বৈত-প্রতিভা শুনি' হাসে' বিশ্বম্ভর। ‘হরি' বলি' ধ্বনি করে' যত অনুচর ॥ ৩০২
প্রভু বোলে, “কালা দেখ—দুইর পাতকে। কীর্তন করহ সভে, যাউক নিন্দকে ॥”৩০৩
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সভার উল্লাস। মহানন্দে হইল কীর্তন-পরকাশ ॥ ৩০৪
নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে। বেঢ়িয়া বৈষ্ণব সব যশ গায় রঙ্গে ॥ ৩০৫
নাচয়ে অদ্বৈত—যাঁ'র লাগি' অবতার। যাঁহার কারণে হৈল জগত-উদ্ধার ॥ ৩০৬
কীর্তন করয়ে সভে দিয়া করতালী। সভেই করেন নৃত্য হঞা কুতূহলী ॥ ৩০৭
প্রভু-প্রতি মহানন্দে কা'রো নাহি ভয়। প্রভু-সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলাঠেলি হয় ॥ ৩০৮
বধূ-সঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে। বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ-সাগরে ॥ ৩০৯
সভেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ। কাহারো না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস ॥ ৩১০
যাঁ'র অঙ্গ পরশিতে রমা পায় ভয়। সে-প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয় ॥ ৩১১
মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্যগোসাঞি। বৈষ্ণব-নিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি ॥৩১২
নিন্দায় না বাঢ়ে ধর্ম, সবে পাপ-লাভ। এতেকে না করে' নিন্দা কোনো মহাভাগ ॥৩১৩
দুইদস্যু দুই মহাভাগবত করি'। গণ-সহে নাচে প্রভু গৌরাঙ্গশ্রীহরি ॥ ৩১৪

---

৫ (৯ম) সেই ঠাঞি [ঘ, ছ, জ, ঞ]; ৬ (২য়, ৩য়) ধরিলা প্রসাদ [চ]; ৯ (২য়—৪র্থ) এমত কাহার [ক, গ, চ,]; ১০ (৫ম) নিল [ঘ, ছ, জ], (৯ম) সব [গ]; ১২ (৮ম, ৯ম) বোলে দেখি গোকুলচন্দ্র [চ]; ১৩ (২য়) দেখি, (৪র্থ) গৌরচন্দ্র [ঘ] (১০ম) ভক্তবৃন্দ [ঘ], সহচর [ঙ, ছ, জ]; ১৪ (৪র্থ) দেহ [ছ]: এই পংক্তির পর ‘ক, ঘ, চ, জ'-পুঁথিতে অধিক পাঠ—তথা হি—“নিন্দকাঃ শূকরাশ্চৈব সফলং নির্মিতং হরেঃ। শুধ্যন্তি শূকরা গ্রামং পুণাতি নিন্দকাঃ মহান্ ॥” ১৯ (১ম) প্রভু-রসে [ছ], (৯ম) ঠেকাঠেকি [গ]; ২০ (৮ম) শচী [গ]; ২১ (৮ম) কৃষ্ণানন্দের [ঘ, ছ], কৃষ্ণরসের [জ]; ২২ (৫ম) করে [ক, গ, চ]; ২৪ (৮ম—১১শ) সে নাহি নিন্দে সেই [খ], “অতএব নিন্দা না করে' মহা-মহাভাগ ॥” [ছ]।

নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর। বসিলা চৌদিগে বেঢ়ি' বৈষ্ণব-সকল॥ ৩১৫
সর্ব-অঙ্গে ধূলা চারি-অঙ্গুলি-প্রমাণ। তথাপি সভার অঙ্গ নির্মল-গেয়ান॥ ৩১৬
পূর্ববত হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। হাসিয়া সভারে বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ৩১৭
"এ-দুইরে পাপী-হেন না করিহ মনে। এ-দুইর পাপ মুঞি দহিলুঁ আপনে॥ ৩১৮
সর্বদেহে মুঞি করোঁ বোলোঁ চালোঁ খাঙ। তবে দেহ-পাত, যবে মুঞি চলি' যাঙ॥৩১৯
যেই দেহে অল্প-দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে। মুঞি বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে॥৩২০
তবে যে জীবের দুঃখ,—করে অহঙ্কার। 'মুঞি করোঁ বোলোঁ' বলি' পায় মহামার॥৩২১
এতেকে যতেক কৈল এই-দুই-জনে। করিলাঙো আমি, ঘুচাইলাঙো আপনে॥৩২২
ইহা জানি এ-দুইরে সকল বৈষ্ণব। দেখিবা অভেদ-দৃষ্ট্যে—যেন-তুমি সব॥ ৩২৩
শুন এই আজ্ঞা মোর—যে হও আমার। এ-দুইরে শ্রদ্ধা করি' যে দিব আহার॥৩২৪
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত মধু বৈসে। যে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥ ৩২৫
এ-দুইরে বট-মাত্রো দিব যেই জন। তা'র সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ॥ ৩২৬
এ-দুই-জনেরে যে করিব পরিহাস। এ-দুইর অপরাধে তা'র সর্বনাশ॥" ৩২৭
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে। জগাই-মাধাই-প্রতি করে' পরণামে॥ ৩২৮
প্রভু বোলে, "শুন সব ভাগবতগণ! চল সভে যাই ভাগীরথীর চরণ॥" ৩২৯
সর্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর। পড়িলা জাহ্নবী-জলে বনমালাধর॥ ৩৩০
কীর্তন-আনন্দে যত ভাগবতগণ। শিশু-প্রায় চঞ্চল-চরিত্র সর্বক্ষণ॥ ৩৩১
মহা-ভব্য বৃদ্ধ-সব, সেহো শিশুমতি। এইমত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি॥ ৩৩২
গঙ্গাস্নান-মহোৎসব কীর্তনের শেষে। প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি গেল আনন্দ-আবেশে ৩৩৩
জল দেয় প্রভু সর্ব-বৈষ্ণবের গা'য়। কেহো নাহি পারে', সভে হাসিয়া পলায়॥ ৩৩৪
জলযুদ্ধ করে' প্রভু যাঁ'র যাঁ'র সঙ্গে। কথোক্ষণ যুদ্ধ করি' সভে দেয় ভঙ্গে॥ ৩৩৫
ক্ষেণে কেলি অদ্বৈত-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দে। ক্ষেণে কেলি হরিদাস-শ্রীবাস-মুকুন্দে॥৩৩৬
শ্রীগর্ভ, শ্রীসদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্। পুরুষোত্তমসঞ্জয়, বুদ্ধিমন্তখান॥ ৩৩৭
বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, জগদীশ নাম। গোপীনাথ, গদাধর, গরুড়, শ্রীরাম॥ ৩৩৮
গোবিন্দ, শ্রীধর, কৃষ্ণানন্দ, কাশীশ্বর। জগদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীশুক্লাম্বর॥ ৩৩৯
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য, কত জানি নামে। বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণে॥ ৩৪০
অন্যোঽন্যে সর্বজন জলকেলি করে'। পরানন্দরসে কেহো জিনে', কেহো হারে'॥৩৪১

---

১ (৮ম) -মণ্ডল [চ, ঝ], ৪ (৯ম) লইলুঁ [ক, গ, ঙ, চ, ছ, ঝ], লভিনু [ঞ]; ৭ (৫ম) হেতু—[কচিৎ পাঠ], (১২শ) ত সংসার [কচিৎ পাঠ]; ১৫ (৯ম, ১০ম) ভাগীরথী-দরশন [গ], (১০ম) শরণ [ক, খ]; ১৬ (৬ষ্ঠ) বল মহাবল [ঝ], ২০ (৮ম] জিনে, (১০ম) হারিয়া [খ]; ২১ (৪র্থ) যবে [জ]; ২৩ (৫ম) পুরুষোত্তম-ধনঞ্জয় [গ]; ২৪ (৪র্থ) রাম [ক, ঙ, জ, ঞ], (৬ষ্ঠ) গঙ্গাদাস [ক, চ, জ], বক্রেশ্বর [ঙ], হরিদাস [ঞ], (৮ম) শ্রীমান [ক, চ, জ, ঞ]; ২৬ (৪র্থ) লব [ঘ, ছ, জ], (১০ম) প্রমাণ [গ]।

গদাধর-গৌরাঙ্গে ক্ষণেকে জলকেলি। নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে খেলেন দোঁহে মিলি' ॥৩৪২
অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী। নির্ঘাত করিয়া জল দিলা মহাবলী॥ ৩৪৩
দুই চক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে'। মহাক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে' ॥৩৪৪
"নিত্যানন্দ-মদ্যপ করিল চক্ষু কাণ। কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান॥ ৩৪৫
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের মুলে জাতি নাঞি। কোথাকার অবধূতে আনি' দিল ঠাঞি ॥৩৪৬
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম করে'। নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে'॥" ৩৪৭
নিত্যানন্দ বোলে, "মুখে নাহি বাস' লাজ। হারিলে আপনে, আর কোন্দলে কি কাজ?"
গৌরচন্দ্র বোলে, "একবারে নাহি জানি। তিনবার হইলে সে 'হারি-জিনি' মানি॥"৩৪৯
আরবার জলযুদ্ধ অদ্বৈত-নিতাই। কৌতুক লাগিয়া এক-দেহ দুই ঠাঁই॥ ৩৫০
দুইজনে জলযুদ্ধ—কেহো নাহি পারে'। একবার জিনে, কেহো আরবার হারে' ॥৩৫১
আরবার নিত্যানন্দ সম্ভ্রম পাইয়া। দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া॥ ৩৫২
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বোলে, "মাতালিয়া! সন্ন্যাসী না হয় কভু এ, ব্রহ্ম বধিয়া॥ ৩৫৩
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত। কুল জন্ম জাতি কেহো না জানে' কোথা ত ॥৩৫৪
মাতা পিতা গুরু নাহি, না জানি কিরূপ। খায় পরে' সকল, বোলায় 'অবধূত'॥" ৩৫৫
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে। শুনি' নিত্যানন্দ প্রভু গণসহ হাসে'॥ ৩৫৬
"সংহারিমু সকল, আমার দোষ নাঞি।" এত বলি' জলে ঝাঁপে' আচার্যগোসাঞি ॥৩৫৭
আচার্যের ক্রোধে হাসে' ভাগবতগণ। ক্রোধে তত্ত্ব কহে,—যেন শুনি কুবচন॥ ৩৫৮
হেন রস-কলহের মর্ম না বুঝিয়া। ভিন্ন-জ্ঞানে নিন্দে' বন্দে' সে মরে পুড়িয়া॥ ৩৫৯
নিশ্চয় গৌরাঙ্গচন্দ্র যাঁ'রে কৃপা করে'। সেই সে বৈষ্ণববাক্য বুঝিবারে পারে'॥ ৩৬০
তবে কথোক্ষণে দুই মহাকুতুহলী। নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী॥ ৩৬১
মহামত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র-রসে। সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে'॥ ৩৬২
হেনমতে জলকেলি কীর্তনের শেষে। প্রতিসন্ধ্যা সভা' লঞা করে' প্রভু রসে॥ ৩৬৩
এ-লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই। সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই॥ ৩৬৪
সর্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গাস্নান করি'। কূলে উঠি' উচ্চ করি' বোলে 'হরি হরি'॥ ৩৬৫

---

১ (২য়) সুন্দর [খ], কলহ [ঘ, জ], শুনহ [চ], দোঁহে [ছ], মিলিয়া [ঝ], (৫ম, ৬ষ্ঠ) ক্ষণেকে হয় [ক,চ] কলহ এক [ঘ, চ, জ]; ২ (৩য়) মহাবলী [গ, চ], (৮ম) কুতূহলী [গ, চ]; ৩ (১০ম) করে [খ, ঘ, ছ, জ]; ৬ (২য়) দুলাল [জ], (৩য়) গোরা [গ, ছ], (৮ম)-সঙ্গতি [ক, ঘ]; ৭ (১০ম) কান্দিলে [গ, ঙ, চ]; ৮ (৫ম) জিনি [ক, ঙ], (৯ম) -জিতি [জ, ঝ, ঞ], (১০ম) জানি [ক, ঙ]; ৯ (৬ষ্ঠ) -প্রভু [ক]; ১১ (১ম) বারবার [জ], (৩য়) সন্ধান [চ]; ১২ (৮ম—১১শ) হও তুমি ব্রাহ্মণ [ক]; ১৫ (৮ম, ৯ম) সুখমাঝে ভাসে [ক], মনে মনে হাসে [ঞ]; ১৬ (৮ম, ৯ম) ক্রোধে জলে [ঞ]; ১৮ (২য়) -সকলের [ক], (৬ষ্ঠ) তত্ত্ব- [ঘ, চ; জ] (৬ষ্ঠ—১১শ) "এক বন্দে, আর নিন্দে, সে মরে পুড়িয়া॥" [ক]; ১৯ (১ম, ২য়) নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র [ঞ]; ২০ (১ম) সেইমতে, (৪র্থ) মহাবলী [ক]; ২১ (৪র্থ) চৈতন্যেররসে [চ], ২২ (৫ম) প্রতিদিন [ক, খ, চ], (৯ম) মহা [ক্বচিৎ পাঠ]; ২৪ (১ম ২য়) সর্বগণসঙ্গে প্রভু [ছ]।

সভারে দিলেন মালা-প্রসাদ-চন্দন। বিদায় হইলা সভে করিতে ভোজন ॥ ৩৬৬
জগাই-মাধাইয়ে সমর্পিলা সভা'স্থানে। আপন-গলার মালা দিলা দুইজনে ॥ ৩৬৭
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়। 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয় ॥ ৩৬৮
গৃহে আসি' প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ। তুলসীর করিলেন চরণ-বন্দন ॥ ৩৬৯
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর। নৈবেদ্যান্ন আনি' মায়ে করিলা গোচর ॥ ৩৭০
সর্ব-ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ করেন ভোজন ॥ ৩৭১
পরম-সন্তোষে মহাপ্রসাদ খাইয়া। মুখশুদ্ধি করিবারে বসিলা আসিয়া ॥ ৩৭২
বধূসঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া। মহানন্দ-সাগরে শরীর ডুবাইয়া ॥ ৩৭৩
আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে'? সহস্রবদন প্রভু যদি শক্তি ধরে' ॥ ৩৭৪
প্রাকৃত-শব্দেও যেবা বলিবেক 'আই'। আই-শব্দ-প্রভাবেও তা'র দুঃখ নাই ॥ ৩৭৫
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি' আই জগন্মাতা। নিজ-দেহ আই নাহি জানে—আছে কোথা ॥৩৭৬
বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন। তখন বিদায় করে' গুপ্তে দেবগণ ॥ ৩৭৭
চতুর্মুখ-পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ। নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন ॥ ৩৭৮
দেখিতে না পায় ইহা কেহো আজ্ঞা বিনে। সেই প্রভু অনুগ্রহে বোলে কা'রো স্থানে ॥৩৭৯
কোনদিন বসিয়া থাকেন বিশ্বম্ভর। সম্মুখে আইল মাত্র কোন অনুচর ॥ ৩৮০
"ওই খানে থাক" প্রভু বোলেন আপনে। "চারি-পাঁচ-মুখগুলা লোটায় অঙ্গনে ॥৩৮১
পড়িয়া আছয়ে যত নাহি লেখা-জোখা। তোমা' সভেরে কি এ-গুলা না দেয় দেখা ?"৩৮২
কর-জোড় করি' বোলে সব ভক্তগণ। "ত্রিভুবনে করে', প্রভু! তোমার সেবন ॥৩৮৩
আমা' সভাকার কোন্ শক্তি দেখিবার ? বিনে প্রভু তুমি দিলে দৃষ্টি-অধিকার ?"৩৮৪
এ-সব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্ত-কথা। সর্ব-সিদ্ধি হয় ইহা শুনিলে সর্বথা ॥ ৩৮৫
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে। অজ-ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে ॥৩৮৬
হেনমতে জগাই-মাধাই পরিত্রাণ। করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ ॥ ৩৮৭
সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার। ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার ॥ ৩৮৮
শূলপাণি-সম যদি ভক্তনিন্দা করে'। ভাগবত প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে ॥ ৩৮৯
তথা হি (ভা০ ৫।১০।২৫)—
"মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্-, নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥" ৩৯০

---

১ (৭ম) করিয়া [চ, জ], (৮ম) শয়ন [খ, ঙ]; ২ (২য়) সমর্পিয়া [ছ]; ৩ (৩য়) ক্রীড়ার [ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ]; ৪ (৮ম) -সেবন [ক, গ]; ৭ (৩য়) পাইয়া [ঙ, ঞ]; ৮ (৩য়) শচী [গ], (৬ষ্ঠ—৮ম) -সাগরেতে রহিল ডুবিয়া [ঞ]; ৯ (১ম) শচীর [গ], ১১ (৪র্থ) শচী [খ, গ, ঙ]; ১২ (৭ম) হয় [ক্বচিৎ পাঠ], (৮ম) গোপ্য [ক] গুপ্ত [গ, ঘ, চ, ঝ]; ১৫(৬ষ্ঠ) দেখিলে [গ]; ১৬ (১ম—৫ম) "ঐ-খানে বৈসহ' বুলি বোলয়ে বচনে।" [খ], (৮ম) প্রাঙ্গনে [ঘ, জ]; ২৩ (১ম, ২য়) প্রভাবে করিল [গ], (২য়) করিল [খ, ঙ, চ, ঞ]; ২৪ (৮ম) দুঃখে [ক]।

হেন বৈষ্ণবেরে নিন্দে' যদি সর্বজ্ঞ হই। সে-জনার অধঃপাত সর্ব-শাস্ত্রে কই ॥ ৩৯১
সর্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম। বৈষ্ণবাপরাধে সে-ই নাম লয় প্রাণ ॥ ৩৯২
পদ্মপুরাণের এই পরম বচন। প্রেমভক্তি হয় ইহা করিলে পালন ॥ ৩৯৩
তথা হি (পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫।১৪)—
"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে। যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্ ॥" ৩৯৪
যেই শুনে দুই-মহাদস্যুর উদ্ধার। তা'রে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র অবতার ॥ ৩৯৫
ব্রহ্মদৈত্য-পাবন গৌরাঙ্গ! জয় জয়। করুণাসাগর প্রভু পরম-সদয় ॥ ৩৯৬
সহজ-করুণা-সিন্ধু মহাকৃপাময়। দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণমাত্র লয় ॥ ৩৯৭
হেন-প্রভু-বিরহে যে পাপি-প্রাণ রহে'। সবে পরমায়ু-গুণ, আর কিছু নহে ॥ ৩৯৮
তথাপিহ এই কৃপা কর' মহাশয়! শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয় ॥ ৩৯৯
আমার প্রভুর সঙ্গে গৌরাঙ্গসুন্দর। যথা বৈসে, তথা যেন হই অনুচর ॥ ৪০০
চৈতন্য-কথার আদি-অন্ত নাহি জানি। যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ ৪০১
গণ-সহ-প্রভু-পাদপদ্মে নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৪০২
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৪০৩

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-বর্ণনং

নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

---

১ (১ম—৬ষ্ঠ) "হেন বৈষ্ণবের নিন্দায় সর্ব্বনাশ হয়।" [চ], ২য়—৫ম) বৈষ্ণবেরে নিন্দে অসর্বজ্ঞ [ঙ, জ, ঝ]; ২ (৪র্থ—৮ম) "বৈষ্ণবের অপরাধে সে হইব বাম ॥" [ক, গ], "বৈষ্ণব অপরাধে না হয়ে পরিত্রাণ ॥" [ছ] (৫ম—৮ম) সেহ না মিলায় ত্রাণ [ঞ]; ৭ (১ম) -পালন [ক, গ], -উদ্ধার [চ]; ৯ (১ম—৩য়) -বিহনে যে পাপি-জন [ক] (৮ম) হেতু [খ, ঘ]; ১০ (১০ম) নাম [খ, ঙ, চ], (১১শ) রয় [ক, ঘ, ছ]; ১২ (৪র্থ) দেখি, (৫ম—৯ম) "তাঁহার কৃপায়ে যে বোলায় তাহা লেখি ॥" [খ], (৫ম) কোনমতে [গ]; ১৪ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, চ, জ; ঝ, ঞ]। (১ম-চন্দ্র-জ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাধীর। জয় জয় শিষ্ট-পাল জয় দুষ্ট-বীর ॥ ১
জয় জগন্নাথপুত্র শ্রীশচীনন্দন। জয় জয় জয় পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তন ॥ ২
চতুর্মুখ-পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ। নিতি আসি' চৈতন্যের করয়ে সেবন ॥ ৩
আজ্ঞা বিনা কেহো ইহা দেখিতে না পারে'। তাঁ'রা সভে পুন ঠাকুরের সেবা করে' ॥৪
সর্ব দিন দেখে,—প্রভু যত লীলা করে'। শয়ন করিলে প্রভু সভে চলে ঘরে ॥ ৫
ব্রহ্মদৈত্য-দুইর সে দেখি' মহোদ্ধার। আনন্দে চলিলা তাহা করিয়া বিচার ॥ ৬
"এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে। এমত জনেরে প্রভু করয়ে উদ্ধারে ॥ ৭
আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা। 'অবশ্য পাইমু পার' ধরিলাঙ আশা ॥" ৮
এইমত অন্যোহন্যে করি' সঙ্কথন। মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ ॥ ৯
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে যম-ধর্মরাজ। আপনে দেখিলা প্রভু-চৈতন্যের কাজ ॥ ১০
চিত্রগুপ্ত-স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম—। "কিবা এ-দুইর পাপ, কিবা উপশম?" ১১
চিত্রগুপ্ত বোলে, "শুন প্রভু ধর্মরাজ! এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ? ১২
লক্ষেক কায়স্থ যদি একমাস পড়ি। তথাপি পাইতে অন্ত কদাচিৎ পারি' ॥ ১৩
তুমি কি শুনিবা লক্ষ করিয়া শ্রবণ। তথাপি ত শুনিবারে তুমি সে ভাজন ॥ ১৪
এ-দুইর পাপ নিরন্তর দূতে কহে। লিখিতে কায়স্থ সব উত্তাপিত হয়ে ॥ ১৫
এ-দুইর পাপ দূত কহে অনুক্ষণ। ইহা লাগি' দূতে কত খাইল মারণ ॥ ১৬
দূত বোলে, "পাপ করে' সেই দুইজনে। লেখাইতে ভার মোর, মোরে মার' কেনে?"১৭
না লিখাইলে হয় শাস্তি, তেঁঞি মুঞি লিখি। পর্বত-প্রমাণ 'গড়া' আছে তা'র সাক্ষী ॥১৮
আমরাও কান্দিয়াছি ও-দুইর লাগিয়া। 'কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া?' ১৯
তিল-মাত্রে মহাপ্রভু সব কৈলা দূর। এবে আজ্ঞা কর'—'গড়া' ডুবাই প্রচুর ॥" ২০
কভু নাহি দেখে যম এমন মহিমা। পাতকি-উদ্ধার যত, তা'র এই সীমা ॥ ২১
স্বভাবে বৈষ্ণব যম—মূর্তিমন্ত ধর্ম। ভাগবতধর্মের জানয়ে সর্ব-মর্ম ॥ ২২
যখনে শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন। কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ ॥ ২৩

---

৪ (১ম) তানা [ঙ, ঝ]; ৫ "শয়ন করিলে প্রভু সভে চলে ঘরে। ঐইমত দরশন প্রতিদিন করে ॥" [গ], (২য়) ক্রীড়া [খ]; ৬ (১ম, ২য়) -দুই সবে [ঘ]. (৩য়—৪র্থ) শুনি মহোদ্ধার [চ]; ৭ (৯ম, ১০ম) অনুগ্রহ করে [ক]; ৮ (৮ম—১১শ) হইব পার এই মনে আশা [চ]; ৯ (৪র্থ) সংকীর্তন [খ], (৮ম) ভক্তগণ [ক]; ১১ (৫ম) যমরাজ [ঞ]; ১৩ (৯ম, ১০ম) বিঘ্ন পায় বড়ি [জ], শীঘ্র হয় বড়ি [ঝ]; ১৫ (৯ম, ১০ম) উৎপিচ্ছা করয় [ক], উচপিচ্য হয়ে [খ, ঙ,], উম্পিষ্ট জন্ময়ে [ঘ] উৎপূর্ণ মানয়ে [চ], উপদ্রব জন্ময়ে [ছ], উত্রিপ্ত জন্ময়ে [জ], উৎপাত জন্ময়ে [ঞ]; ১৬ (৩য়) যত [ক, গ, জ,], প্রভু [ঘ, ছ]; ১৭ (১০ম—১২শ) মার' কি কারণে [গ]; ১৯ (৬ষ্ঠ) সে [ক, গ]; ২১ (৩য়, ৪র্থ) শুনি প্রভু [ছ]; ২৩ (১ম, ২য়) শুনি' যমরাজ [জ]।

পড়িলা মূর্ছিত হঞা রথের উপরে। কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে ॥ ২৪
আথেব্যথে চিত্রগুপ্ত-আদি যত গণ। ধরিয়া লাগিলা সভে করিতে ক্রন্দন ॥ ২৫
সর্ব-দেব রথে যায় কীর্তন করিয়া। রহিলা শ্রীযম রথে শোকাকুল হঞা ॥ ২৬
দুই ব্রহ্ম-অসুরের মোচন দেখিঞা। সেই গুণ-কর্ম সভে চলিলা ত গাঞা ॥ ২৭
শঙ্কর-বিরিঞ্চি-শেষ-আদি দেবগণ। নারদাদি গায় সেই-দুইর মোচন ॥ ২৮
কাহো কেহো না জানয়ে আনন্দ-কীর্তনে। কারুণ্য দেখিয়া কেহো করয়ে ক্রন্দনে ॥২৯
রহিয়াছে যম-রথ—দেখে দেবগণে। রহিল সকল রথ যম-রথ-স্থানে ॥ ৩০
শেষ, অজ, ভব, নারদাদি ঋষিগণে। দেখে পড়ি আছেন যমদেব অচেতনে ॥ ৩১
বিস্মিত হইলা সভে না জানি' কারণ। চিত্রগুপ্ত কহিলেন সকল কথন ॥ ৩২
'কৃষ্ণাবেশ' হেন জানি' অজ-পঞ্চানন। কর্ণমূলে সভে মিলি' করয়ে কীর্তন ॥ ৩৩
উঠিলেন যমদেব কীর্তন শুনিঞা। চৈতন্য পাইয়া নাচে মহামত্ত হঞা ॥ ৩৪
উঠিল পরমানন্দ দেব-সংকীর্তন। কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্যের নন্দন ॥ ৩৫
যম-নৃত্য দেখি' নাচে সর্বদেবগণ। নারদাদি-সঙ্গে নাচে অজ-পঞ্চানন ॥ ৩৬
দেবগণ-নৃত্য শুন সাবধান হৈয়া। অতি গুহ্য,—বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা ॥ ৩৭

শ্রীরাগ

নাচয়ে ধর্মরাজ, ছাড়িয়া সকল কাজ, কৃষ্ণাবেশে না জানে' আপনা'।
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বোলে "অতি ধন্য ধন্য, পতিতপাবন ধন্য বাণা ॥" ৩৮
হুহুঙ্কার গরজন, সপুলক মহাপ্রেম, যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে' বহু ক্রন্দন, সঙরিয়া জগাই-মাধাই ॥ ৩৯
যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম, আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ, মালসাট্ পূরি' পূরি' ধায় ॥ ৪০
নাচে প্রভু শ্রীশঙ্কর, হইয়া দিগম্বর, কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে'।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগত করয়ে ধন্য, কহিয়া তারক-রামনামে ॥ ৪১
আনন্দে মহেশ নাচে, জটাও নাহিক বান্ধে, দেখি' নিজ-প্রভুর মহিমা।
কার্তিক গণেশ নাচে, মহেশের পাছে পাছে, সঙরিয়া কারুণ্যের সীমা ॥ ৪২

---

২ (১ম) আস্তেব্যস্তে [গ, চ, ঞ], (২য়)-আদশে [ঘ, ছ, জ]; ৪ (২য়) বিপ্র- [চ]; ৮ (৫ম) দেবগণে [ক, গ, ছ, জ]; ৯ (১০ম) কারণ [চ, ঝ], বিবরণ [ঞ]; ১০ (৬ষ্ঠ, ৭ম) কৃষ্ণ কৃষ্ণ [খ]; ১২ (৩য়) মহা- [গ]; ১৩ (৫ম) সনকাদি- [গ], (৭ম) মুনি পঞ্চজন [ঘ, জ]; ১৪ (৯ম) করিলেন [খ, গ, ঘ, চ, জ]; ১৬ (৫ম) লাজ [ঘ], (৯ম) আপনা' রে—আ। ধ্রু। [ক, খ]; ১৭ (৩য়) গায় [চ], (৪র্থ, ৫ম) অতিশয়, (৮ম) নাম [ছ]; ১৮ (২য়) গর্জন ঘন [ঘ, ছ], গর্জন হেন [জ], (৩য়; ৪র্থ) অশ্রু-পুলক-প্রেম [চ]; ১৯ (৫ম) নৃত্য [খ]; ২১ (১ম) চিত্রকেতু [গ, ঘ, ছ, জ]; ২৩ (৪র্থ) -কারণ [ক], করিল [খ, গ, ঙ], (৬ষ্ঠ, ৭ম) মহিমা ব্যক্ত করায়ে সে নামে [চ]; ২৪ (১ম,৫ম) শিব নাচে মহানন্দে, জটা ভার নাহি [ঘ, ছ], (৩য়) কান্দে [গ]; ২৫ (৫ম,৬ষ্ঠ) কাছ কাছে [খ, চ]।

নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যাঁ'র প্রাণ-ধন, লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ কর্দম দক্ষ, মনু ভৃগু মহামুখ্য, পাছে নাছে সকল ব্রহ্মার॥ ৪৩
সভে মহাভাগবত, কৃষ্ণরসে মহামত্ত, সভে করে' ভক্তি-অধ্যাপনা।
বেঢ়িয়া ব্রহ্মার পাশ, কান্দে ছাড়ি' দীর্ঘ-শ্বাস, সঙরিয়া প্রভুর করুণা॥ ৪৪
দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার পাছে, নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা, না জানয়ে—আনন্দে বিহ্বল॥ ৪৫
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে' নৃত্য, ভক্তির মহিমা শুক জানে'।
লোটাইয়া পড়ে ঢুলি', 'জগাই মাধাই বলি', করে' বহু দণ্ড-পরণামে॥ ৪৬
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর, আপনারে করে' অনুতাপ।
সহস্র-নয়নে ধার, অবিরত বহে যা'র, সফল হইল ব্রহ্মশাপ॥ ৪৭
প্রভুর মহিমা দেখি', ইন্দ্রদেব বড় সুখী, গড়াগড়ি যায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরীট হার, ইহারে সে বলি 'কৃষ্ণরস'॥ ৪৮
চন্দ্র সূর্য পবন, কুবের বহ্নি বরুণ, নাচে সুখে যত লোকপাল।
সভেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে' নৃত্য, দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল॥ ৪৯
নাচে যত দেবগণ, সভে উল্লসিত-মন, ছোট বড় না জানে' হরিষে।
বড় হয় ঠেলাঠেলি, তভু সভে কুতূহলী, সত্য সুখ কৃষ্ণের আবেশে॥ ৫০
নাচে প্রভু ভগবান্, 'অনন্ত' যাঁহার নাম, বিনতানন্দন করি' সঙ্গে।
সকল-বৈষ্ণব-রাজ, পালন যাঁহার কাজ, আদিদেব, সেহো নাচে রঙ্গে॥ ৫১
অজ ভব নারদ, শুক-আদি যত দেব, অনন্তে বেঢ়িয়া সভে নাচে।
গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার, সহস্রবদন গায় মাঝে॥ ৫২
কেহো কান্দে কেহো হাসে', দেখি মহাপরকাশে, কেহো মূর্ছা পায় সেই ঠাঁই।
কেহো বোলে "ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র-ঠাকুরাল, ধন্য পাপী জগাই মাধাই॥" ৫৩
নৃত্য-গীত-কোলাহলে, কৃষ্ণ-যশ-সুমঙ্গলে, পূর্ণ হৈল সকল আকাশ।
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি, অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে শুনি', অমঙ্গল গেলা সব নাশ॥ ৫৪
সত্য লোক-আদি জিনি', উঠিল মঙ্গলধ্বনি, স্বর্গ মর্ত্য পূরিল পাতাল।
ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার, বিনা নাহি শুনি আর, প্রকট গৌরাঙ্গ-ঠাকুরাল॥ ৫৫

৬(২য়) রসের [খ], (৮ম—১১শ) পরম বৈষ্ণব সুনির্মল [চ]; ৮(৩য়) ধূলি [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৯ (৪র্থ) মহাতীব্র [ক], (৪র্থ,৫ম) মহাতীব্র জলধর [গ]; ১১(৫ম) মনে [চ]; ১২(৫ম,৬ষ্ঠ) কিরীটী-ভার [গ, চ], (৮ম, ৯ম) বুঝিয়ে [খ], (১০ম) কৃপারস [জ]; ১৩(৫ম) বায়ু [ক, গ]; ১৫(৯ম) মানে [খ,চ]; ২০(৫ম) নাচে [ক]; ২১ (৭ম—১১শ) প্রেমাবেশে কেহো মূর্ছা পাই [জ]; ২৩ "কেহো গড়াগড়ি যায়, কেহো ইতি উতি ধায়, ভাবাবেশে কা'রো বাহ্য না্ঞি।") [ছ], (২য়) -রস [খ], (৬ষ্ঠ) প্রকাশ [গ]।

হেনমতে মহাজন, যত সব দেবগণ, কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে।
গৌরাঙ্গচন্দ্রের যশ, বিনা আর কোন রস, কাহারো বদনে নাহি স্ফুরে॥ ৫৬
জয় জগত-মঙ্গল, প্রভু গৌরসুন্দর, জয় সর্ব-জীবলোক-নাথ।
উদ্ধারিলা করুণাতে, ব্রহ্মদৈত্য যেনমতে, সভা' প্রতি কর' দৃষ্টিপাত॥ ৫৭
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার-তারক ধন্য, পতিতপাবন ধন্য বাণা।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, প্রভু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র, বৃন্দাবনদাস গুণ গানা॥ * ৫৮
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়। অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায়॥ ৫৯
এত সব প্রকাশেও কেহো নাহি চিনে। সিন্ধুমধ্যে চন্দ্রে যেন না জানিল মীনে॥৬০
জগাই মাধাই দুই—চৈতন্য-কৃপায়। পরম-ধার্মিকরূপে বৈসে নদীয়ায়॥ ৬১
উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জনে। দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥ ৬২
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ। নিরবধি কৃষ্ণ বলি' করয়ে ক্রন্দন॥ ৬৩
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার। 'কৃষ্ণের দয়িত' দেখে সকল সংসার॥ ৬৪
পূর্বে যে যে কৈল হিংসা, তাহা সঙরিঞা। কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্ছিত হঞা॥ ৬৫
"গৌরচন্দ্র আরে বাপ্ পতিতপাবন!" সঙরি' সঙরি' পুন করয়ে ক্রন্দন॥ ৬৬
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে। সঙরি' চৈতন্যকৃপা দুইজন কান্দে॥ ৬৭
সর্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর। অনুগ্রহ, আশ্বাস করয়ে নিরন্তর॥ ৬৮
আপনে বসিয়া প্রভু ভোজন করায়। তথাপিহ দুঁহে চিত্তে সোয়াস্তি না পায়॥ ৬৯
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া। পুনঃপুন কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া॥ ৭০
নিত্যানন্দ ছাড়িলা সকল অপরাধ। তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ॥ ৭১
"নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুঞি কৈলুঁ রক্তপাত।" ইহা বলি' নিরন্তর করে' আত্মঘাত॥৭২
"যে-অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার। হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিলুঁ প্রহার॥" ৭৩
মূর্ছাগত হয় তাহা সঙরি' মাধাই। অহর্নিশ কান্দে আর কিছু চিন্তা নাই॥ ৭৪
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু বালক-আবেশে। অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে॥ ৭৫

---

* কোন কোন পুঁথিতে প্রত্যেক পদের শেষে একটি করিয়া 'রে' বা 'রে আ' আছে।

---

১ (১ম- ৫ম) মহা-ভাগবত হেন, নাচে সব দেবগণ [গ], (২য়, ৫ম) মহাভাগ- ,যত দেবগণ সব, [ক], মহাভাগ দেবতা-গন্ধর্ব-নাগ, [জ], কৃষ্ণরসে, মহাভাগবত-যশে, [ঞ]; ৩(১ম) জয় জয় [চ, ছ], (২য়—৪র্থ) ত্রিজগত গৌরচন্দ্র ভকত [ঘ], জয় ত্রিজগত, প্রভু গৌর অদ্বৈত [ছ], (৩য়, ৪র্থ) গৌরচন্দ্র [চ]; ৪ (৩য়, ৪র্থ) ব্রহ্মদৈত্য যেন, তেন [খ, ঙ, জ]; ৫ (৪র্থ) -তারণ [ক, ঙ, ছ]; ৬ (১ম—৩য়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ [খ, ঘ, ছ], (২য়, —৩য়) পরম আনন্দ কন্দ [গ], (৫ম) রস [খ, ঘ, ছ], ৭ এই পংক্তির পূর্বে মুদ্রিত ঞ-পুস্তকে অধিক পাঠ—"দেখ গোরাচাঁদের কত ভাতি। শিব শুক নারদ; ধেয়ানে না পাওত, সো পঁহু অকিঞ্চন-সঙ্গে দিন রাতি॥ ধ্রু ॥", (৩য়) শ্রী-গৌরাঙ্গ- [ছ], ৯ (৫ম) -ধার্মিক সদা [ছ]; ১০ (৭ম) হরিনাম [চ]; ১১ (৩য়) করিয়া [গ]; ১২ (৬ষ্ঠ, ৭ম) কৃষ্ণরসময় [খ]; ১৪ (৪র্থ) পাতকি-পাবন [ক, গ]; ১৫ (২য়) চেষ্টা [গ, চ]; ১৯ (১০ম) সোয়াস্ত [গ]; ২০ (৭ম) নিরবধি [ঙ], (৮ম, ৯ম) করয়ে আঘাত [চ]; ২২ (১০ম) চিত্তে [ক, গ]; ২৩(৫ম, ৬ষ্ঠ) ভ্রমে রাত্রি-দিবসে [খ]।

সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়। অভিমান নাহি—সর্বনগরে বেড়ায় ॥ ৭৬
একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে দেখিয়া। পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া ॥ ৭৭
প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ। দন্তে তৃণ করি' করে' প্রভুর স্তবন ॥ ৭৮
"বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু, করহ পালন। তুমি সে ফণায় ধর' অনন্ত ভুবন ॥ ৭৯
ভক্তির স্বরূপ প্রভু, তোমার কলেবর। তোমারে সে চিন্তে মনে পার্বতী-শঙ্কর ॥ ৮০
তোমার সে ভক্তিযোগ তুমি কর' দান। তোমা' বিনা চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন ॥৮১
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী। লীলায় বহয়ে কৃষ্ণে হঞা কুতূহলী ॥ ৮২
তুমি সে অনন্ত-মুখে কৃষ্ণ-গুণ গাও। সর্ব ধর্ম-শ্রেষ্ঠ 'ভক্তি' তুমি সে বুঝাও ॥ ৮৩
তোমারি সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ। তোমার সে যত-কিছু চৈতন্য-সম্পদ ॥ ৮৪
তোমার সে 'কালিন্দী-ভেদন' করি নাম। তোমা' সেবি' জনক পাইল দিব্যজ্ঞান ॥৮৫
সর্বধর্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ। তোমারে সে বেদে বোলে 'আদিদেব' নাম ॥ ৮৬
তুমি সে জগত-পিতা, মহাযোগেশ্বর। তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহাধনুর্ধর ॥ ৮৭
পাষণ্ডদলন তুমি রসিক আচার্য। তুমি সে জানহ সর্ব চৈতন্যের কার্য ॥ ৮৮
তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা'-পদছায়া ॥৮৯
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি। যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্বশক্তি ॥ ৯০
তুমি সঙ্গী, তুমি সখা, তুমি সে শয়ন। তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণ ধন ॥ ৯১
তোমা' বিনা কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর। তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার ॥ ৯২
তুমি সে করহ, প্রভু! পতিতের ত্রাণ। তুমি সে সংহার' সর্ব-পাষণ্ডীর প্রাণ ॥ ৯৩
তুমি সে করহ, প্রভু! বৈষ্ণবের রক্ষা। তুমি সে বৈষ্ণব-ধর্ম করাইলা শিক্ষা ॥ ৯৪
তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে' অজ-দেবে। তোমারে সে রেবতী বারুণী কান্তি সেবে' ॥৯৫
মহারুদ্র তোমার সে ক্রোধ-অবতার। সেই দ্বারে কর' সর্ব-সৃষ্টির সংহার ॥ ৯৬

তথা হি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (২।৫।১৯)—

"সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্ ॥" ৯৭

সকল করিয়াও তুমি কিছু নাহি কর'। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ তুমি বক্ষে ধর' ॥ ৯৮
পরম-কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার। যে-বিগ্রহে করে' কৃষ্ণ শয়ন-বিহার ॥ ৯৯
সে-হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিলুঁ প্রহার। মুঞি-হেন দারুণ পাতকী নাহি আর ॥ ১০০

---

৩ (৭ম) ধরি [গ, ঙ, ছ, জ, ঞ]; কর' জগত- [খ]; ১০ (৩য়, ৪র্থ) -ভেদনকারী [খ, গ, ঙ, ঞ], (১০ম) মহাজ্ঞান [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ]; ১১ (৪র্থ) প্রধান [ক, গ, চ]; ১৫ (১০ম) মহাশক্তি [খ, চ, ঞ]; ১৬ (২য়) শয্যা [খ, ঝ], শক্তি [খ, ছ, জ], (৪র্থ) খট্টা [খ, ঘ, ছ, ঝ]; ১৭ (৩য়) চৈতন্যের [জ]; ১৯ (৭ম—১১শ) "পাষণ্ডী সংহার সব করহ উপেক্ষা ॥" [গ]; ২০ (২য়) প্রসাদে [খ, জ], (১০ম) সদা [ঞ]; ২১ (৮ম) প্রভু সৃষ্টির [ঘ, ছ]; ২৪ (৯ম) নাম [ছ]; ২৫ (৬ষ্ঠ) প্রভু [ক]; ২৬ (৬ষ্ঠ) মো-অধিক [খ, গ, ঞ], মুঞি-সম [ছ]।

পার্ব্বতী-প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা। আনন্দে পূজয়ে শিব উপাসক হঞা ॥ ১০১
যে-অঙ্গ-স্মরণে সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন। হেন-অঙ্গে রক্তপাত মোহর কারণ ॥ ১০২
চিত্রকেতু-মহারাজ যে অঙ্গ সেবিঞা। সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হঞা ॥ ১০৩
যে-অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ। পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধবিমোচন ॥ ১০৪
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড করে' যে-অঙ্গ স্মরণ। হেন-অঙ্গ মুঞি পাপী করিলুঁ লঙ্ঘন ॥ ১০৫
যে-অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়। যে-অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয় ॥ ১০৬
যে-অঙ্গ লঙ্ঘিয়া নাশ গেল জরাসন্ধ। আরো মোর কুশল ?—লঙ্ঘিলুঁ হেন অঙ্গ ॥ ১০৭
লঙ্ঘনের কি দায়, যাঁহার অপমানে। কৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী ত্যজিল পরাণে ॥ ১০৮
দীর্ঘ-আয়ু ব্রহ্মাসম পাইয়াও সূত। তোমা' দেখি' না উঠিল, হৈল ভস্মীভূত ॥ ১০৯
যাঁ'র অপমান করি' রাজা দুর্য্যোধন। সবান্ধবে রাজপুরে পাইল বন্ধন ॥ ১১০
দৈবযোগে ছিলা তথা মহাভক্তগণ। তাঁ'রা সভে জানিলেন তোমার কারণ ॥ ১১১
কুন্তী, ভীষ্‌ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জ্জুন। তাঁ'সভার বাক্যে পুর পাইলেন পুন ॥ ১১২
যাঁ'র অপমান-মাত্রে জীবনের নাশ। মুঞি-দারুণেন কোন্ লোকে হৈব বাস ॥" ১১৩
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই। বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তথাই ॥ ১১৪
"যে-চরণ ধরিলে না যায় কভু নাশ। পতিতের ত্রাণ লাগি' যাহার প্রকাশ ॥ ১১৫
শরণাগতেরে, বাপ্! কর' পরিত্রাণ। মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ ॥ ১১৬
জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন। জয় নিত্যানন্দ সর্ব-বৈষ্ণবের ধন ॥ ১১৭
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়। শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যুয়ায় ॥ ১১৮
দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গোখর। সর্ব-অপরাধ, প্রভু! মোর ক্ষমা কর' ॥" ১১৯
মাধাইর কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন। হাসি' নিত্যানন্দ-রায় বলিলা বচন ॥ ১২০
"উঠ উঠ মাধাই! আমার তুমি দাস। তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ ॥ ১২১
শিশু-পুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়? এইমত তোমার প্রহার মোর গা'য় ॥ ১২২
তুমি যে করিলা স্তুতি, ইহা যেই শুনে। সেহ ভক্ত হইবেক আমার চরণে ॥ ১২৩
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ-পাত্র। আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র ॥ ১২৪
যে-জন চৈতন্য ভজে, সে-ই মোর প্রাণ। যুগে যুগে আমি তা'র করি পরিত্রাণ ॥ ১২৫

---

১ (৫ম—৯ম) "যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন করিয়া ॥" [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ]; ২(১ম)-সেবনে [ঙ্গ], (৪র্থ,৫ম) রক্ত পড়ে আমার [ঞ]; ৩ (১ম) -মহাভাগ [থ]; ৫ (৫ম—৯ম) "যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া মৈল সবংশে রাবণ ॥" [ঝ]; ৭ (৬ষ্ঠ—১১শ) কিসে মোর কুশল আর ?—সবে নিরয় বন্ধ [ক্বচিৎ পাঠ]; ৯ (২য়) ব্রহ্মাসন [ক, চ, ঝ]; ১০(৬ষ্ঠ,৭ম) সবংশে বান্ধবপুরে [ক, গ, ঙ, জ], সবংশে বন্ধুগোত্রে [চ], (৬ষ্ঠ—৯ম) "সবংশেতে প্রাণ গেল নহিল রক্ষণ ॥" [থ,ঞ] ১২ (৮ম) সব [ক]; ১৩ (২য়—৪র্থ) অপমানে ঘুচে জীবনের আশ [ছ], (৩য়, ৪র্থ) জীবের হয় নাশ [গ]; ১৭(২য়, ৩য়) নিত্যানন্দ, [ছ]; ২০ (৫ম) বচন [ক, গ], (৯ম) তখন [থ]; ২১ (৯ম) হৈব [ক, থ, গ, চ, ছ]; ২২ (৭ম) তেনমত [ক, গ]; ২৩ (৫ম, ৬ষ্ঠ) যেই জন [থ], (১২শ) বচনে [ঘ]।

না ভজি' চৈতন্য যদি মোরে ভজে গায়। মোর দুঃখে সেহো জন্মে-জন্মে দুঃখ পায় ॥১২৬
এত বলি' তুষ্ট হঞা দিলা আলিঙ্গন। সব দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন ॥ ১২৭
পুন বোলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ। "আর এক প্রভু ! মোর আছে নিবেদন ॥ ১২৮
সর্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ, প্রভু ! তুমি। হেন জীব বহু হিংসা করিয়াছি আমি ॥ ১২৯
কা'রে বা করিলুঁ হিংসা, তাহা নাহি চিনি। চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি ॥১৩০
যা'সভার স্থানে করিলাঙ অপরাধ। কোন্‌রূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ ? ১৩১
যদি মোরে, প্রভু ! তুমি হৈলা সদয়। ইথে উপদেশ মোরে কর' মহাশয় !" ১৩২
প্রভু বোলে, "শুন কহি তোমারে উপায়। গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায় ॥ ১৩৩
সুখে লোক যখনে করিব গঙ্গাস্নান। তখন তোমারে সভে করিব কল্যাণ ॥ ১৩৪
অপরাধ-ভজনী গঙ্গার সেবাকার্য। ইহার অধিক বা তোমার কোন ভাগ্য ? ১৩৫
কাকু করি' সভারে করিহ নমস্কার। সব অপরাধ তবে ক্ষমিব তোমার ॥" ১৩৬
উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে। চলিলা প্রভুরে করি' নতি-প্রদক্ষিণে ॥ ১৩৭
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে নয়নে বহে জল। গঙ্গাঘাট সজ্জ করে', দেখয়ে সকল ॥ ১৩৮
লোকে দেখি' করে' বড় অপরূপ জ্ঞান। সভারে মাধাই করে' দণ্ড-পরণাম ॥ ১৩৯
'জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলুঁ অপরাধ। সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥' ১৪০
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্বজন। আনন্দে 'গোবিন্দ' সভে করয়ে স্মরণ ॥ ১৪১
শুনিল সকল লোকে "নিমাঞিপণ্ডিত। জগাই-মাধাইরে কৈলা উত্তম-চরিত ॥" ১৪২
শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত। সভে বোলে, "নর নহে নিমাঞিপণ্ডিত ॥ ১৪৩
না বুঝি' নিন্দয়ে যত সকল দুর্জন। নিমাঞিপণ্ডিত 'সত্য' করেন কীর্তন ॥ ১৪৪
নিমাঞিপণ্ডিত সত্য গোবিন্দের দাস। নষ্ট হৈব—যে তাঁ'রে করিব উপহাস ॥ ১৪৫
এ-দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে'। সে-ই সে ঈশ্বর, কিবা ঈশ্বর-শক্তি ধরে' ॥ ১৪৬
প্রাকৃত-মানুষ নহে নিমাঞিপণ্ডিত। এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত ॥" ১৪৭
এইমত নদীয়ার লোকে কহে কথা। লোকে আর না মিশায়—নিন্দা হয় যথা ॥ ১৪৮
পরম-কঠোর তপ করয়ে মাধাই। 'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥ ১৪৯
নিরবধি গঙ্গা দেখি' থাকে গঙ্গাঘাটে। স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনেই খাটে ॥ ১৫০

---

১ (১ম—৭ম) "না ভজে চৈতন্য যেবা, ভজে মোর পা'য় ॥" [ক]; ৩ (১ম—৫ম) "পুনরপি মাধাই পড়িলা শ্রীচরণে ॥" [ক, গ]; ৪ (৬ষ্ঠ, ৭ম) বহু জীব [খ, ঙ]; ৫ (১১শ, ১২শ) মাগ' লই আমি [খ]; ৮ (৩য়, ৪র্থ) কহি সর্ব [ছ]; ১০ (৪র্থ—৯ম) "ইথে তুষ্ট তোমারে হৈব সব-রাজ্য ॥" [চ]; ১২ (৫ম—৮ম) "প্রভুর আজ্ঞা শিরে করি চলিলা তখনে ॥" [ছ]; ১৩ (৫ম) পড়ে [ক, খ, গ, ঙ, ঞ]; ১৪ (৩য়—৬ষ্ঠ) বড় করে' দণ্ড-পরণাম [গ], (৭ম—১০ম) "মিনতি করয়ে বহু বচন সম্মান ॥" [গ]; ১৭ (৫ম—৭ম) "এমত পাতকী উদ্ধারিল আচম্বিত ॥" [ক, গ]; ১৯ (১ম—৩য়) কহিতে লাগিল [ক, গ], (৪র্থ, ৫ম) সর্ব পাষণ্ডী [ঘ, ছ], (৬ষ্ঠ) সজ্জন [গ]; ২০ (৩য়) শ্রীকৃষ্ণের [ঞ], (১০ম) পরিহাস [খ, জ, ঝ, ঞ]; ২৫ (২য়, ৩য়) দুইজনে [ক], (৯ম, ১০ম) আপনে ঘাট কাটে [চ]।

অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়। 'মাধাইর ঘাট' বলি' সর্বলোকে গায়॥ ১৫১
এইমত সংকীর্তি হৈল দোঁহাকার। চৈতন্য-প্রসাদে দুই-দস্যুর উদ্ধার॥ ১৫২
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড। যাহাতে উদ্ধার দুই পরম-পাষণ্ড॥ ১৫৩
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সভার কারণ। ইহা শুনি যা'র দুঃখ, খল সেই জন॥ ১৫৪
চারিবেদ-গুপ্তধন চৈতন্যের কথা। মন দিয়া শুন যাহা কৈলা যথা-যথা॥ ১৫৫
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ১৫৬

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-চরিত-বর্ণনং
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩

২ (২য়) সংকীর্তন [ঘ, চ, ছ, জ], শতকীর্তি [খ], কতকীর্তি [ঞ], (৫ম)-কৃপায় [জ]; ৩(৫ম—৮ম) "যে-কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড॥" [খ]; ৪ (৯ম—১১শ) সেই মূঢ়গণ [খ]; ৬ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ক, খ, ঘ, জ, ঝ, ঞ]। (১ম-চন্দ্র-জ)

চতুর্দশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়। ভক্ত-সঙ্গে সংকীর্তন করেন সদায়॥ ২
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্তন। প্রবেশিতে নারে' ভিন্ন লোক কোন জন॥ ৩
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী। ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস-শাশুড়ী॥ ৪
ঠাকুর-পণ্ডিত-আদি কেহো নাহি জানে'। ডোল মুণ্ডে দিয়া ছিলা ঘরে এক কোণে॥৫
লুকাইলে কি হয় ? অন্তরে ভাগ্য নাই। অল্প-ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই॥৬
নাচিতে নাচিতে প্রভু বোলে ঘনে-ঘন। "উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণ ?"৭
সর্বভূত-অন্তর্যামী—জানেন সকল। জানিয়াও না কহেন, করে' কুতূহল॥ ৮
পুনঃপুন নাচি বোলে "সুখ নাহি পাই। কেবা জানি লুকাইয়া আছে কোন্ ঠাঁই॥"৯
সব বাড়ী বিচার করিল জনে-জনে। শ্রীবাস চাহিল ঘর সকল আপনে॥ ১০
"ভিন্ন কেহো নাহি" বলি' করয়ে কীর্তন। পুনরায় নাচে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ ১১
আরবার রহি' বোলে "সুখ নাহি পাই। আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই॥" ১২

১২ ইহা কেবল 'জ'-পুঁথিতে পাওয়া যায়; ১৬ (৬ষ্ঠ) মুড়ি [খ, ঙ, ঞ], (৯ম—১১শ) পরম বিধানে [ঞ]; ১৯ (১ম) সর্বতত্ত্ব- [ছ]; ২২ (৭ম, ৮ম) উল্লাসে নাচয়ে [ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], উল্লাস না বাড়ে [খ]।

মহাত্রাসে চিন্তে' সব ভাগবতগণ। "আমা'সভা' বিনা আর নাহি কোনো জন ॥ ১৩
আমরাই কোন বা করিলুঁ অপরাধ! অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ!" ১৪
আরবার ঠাকুর-পণ্ডিত ঘরে গিয়া। দেখে,—নিজ-শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া ॥ ১৫
কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুর-পণ্ডিত। যাঁ'র বাহ্য নাহি, তাঁ'র কিসের গর্বিত ॥ ১৬
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর। আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি' করিলা বাহির ॥ ১৭
কেহো নাহি জানে ইহা আপনে সে জানে। উল্লসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে ॥ ১৮
প্রভু বোলে "চিত্তে এবে বাসিয়ে উল্লাস।" হাসিয়া কীর্তন করে' পণ্ডিত-শ্রীবাস ॥১৯
মহানন্দে হইল কীর্তন-কোলাহল। হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল ॥ ২০
নৃত্য করে' গৌরসিংহ মহাকুতূহলী। ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী ॥ ২১
চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে'? সে-ই দেখে, যা'রে প্রভু দেন অধিকারে ॥২২
এইমত প্রতিদিন হরিসংকীর্তন। গৌরচন্দ্র করে', নাহি দেখে সর্বজন ॥ ২৩
আর একদিন প্রভু নাচিতে নাচিতে। না পায় উল্লাস, প্রভু চা'হে চারিভিতে ॥ ২৪
প্রভু বোলে "আজি কেনে সুখ নাহি পাই? কিবা অপরাধ হইয়াছে কা'র ঠাঁই?"২৫
স্বভাবে চৈতন্য-ভক্ত আচার্য-গোসাঞি। চৈতন্যের দাস্য বিনা মনে আর নাঞি ॥ ২৬
যখন খট্টায় উঠে প্রভু-বিশ্বম্ভর। চরণ অর্পেণ সর্ব-শিরের উপর ॥ ২৭
যখন ঠাকুর নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশে'। তখন অদ্বৈত সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥ ২৮
প্রভু বোলে, "আরে নাঢ়া, তুই মোর দাস।" তখন অদ্বৈত পায় পরম-উল্লাস ॥ ২৯
অচিন্ত্য গৌরাঙ্গ-তত্ত্ব বুঝন না যায়। সেইক্ষণে ধরে' সর্ব-বৈষ্ণবের পা'য় ॥ ৩০
দশনে ধরিয়া তৃণ করেন ক্রন্দন। "কৃষ্ণ রে! বাপ্ রে! তুমি আমার জীবন ॥" ৩১
এমত ক্রন্দন করে'—পাষাণ বিদরে'। নিরন্তর দাস্যভাবে প্রভু কেলি করে' ॥ ৩২
খণ্ডিলে ঈশ্বরভাব সভাকার স্থানে। অ-সর্বজ্ঞ-হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে ॥ ৩৩
"কিছু-নি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ? বলিহ আমারে—যেন সেইক্ষণে মরোঁ! ৩৪
কৃষ্ণ মোর প্রাণ ধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম। তোমরা আমার ভাই-বন্ধু জন্ম-জন্ম ॥ ৩৫
কৃষ্ণদাস্য বিনা মোর আর নাহি গতি। বলিহ আমারে,—পাছে হয় অন্য মতি!" ৩৬
ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্গোপন। হেন প্রাণ নাহি কা'রো—করিবে কথন ॥ ৩৭
এইমত যখন আপনে আজ্ঞা করে'। তখনে সে চরণ স্পর্শিতে কেহো পারে' ॥ ৩৮
নিরন্তর দাস্যভাব—বৈষ্ণব দেখিয়া। চরণের ধুলি লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া ॥ ৩৯

---

৬ (৫ম) ঠাকুরে [খ]; ৮ (৩য়) শ্রীকৃষ্ণ- [ঘ, জ], কৃষ্ণেরকোলাহল [ছ], (৪র্থ—৬ষ্ঠ) আনন্দিত হইলেন [খ], বিহ্বল হঞা পড়ে' [ক্বচিৎ পাঠ]; ১০ (৪র্থ) বর্ণিতে যে [চ]; ১৪ (৮ম) আন [ক]; ১৫ (৬ষ্ঠ) স্পর্শয়ে [গ]; ১৬ (৮ম, ৯ম) পায় অনন্ত উল্লাস [খ]; ১৭ (১১শ) অনন্ত- [ঞ]; ১৮ (১ম) অনন্ত [ঞ], (২য়) চৈতন্য- [গ], (৮ম) প্রভু বৈষ্ণবের [ঝ]; ২০ (১ম) হেন সে [খ, গ], (৪র্থ) প্রস্তর [খ], (৪র্থ, ৫ম) প্রভু- বিশ্বম্ভরে [গ]; ২৫ (৫ম) সঙ্কোচন [ঝ]; ২৬ (২য়) দাস্যভাবে [ক, ঙ, ঝ, ঞ]।

ইহাতে বৈষ্ণব-সব দুঃখ পায় মনে। অতএব সভারে করেন আলিঙ্গনে॥ ৪০
গুরুবুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে' নিরন্তর। এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর॥ ৪১
আপনেহ সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়। উলটিয়া আরো প্রভু ধরে' দুই-পা'য়॥ ৪২
যে-চরণ মনে চিন্তে', সে হৈল সাক্ষাতে। অদ্বৈতের ইচ্ছা—থাকে সদাই তাহাতে॥৪৩
সাক্ষাতে না পারে', প্রভু করিয়াছে রাগ। তথাপিহ চুরি করে' চরণ-পরাগ॥ ৪৪
ভাবাবেশে প্রভু যে-সময়ে মূর্ছা পায়। তখনে অদ্বৈত চরণের পাছু যায়॥ ৪৫
দণ্ডবত হঞা পড়ে চরণের তলে। পাখালে চরণ দুই-নয়নের জলে॥ ৪৬
কখনো বা মুছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে। কখনো বা ষড়ঙ্গ-বিহিত পূজা করে'॥ ৪৭
এহো কর্ম অদ্বৈত করিতে পারে' মাত্র—। প্রভু করিয়াছে যাঁ'রে মহামহাপাত্র॥ ৪৮
অতএব অদ্বৈত সভার অগ্রগণ্য। সকল বৈষ্ণব বোলে "অদ্বৈত সে ধন্য॥" ৪৯
অদ্বৈত-সিংহের এই একান্ত মহিমা। এ-রহস্য না জানয়ে দুষ্ট যত জনা॥ ৫০
একদিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে। আনন্দে অদ্বৈত তাঁ'র বুলে পাছে পাছে॥ ৫১
'হইল প্রভুর মূর্ছা।' অদ্বৈত বুঝিয়া। লেপিলা চরণ-ধূলা অঙ্গে লুকাইয়া॥ ৫২
অশেষ কৌতুক জানে' প্রভু গৌররায়। নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায়॥ ৫৩
প্রভু কহে "চিত্তে কেনে না বাসোঁ প্রকাশ। কা'র অপরাধে মোর না হয় উল্লাস? ৫৪
কোন্ চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি। সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি'॥৫৫
কেহো বা কি লইয়াছে মোর পদধূলি? সভে সত্য কহ,—চিন্তা নাহি, আমি বলি॥"৫৬
অন্তর্যামি-বচন শুনিয়া ভক্তগণ। ভয়ে মৌন সভে, কেহো না বোলে বচন॥ ৫৭
'বলিতে অদ্বৈত-ভয়, না বলিলে মরি'—। বুঝিয়া অদ্বৈত বোলে জোড়হাথ করি'॥৫৮
"শুন বাপ! চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়। তবে তা'র অগোচরে চুরি সে যুয়ায়॥ ৫৯
মুঞি চুরি করিয়াছোঁ, মোর ক্ষম' দোষ। আর না করিমু যদি তোর অসন্তোষ॥" ৬০
অদ্বৈতের বাক্যে মহাক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত-মহিমা ক্রোধে বোলেন বিস্তর॥ ৬১
"সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার। তথাপিহ চিত্তে নাহি বাস' প্রতিকার॥ ৬২
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি। আমা' সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি॥ ৬৩
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী খ্যাতি যা'র। কা'রে তুমি নাহি কর' স্বহস্তে সংহার? ৬৪
কৃতার্থ হৈতে যে আইসে তোমা স্থানে। তাহারে সংহার কর' ধরিয়া চরণে॥ ৬৫
মথুরানিবাসী এক পরম-বৈষ্ণব। দেখিতে আইল তোমার চরণ-বৈভব॥ ৬৬

---

২ (৮ম, ৯ম) পায়েন অন্তর [ঙ], (৯ম) নিরন্তর [গ]; ৩ (১০ম) তার পা'য় [ঙ]; ৪ (৯ম) চিত্ত [ক,গ]; ৮ (১০ম) সেবা [জ]; ১১ (৯ম, ১০ম) পাপী জনা [খ [, পাপী দুষ্ট [ঙ]; ১২(৮ম) নাচে [ঘ]; ১৩(৫ম) জানিয়া [খ, জ], (৮ম) প্রভুরে [চ]; ১৫ (৬ষ্ঠ) পাঙ [ক, খ, ঙ]; ১৮ (৪র্থ—৭ম) সভে মৌন করি রহে [ক, গ]; ২২ (৫ম—৮ম) "সক্রোধ হইয়া প্রভু বোলেন উত্তর॥" [গ]; ২৫(৪র্থ) নাম [খ], (১১শ) সর্বংশে [ঘ, ছ] শূলেতে [ঞ]।

তোমা' দেখি' কোথা সে পাইব বিষ্ণুভক্তি। আরো সংহারিলে তা'র চিরন্তন-শক্তি ॥৬৭
লইয়া চরণধূলি তা'রে কৈলা ক্ষয়। সংহার করিতে তুমি পরম-নির্দয় ॥ ৬৮
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ। সকল তোমারে কৃষ্ণ দিলা উপভোগ ॥ ৬৯
তথাপিহ তুমি চুরি কর' ক্ষুদ্র-স্থানে। ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস' মনে ॥ ৭০
মহা-ডাকাইত তুমি চোরে মহা-চোর। তুমি সে করিলা চুরি প্রেম-সুখ মোর ॥" ৭১
এইমত ছলে কহে সুসত্য বচন। শুনিঞা আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ ॥ ৭২
"তুমি সে করিলা চুরি, আমি কী না পারি'। হের দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি ॥"৭৩
এত বলি' অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া। লুঠয়ে চরণধূলি হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৭৪
মহাবলী গৌরসিংহ, অদ্বৈত না পারে'। অদ্বৈত-চরণ প্রভু ঘষে' নিজ-শিরে ॥ ৭৫
চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বোলে। "হের, দেখ চোর বান্ধিলাঙ নিজ-কোলে ৭৬
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার। বারেকে গৃহস্থ সর্ব করয়ে উদ্ধার ॥" ৭৭
অদ্বৈত বোলয়ে "সত্য কহিলা আপনি। তুমি যে গৃহস্থ—আমি কিছুই না জানি ॥ ৭৮
প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ—সকল তোমার। কে রাখিব তুমি, প্রভু! করিলে সংহার ॥৭৯
হরিষের দাতা তুমি, তুমি দেহ তাপ। তুমি সংহারিলে বা রাখিব কা'র বাপ্ ॥ ৮০
নারদাদি যায়, প্রভু! দ্বারকা-নগরে। তোমার চরণ-ধন দেখিবার তরে ॥ ৮১
তুমি তাঁ'সভার লহ চরণের ধূলি। সে-সব কী করে', প্রভু! সেই আমি বলি ॥ ৮২
আপনার সেবক আপনে যবে খাও। কি করিব সেবকে, আপনে ভাবি' চাও ॥৮৩
কি দায় চরণধূলি, সেহ রহু পাছে। কাটিলেহ, তোমার শাস্তা কোন্ জন আছে? ৮৪
তবে যে এমত কর'—নহে ঠাকুরালী। আমার সংহার হয়, তুমি কুতুহলী ॥ ৮৫
তোমার এ দেহ, তুমি রাখ বা সংহার'। যে তোমার ইচ্ছা, প্রভু! তাই তুমি কর' ॥"৮৬
বিশ্বম্ভর বোলে "তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী। এতেকে তোমার চরণের সেবা করি ॥ ৮৭
তোমার চরণধূলি সর্বাঙ্গে লেপিলে। ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেমরস-জলে ॥ ৮৮
বিনে তুমি দিলে ভক্তি, কেহো নাহি পায়। 'তোমার সে আমি'—হেন জান' সবর্থায় ॥৮৯
'তুমি আমা' যথা বেচ, তথাই বিকাই'। এই সত্য কহিলাঙ তোমার এই ঠাঁই ॥" ৯০
অদ্বৈতের প্রতি দেখি' কৃপার বৈভব। অপূর্ব চিন্তয়ে মনে সকল বৈষ্ণব ॥ ৯১
সত্য সে সেবিলা প্রভু, এ-মহাপুরুষে। কোটিমোক্ষ তুল্য নহে এ কৃপায় লেশে ॥ ৯২
কদাচিত এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়। যাহা করে' অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ৯৩

৫ (৯ম) -ভক্তি [খ]; ১০ (১০ম) -বলে [ঘ, ছ]; ১২ (৪র্থ) করিলে [ক]; ১৪ (৪র্থ) মোরে [খ], (৮ম, ৯ম) শাস্তি করিলে [খ, গ, ঙ, চ, ঞ]; ১৮ (৭ম) কাটিতে [খ, ঘ, ঙ, জ, ঞ], (৯ম) আজ্ঞা [ঞ]; ১৯ (৭ম) আমারে, (৯ম, ১০ম) তুমি হই' [ছ]; ২০ (১ম) আমার [ছ], (৪র্থ) প্রভু [ক, গ]; ২২ (৭ম) -প্রেমানন্দ- [জ]; ২৩ (১২শ,১৩শ) জানিহ সদায় [ক,খ,গ]; ২৬(৩য়) বলিলা [ঘ, জ], কহিল [ছ], (৬ষ্ঠ) কোটি কোটি মোক্ষ [জ]।

আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন-ভক্ত-সঙ্গে। এ ভক্তের পদধূলি লই সর্ব-অঙ্গে॥" ৯৪
হেন 'ভক্ত' অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে। পাপি-সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম-দোষে॥ ৯৫
সে-কালে যে হৈল কথা, সে-ই সত্য হয়। না মানে' বৈষ্ণব-বাক্য, সে-ই যায় ক্ষয়॥৯৬
'হরিবোল' বলি' উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর। চতুর্দিগে বেঢ়ি' সব গায় অনুচর॥ ৯৭
অদ্বৈত-আচার্য মহা-আনন্দে বিহ্বল। মহামত্ত হঞা নাচে পাসরি' সকল॥ ৯৮
তর্জে গর্জে আচার্য দাড়িতে দিয়া হাথ। ভ্রূকুটী করিয়া নাচে শান্তিপুর-নাথ॥ ৯৯
"জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।" অহর্নিশ গায় সভে হঞা কুতূহলী॥ ১০০
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম-বিহ্বল। তথাপি চৈতন্য-নৃত্যে পরম কুশল॥ ১০১
সাবধানে চতুর্দিগে দুই হস্ত মেলি'। পড়িতে চৈতন্য, ধরি' রহেঁ মহাবলী॥ ১০২
অশেষ আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায়। তাহা বর্ণিবার শক্তি কোন্ বা জিহ্বায়? ১০৩
সরস্বতী-সহিতে আপনে বলরাম। সেই সে ঠাকুর গায় পূরি' মনস্কাম॥ ১০৪
ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা পায়, ক্ষণে ক্ষণে কম্প। ক্ষণে তৃণ লয় করে, ক্ষণে মহা-দম্ভ॥ ১০৫
ক্ষণে হাস, ক্ষণে শ্বাস, ক্ষণে বা বিবশ। এইমত প্রভুর ভাবের পরকাশ॥ ১০৬
বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষেণে বৈসে। মহা-অট্ট-অট্ট করি' মাঝে প্রভু হাসে'॥ ১০৭
ভাগ্য-অনুরূপ কৃপা করেন সভারে। ডুবিল বৈষ্ণব-সব আনন্দ-সাগরে॥ ১০৮
সম্মুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি। অনুগ্রহ করে' তানে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥ ১০৯
সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা। নবদ্বীপে বসতি—প্রভুর জন্ম যথা॥ ১১০
পরম স্বধর্মপর, পরম সুশান্ত। চিনিতে না পারে' কেহো, পরম-মহান্ত॥ ১১১
নবদ্বীপে ঘরে-ঘরে ঝুলি লঞা কান্ধে। ভিক্ষা করে', অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে॥১১২
'ভিখারী' করিয়া জ্ঞান, লোকে নাহি চিনে। দরিদ্রের অবধি—করয়ে ভিক্ষাটনে॥১১৩
ভিক্ষা করি' দিবসে যে-কিছু বিপ্র পায়। কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' তাহা শেষে খায়॥১১৪
কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে দারিদ্র নাহি জানে'। বলিয়া বেড়ায় 'কৃষ্ণ' সকল-ভবনে॥ ১১৫
চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে'? যখনে চৈতন্য অনুগ্রহ করে' যা'রে॥ ১১৬
পূর্বে যেন আছিলা সুদাম বিপ্রবর। সেইমত শুক্লাম্বর বিষ্ণুভক্তিধর॥ ১১৭
সেইমত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর। যে রহে প্রভুর নৃত্যে বাড়ীর ভিতর॥ ১১৮

---

১ (১ম —৩য়) আমা'সভাকার ভাগ্য হৈল [চ]; ২ (৯ম) -দৈব- [খ]; ৮ (২য়)আনন্দ- [ক], (৫ম) সকল [চ]; ১০ (১ম) সে সব [ছ], (২য়) বিশেষে [ক, গ]; ১২ (৯ম—১১শ) দন্তে তৃণ লয় [ছ]; ১৩ (৭ম) বিরস [ক, গ, ঘ, চ, ছ, ঞ] বিবাস [খ, ঝ], (৯ম—১১শ) হয় প্রভুর শরীরে প্রকাশ [ছ], (১০ম) আবেশ [ঞ];১৭ (৯ম) বাড়ী [গ]; ১৮ (২য়) ধার্মিক তিঁহো [ক, গ], ধার্মিকপর [ঘ, ছ], স্বধর্মে রত [ঞ], (৯ম) তেঁহো যে মহান্ত [ঙ]; ১৯ (৭ম—১০ম) করি কৃষ্ণ বুলি অনুক্ষণ [খ]; ২০ (৪র্থ) কেহো [খ]; ২১ (১০ম—১২শ) তবে শেষ পায় [ঝ]; ২৩ (৬ষ্ঠ) বিনা সে [কচিৎ পাঠ]; ২৪ (৪র্থ, ৫ম) দরিদ্র দামোদর [ক, খ, গ' ঘ, ঙ, জ, ঝ ঞ], (৮ম) বিষ্ণু-শক্তিধর [ঘ, জ]; ২৫ (২য়, ৩য়) কৃপা তানে কৈল [ছ], (৭ম) চৈতন্য- [খ, ঙ, চ, ঞ]।

ঝুলি কান্ধে লঞা বিপ্র নাচে মহারঙ্গে। দেখি' হাসে প্রভু সব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥১১৯
বসিয়া আছেন প্রভু ঈশ্বর-আবেশে। ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে ॥ ১২০
শুক্লাম্বরে দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়। 'আইস আইস' বলি' বোলয়ে সদয় ॥ ১২১
"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম-জন্ম। আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষুধর্ম ॥ ১২২
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই। তুমি না দিলেও আমি বল করি' খাই ॥ ১২৩
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি' খাইলুঁ তোর। পাসরিলা—কমলা ধরিলা হস্ত মোর?"১২৪
এত বলি' হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর। মুষ্টি-মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর ॥ ১২৫
শুক্লাম্বর বোলে, "প্রভু! কৈলা সর্বনাশ। এ-তণ্ডুলে খুদ-কণ বিস্তর প্রকাশ ॥" ১২৬
প্রভু বোলে, "তোর খুদ-কণ মুঞি খাঙ। অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঙ ॥" ১২৭
স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন। চিবায় তণ্ডুল, কে করিব নিবারণ? ১২৮
প্রভুর কারুণ্য দেখি' সর্বভক্তগণ। শিরে হাথ দিয়া সভে করেন ক্রন্দন ॥ ১২৯
না জানি কে কোন্ দিগে পড়য়ে কান্দিয়া। সভেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া ॥১৩০
উঠিল পরমানন্দ—কৃষ্ণের কীর্তন। শিশু-বৃদ্ধ-আদি করি' কান্দে সর্বজন ॥ ১৩১
দন্তে তৃণ করে' কেহো, কেহো নমস্করে'। কেহো বোলে, "প্রভু! কভু না ছাড়িবা মোরে॥"
গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর। তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥ ১৩৩
প্রভু বোলে, "শুন শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি! তোমার হৃদয়ে আমি সর্বথা বিহরি ॥ ১৩৪
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন। তুমি ভিক্ষায় চলিলে মোর পর্যটন ॥ ১৩৫
প্রেমভক্তি বিলাইতে মোর অবতার। জন্ম-জন্ম তুমি প্রেম-সেবক আমার ॥ ১৩৬
তোমারে দিলাঙ আমি প্রেমভক্তি-দান। নিশ্চয় জানিহ 'প্রেমভক্তি' মোর প্রাণ ॥"১৩৭
শুক্লাম্বরে বর শুনি' বৈষ্ণব-মণ্ডলে। জয়-জয়-হরিধ্বনি করিলা সকলে ॥ ১৩৮
কমলানাথের ভৃত্য ঘরে-ঘরে মাগে'। এ-রসের মর্ম জানে' কোনো মহাভাগে ॥ ১৩৯
দশ-ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়। লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায় ॥ ১৪০
মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি। বেদরূপে আপনে বলিলা গুণনিধি ॥ ১৪১
বিনি সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে'। সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে ॥ ১৪২

---

১ (৩য়) করি' [ঙ], (৩য়, ৪র্থ) শুক্লাম্বর [ঞ], (৪র্থ—৬ষ্ঠ) হরি বলি নাচে রঙ্গে [চ]; ২ (৪র্থ)আনন্দ- [খ], বৈষ্ণব- [গ], (৮ম—১০ম) নাচয়ে হরিষে [গ, ছ, জ]; ৩ (৭ম) করি [খ,ঙ,জ], প্রভূ [চ], করি প্রভু [গ, ঞ]; ৪(১০ম) ভিক্ষুকর্ম [ঙ]; ৫(৬ষ্ঠ—১২শ) "তুমি নাঞি দিলে বল আমি কতি খাই ?" [গ]; ৮(৮ম) বহুত [খ,ঙ, ঞ]; ৯ (৪র্থ, ৫ম) খুদ মুঞি কাড়ি [ছ]; ১১ (৫ম—১০ম) "শিশু-বৃদ্ধ-আদি করি কান্দে সর্বজন [খ]; ১৩ (৪র্থ) ক্রন্দন [ক, গ, ঙ, চ, জ, ঞ], (৫ম—৭ম) বৃদ্ধ-যুবা-আদি করি' [ঞ]; ১৪ (৯ম) কৃষ্ণ [ঞ], (১০ম—১২শ) না ছাড়িবা কৃপা [ঙ], (১২শ) ছাড়িহ [গ]; ১৫ (৭ম) প্রভু [খ]; ১৬ (৬ষ্ঠ) শরীরে [ক, গ], (৮ম) সর্বদা [খ, ঙ, ঞ]; ১৯ (৪র্থ) -জ্ঞান [খ], ভক্তিধর্ম-দান [ঘ]; ২০ (১ম, ২য়) শুক্লাম্বর-কৃপা [ঘ, ছ], প্রভুর বচন [গ], (৭ম) মঙ্গল [ক]; ২৩ (৬ষ্ঠ) বেদমুখে [ক, চ]।

শুক্লাম্বর-তণ্ডুল—তাহার পরমাণ। অতএব সকল বিধির 'ভক্তি' প্রাণ ॥ ১৪৩
যত বিধি-প্রতিষেধ—সভে ভক্তি-দাস। ইহাতে যাহার দুঃখ তা'র বুদ্ধিনাশ ॥ ১৪৪
'ভক্তি—সর্ব বিধিমুল' কহিলা বেদব্যাস। সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ ॥ ১৪৫
মুদ্রা নাহি করে' বিপ্র, না দিল আপনে। তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইলা যতনে ॥ ১৪৭
বিষয়মদান্ধ-সব এ-মর্ম না জানে'। বিদ্যা-কুল-ধন-মদে বৈষ্ণবে না চিনে ॥ ১৪৭
দেখি' মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে। তা'র পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে' ॥ ১৪৮

তথা হি (ভা০ ৪।৩১।২১)—

"ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং, হরিরধনাত্মধন প্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্মণাং মদৈর্যে, বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥ ১৪৯

'অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ' সর্ববেদে গায়। সাক্ষাত গৌরাঙ্গ এই সভারে দেখায় ॥ ১৫০
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন যেই শুনে। সেই প্রেমভক্তি পায় চৈতন্য-চরণে ॥ ১৫১
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৫২

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজনং
নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

---

২ (৮ম) সেই [ক, ঘ], (৯ম) যায় নাশ [ঞ]; ৩ (২য়) বিধিমূলরূপ [ক, ঘ, ঙ, ছ, জ], বিধিশূন্য [খ], বিধি-মূল [ঝ, ঞ]; ৫ (৫ম) সুত-ধন-কুল- [ক, গ—ঞ]; ৬(৫ম) বৈষ্ণবেরে [ঞ], (৯ম)ব্যর্থ [ক], বৃত্তি [ক্বচিৎ পাঠ], (৯ম—১২শ) কৃষ্ণ কভু ভাল নাহি [চ]; ১০ (৮ম) তাহারে [খ—ঞ]; ১১ (৪র্থ) তার [খ], (৬ষ্ঠ) হয় [খ]; ১২ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- (২য়, ৩য়) জান [ঘ, চ, জ, ঝ, ঞ]। (১ম-চন্দ্র-জ)

পঞ্চদশ অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড। যে-কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ২
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। গূঢ়রূপে সংকীর্তন করে' নিরন্তর ॥ ৩
যখন করেন প্রভু নগর-ভ্রমণ। সর্বলোক দেখে—যেন সাক্ষাত মদন ॥ ৪
ব্যবহারে দেখি প্রভু—যেন দম্ভময়। বিদ্যাবল দেখিয়া পাষণ্ডী করে' ভয় ॥ ৫
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান। ভট্টাচার্য-প্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান ॥ ৬
নগর-ভ্রমণ করে' প্রভু নিজ-রঙ্গে। গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক-সব সঙ্গে ॥ ৭
পাষণ্ডি-সকল বোলে, "নিমাঞিপণ্ডিত! তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত ॥ ৮
লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্তন। দেখিতে না পায় লোক, শাপে' অনুক্ষণ ॥ ৯
মিথ্যা নহে, লোক-বাক্য সম্প্রতি ফলিল। সুহৃদ্‌জ্ঞানে সে কথা তোমারে কহিল ॥"১০
প্রভু বোলে, "অস্তু অস্তু এ-সব বচন। মোর ইচ্ছা আছে—করো রাজ-দরশন ॥ ১১
পঢ়িলুঁ সকল শাস্ত্র অলপ-বয়সে। শিশু-জ্ঞান করি' মোরে কেহো না জিজ্ঞাসে' ॥ ১২
মোরে খোঁজে—হেন জন কোথাও না পাঙ। যে বা জন মোরে খোজে—মুঞি ইহা চাঙ ॥"
পাষণ্ডী বোলয়ে, "রাজা চাহিব কীর্তন। না করে' পাণ্ডিত্য-চর্চা রাজা সে যবন ॥"১৪
তৃণ-জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে'। আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে ॥ ১৫
প্রভু বোলে, "হৈল আজি পাষণ্ডি-সম্ভাষ। সংকীর্তন কর' সব দুঃখ যাউ নাশ ॥"১৬
নৃত্য করে' মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। চতুর্দিগে বেঢ়ি' গায় সব অনুচর ॥ ১৭
রহিয়া রহিয়া বোলে, "অরে ভাই-সব! আজি কেনে নহে মোর প্রেম-অনুভব ॥১৮
নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ। এই বা কারণে নহে প্রেমের প্রকাশ? ১৯
তোমা'সভা'স্থানে কিবা হৈল অবজান। অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ ॥" ২০
মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রূকুটী করি' নাচে। "কেমতে হইব প্রেম? নাঢ়া শুষিয়াছে! ২১
মুঞি নাহি পাঙ প্রেম, না পায় শ্রীবাস। আমা' সভে ছাড়ি' কর' প্রেমের বিলাস ॥২২
অবধূত তোমার প্রেমের হৈল দাস। আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত-শ্রীবাস ॥ ২৩
আমি-সব নহিলাঙ প্রেম-অধিকারী। অবধূত আজি আসি' হইলা ভাণ্ডারী ॥ ২৪
যদি মোরে প্রেমযোগ না দেহ' গোসাঞি! শুষিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাঞি ॥"২৫

১—এই পংক্তি কেবল জ-পুঁথিতে আছে; ৫ (১ম, ২য়) ব্যবহারী দেখে [ক্বচিৎ পাঠ], (৭ম—৯ম) দেখি পাষণ্ডীও পায় [ক্বচিৎ পাঠ]; ৬ (২য়, ৩য়) যে বিদ্যা-রসের [খ]; ১৯ (৯ম, ১০ম) প্রেম-পরকাশ [খ, ঙ, ঞ]; ২০ (৪র্থ) অপমান [খ, গ, ঙ]; ২১ (৭ম) বাড়ব [গ]; (১০ম) সঙ্গে আছে [ক]; ২২ (৮ম, ৯ম) তেলিমালিসনে [খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ] (১১শ) প্রকাশ [চ]; ২৪ (৬ষ্ঠ, ৭ম) হৈল প্রেমের [ছ]; ২৫ (৩য়) প্রেমধন [ক]।

চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য-গোসাঞি। কি বোলয়ে, কি করয়ে, কিছু স্মৃতি নাঞি ॥২৬
সর্বমতে কৃষ্ণ ভক্ত-মহিমা বাঢ়ায়। ভক্তজনে যথা বেচে, তথাই বিকায় ॥ ২৭
যে ভক্তি-প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে'। সে এ-বাক্য বলিবেক, কি বিচিত্র তা'রে ?২৮
নানারূপে ভক্তে বাঢ়ায়েন গৌরচন্দ্র। কে বুঝিতে পারে' তান অনুগ্রহ-দণ্ড ॥ ২৯
ঠাকুর বিষাদে' না পাইয়া প্রেম-সুখে। হাথে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুকে ॥ ৩০
অদ্বৈতের বাক্য শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর। তানে আর কিছু না করিলা প্রত্যুত্তর ॥ ৩১
সেইমতে রড় দিলা ঘুচাইয়া দ্বার। পাছে ধায় নিত্যানন্দ-হরিদাস তাঁ'র ॥ ৩২
"প্রেমশূন্য এ শরীর থুঞা কিবা কায ?" চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ ॥ ৩৩
ঝাঁপ্ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গামাঝে। নিত্যানন্দ-হরিদাস ঝাঁপ্ দিলা পাছে ॥ ৩৪
আথেব্যথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে। চরণ চাপিয়া ধরে' প্রভু-হরিদাসে ॥ ৩৫
দুইজনে ধরিয়া তুলিলা লঞা তীরে। প্রভু বোলে, "তোমরা বা ধরিলা কিসেরে ? ৩৬
কি কাযে রাখিমু প্রেমরহিত জীবন। কিসেরে বা তোমরা ধরিলা দুইজন ?" ৩৭
দুইজনে মহাকম্প—আজি কিবা ফলে'। নিত্যানন্দ-দিগে চাহি' গৌরচন্দ্র বোলে ॥৩৮
"তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশভারে ?" নিত্যানন্দ বোলে, "কেনে যাও মরিবারে ?"৩৯
প্রভু বোলে, "জানি তুমি পরম-বিহ্বল।" নিত্যানন্দ বোলে, "প্রভু ! ক্ষমহ সকল ॥ ৪০
যা'র শাস্তি করিবারে পার' সর্বমতে। তা'র লাগি' চল নিজ শরীর এড়িতে ? ৪১
অভিমানে সেবকে বা বলিল বচন। প্রভু তাহে লয় কিবা ভৃত্যের জীবন ?" ৪২
প্রেমময় নিত্যানন্দ, বহে প্রেমজল। যাঁ'র প্রাণ ধন বন্ধু—চৈতন্য সকল ॥ ৪৩
প্রভু বোলে, "শুন নিত্যানন্দ ! হরিদাস ! কা'রো স্থানে পাছে কর' আমার প্রকাশ ॥৪৪
'আমা' না দেখিলা' বলি' বলিবা বচন। আমার আদেশে এই কহিবা কথন ॥ ৪৫
মুঞি আজি সংগোপে থাকিমু এক ঠাঞি। কা'রে পাছে কহ, তবে মোর দোষ নাঞি ॥"
এত বলি' প্রভু নন্দনের ঘরে যায়। এ দুই সঙ্গোপ কৈলা প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ৪৭
ভক্ত-সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ। দুঃখময় হৈল সব শ্রীকৃষ্ণ আবেশ ॥ ৪৮
পরম-বিরহে সভে করেন ক্রন্দন। কেহো কিছু না বোলয়ে, পোড়ে' সর্ব-মন ॥ ৪৯
সভার উপর যেন হৈল বজ্রাঘাত। মহা-অপরাদ্ধ হৈলা শান্তিপুর-নাথ ॥ ৫০

---

১ (৬ষ্ঠ, ৭ম) করয়ে না [গ]; ২ (২য়)-ভক্তি- [চ, ছ, জ, ঝ]; ৪ (১ম, ২য়) ঠাকুর-বিষাদ [ঘ, চ জ, ঝ], (২য়) বিশেষ [ক, গ]; ৫ (৬ষ্ঠ—১১শ) "ক্রোধে আর প্রভু নাহি করেন উত্তর ॥" [খ]; ১০ (৫ম, ৬ষ্ঠ) চরণ-যুগল [ঞ]; ১১ (২য়—৪র্থ) তুলিয়া আনিলা প্রভু [খ], (৯ম—১১শ) ধরিলে কেনে মোরে [গ]; ১২ (৪র্থ) প্রেমবিহীন [ক, গ]; ১৫ (৯ম) শিখাহ [ক]; ১৬ (১১শ) ছাড়িতে [ছ]; ১৭ (৭ম—১০ম) তাহা লাগি' ছাড় আপন [ক], (১০ম) ভক্তের [ঙ]; ১৯ (৯ম) কহ [ক, গ]; ২০ (৪র্থ) করি [খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ], (১০ম, ১১শ) করিবা পালন [খ, ছ, ঞ]; ২৩ (৯ম) কৃষ্ণের আবেশ [ঘ, ছ]; ২৪ (১০ম) সর্ব-জন [ঙ]; ২৫ (২য়) মাথায় [ছ], (৫ম) বজ্র-পাত [খ, ঘ, ঙ, জ, ঞ], (৬ষ্ঠ) অপরুদ্ধ [ঝ, ঞ]।

অপরাদ্ধ হঞা প্রভু প্রভুর বিরহে। উপবাস করি' থাকিলেন গিয়া গৃহে ॥ ৫১
সভেই চলিলা ঘরে শোকাকুল হঞা। গৌরাঙ্গ-চরণ-ধন হৃদয়ে বান্ধিঞা ॥ ৫২
ঠাকুর আইলা নন্দর-আচার্যের ঘরে। বসিলা আসিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে ॥ ৫৩
নন্দন সে দেখি' গৃহে পরম-মঙ্গল। দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ভূমিতল ॥ ৫৪
সত্বরে দিলেন আনি' নূতন বসন। তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ৫৫
প্রসাদ, চন্দন, মালা, দিব্য অর্ঘ্য, গন্ধ। চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ॥ ৫৬
কর্পূর-তাম্বূল আনি' দিলেন সম্মুখে। ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ-সুখে ॥ ৫৭
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন-সেবায়। সুকৃতি নন্দন বসি' তাম্বূল যোগায় ॥ ৫৮
প্রভু বোলে, "মোর বাক্য শুনহ নন্দন! আজি তুমি আমারে করিবা সঙ্গোপন ॥"৫৯
নন্দন বোলয়ে, "প্রভু! এ বড় দুষ্কর। কোথা লুকাইবা তুমি সংসার-ভিতর? ৬০
হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে। বিদিত করিল তোমা' ভক্ত তথা হৈতে ॥ ৬১
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধু-মাঝে। সে কেমনে লুকাইব বৈষ্ণব-সমাজে?" ৬২
নন্দন-আচার্য-বাক্য শুনি' প্রভু হাসে'। বঞ্চিলেন নিশি প্রভু নন্দনের বাসে ॥ ৬৩
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ-কথারঙ্গে। সর্বরাত্রি গোঙাইলা ঠাকুরের সঙ্গে ॥ ৬৪
ক্ষণ-প্রায় গেল নিশা কৃষ্ণকথা-রসে। প্রভু দেখে—দিবস হইল পরকাশে ॥ ৬৫
অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর। শেষে অনুগ্রহ মনে বাড়িল প্রচুর ॥ ৬৬
আজ্ঞা কৈলা প্রভু নন্দন-আচার্যে চাহিয়া। "একেশ্বর শ্রীবাসপণ্ডিতে আন' গিয়া ॥"৬৭
সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে। আইলা শ্রীবাসে লঞা প্রভু যেইখানে ॥ ৬৮
প্রভু দেখি ঠাকুর-পণ্ডিত কান্দে প্রেমে। প্রভু বোলে, "চিন্তা কিছু না করিহ মনে ॥"৬৯
সদয় হৈয়া প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে। "আচার্যের বার্তা কহ, আছেন কেমনে?" ৭০
"আরো বার্তা লহ?" বোলে পণ্ডিত-শ্রীবাস। "আচার্যের কালি, প্রভু! হৈল উপবাস ॥ ৭১
আছিবারে আছে, প্রভু! সবে দেহ-মাত্র। কি বলিমু আমরা—তোমার প্রেমপাত্র ॥৭২
অন্য জন কহিলে কি আমরাই সহি? তোমার সে সভেই জীবন, প্রভু! বহি' ॥ ৭৩
তোমা' বিনা কালি, প্রভু! সভার জীবন। মহাশোচ্য বাসিলাঙ—আছে কি কারণ?৭৪

---

১ (৪র্থ) রহিলা [গ], (৯ম) নিজ [গ, ঘ, ছ, জ]; ২ (৩য়) অতি [ক], (৮ম) করিয়া [খ], ধরিয়া [ঙ]; ৫ (৬ষ্ঠ) ভিজা- [ঞ]; ৬ (৫ম, ৬ষ্ঠ) অঙ্গ-গন্ধ [ঘ, ছ, জ]; ৭ (১ম) অপূর্ব- [ঙ], (২য়) -আদি [ঘ], (৪র্থ) শ্রীমুখে [খ, গ, চ, জ, ঞ], (৯ম) মহা- [ঘ, ছ]; ১২ (৮ম) বাহির-সমাজে [ক, গ,—চ, ছ—ঞ], ভক্তজন-কাছে [খ]; ১৩ (৬ষ্ঠ, ৭ম) তথা নিশি [ঞ], (৮ম, ৯ম) নন্দন-সম্ভাষে [খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৫ (১ম) দণ্ড- [ছ]; ১৭ (৭ম—৯ম) শ্রীবাসেরে আনহ ডাকিয়া [ক]; ১৮ (৪র্থ, ৫ম) শ্রীবাস-ভবনে [খ]; ১৯ (৩য়) শ্রীবাস- [খ], ২০ (৩য়) তাঁরে [ঞ]; ২১ (২য়, ৩য়) কি বোলিব [ক]; ২২ "আসিবার তরে আছে তারা সবে মাত্র। দরশন দিয়া তারে করহ কৃতার্থ ॥" [ঞ]; ২৩ (৩য়) হইলে [ক, খ, গ, ঙ, চ, ঝ, ঞ], (৫ম) আমরা তা [ঘ, ছ], (১২শ) কহি [ক, গ]।

যেন দণ্ড করিলা বচন অনুরূপ। এখন আসিয়া হও প্রসাদ-সুমুখ ॥” ৭৫
শ্রীবাসের বচন শুনিয়া কৃপাময়। চলিলা আচার্য-প্রতি হইয়া সদয় ॥ ৭৬
মূর্ছাগত আসি’ প্রভু দেখে আচার্যেরে। মহা-অপরাধী-হেন মানে’ আপনারে ॥ ৭৭
প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলে অহঙ্কারে। পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহভারে ॥ ৭৮
দেখিয়া সদয় প্রভু বোলয়ে উত্তর। “উঠহ আচার্য! হের—আমি বিশ্বম্ভর ॥” ৭৯
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বোলে বচন। প্রেমযোগে মনে চিন্তে’ প্রভুর চরণ ॥ ৮০
আরবার বোলে প্রভু, “উঠহ আচার্য! চিন্তা নাহি, উঠি’ কর আপনার কার্য ॥” ৮১
অদ্বৈত বোলয়ে, “প্রভু! করাইলা কার্য যত কিছু বোল মোরে, সব, প্রভু! বাহ্য ॥ ৮২
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি। অহঙ্কার দিয়া মোরে করাও দুর্গতি ॥ ৮৩
সভাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্যভাব। আমারে দিয়াছ, প্রভু! যত কিছু রাগ ॥ ৮৪
লওয়াও আপনে দণ্ড, করাহ আপনে। মুখে এক বোল তুমি, কর’ আর মনে ॥ ৮৫
প্রাণ, দেহ, ধন, মন—সব তুমি মোর। তবে মোরে দুঃখ দেহ’—ঠাকুরালী তোর ॥ ৮৬
হেন কর’ প্রভু! মোরে দাস্যভাব দিয়া। চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া ॥” ৮৭
শুনিয়া অদ্বৈত বাক্য প্রভু বিশ্বম্ভর। অকৈতবে কহে সর্ব-বৈষ্ণব-ভিতর ॥ ৮৮
“শুন শুন আচার্য! তোমারে তত্ত্ব কই। ব্যবহার-দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই ॥ ৮৯
রাজ-পাত্র রাজ-স্থানে চলয়ে যখনে। দুয়ারী প্রহরী সব করে’ নিবেদনে ॥ ৯০
মহাপাত্র যদি গোচরিয়া রাজ স্থানে। জীব্য লঞা দিলে রহে গোষ্ঠীর জীবনে ॥ ৯১
যে-মহাপাত্রের স্থানে করে’ নিবেদনে। রাজ-আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জনে ॥ ৯২
সব রাজ্যভার দেয় যে মহাপাত্রেরে। অপরাধে শোচ্য-হাথে তা’রে শাস্তি করে’ ॥ ৯৩
এইমত কৃষ্ণ মহারাজরাজেশ্বর। কর্তা হর্তা, ব্রহ্মা শিব—যাঁহার কিঙ্কর ॥ ৯৪
সৃষ্টি-আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি। শাস্তি করিতেও কেহো না করে’ দ্বিরুক্তি ॥৯৫
রমা-আদি ভবাদিহ কৃষ্ণ-দণ্ড পায়। দোষো প্রভু সেবকের ক্ষময়ে সদায় ॥ ৯৬
অপরাধ দেখি’ কৃষ্ণ যা’র শাস্তি করে’। জন্ম-জন্ম দাস সেই—বলিলুঁ তোমারে ॥ ৯৭
উঠিয়া করহ স্নান, কর’ আরাধন। নাহিক তোমার চিন্তা, করহ ভোজন ॥” ৯৮
প্রভুর বচন শুনি’ অদ্বৈত উল্লাস। দাসের শুনিয়া দণ্ড, বড় হৈল হাস ॥ ৯৯

---

১ (৬ষ্ঠ) হাসিয়া [ক, গ], (৮ম) প্রসন্ন- শ্রীমুখ [খ, গ]; ২ (৫ম—৮ম) “সত্বরে চলিয়া গেলা অদ্বৈত-আলয় ॥” [খ]; ৩ (৫ম) অদ্বৈতেরে [ক, খ], (৬ষ্ঠ) -করি [ঘ, ছ], -যেন [ঙ]; ৪ (২য়) পাইয়া [ছ], (৪র্থ) বল [ঘ, জ], বলী [ঙ], বলিলা [চ], বলে [ছ], (৫ম) হুঙ্কারে [চ]; ৬ (১ম) কান্দয়ে [খ]; ৭ (৭ম, ৮ম) না করিহ [ঙ]; ৮ (৪র্থ) সব হৈল [গ]; ৯ (৪র্থ) বলহ [ঘ, ছ], (১০ম) কুগতি [জ]; ১১ (৪র্থ) করহ [ঘ, ছ, ঞ], (৯ম) প্রভু [খ]; ১৩ (৩য়, ৪র্থ) মহাপ্রভু [ক, গ]; ১৪ (৩য়, ৪র্থ) শ্রীগৌরসুন্দর [ঞ], (৫ম) অদ্বৈতেরে [ঘ, ছ, জ], (৭ম) -গোচর [গ, ঞ]; ১৫ (৪র্থ) তোমার [ক]; ১৬ (৫ম, ৬ষ্ঠ) দ্বারী প্রহরীরা [ক, খ, ঘ, ঙ, ঞ) ১৯(৭ম) সেব্য- [খ, গ, ঞ]; ২১(৭ম—৯ম) তারে নাহিক [খ]; ২২(৮ম) খণ্ডয়ে [ছ]; ২৪(৫ম)অবধান [ক,গ,ছ] ।

"এখন সে বলি প্রভু ! তোর ঠাকুরালি।" নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালি ॥ ১০০
প্রভুর আশ্বাস শুনি' আনন্দে বিহ্বল। পাসরিলা পূর্ব যত বিরহ সকল ॥ ১০১
সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম-আনন্দ। তখন হাসয়ে হরিদাস-নিত্যানন্দ ॥ ১০২
এ সব পরমানন্দ-লীলাকথা-রসে। কেহো কেহো বঞ্চিত হইল দৈবদোষে ॥ ১০৩
চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-রায়। এ-সম্প্রতি অল্প-হেন বুঝয়ে মায়ায় ॥ ১০৪
অল্প করি' না মানিহ 'দাস'-হেন নাম। অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে' ভগবান ॥ ১০৫
আগে হয় ভক্তি, তবে সর্ব-বন্ধ-নাশ। তবে সেই হৈতে পারে' 'শ্রীকৃষ্ণের দাস' ॥ ১০৬
এই ব্যাখ্যা করে' ভাষ্যকারের সমাজে। মুক্ত-সব লীলাতনু ধরি' কৃষ্ণে ভজে ॥ ১০৭
* শ্রীস্বামি-টীকা (ভা° দী° ১০।৮৭।২১) ধৃত-শ্রীসর্বজ্ঞভাষ্যকৃদ্‌বাক্যে :—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥" ১০৮

কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণশক্তি ধরে'। অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে' ॥১০৯
হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে কোনমূর্খগণ। অল্প-হেন-জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে' অনুক্ষণ ॥ ১১০
সে-সব দুষ্কৃতি অতি—জানিহ নিশ্চয়। জাতি-বুদ্ধ্যে বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয় ॥ ১১১
'সর্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র'—ইথে দ্বিধা যা'র। তা'র ভক্তি শুদ্ধ নহে, সেই দুরাচার ॥ ১১২
গর্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণে লঞা। কেহো বোলে, "আমি রঘুনাথ ভাব' গিয়া॥" ১১৩
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ, তাহারে লইয়া। বোলায় 'বৈষ্ণব' যেন মায়ামুগ্ধ হঞা ॥ ১১৪
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যাঁ'র। চৈতন্য-দাসত্ব বিনা বল নাহি আর ॥ ১১৫
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ধরে' প্রভু-বলরাম। সেহো প্রভুদাস্য করে', কেবা হয় আন ? ১১৬
জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ-রায়। চৈতন্য-কীর্তন স্ফুরে যাহান কৃপায় ॥ ১১৭

---

৪ (৮ম) কর্মদোষে [চ]; ৫ (২য়) প্রিয়পাত্র [ক, গ, ছ], (৪র্থ) -সম্পদ [ছ, জ]; ৬ (৪র্থ) জানিহ [খ,ছ], (৫ম) হরিদাস [খ]; ৭ (৩য়) মুক্তি [খ, গ, ঞ]; ৮ (৭ম) লীলতত্ত্ব [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, ঞ]; ১১ (৬ষ্ঠ) অপরাধ [ঝ]; ১২ (১ম—৪র্থ) "কেহো কেহো মূর্খ-দোষে করয়ে নিন্দন" [ক], (৬ষ্ঠ) নিন্দা [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৩ (৬ষ্ঠ, ৭ম) যাতে সর্ব-বৈষ্ণবের [খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ; ঝ, ঞ]; ১৪ (৬ষ্ঠ—৮ম) কভু শুদ্ধ ভৃত্য [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ], কভু সে সুকৃতি [চ, ঞ], সব শুদ্ধভক্ত [গ]; ১৫ (১ম) -শূকর- [ঘ, ছ]; ১৬ (৯ম) বড় [খ, গ, ঞ]; ১৭ (৪র্থ) সেও [খ, ঙ], সেই [ছ, ঞ], (৫ম, ৬ষ্ঠ) প্রভুদাস কহে [ক, ঞ], প্রভুদাস্য কয় [গ, ঘ], দাস্যভাব কহে [ছ], কৃষ্ণদাস কহে [জ], (৬ষ্ঠ) মাগে [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৮ (৮ম) জিহ্বায় [ঘ]; ১৯ (৮ম, ৯ম) বলি আমি [ক, গ]।

---

* "যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে।" শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদকৃতা ভাবার্থদীপিকা (১০।৮৭।২১) ধৃত—নৃসিংহপূর্বতাপনী শ্রুতির (২।৫।১৬) শঙ্করভাষ্য। ১০ম পংক্তি-স্থলে বিভিন্নপাঠ—"মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা নমন্তি" (এসিয়াটিক্ সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল-সং; ১৮৭১ খৃঃ ও মহেশপাল সং ১৮৮৯ খৃঃ), "মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং পরিগৃহ্য নমন্তি" (পুণা আনন্দাশ্রম সং, ১৮৯৫ খৃঃ), "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ, ১১২ অনু,—শ্রীমৎ পুরীদাস মহাশয় সম্পাদিত সং, ১৯৫১ খৃঃ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)।

তাহান প্রসাদে হৈল শ্রীচৈতন্যে রতি। যত কিছু বলি—সব তাহান শকতি ॥ ১১৮
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ ১১৯
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১২০

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীর্তনং
নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

২ (৮ম) আমি [খ], (৯ম, ১০ম) ধরিয়ে অন্তর [ক, খ, গ, ছ]; ৩ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জ্ঞান [গ, ঘ, চ, জ, ঝ]।

ষোড়শ অধ্যায়

জয় জয় জগতমঙ্গল গৌরচন্দ্র। দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ ১
জয় জয় নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ। জয় জয় ভকতবৎসল গুণধাম ॥ ২
ভক্তগোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়। সংকীর্তন-সুখ প্রভু করেন সদায় ॥ ৪
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই! শুন একমনে। লক্ষ্মী-কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে ॥ ৫
একদিন প্রভু বলিলেন সভা'স্থানে। "আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে ॥" ৬
সদাশিব-বুদ্ধিমন্তখানেরে ডাকিয়া। বলিলেন প্রভু, "কাচ সজ্জ কর' গিয়া ॥ ৭
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার। যোগ্য যোগ্য করি' সজ্জ কর' সভাকার ॥ ৮
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ। ব্রহ্মানন্দ তাঁ'র বুড়ী—সখী সুপ্রভাত ॥ ৯
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার। কোতোয়াল হরিদাসে জাগাইতে ভার ॥ ১০
শ্রীবাস নারদ-কাচ, স্নাতক শ্রীরাম। দেউটি লইয়া হাথে বুলিব শ্রীমান্ ॥" ১১
অদ্বৈত বোলয়ে, "কে করিব পাত্র-কাচ?" প্রভু বোলে, "পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ ॥ ১২
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি। কাচ সজ্জ কর' গিয়া, নাচিবাঙ আমি ॥" ১৩
আজ্ঞা শিরে করি' সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত। গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত ॥ ১৪

৯ (৩য়) শ্রীচৈতন্য, নিত্যারন্দ- [ঙ], (৮ম) ভগবান্ [গ]; ১০ (৭ম, ৮ম) বিষ্ণুভক্তি [ঘ]; ১৬ (৪র্থ) ভাব [ক, গ], (৫ম) শিবানন্দ [কচিৎ পাঠ], (৮ম) সাথী [ক]; ১৭ (৫ম) কোটাল [গ, ঘ, চ, ছ, জ]; ১৮ (৫ম) দেউটিয়া [খ, ঙ], দিয়াটিয়া [চ, ছ], দিউড়িয়া [ঞ], (৫ম—৯ম) দিয়াড়িয়া হাড়ি মুক্রি বোলয়ে শ্রীমান্ [ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ]; ২০ (৫ম) ঝাট [ক]।

সেইক্ষণে কথিবার চান্দোয়া খাটাঞা। কাচ-সজ্জ করিলেন সুন্দর করিয়া ॥ ১৫
লইয়া সকল কাচ বুদ্ধিমন্তখান। থুইলেন লইয়া ঠাকুর বিদ্যমান ॥ ১৬
দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত-মন। সকল-বৈষ্ণব-প্রতি বলিলা বচন ॥ ১৭
"প্রকৃতি-স্বরূপে নৃত্য হইব আমার। দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়—তা'র অধিকার ॥ ১৮
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে। যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে' ॥" ১৯
'লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর'। সকল বৈষ্ণবরঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥ ২০
শেষে প্রভু কথাখানি কহিলেন দঢ়। শুনিয়া হইলা সভে বিষাদিত বড় ॥ ২১
সর্বাদ্য ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য। "আজি নৃত্য-দরশনে মোর নাহি কার্য ॥ ২২
আমি সে অজিতেন্দ্রিয়, না যাইমু তথা।" শ্রীবাস-পণ্ডিত বোলে, "মোরো ওই কথা ॥"২৩
শুনিয়া ঠাকুর বোলে ঈষত হাসিয়া। "তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া ?" ২৪
সর্বরঙ্গ-চূড়ামণি চৈতন্যগোসাঞি। পুন আজ্ঞা করিলেন, "কা'রো চিন্তা নাঞি ॥ ২৫
মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা। দেখিয়া আমারে কেহো মোহ না পাইবা ॥" ২৬
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত শ্রীবাস। সভার সংহতি মহা পাইলা উল্লাস ॥ ২৭
সর্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর। চলিলা আচার্য-চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৮
আই চলিলেন নিজ-বধূর সহিতে। লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে ॥ ২৯
যত আপ্ত-বৈষ্ণবগণের পরিবার। চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার ॥ ৩০
শ্রীচন্দ্রশেখর ভাগ্য—তা'র এই সীমা। যাঁ'র ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা ॥ ৩১
বসিলা ঠাকুর সর্ব-বৈষ্ণব-সহিতে। সভারে হইল আজ্ঞা স্ব-কাচ কাচিতে ॥ ৩২
করজোড়ে অদ্বৈত বোলয়ে বারবার। "মোরে আজ্ঞা প্রভু ! কোন্ কাচ কাচিবার ? ৩৩
প্রভু বোলে, "যত কাচ—সকল তোমার। ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ' আপনার ॥" ৩৪
বাহ্য নাহি অদ্বৈতের, কি করিব কাচ ? ভ্রূকুটী করিয়া বুলে' শান্তিপুরনাথ ॥ ৩৫
সর্বভাবে নাচে মহা-বিদূষক-প্রায়। আনন্দসাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥৩৬
মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল উঠিল সকল। আনন্দে বৈষ্ণব-সব হইলা বিহ্বল ॥ ৩৭
কীর্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ। 'রাম কৃষ্ণ বোল হরি গোপাল গোবিন্দ ॥' ৩৮
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু-হরিদাস। মহা দুই গোঁফ করি' বদন-বিলাস ॥ ৩৯
মহা-পাগ শোভে শিরে ধটী পরিধান। দণ্ডহস্তে সভারে করয়ে সাবধান ॥ ৪০

---

১ (২য়) করিবার [ক, চ], দেখিবার [খ], কাথিয়ার [গ, ঙ], কথিয়ার [ঞ] (৭ম) সুসজ্জ [ঘ], সুছন্দ [ঞ] ;২ (২য়) যতেক [ঝ], (৫ম) আইলা [ছ]; ৩ (২য়) আইলা [ঘ, ছ]; ৪ (১ম) -স্বরূপা [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, জ], -স্বরূপ [ছ, ঞ]; ৫(৭ম) যে যে [ঞ]; ৭ (৪র্থ) করিলেন [খ, ঞ], (৯ম) চমৎকার [গ]; ১০ (১০ম, ১১শ) করিব কারে লঞা [গ]; ১১ (১ম) সর্বজ্ঞের চূড়ামণি [খ, ঝ]; ১৩ (৬ষ্ঠ) প্রভুর [ঞ], (৭ম) সহিত [ঙ, ছ, ঝ,ঞ] ১৪ (৫ম) -ব্রহ্মশেখরের [ক, গ]; ১৬ (৫ম) শচীর [খ]; ২১ (৯ম) নাচে [ক, খ, গ, ঙ, ছ, ঝ] ২৪ (৭ম) নরহরি [ক, খ, গ, চ, ঝ, ঞ]; ২৬ (৬ষ্ঠ—৯ম) "অঙ্গদ বলয় পরে নূপুর চরণে ॥" [ঞ]।

"আরে আরে ভাই-সব ! হও সাবধান ! নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥" ৪১
হাথে নড়ি চারিদিগে ধাইঞা বেড়ায়। সর্বাঙ্গে পুলক 'কৃষ্ণ' সভারে জাগায় ॥ ৪২
"ভজ কৃষ্ণ, সেব' কৃষ্ণ, বোল কৃষ্ণনাম।" দম্ভ করি' হরিদাস করেন আহ্বান ॥ ৪৩
হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্ত হাসে। "কে তুমি, এথায় কেনে ?" অদ্বৈত জিজ্ঞাসে' ॥ ৪৪
হরিদাস বোলে, "আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল। 'কৃষ্ণ' জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল ॥ ৪৫
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া কৃষ্ণ আইলেন এথা। প্রেমভক্তি লুটাইব ঠাকুর সর্বথা ॥ ৪৬
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য প্রভু করিব আপনে। প্রেমভক্তি লুঠি' আজি লও সাবধানে ॥" ৪৭
এত বলি' দুই গোঁফ মোচড়ায় হাথে। রড় দিয়া বুলে গুপ্ত-মুরারির সাথে ॥ ৪৮
দুই মহা-বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয় দাস। দুইর শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ৪৯
ক্ষণেকে নারদ-কাচ কাচিয়া শ্রীবাস। প্রবেশিলা সভা-মাঝে করিয়া উল্লাস ॥ ৫০
মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব-গা'য়। বীণা কান্ধে কুশ-হস্তে চারিদিগে চা'য় ॥ ৫১
রামাই-পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন। হাথে কমণ্ডলু—পাছে করিলা গমন ॥ ৫২
বসিতে দিলেন রাম-পণ্ডিত আসন। সাক্ষাত নারদ যেন দিলা দরশন ॥ ৫৩
শ্রীবাসের বেশ দেখি' সর্ব-গণ হাসে'। করিয়া গম্ভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে' ॥ ৫৪
"কে তুমি আইলা এথা, কোন্ সে কারণে ?" শ্রীবাস বোলেন, "শুন করিয়ে বর্ণনে ॥ ৫৫
নারদ আমার নাম, কৃষ্ণের গায়ন। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ ॥ ৫৬
বৈকুণ্ঠে গেলাঙ কৃষ্ণ দেখিবার তরে। শুনিলাঙ 'কৃষ্ণ গেলা নদীয়া-নগরে' ॥ ৫৭
শূন্য দেখিলাঙ বৈকুণ্ঠের ঘর-দ্বার। গৃহিণী গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার ॥ ৫৮
না পারি' রহিতে—শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিঞা। আইলাঙ আপনে ঠাকুর সঙরিঞা ॥ ৫৯
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি' লক্ষ্মী-বেশ। অতএব এ-সভায় আমার প্রবেশ ॥" ৬০
শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠার বাক্য শুনি'। হাসিয়া বৈষ্ণব-সব করে' জয়ধ্বনি ॥ ৬১
অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাস-পণ্ডিত। সে-ই রূপ, সে-ই বাক্য, সে-ই সে চরিত ॥ ৬২
যত পতিব্রতাগণ—সকল লইয়া। আই দেখে কৃষ্ণ-সুধা-রসে মগ্ন হৈয়া ॥ ৬৩
মালিনীরে বোলে আই "এই না পণ্ডিত ?" মালিনী বোলয়ে, "আই ! ওই সুনিশ্চিত ॥" ৬৪
পরম-বৈষ্ণবী আই সর্ব-লোক-মাতা। শ্রীবাসের মূর্তি দেখি' হইলা বিস্মিতা ॥ ৬৫
আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্ছিত। কোথাও নাহিক ধাতু, সভে চমকিত ॥ ৬৬

---

৩ (৩য়) বল [ক], (৫ম) সেব [ক], লহ [গ, ছ]; ৪ (৪র্থ) গণ [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (১০ম) সভেই [গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৬ষ্ঠ—১১শ) "করিয়া গম্ভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে ॥" [খ]; ৬ (৩য়) প্রভু [ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৭ম) লওয়াইব [ঘ, চ, ছ], লোড়াইব [ক, ঙ, জ]; ৭ (৩য়) আজি [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ ঝ, ঞ], (৭ম) লুড়ি' [ঙ]; ৯ (৪র্থ) দুই [ক], (৯ম) প্রকাশ [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঞ]; ১০ (৩য়) পরিয়া [ঞ]; ১১ (১ম) -দিব্য [জ]; ১২ (৬ষ্ঠ, ৭ম) দণ্ড-কমণ্ডলু [ঙ]; ২১ (৮ম) হরিধ্বনি [ঘ, ঙ, ছ]; ২৪ (৪র্থ, ৫ম) এই ত [গ] এই নি [ঙ, ঝ], এই কি [ঞ], (১০ম) তিনি [ক্বচিৎ পাঠ]; ২৫ (৭ম) পরম [ঘ]; ২৬(৯ম, ১০ম) সভেই বিস্মিত [গ]।

সত্বরে সকল পতিব্রতা-নারীগণ। কর্ণমূলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করেন স্মরণ ॥ ৬৭
সংবিত পাইয়া আই 'গোবিন্দ' সঙরে। পতিব্রতাগণে ধরে', ধরিতে না পারে' ॥ ৬৮
এইমত কি ঘরে-বাহিরে সর্বজন। বাহ্য নাহি স্ফুরে', সভে করেন ক্রন্দন ॥ ৬৯
গৃহান্তরে বেশ করে' প্রভু বিশ্বম্ভর। রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর ॥ ৭০
আপনা' না জানে' প্রভু রুক্মিণী-আবেশে। বিদর্ভের সুতা-হেন আপনারে বাসে' ॥ ৭১
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে। পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলী কলমে ॥ ৭২
রুক্মিণীর পত্র 'সপ্ত শ্লোক' ভাগবতে। যে আছে, পঢ়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে ॥ ৭৩
গীতবন্ধে শুন সাত-শ্লোকের ব্যাখ্যান। যে-কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান্ ॥ ৭৪

তথা হি (ভা° ১০।৫২।৩৭—৪৩)—

(১) শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে, নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং, ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৭৫
(২) কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপ-, বিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্।
ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা, কালে নৃসিংহ নরলোকমনোঽভিরামম্ ॥ ৭৬
(৩) তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-, মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্-, গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ ॥ ৭৭
(৪) পূর্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্র-, গুর্বর্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ।
আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং, গৃহ্ণাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে ॥ ৭৮
(৫) শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্, গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।
নির্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য, মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্যশুল্কাম্ ॥ ৭৯
(৬) অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূন্, ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্।
পূর্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবিযাত্রা, যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ ॥ ৮০
(৭) যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো, বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং, জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৮১

কারুণ-সারদা-রাগেণ গীয়তে—

(১) "শুনিয়া তোমার গুণ ভুবনসুন্দর! দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর ॥ ৮২
সর্ব নিধি-লাভ তোর রূপ-দরশন। সুখে দেখে—বিধি যা'রে দিলেক লোচন ॥ ৮৩
শুনি' যদুসিংহ! তোর যশের বাখান। নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া-স্থান ॥ ৮৪
(২) কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগ-মাঝে—। কাল পাই তোমার চরণ নাহি ভজে ?৮৫
বিদ্যা, কুল, শীল, ধন, রূপ, বেশ, ধামে। সকল বিফল হয় তোমার বিহনে ॥ ৮৬

---

১ (২য়) আসিয়া [ঙ]; ৫ (৬ষ্ঠ—৯ম) "বিরহে না পায় স্বস্তি, কৃষ্ণরসে ভাসে ॥" [ক]; ৮ (৪র্থ) আখ্যান [ক, ঘ, ঙ, ছ, জ]; ২৭ (১০ম) -ঠাম [ক, খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ]।

মোর ধার্ষ্ট্য ক্ষমা কর' ত্রিদশের রায়! না পারি' রাখিতে চিত্ত তোমারে সে ধায়॥ ৮৭

(৩) এতেকে বরিলুঁ তোর চরণ-যুগল। মন, প্রাণ, বুদ্ধি তোহে অর্পিলুঁ সকল॥ ৮৮

পত্নীপদ দিয়া মোরে কর' নিজ-দাসী। তোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী॥ ৮৯

কৃপা করি' মোরে পরিগ্রহ কর' নাথ! সিংহ-ভাগ নহে যেন শৃগালের সাথ॥ ৯০

(৪)ব্রত, দান, গুরু-বিপ্র-দেবের অর্চন। সত্য যদি সেবি'য়াছো অচ্যুত-চরণ॥ ৯১

তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর। দূর হউ শিশুপাল এই মোর বর॥ ৯২

(৫) কালি মোর বিবাহ হৈব—হেন আছে। আজি ঝাট আসিবা, বিলম্ব কর' পাছে! ৯৩

গুপ্তে আসি' রহিবা বিদর্ভপুর-কাছে। শেষে সর্ব সৈন্য সঙ্গে আসিবা সমাঝে॥ ৯৪

চৈদ্য, শাল্ব, জরাসন্ধ—মথিয়া সকল। হরি' লেহ মোরে দেখাইয়া বাহুবল॥ ৯৫

দর্প প্রকাশের, প্রভু! এই সে সময়। তোমার বণিতা—শিশুপাল-যোগ্য নয়॥ ৯৬

(৬) বিনি বন্ধু বধি মোরে হরিবে যেমনে?' তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে॥ ৯৭

বিবাহের পূর্ব দিনে কুলধর্ম আছে। নববধূ চলি' যায় ভবানীর কাছে॥ ৯৮

সেই অবসরে প্রভু! হরিবা আমারে। না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা সভারে॥ ৯৯

(৭) যাঁহার চরণধূলি সর্ব-অঙ্গে স্নান। উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান॥ ১০০

হেন ধূলি-প্রসাদ না কর' যদি মোরে। মরিমু করিয়া ব্রত, বলিলুঁ তোমারে॥ ১০১

যাবত না পাঙ তোর অমূল্য-চরণ। তাবত মরিমু শুন কমললোচন! * ১০২

চল চল ব্রাহ্মণ! সত্বর কৃষ্ণ-স্থানে। কহ গিয়া এ-সকল মোর নিবেদনে॥" ১০৩

এইমত বোলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে। সকল-বৈষ্ণবগণ প্রেমে কান্দে হাসে'॥ ১০৪

হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে। চতুর্দিগে হরিধ্বনি শুনি উচ্চস্বরে॥ ১০৫

'জাগ জাগ জাগ' ডাকে প্রভু-হরিদাস। নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত-শ্রীবাস॥ ১০৬

প্রথম-প্রহরে এই কৌতুক-বিশেষ। দ্বিতীয়-প্রহরে গদাধরের প্রবেশ॥ ১০৭

'সুপ্রভাত' তান সখী—করি' নিজ-সঙ্গে। ব্রহ্মানন্দ তাহান 'বড়াই' বুলে রঙ্গে॥ ১০৮

হাথে নড়ি, কাঁখে ডালী, নেত পরিধান। ব্রহ্মানন্দ যেহেন 'বড়াই' বিদ্যমান॥ ১০৯

ডাকি' বোলে হরিদাস, "কে সব তোমরা?" ব্রহ্মানন্দ বোলে, "যাই মথুরা আমরা॥" ১১০

---

১ (১২শ, ১৩শ) ধেয়ায় [গ], মিশায় [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২ (২য়) বলিল [ক, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঞ], (৪র্থ) -যুগলে [ক, ঘ, ছ], (১০ম) সকলে [ক, ঘ, ছ]; ৩ (৬ষ্ঠ, ৭ম) মোর ভাগ্যে [গ, চ]; ৬ (২য়) গদাধর [ঘ, ছ]; ৮ (৪র্থ) -মাঝে [জ, ঞ]; ১০ "বাহির উদ্যানে আছে অম্বিকাআলয়। দর্প-প্রকাশের প্রভু এই সে সময়॥" [ক]; ১২ (৬ষ্ঠ) -জন [ঙ, চ]; ১৩ (৯ম) মোর [ক, গ], (১১শ) আমারে [ঞ]; ১৪ (৬ষ্ঠ) যাহে [ঙ], (৭ম—৯ম) যার পুরাণ প্রমাণ [ক]; ১৬ (১ম, ২য়) যত জন্মে [ক, খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৭ (৪র্থ, ৫ম) কৃষ্ণ-বিদ্যমানে [চ], (১০ম) বিবরণে [ঝ]; ২০ (৪র্থ) বলে [ঘ], (৭ম) বেশে [ঙ, ঞ]; ২২ (১ম, ২য়) সুপ্রভা তাহান [খ, ঙ, ঞ]; ২৩ (৫ম) টেন [ঝ]।

* দুইখানি প্রাচীন পুঁথিতে এই গীতটির প্রত্যেক ষষ্ঠ পংক্তির অন্তে একটি করিয়া ধ্রু এবং প্রত্যেক চতুর্থ পংক্তির শেষে ১।২ প্রভৃতি অঙ্ক সন্নিবিষ্ট আছে।

শ্রীবাস বোলয়ে, "তুই কাহার বণিতা ?" ব্রহ্মানন্দ বোলে, "কেনে জিজ্ঞাস' বারতা ?"১১১
শ্রীনিবাস বোলে, "জানিবারে না যুয়ায় ?" "হয়" বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায় ॥ ১১২
গঙ্গাদাস বোলে, "আজি কোথায় রহিবা ?" ব্রহ্মানন্দ বোলে, "স্থানখানি তুমি দিবা' ॥"
গঙ্গাদাস বোলে, "তুমি জিজ্ঞাসিলে বড়। জিজ্ঞাসায় কার্য নাহি, ঝাট তুমি নড় ॥"১১৪
অদ্বৈত বোলয়ে, "এত বিচারে কি কাজ। 'মাতৃসমা পর-নারী' কেনে দেহ' লাজ ?১১৫
নৃত্য-গীত-প্রিয় বড় আমার ঠাকুর। এথায়ে নাচহ—ধন পাইবা প্রচুর ॥" ১১৬
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম-সন্তোষে। নৃত্য করে' গদাধর প্রেম পরকাশে' ॥ ১১৭
রমা-বেশে গদাধর নাচে মনোহর। সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥ ১১৮
গদাধর-নৃত্য দেখি' আছে কোন্ জন ? বিহ্বল হইয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন ? ১১৯
প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়ানে। পৃথিবী হইয়া সিক্ত 'ধন্য'-হেন মানে' ॥ ১২০
গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্তিমতী। সত্য সত্য গদাধর—কৃষ্ণের প্রকৃতি ॥ ১২১
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারেবার। "গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥" ১২২
যে গায়, যে দেখে—সব ভাসিলেন প্রেমে। চৈতন্য-প্রসাদে কেহো বাহ্য নাহি জানে' ॥
'হরি হরি' বলি' কান্দে বৈষ্ণবমণ্ডল। সর্ব-গণে হইল গোবিন্দ-কোলাহল ॥ ১২৪
চৌদিগে শুনিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন। গোপিকার বেশে নাচে মাধব নন্দন ॥ ১২৫
হেনই সময়ে সর্বপ্রভু বিশ্বম্ভর। প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেশধর ॥ ১২৬
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী-'বড়াই'র বেশে। বঙ্ক বঙ্ক করি' হাঁটে, প্রেমরসে ভাসে ॥ ১২৭
মণ্ডলী করিয়া সব বৈষ্ণব রহিলা। জয়-জয়-মহাহরিধ্বনি করিতে লাগিলা ॥ ১২৮
কেহো নারে' চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর। হেন অতি-অলক্ষিত-বেশ মনোহর ॥ ১২৯
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু—প্রভুর 'বড়াই'। তাঁ'র পাছে প্রভু, আর কিছু চিহ্ন নাই ॥১৩০
অতএব সভেই চিনিলেন 'প্রভু এই'। বেশে কেহো লখিতে না পারে' 'প্রভু সেই' ॥১৩১
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা ? 'রঘুসিংহ-গৃহিণী কি জানকী আইলা ? ১৩২
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্বতী ? কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী ? ১৩৩
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া ? কিবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া ? ১৩৪
এইমত অন্যোহন্যে সর্ব-জনে-জনে। না চিনিঞা প্রভুরে আপনে মোহ মানে' ॥ ১৩৫
আজন্ম ধরিয়া প্রভু দেখিল যাহারা। তথাপি লখিতে নারে' তিলার্ধেক তা'রা ॥ ১৩৬
অন্যের কি দায়, আই না পারে' চিনিতে। আই বোলে, "লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে ?"

---

৪ (৪র্থ, ৫ম) কেনে জিজ্ঞাসিল ? [ছ], (৫ম) ঘর [ক, ঞ], ধর [ঘ, চ, জ, ঝ], দঢ় [ঙ]; ৬ (৬ষ্ঠ) নাচিবা [ক]; ১৪ (৮ম) আনন্দ- [ঙ, ঝ, ঞ]; ১৬ (৩য়) মহাপ্রভু [ঙ, ঝ]; ১৮ (৬ষ্ঠ) -জয়-হরিধ্বনি [ক্বচিৎ পাঠ]; ২৩ (১ম—৩য়) বিন্ধ্য হৈতে প্রত্যক্ষ কি [ক্বচিৎ পাঠ], (২য়) লক্ষ্মী-আস্থা [ঘ, ছ]; ২৭ (৮ম, ৯ম) মূর্ত্তি ভেদে [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ]।

অচিন্ত্য অব্যক্ত সত্য মহাযোগেশ্বরী। ভকতি-স্বরূপা হৈল আপনে শ্রীহরি॥ ১৩৮
মহাযোগেশ্বর হর—যে-রূপ দেখিঞা। মহামোহ পাইলেন পার্বতীরে লঞা॥ ১৩৯
তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণব-সভার। পূর্ব-অনুগ্রহ আছে,—এই হেতু তা'র॥ ১৪০
কৃপা-জলনিধি প্রভু হইলা সভারে। সভার জননী-ভাব হইল অন্তরে॥ ১৪১
পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী। আনন্দ নন্দন সব আপনা' না জানি'॥ ১৪২
এইমত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া। কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু-মাঝে বুলেন ভাসিয়া॥ ১৪৩
জগতজননীভাবে নাচে বিশ্বম্ভর। সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥ ১৪৪
হেন দঢ়াইতে কেহো নারে' কোন জন। কোন্ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ॥১৪৫
কখনো বোলেন, "বিপ্র! কৃষ্ণ কি আইলা?" তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা॥১৪৬
নয়নে আনন্দধারা দেখিয়ে যখন। মূর্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন॥ ১৪৭
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে'। মহাচণ্ডী-হেন সভে বুঝেন প্রকাশে॥ ১৪৮
ঢুলিয়া ঢুলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে। সাক্ষাত রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে॥ ১৪৯
ক্ষেণে বোলে, "চল বড়াই! যাই বৃন্দাবনে।" গোকুলসুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে॥১৫০
বীরাসনে ক্ষেণে প্রভু বসে ধ্যান করি'। সভে দেখে—যেন কোটি-মহা-যোগেশ্বরী॥১৫১
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ-শক্তি আছে। সকল প্রকাশে' প্রভু রুক্মিণীর কাছে॥ ১৫২
ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সভারে—। পাছে মোর শক্তি কোন জন নিন্দা করে'! ১৫৩
লৌকিক বৈদিক—যত কিছু কৃষ্ণ-শক্তি। সভার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি॥ ১৫৪
দেব-দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ। গণ-সহ কৃষ্ণ পূজা করিলেই সুখ॥ ১৫৫
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র সে-ই সত্য হয়। অভাগ্যে পাপিষ্ঠ-মতি তাহা নাহি লয়॥ ১৫৬
সর্ব-শক্তি-স্বরূপা নাচেন বিশ্বম্ভর। কেহো নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর॥ ১৫৭
যে দেখে, যে শুনে, যেবা গায় প্রভু-সঙ্গে। সভেই ভাসয়ে প্রেম-সাগর-তরঙ্গে॥ ১৫৮
এক-বৈষ্ণবের যত নয়নের জল। সেই যেন মহা-বন্যা,—থাকুক সকল॥ ১৫৯
আদ্যাশক্তি-বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ। সুখে দেখে তাঁ'র যত চরণের ভৃঙ্গ॥ ১৬০
কম্প-স্বেদ-পুলক-অশ্রুর অন্ত নাঞি। মূর্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি॥ ১৬১
নাচেন ঠাকুর ধরি' নিত্যানন্দ-হাথ। সে কটাক্ষ স্বভাব বর্ণিতে শক্তি কা'ত॥ ১৬২
সম্মুখে দেউটি ধরে' পণ্ডিত-শ্রীমান্। চতুর্দিগে হরিদাস করে সাবধান॥ ১৬৩
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর। পড়িলা মূর্ছিত হঞা পৃথিবী-উপর॥ ১৬৪

---

১ (২য়, ৩য়) অগম্য তুমি [ছ], (৫ম) প্রকৃতি- [ক্বচিৎ পাঠ]; ৫ (৭ম) ক্রন্দন করে [ঞ], (১০ম) চিনি [ছ]; ৬ (৫ম—৭ম) "কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হই রহিলা দাণ্ডাঞা॥" [ক]; ৭ (১ম—৩য়) "জগতজননীভাব হইল অন্তরে।" [খ]; (৭ম) অনুচরে [খ]; ৯ (৩য়) প্রভু [চ]; ১১ (১ম—৩য়) ভাবের আবেশে যবে [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৬ (৩য়) দেখায় [খ, ঘ, চ, জ]; ১৭ (৫ম) বিষ্ণু- [ঝ]; ২২ (৮ম) আনন্দ [খ], আকুল [চ], ব্যাপিল [ঞ]; ২৪ (৫ম) শক্তি [জ]।

কোথায় বা গেল বুড়ী-'বড়াই'র সাজ। কৃষ্ণরসে বিহ্বল হইলা নাগরাজ ॥ ১৬৫
যেইমাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে। সকল-বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিভিতে ॥ ১৬৬
হুড়াহুড়ি হৈল কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দনে। সকল করায় প্রভু-শ্রীশচীনন্দনে ॥ ১৬৭
কা'রো গলা ধরি' কেহো কান্দে উর্ধ্ব'রা'য়। কাহারো চরণ ধরি' কেহো গড়ি যায় ॥১৬৮
ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি'। মহালক্ষ্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি ॥ ১৬৯
সম্মুখে রহিলা সভে জোড়-হস্ত করি। "মোর স্তব পঢ়" বোলে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ১৭০
'জননী-আবেশ' বুঝিলেন সর্বজনে। সে-ই-রূপে সভে স্তুতি পঢ়ে, প্রভু শুনে ॥ ১৭১
কেহো পঢ়ে লক্ষ্মীস্তব, কেহো চণ্ডী-স্তুতি। সভে স্তুতি পঢ়েন—যাঁহার যেন মতি ॥ ১৭২

মালশী (রাগ)—

"জয় জয় জগত-জননী মহামায়া। দুঃখিত-জীবেরে দেহ' চরণের ছায়া ॥ ১৭৩
জয় জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরী। তুমি যুগে-যুগে ধর্ম রাখ' অবতরি ॥ ১৭৪
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে তোমার মহিমা। বলিতে না পারে', অন্যে কে দিবেক সীমা ?১৭৫
জগত-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব-শক্তি। তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণু-ভক্তি ॥ ১৭৬
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্তিভেদ। 'সর্বপ্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ ॥ ১৭৭
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা। কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে' কথা ॥ ১৭৮
তুমি ত্রিজগত-হেতু গুণত্রয়ময়ী। ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে', সত্য কহি ? ১৭৯
সর্বাশ্রয়া তুমি সর্বজীবের বসতি। তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥ ১৮০
জগত-আধার তুমি দ্বিতীয়-রহিতা। মহী-রূপে তুমি সর্ব-জীব পালয়িতা ॥ ১৮১
জলরূপে তুমি সর্বজীবের জীবন। তোমা' সঙরিলে খণ্ডে' অশেষ-বন্ধন ॥ ১৮২
সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্তিমতী। অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি ॥ ১৮৩
তুমি সে করাহ ত্রিজগতের সৃষ্টি-স্থিতি। তোমা' না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥১৮৪
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্বত্র উদয়া। রাখহ জননি! চরণের দিয়া ছায়া ॥ ১৮৫
তোমার মায়ায় মুগ্ধ সকল সংসার। তুমি না রাখিলে, মাতা! কে রাখিব আর ? ১৮৬
সভার উদ্ধার লাগি' তোমার প্রকাশ। দুঃখিত-জীবেরে, মাতা! কর' নিজ-দাস ॥ ১৮৭
ব্রহ্মাদির বন্দ্যা তুমি, তুমি ভূত শুদ্ধি। তোমা' সঙরিলে সর্ব-মন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥"১৮৮

---

১ (৬ষ্ঠ) কৃষ্ণাবেশে [ঞ]; ৩ (১ম) কি অদ্ভুত [ঞ]; ৪(৬ষ্ঠ) উভরায় [ঞ]; ৬ (২য়) বসিলা [ক], (৭ম, ৮ম) স্তুতি কর [ক]; ১৪ (৭ম) শ্রেষ্ঠ [খ]; ১৫ (১ম, ২য়) "নিখিল- ব্রহ্মাণ্ডগণের [ঞ]; ১৬ (৩য়) গুণদ্রব্যময়ী [ক], (৮ম) তত্ত্ব [গ], এই [কচিৎ পাঠ], (৮ম, ৯ম) জানে কোই [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ]; ১৭ (১ম) সর্বপ্রিয় [ক], (৩য়, ৪র্থ) সর্বজগতের শক্তি [ছ]; ১৮ (১ম) -আশ্রয় [ক], -আরাধ্যা [খ], -জননী [ঞ], (৬ষ্ঠ) -লোক [গ, ঘ, ছ, জ], (৭ম) পাল' মাতা [খ, ঙ]; ১৯ (১ম—৩য়) তুমি জল তুমি স্থল জীবের [কচিৎ পাঠ]; ২১ (১০ম) বিবিধ [কচিৎ পাঠ]; ২৩ (৩য়) যতেক [ক]; ২৪ (৫ম) প্রসাদ [চ]; ২৫ (৪র্থ, ৫ম) সর্ব-ভূত-বুদ্ধি [খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], -শুদ্ধি [ছ], (৭ম, ৮ম) বিনা সর্বমন্ত্রাদির নাহি [ক, খ, গ]।

এইমত স্তুতি করে' সকল মহান্ত। বর-মুখ মহাপ্রভু শুনেন একান্ত ॥ ১৮৯
পুনঃপুন সভে দণ্ডপ্রণাম করিয়া। পুন স্তুতি করে শ্লোক পঢ়িয়া পঢ়িয়া ॥ ১৯০
"সভে লইলাঙ, মাতা! তোমার শরণ। শুভদৃষ্টি কর' তোর পদে রহুমন ॥" ১৯১
এইমত সভেই করেন নিবেদন। উর্ধ্ববাহু করি' সভে করেন ক্রন্দন ॥ ১৯২
গৃহমাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ। মহানন্দ হৈল চন্দ্রশেখর ভবন ॥ ১৯৩
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে'। হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে ॥ ১৯৪
আনন্দে না জানে' কেহো—নিশি হৈল শেষ। দারুণ অরুণ আসি' ভেল পরবেশ ॥১৯৫
পোহাইল নিশি, হৈল নৃত্য-অবসান। বাজিল সভার বুকে যেন মহাবাণ ॥ ১৯৬
চমকিত হঞা সভে চারিদিগে চা'য়। 'পোহাইল নিশি' করি' কান্দে উভরা'য় ॥ ১৯৭
কোটি-পুত্র-শোকেও এতেক দুঃখ নহে। যে-দুখ জন্মিল সর্ব-বৈষ্ণব-হৃদয়ে ॥ ১৯৮
যে-দুঃখে বৈষ্ণব-সব অরুণেরে চাহে। প্রভুর কৃপার লাগি' ভস্ম নাহি হয়ে ॥ ১৯৯
এ-রঙ্গ রহিব হেন বিষাদ ভাবিয়া। অতএব গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা ॥ ২০০
কান্দে সর্ব-ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া। পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ২০১
যত নারায়ণী-শক্তি জগত-জননী। সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণব-গৃহিণী ॥ ২০২
অন্যোহন্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ। সভেই ধরেন শচীদেবীর চরণ ॥ ২০৩
চৌদিগে উঠিল কৃষ্ণভক্তির ক্রন্দন। প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ ২০৪
সহজেই বৈষ্ণবের ক্রন্দন উচিত। জন্ম-জন্ম জানে' যাঁ'রা কৃষ্ণের চরিত ॥ ২০৫
কেহো বোলে, "আরে রাত্রি! কেনে পোহাইল? হেন রসে কেনে কৃষ্ণ বঞ্চিত করিল?"
চৌদিগে দেখিয়া সব বৈষ্ণব ক্রন্দন। অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০৭
মাতা-পুত্রে যেন হয় স্নেহ-অনুরাগ। এইমত সভারে দিলেন পুত্র-ভাব ॥ ২০৮
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া। স্তনপান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ॥ ২০৯
কমলা, পার্বতী, দয়া, মহানারায়ণী। আপনে হৈলা প্রভু জগত-জননী ॥ ২১০
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা। 'আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা ॥' ২১১
তথা হি (গী০ ৯।১৭)—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥" ২১২

---

২ (৫ম) পুনঃপুন, (৯ম, ১০ম) সে পঢ়িয়া [ঘ, ছ, জ]; ৪ (৫ম) উর্ধ্বমুখ [খ]; ৫ (৭ম) চন্দ্রশেখরের মন [গ]; ৬ (৩য়) গণ [ক, খ], জন [গ, ঙ, চ], (১০ম) ভেল [ঙ]; ৭ (৪র্থ) সবে [গ, ঙ], (৬ষ্ঠ) ভেল [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ], (৮ম—১২শ) "অরুণ আসিয়া হৈল হৃদয়ে প্রবেশ ॥" [ক]; ৮ (৮ম) এই [ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ]; ৯ (৮ম) সভে [ঝ], বলি [ঘ, ছ, জ, ঞ], (১০ম) উর্ধ্বরায় [গ, ছ]; ১০ (২য়) এমত [খ, গ, ঙ], (৩য়) শোক [ক]; ১১ (৫ম, ৬ষ্ঠ) প্রভু-ক্রোধ-কৃপা [ঘ, জ, ঝ], প্রভু তোর ক্রোধ [চ], প্রভু-প্রেম-কৃপা [ঞ], (৯ম) ভয় [ক, খ, গ], (১১শ) পায় [ক, খ, গ], যায় [ঙ]; ১২ (১ম) এই [ছ], (৩য়) করিব [চ], (৩য়, ৪র্থ) সভে করি' [ছ], (৬ষ্ঠ) ভাবয় [ছ]; ১৪(৭ম) -ঘরণী [ক]; ১৯ (৬ষ্ঠ) প্রভু জনার্দন [ঞ]; ২১(৭ম) মহা- [চ], সভারে [জ]।

আনন্দে বৈষ্ণব-সব করে' স্তন পান। কোটি-কোটি-জন্ম যাঁ'রা মহাভাগ্যবান্॥ ২১৩
স্তনপানে সভার বিরহ গেল দূর। প্রেমরসে সভে মত্ত হইলা প্রচুর॥ ২১৪
এ-সব লীলার কভু অবধি না হয়। 'আবির্ভাব' তিরোভাব' মাত্র বেদে কয়॥ ২১৫
মহারাজরাজেশ্বর গৌরাঙ্গ-সুন্দর। এহো রঙ্গ করিলেন নদীয়া-ভিতর॥ ২১৬
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল-সূক্ষ্ম আছে। সব চৈতন্যের রূপ—ভেদ কর' পাছে? ২১৭
ইচ্ছায় কাচয়ে কাচ, ইচ্ছায় ঘুচায়। ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি, ইচ্ছায় মিলায়॥ ২১৮
ইচ্ছাময় মহেশ্বর—ইচ্ছা-কাচ কাচে। তান ইচ্ছা নাহি করে—হেন কোন্ আছে? ২১৯
তথাপি তাঁহার কাচ—সকলি সুসত্য। জীবে তারিবার লাগি' এ-সব মহত্ত্ব॥ ২২০
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন পাপী জনা। প্রভুরে বোলয়ে 'গোপী' খাইয়া আপনা'॥ ২২১
অদ্ভুত গোপিকা-নৃত্য—চারি-বেদ-ধন। কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ॥ ২২২
হইলা বড়াই-বুড়ী প্রভু-নিত্যানন্দ। সে-লীলায় হেন-লক্ষ্মী-কাচে গৌরচন্দ্র॥ ২২৩
যখনে যেরূপে গৌরসুন্দর বিহরে'। সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে'॥ ২২৪
প্রভু হইলেন গোপী, নিতাই 'বড়াই'। কে বুঝিবে ইহা—যা'র অনুভব নাই? ২২৫
কৃষ্ণ-অনুগ্রহে সে এ-সব-মর্ম জানি। অল্প-ভাগ্যে নিত্যানন্দস্বরূপ না চিনি॥ ২২৬
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী। যা'র যেনমত ইচ্ছা, না বোলয়ে কেনি॥ ২২৭
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে। তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥ ২২৮
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে'। তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥ ২২৯
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃত-স্রবণ। যঁহি লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ॥ ২৩০
নাচিলা জননীভাবে ভক্তি শিখাইয়া। সভার পূরাইলা আশা স্তন পিয়াইয়া॥ ২৩১
সপ্তদিন শ্রীআচার্যরত্নের মন্দিরে। পরম-অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥ ২৩২
চন্দ্র সূর্য বিদ্যুৎ—একত্র যেন জ্বলে। দেখয়ে সুকৃতি-সব মহা-কুতূহলে॥ ২৩৩
যতেক আইসে লোক আচার্য-মন্দিরে। চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহো নাহি ধরে'॥ ২৩৪
লোকে বোলে, "কি কারণে আচার্যের ঘরে। দুই চক্ষু মেলিতেই—ফুটি' যেন পড়ে?" ২৩৫
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে'। কেহো আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে॥ ২৩৬
হেন সে চৈতন্য-মায়া পরম-গহন। তথাপিহ কেহো কিছু না বুঝে কারণ॥ ২৩৭
এমত অচিন্ত্য-লীলা গৌরচন্দ্র করে'। নবদ্বীপে সর্ব-শক্তি-সহিতে বিহরে'॥ ২৩৮

---

৫ (১ম) অখিল- [খ, গ, চ]; ৭ (৫ম—১০ম) এ মর্ম জানিতে শক্তি কার বাপ? [ছ]; ৯ (১০ম) মন্দ [চ]; ১২ (৫ম—৭ম) সেইরূপ রূপ প্রভু [ক, খ, গ], (৬ষ্ঠ) অপরূপ [ঞ]; ১৩ (৮ম, ৯ম) যার চিত্তে [গ]; ১৫ (২য়) জীব [ক, গ]; ১৬ (৬ষ্ঠ) আমার [ক], (৬ষ্ঠ—৮ম) সে চরণ-ধন মোর [খ, গ]; ১৭ (২য়—৪র্থ) পরিহারে যে তাহার [ঘ; চ]; ১৮ (২য়) ভাই [খ, গ]; (৩য়) -শ্রবণ [ক, খ, গ, ঙ, চ, ঞ], -স্বজন [ঘ, ছ, জ]; ১৯ (৬ষ্ঠ) পূরাই [ঙ]; ২০ (১ম) সপ্তরাত্রি [গ], (৩য়) আগারে [ঞ], (৭ম) বিশ্বম্ভরে [ঘ, ছ, জ]; ২১ (৩য়, ৪র্থ) একত্র মিশ্রিত [খ, গ]; ২২ (৪র্থ) আচার্যের ঘরে [ক, গ, ঞ]; ২৬ (৩য়) শ্রীগৌরাঙ্গ [ছ], (৬ষ্ঠ) -ভক্ত- [ক, খ, ঞ]।

শুন শুন আরে ভাই ! চৈতন্যের কথা। মধ্যখণ্ডে যে-যে-কর্ম কৈলা যথা-যথা ॥ ২৩৯
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৪০

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দরস্য গোপিকানৃত্য-বর্ণনং
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

১ (৮ম) -লীলা [খ, গ], (১৩শ) তথা [গ]; ২ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ]। (চন্দ্র-ছ-জ) ৩ (৬ষ্ঠ) লক্ষ্মীকাচ-নর্তনং [জ], লক্ষ্মীকাচে নর্তনং [গ]।

সপ্তদশ অধ্যায়

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব-বৈষ্ণবের নাথ। ভক্তি দিয়া জীবে, প্রভু ! কর' আত্মসাথ ॥ ১
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রীড়া করে', নহে সর্ব-নয়ন-গোচর ॥ ২
আপনে ভক্তের সব মন্দিরে-মন্দিরে। নিত্যানন্দ-গদাধর-সংহতি বিহরে' ॥ ৩
প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ। কৃষ্ণ-পরিপূর্ণ দেখে সকল-ভুবন ॥ ৪
নিরবধি ভাবাবেশে কা'রো নাহি বাহ্য। সংকীর্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য ॥৫
সভা' হৈতে মত্ত বড় আচার্য-গোসাঞি। অগাধ চরিত্র বুঝে,—হেন কেহো নাঞি ॥৬
জানে' জন-কথোক শ্রীচৈতন্যকৃপায়। চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুর-রায় ॥ ৭
বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব-বৈষ্ণবেরে। মহাভক্তি করেন, বিশেষ অদ্বৈতেরে ॥ ৮
ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুর-নাথ। মনে-মনে গর্জে, চিত্তে না পায় সোয়াথ ॥ ৯
"নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে'। প্রভুতা ছাড়িয়া মোর চরণেতে ধরে' ॥ ১০
বলে নাহি পারেঁা মুঞি, প্রভু মহাবলী। ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধুলি ॥ ১১
ভক্তি-বল সবে মোর আছয়ে উপায়। ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভরে জিনা নাহি যায় ॥ ১২
তবে সে 'অদ্বৈতসিংহ' নাম লোকে ঘোষে'। চূর্ণ করেঁা মায়া যবে অশেষবিশেষে ॥১৩
ভৃগুরে জিনিঞা আশা পাইয়াছে চোর। ভৃগু-হেন শত শত শিষ্য আছে মোর ॥ ১৪

৭ (১ম) জয় জয়, (৩য়) বৈষ্ণবের [গ, চ, ছ, ঞ]; ৮ (৮ম) -জীবের গোচর [গ]; ৯ (৪র্থ)প্রতি ঘরেঘরে [ঞ]; ১০ (৩য়) মগ্ন [ছ]; ১১ (২য়) আবেশে [ক], আনন্দে [ঙ, ঞ], (২য়, ৩য়) স্বভাব-আবেশ [গ], সভার আবেশ [চ, ঝ], (৩য়) সভার [ক, ঘ, ঙ, জ, ঞ]; ১২ (১০ম) জন [গ, ঘ, ছ, জ]; ১৫ (৬ষ্ঠ) গুণে [গ], ১৭ (৫ম) বলে [ক, গ, গ, ঙ, চ, জ], (৮ম—১১শ) লয়েন মোহর পদধূলি [খ]; ১৮ (৯ম, ১০ম) জিনিল না [ক, ঝ], চিনন না [খ], জানা না [ঘ]; ১৯ (৫ম) মোর [ক], (১০ম) যদি [চ]; ২০ (৫ম) চৌরা [গ], চোরা [ঝ], (৭ম, ৮ম) কত কত [ঙ], (১০ম) আছোঁ [ঝ], (১১শ) মোরা [ঝ]।

হেন ক্রোধ জন্মাইমু প্রভুর শরীরে। স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে' ॥ ১৫
'ভক্তি' বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার। 'হেন ভক্তি না মানিমু'—এ-মন্ত্রণা সার ॥ ১৬
ভক্তি না মানিলে, ক্রোধে আপনা' পাসরি। প্রভু মোরে শাস্তি করিবেন চুলে ধরি' ॥"১৭
এ-মন্ত্রণা চিন্তিয়া অদ্বৈত মহারঙ্গে। বিদায় লইলা প্রভু হরিদাস-সঙ্গে ১৮
কোন কার্য লক্ষ্য করি' গৃহেত আইলা। আসিয়া মনের মন্ত্র করিতে লাগিলা ॥ ১৯
নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া। বাখানে বাশিষ্ঠ-শাস্ত্র 'জ্ঞান' প্রকাশিয়া ॥ ২০
"জ্ঞান বিনে কিবা শক্তি ধরে' বিষ্ণুভক্তি। এতেকে সভার প্রাণ 'জ্ঞান' সর্ব-শক্তি ॥ ২১
হেন 'জ্ঞান' না বুঝিয়া কোন কোন জন। ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন ॥ ২২
'বিষ্ণুভক্তি' দর্পণ, লোচন হয় 'জ্ঞান'। চক্ষুহীন-জনের দর্পণে কোন্ কাম ? ২৩
আদি-বৃদ্ধ আমি পড়িলাঙ সর্বশাস্ত্র। বুঝিলাঙ সর্ব অভিপ্রায় 'জ্ঞান' মাত্র ॥" ২৪
অদ্বৈত-চরিত্র ভাল বুঝে' হরিদাস। ব্যাখ্যান শুনিঞা মহা-অট্ট-অট্ট হাস ॥ ২৫
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ। সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্যবাধ ॥ ২৬
সর্ববাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু-বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত-সংকল্প চিত্তে হইল গোচর ॥ ২৭
একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে। দেখয়ে আপন-সৃষ্টি নিত্যানন্দ-সঙ্গে ॥ ২৮
আপনারে 'সুকৃতি' করিয়া বিধি মানে'। 'মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয়-নয়নে ॥' ২৯
দুই চন্দ্র যেন দুই চলিয়া সে যায়। মতি-অনুরূপ সভে দরশন পায় ॥ ৩০
অন্তরীক্ষে থাকি' সব দেখে দেবগণ। দুই চন্দ্র দেখি' সভে গণে' মনে-মন ॥ ৩১
আপন-লোকের হৈল বসুমতী-জ্ঞান। চান্দ দেখি' পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ-ভাণ ॥ ৩২
নর-জ্ঞান আপনারে সভার জন্মিল। চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব-বুদ্ধি হৈল ॥ ৩৩
দুই চন্দ্র দেখি' সভে করেন বিচার। 'কভু স্বর্গে নাহি দুই চন্দ্রের অধিকার ॥' ৩৪
কোন দেব বোলে, "শুন বচন আমার। মূল চন্দ্র এক, এক প্রতিবিম্ব তা'র ॥" ৩৫
কোন দেব বোলে, "হেন বুঝিয়ে কারণ। ভাগ চন্দ্র বিধি কিবা করিলা যোজন ॥"৩৬
কেহো বোলে, "পিতা-পুত্র একরূপ হয়। হেন বুঝি এক—বুধ চন্দ্রের তনয় ॥" ৩৭
বেদে নারে' নিশ্চয়িতে যে প্রভুর রূপ। তাহাতে যে দেব মোহে'—এ কোন্ কৌতুক ?৩৮

---

১ (৭ম) ধরিয়া [ঙ]; ২ (২য়—৪র্থ) বিলাইতে প্রভু হৈলা [চ], (১০ম—১২শ) মন্ত্রণা কৈলু ̐ সার [গ]; ৪ (২য়) এইমত [ক, ঘ, ছ], এইযুক্তি [খ], (৬ষ্ঠ) করিল [ক, ঘ, ঙ, ছ, জ]; ৫(৮ম—১০ম) মনের মত করিতে [ছ] মানস-মন্ত্র পড়িতে [ঞ], (৯ম) কর্ম [ক], কার্য [খ]; ৬ (৩য়) বোলে [খ], যেন [ঘ]; ৭ (৭ম) স্বতন্ত্র [ক, খ, গ, ঞ]; ৮(৪র্থ) মানিয়া [ক], (৫ম) বোলে [খ]; ৯ (২য়, ৩য়) লোচন দর্পণ [গ, চ], (৮ম) কিবা [গ, ছ]; ১০ (১ম) অতি- [ক], -অন্ত [ঞ]; ১১ (২য়) ভালে [গ, চ, ছ], (৩য়) জানে [চ]; ১৫ (৭ম) সৃষ্টি [ঙ], (১০ম) আপন-নয়ানে [গ]; ১৬ (৩য়, ৪র্থ) দুই প্রভু [ক], (৪র্থ—৬ষ্ঠ) দুই চলি আইসে [খ], চলি আইসে [গ], (৮ম) অতি-অপরূপ [ক], নতি- [গ], (৯ম) ভেদ [ঞ]; ১৯ (৮ম) -জ্ঞান [জ]; ২১ (১০ম) হয়ে [ঙ], (১২শ)আর [গ, ঙ]; ২২ (৭ম—১০ম) ভাগ্যে গৌরচান্দে বিবি [ক], ভাগ্যে বা চন্দ্রের বিধি [খ], ভাগ্যে চন্দ্রে বিধি কেবা [ঙ]; ২৩ (৬ষ্ঠ, ৭ম) কেহ বোলে [গ], (৬ষ্ঠ—৮ম) এক বিধু বুঝি এক [ঝ]; ২৪ (১২শ) নহে [ঝ, ঞ]।

হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুইজন। নিত্যানন্দ, জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ॥ ৩৯
নিত্যানন্দে সম্বোধিয়া বোলে বিশ্বম্ভর। "চল যাই শান্তিপুর—আচার্যের ঘর ॥" ৪০
মহারঙ্গী দুই প্রভু—পরম-চঞ্চল। সে-ই পথে চলিলেন আচার্যের ঘর ॥ ৪১
মধ্য-পথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম। মুলুকের কাছে সে 'ললিতপুর' নাম ॥ ৪২
সেই গ্রামে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী এক আছে। পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে ॥ ৪৩
নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করেন জিজ্ঞাসা। "কাহার মণ্ডপ জান', কহ কা'র বাসা ?" ৪৪
নিত্যানন্দ বোলে, "প্রভু ! সন্ন্যাসি-আলয়। প্রভু বোলে, "তা'রে দেখি, যদি ভাগ্য হয় ॥"
হাসি' গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে। বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীরে করিলা প্রণামে ॥ ৪৬
দেখিয়া মোহন মূর্তি দ্বিজের নন্দন। সর্বাঙ্গে সুন্দর রূপ, প্রফুল্ল বদন ॥ ৪৭
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে' বহু আশীর্বাদ। "ধন-বংশ-সুবিবাহ হউ বিদ্যা-লাভ ॥" ৪৮
প্রভু বোলে, "গোসাঞি ! এ নহে আশীর্বাদ। হেন বোল, 'তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ' ॥ ৪৯
বিষ্ণুভক্তি-আশীর্বাদ—অক্ষয় অব্যয়। যে বলিলা, গোসাঞি ! তোমার যোগ্য নয় ॥" ৫০
হাসিয়া সন্ন্যাসী বোলে, "পূর্বে যে শুনিলুঁ। সাক্ষাত তাহার আজি নিদান পাইলুঁ ॥ ৫১
ভাল সে বলিতে লোক ঠেঙ্গা লঞা ধায়। এ বিপ্রপুত্রের সেইমত ব্যবসায় ॥ ৫২
'ধন-বর' দিলুঁ আমি পরম-সন্তোষে। কোথা গেল উপকার, আরো আমা' দোষে' ॥" ৫৩
সন্ন্যাসী বোলয়ে, "শুন ব্রাহ্মণ-কুমার ! কেনে তুমি আশীর্বাদ নিন্দিলে আমার ॥ ৫৪
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস। উত্তম কামিনী যা'র না রহিল পাশ ॥ ৫৫
যা'র ধন নাহি, তা'র জীবনে কি কাজ ? হেন 'ধন-বর' দিতে পাও তুমি লাজ ! ৫৬
হইল বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে। ধন বিনা কি খাইবা, বোল ত আমারে ?" ৫৭
হাসে' প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া। শ্রীহস্ত দিলেন নিজ-কপালে তুলিয়া ॥ ৫৮
ব্যপদেশে মহাপ্রভু সভারে শিখায়। 'ভক্তি বিনা কেহো যেন কিছুই না চায় ॥' ৫৯
"শুন শুন সন্ন্যাসি-গোসাঞি ! যে খাইব। নিজকর্মে যে আছে সে আপনে মিলিব ॥ ৬০
ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসারে কাম্য করে'। বোল দেখি,—ধন-বংশ তবে কেনে মরে ? ৬১
জ্বরের লাগিয়া কেহো কামনা না করে'। তবে কেনে জ্বর আসি' পীড়য়ে শরীরে ? ৬২
শুন শুন গোসাঞি ! ইহার হেতু—'কর্ম'। কোন মহাজনে সে ইহার জানে' মর্ম ॥ ৬৩

৩ (৩য়) ভাই [ঙ]; ৭ (৪র্থ) -আশ্রয় [খ, গ]; ৯ (৩য়) রূপ [ক], (৬ষ্ঠ—১০ম) "বিস্মিত হৈল সেই সন্ন্যাসীর মন ॥" [গ], (৮ম) বর্ণ [ক]; ১০ (৮ম) সুখী রহ [ক], (৮ম—১০ম) সুবিবাহ হউ নিত্যলাভ [খ], বিবাহ হউক বংশলাভ [গ], বিভা হউ উত্তম বিদ্যালাভ [চ], বিদ্যালাভ হউক তোমাত [ছ]; ১১ (৫ম) কোন্ [ছ], (৯ম) মোরে [ঘ, ছ]; ১৩ (৪র্থ, ৫ম) অপূর্ব [গ]; ১৭ (১২শ) আশ [ঞ], ১৮ (১০ম—১২শ) দিয়ে তুমি পাও [গ]; ২১ (১ম) উপদেশ [ঘ, চ, ছ]; ২২ (৩য়, ৪র্থ) সন্ন্যাসী ! যেই আমি [গ, ছ], গোসাঞি জীবে যেই [চ], (৮ম—১০ম) থাকে সে অবশ্য [ক, জ]; ২৩ (২য়, ৩য়) সংসার কর্ম [গ], (৬ষ্ঠ) তার [ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২৪ (১২শ) সভারে [গ]।

বেদেও বুঝায় স্বর্গ, বোলে জনা জনা। মুর্খ-প্রতি সে কেবল বেদের করুণা ॥ ৬৪
বিষয়সুখেত বড় লোকের সন্তোষ। চিত্ত বুঝি কহে বেদ, বেদের কি দোষ ? ৬৫
'ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নানে হরিনামে।' শুনিয়া চলয়ে লোক বেদের কারণে ॥ ৬৬
যে-তে-মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লৈলে। দ্রব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে ॥ ৬৭
এই বেদ-অভিপ্রায় মুর্খ নাহি বুঝে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া, বিষয়সুখে মজে' ॥ ৬৮
ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝই গোসাঞি ! কৃষ্ণভক্তি-ব্যতিরিক্ত আর বর নাঞি ॥" ৬৯
সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্। 'ভক্তিযোগ' কহে বেদ করিয়া প্রমাণ ॥ ৭০
যে কহে চৈতন্যচন্দ্র, সে-ই সত্য হয়। পরনিন্দে', পাপী জীব তাহা নাহি লয় ॥ ৭১
হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি' প্রভুর বচন। এ বুঝি পাগল বিপ্র—মন্ত্রের কারণ ॥ ৭২
হেন বুঝি,—এই বা সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া। লঞা যায় ব্রাহ্মণকুমার ভাণ্ডাইয়া ॥" ৭৩
সন্ন্যাসী বোলয়ে "হেন কাল সে হইল। শিশুর অগ্রেত আমি কিছু না জানিল ॥ ৭৪
আমি করিলাঙ সব পৃথ্বী-পর্যটন। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, বদরিকাশ্রম ॥ ৭৫
গুজরাট, কাশী, গয়া, বিজয়ানগরী। সিংহল গেলাঙ আমি, যত আছে পুরী ॥ ৭৬
আমি না জানিলুঁ—ভাল-মন্দ হয় কায়। দুধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায় ?"৭৭
হাসি' বোলে নিত্যানন্দ, "শুনহ গোসাঞি ! শিশু-সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য নাঞি ॥৭৮
আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা। আমারে দেখিয়া তুমি সব কর' ক্ষমা ॥"৭৯
আপনার শ্লাঘা শুনি' সন্ন্যাসী সন্তোষে'। ভিক্ষা করিবারে ঝাট বোলয়ে হরিষে ॥ ৮০
নিত্যানন্দ বোলে, "কার্যগৌরবে চলিমু। কিছু দেহ' স্নান' করি' পথেত খাইমু ॥"৮১
সন্ন্যাসী বোলয়ে, "স্নান কর' এইখানে। কিছু খাই স্নিগ্ধ হঞা করহ গমনে ॥" ৮২
পাতকী তারিতে দুই-প্রভু-অবতার। রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘর ॥ ৮৩
জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল পথশ্রম। ফলাহার করিতে বসিলা দুইজন ॥ ৮৪
দুগ্ধ-আম্র-পনসাদি করি' কৃষ্ণসাথ। শেষে খায় দুইপ্রভু সন্ন্যাসি-সাক্ষাত ॥ ৮৫
বামপথি সন্ন্যাসী—মদিরা পান করে'। নিত্যানন্দ-প্রতি তাহা করে ঠারেঠোরে ॥ ৮৬
"শুনহ শ্রীপাদ ! কিছু 'আনন্দ' আনিমু ? তোমা'-হেন অতিথি বা কোথায় পাইমু ?"৮৭
দেশান্তর করি' নিত্যানন্দ সব জানে'। 'মদ্যপ সন্ন্যাসী' হেন জানিলেন মনে ॥ ৮৮
'আনন্দ' আনিমু ?" ন্যাসী বোলে বারবার। নিত্যানন্দ বোলে, "তবে লড় সে আমার ॥"

---

১ (৩য়) ইহা [গ]; ২ (২য়) সব [গ]; যত [ঙ]; ৩ (৮ম) সব [ঝ, ঞ], (৯ম) দেবের [ঘ]; ৪ (৪র্থ) কৈলে [গ]; ৫ (২য়) -প্রমাণ [ঘ, ছ], (৩য়) সুখে [গ]; ৬ (৪র্থ) শুনহ [ক], বোলহ [ঙ]; ৭ (৮ম) পুরাণ [চ]; ৮ (৭ম, ৮ম) পরনিন্দা-পাপে [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৯ম) মনে [খ], (১২শ) পায় [ছ]; ১০ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) সন্ন্যাসী কুবুদ্ধি [খ, গ], (১১শ) ভুলাইয়া [গ, ছ, ঞ]; ১২ (৩য়) যত [চ], (৪র্থ) তীর্থ [গ, চ]; ১৪ (৭ম) ঘরের (১১শ) বুঝায় [গ]; ১৬ (১০ম) চিত্তে [ঞ]; ২১ (২য়) জলেতে [গ, ঘ, ছ, জ], (৭ম) রহিলা [ক, ঘ, ছ, জ]; ২২ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) সেই সব খায় প্রভু [ঞ]; ২৫ (২য়) ফিরি [ক, খ, ঙ, ঞ]।

দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন-সমান। সন্ন্যাসীর নারী চাহে জুড়িয়া ধেয়ান॥ ৯০
সন্ন্যাসীরে নিরোধ করয়ে তা'র নারী। "ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি' ?"৯১
প্রভু বোলে, "কি 'আনন্দ' বোলয়ে সন্ন্যাসী ?" নিত্যানন্দ বোলয়ে, "মদিরা-হেন বাসি॥"
'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করেন বিশ্বম্ভর। আচমন করি' প্রভু চলিলা সত্বর॥ ৯৩
দুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া। চলিলা আচার্য-গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া॥ ৯৪
স্ত্রৈণ মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে'। নিন্দক বেদান্তী যদি তথাপি সংহারে'॥ ৯৫
ন্যাসী হঞা মদ্য পিয়ে, স্ত্রীসঙ্গ আচরে'। তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার দুয়ারে॥ ৯৬
বাকোবাক্য কৈলা প্রভু শিখাইলা ধর্ম। বিশ্রাম করিয়া কৈলা ভোজনের কর্ম॥ ৯৭
না হয়ে এ-জন্মে ভাল, হৈব আর-জন্মে। সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে' ভাল মর্মে॥৯৮
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী। তা'র সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥ ৯৯
শেষখণ্ডে যখনে চলিলা প্রভু কাশী। শুনিলেক যত কাশীনিবাসী সন্ন্যাসী॥ ১০০
শুনিয়া আনন্দ বড় হৈলা ন্যাসিগণ। 'দেখিমু চৈতন্য'—বড় শুনি মহাজন॥ ১০১
সভেই বেদান্তী জ্ঞানী, সভেই তপস্বী। আজন্ম কাশীতে বাস, সভেই যশস্বী॥ ১০২
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি। পঢ়ায়ে বেদান্ত, না বাখানে বিষ্ণুভক্তি॥ ১০৩
অন্তর্যামী গৌরসিংহ ইহা সব জানে। গিয়াও কাশীতে নাহি দিলা দরশনে॥ ১০৪
রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া। রহিলেন দুই-মাস বারাণসী গিয়া॥ ১০৫
বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের দিবস দুই আছে। লুকাইয়া চলিলা,—দেখয়ে কেহো পাছে॥ ১০৬
পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ। চলিলেন চৈতন্য, নহিল দরশন॥ ১০৭
সর্ব-বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা-পাপ। পাছেও কাহারো চিত্তে না জন্মিল তাপ॥ ১০৮
আরো বোলে, "আমরা সকল পূর্বাশ্রমী। আমা'সভা' সম্ভাষিয়া বিনা গেলা কেনি ?১০৯
দুইদিন লাগি' কেনে স্বধর্ম ছাড়িয়া। কেনে গেলা 'বিশ্বরূপক্ষৌর' সে লঙ্ঘিয়া ?" ১১০
ভক্তিহীন হৈলে এইমত বুদ্ধি হয়। নিন্দকের পূজা শিব কভু নাহি লয়॥ ১১১
কাশীতে যে পর নিন্দে', সে শিবের দণ্ড্য। শিব-অপরাধে বিষ্ণু নহে তা'র বন্দ্য॥১১২
সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার। ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥ ১১৩
মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান সে ভোজন। নিন্দক বেদান্তী না পাইল দরশন॥ ১১৪

---

১ (৬ষ্ঠ) পত্নী [ঙ, চ, ঝ, ঞ]; ২(২য়) নিষেধ [চ]; ৩ (৩য়—৫ম) নিত্যানন্দ কি বোলে [ক]; ৪ (১ম,২য়) কৃষ্ণ কৃষ্ণ [খ]; ৬(১ম) হেন [ক, খ, চ], তেন [ঘ, ছ, জ], (৬ষ্ঠ—১০ম) "নিন্দা করে বেদান্তী সন্ন্যাসী নাম ধরে॥" [চ], "নিন্দকের শাস্তা প্রভু তথাই সংহারে॥" [ছ], (৭ম, ৮ম) দাম্ভিক যবে [ক], বেদান্তী যত [খ]; ৭ (১ম) সন্ন্যাসী [ক, ঘ, চ, ছ, জ], (১ম, ২য়) সন্ন্যাসীতে [ঞ]; ১২ (৪র্থ, ৫ম) সন্ন্যাসীর গণ [ক, ঘ, ছ, জ]; ১৩ (৪র্থ) বড়ই [গ], (১০ম) সন্ন্যাসী [ক]; ১৪ (৩য়—৫ম) নাশে সকল গুণ- [গ]; ১৫ (২য়) গৌরচন্দ্র [খ, ঙ, চ, ছ]; ২২ (৬ষ্ঠ—১১শ) "নিন্দা করি পূজি শিব কভু ভাল নহে॥" [ক], "নিন্দকের প্রতি কৃপা কভু নাহি হয়॥" [ছ]; ২৪ (৩য়) গৌরচন্দ্র [ঘ, চ]; ২৫ (৭ম) নিন্দাকরি [ক]।

চৈতন্যের দণ্ডে যা'র চিত্তে নাহি ভয়। জন্মে-জন্মে সেই জীব যমদণ্ড্য হয় ॥ ১১৫
অজ, ভব, অনন্ত, কমলা সর্বমাতা। সভার শ্রীমুখে নিরবধি যাঁ'র কথা ॥ ১১৬
হেন গৌরচন্দ্র-যশে যা'র নহে মতি। ব্যর্থ তা'র সন্ন্যাস, বেদান্তপাঠে রতি ॥ ১১৭
হেনমতে দুই প্রভু আপন-আনন্দে। সুখে ভাসি' চলিলেন জাহ্নবী-তরঙ্গে ॥ ১১৮
গৌরচন্দ্রমহাপ্রভু করয়ে হুঙ্কার। "মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বারবার ॥ ১১৯
"মোহোরে আনিল নাঢ়া শয়ন ভাঙ্গিয়া। এখনে বাখানে' 'জ্ঞান' ভক্তি লুকাইয়া ॥১২০
তা'র শাস্তি করোঁ—আজি দেখ পরতেখে। কেমনে দেখিমু আজি জ্ঞানযোগ রাখে' ॥"
তর্জে' গর্জে' মহাপ্রভু গঙ্গাস্রোতে ভাসে। মৌন হঞা নিত্যানন্দ মনে-মনে হাসে ১২২
দুইপ্রভু ভাসি' যায় গঙ্গার উপরে। অনন্ত-মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদ-সাগরে ॥ ১২৩
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। বুঝিলেন চিত্তে, "মোর হইবেক ফল ॥" ১২৪
'আইসে ঠাকুর ক্রোধে' অদ্বৈত জানিঞা। জ্ঞানযোগ বাখানে' অধিক মত্ত হঞা ॥১২৫
চৈতন্যভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা? গঙ্গাপথে দুইপ্রভু আসিয়া মিলিলা ॥ ১২৬
ক্রোধমুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে। দেখেন,—অদ্বৈত দোলে' জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে ॥১২৭
প্রভু দেখি' হরিদাস দণ্ডবত হয়। অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত-তনয় ॥ ১২৮
অদ্বৈত-গৃহিণী মনে-মনে নমস্করে'। দেখিয়া প্রভুর মূর্তি চিন্তিত অন্তরে ॥ ১২৯
বিশ্বম্ভর-তেজ যেন কোটি-সূর্যময়। দেখিয়া সভার চিত্তে উপজিল ভয় ॥ ১৩০
ক্রোধমুখে বোলে প্রভু, "আরে আরে নাঢ়া! বোল দেখি,—'জ্ঞান' 'ভক্তি' দুইতে কে বাঢ়া
অদ্বৈত বোলয়ে, "সর্বকাল বড় 'জ্ঞান'। যা'র 'জ্ঞান' নাহি, তা'র ভক্তিতে কি কাম?"১৩২
"জ্ঞান বড়" অদ্বৈতের শুনিয়া বচন। ক্রোধে বাহ্য পাসরিলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৩৩
পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া। স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥ ১৩৪
অদ্বৈত-গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা। সর্ব-তত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা ॥ ১৩৫
"বুঢ়া বিপ্র, বুঢ়া বিপ্র, রাখ' রাখ প্রাণ! কাহার শিক্ষায় এত কর' অপমান? ১৩৬
এড় বুঢ়া-বামনেরে, আর কি করিবা? কোন কিছু হৈলে শেষে এড়াইতে নারিবা ॥"১৩৭
পতিব্রতা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ হাসে'। ভয়ে কৃষ্ণ সঙরয়ে প্রভু-হরিদাসে ॥ ১৩৮
ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি শুনে। তর্জে' গর্জে' অদ্বৈতেরে সদন্ত-বচনে ॥১৩৯
"শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে। আরে নাঢ়া! নিদ্রাভঙ্গ তোমার হুহুঙ্কারে ॥১৪০
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া। এবে বাখানিস্ জ্ঞান, ভক্তি লুকাইয়া ॥ ১৪১

---

১ (৪র্থ) মনে [ক, গ], (৪র্থ, ৫ম) না জন্মিল [ঙ, চ, ছ]; ২ (৫ম) জগন্মাতা [ঙ], (৭ম) বদনে [ঘ], (৮ম) নিরন্তর [খ, গ, ঞ]; ৩ (২য়) -রসে [ক, গ, ঙ, চ, ঞ]; ৪ (৩য়) জন [ঙ], (৪র্থ) কৌতুক- [ছ]; ৫ (১ম) মহাপ্রভু নিরবধি [ক, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৯ (৫ম) ভিতরে [খ, গ], ওপারে [ঙ]; ১৬ (২য়) দেখি [গ]; ২২ (৯ম) কক্ষায় [ঘ, ছ]; ২৩ (১ম) এই [ক, ঙ, ছ, ঞ], এত [খ, গ]; ২৬ (১ম] শুইয়া [ক, গ, ঙ, জ], (৩য়) ক্ষীরসাগরের মাঝে, মোর তোর কাজে [ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ]; ২৭ (২য়) কেনে [ক], হবে [ঘ, জ]।

যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে। তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে ?১৪২
তোহর সঙ্কল্প মুঞি না করোঁ অন্যথা। তুঞি মোরে বিড়ম্বনা করিস্ সর্বথা !" ১৪৩
অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে। প্রকাশে' আপন-তত্ত্ব করি' হুহুঙ্কারে ॥ ১৪৪
"আরে আরে কংস যে মারিল,সেই মুঞি। আরে নাঢ়া ! সকল জানিস্, দেখ্ তুঞি ॥১৪৫
অজ, ভব, শেষ, রমা মোর করে' সেবা। মোর চক্রে কাটিল শৃগাল-বাসুদেবা ॥ ১৪৬
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল। মোর বাণে মারিল রাবণ মহাবল ॥ ১৪৭
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ। মোর চক্রে নরকের লইল জীবন ॥ ১৪৮
মুঞি সে ধরিলুঁ গিরি দিয়া বামহাথ। মুঞি সে আনিলুঁ স্বর্গ হৈতে পারিজাত ॥১৪৯
মুঞি সে ছলিঞা বলি করিলুঁ প্রসাদ। মুঞি সে হিরণ্য মারি' রাখিলুঁ প্রহ্লাদ ॥"১৫০
এইমত প্রভু নিজ-ঐশ্বর্য প্রকাশে'। শুনিয়া অদ্বৈত প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥ ১৫১
শাস্তি পাঞা অদ্বৈত পরমানন্দময়। হাথে তালি দিলা নাচে পরম নির্ভয় ॥ ১৫২
"যেন অপরাধ কৈলুঁ তেন শাস্তি পাইলু। ভালই করিলা, প্রভু ! অল্পে এড়াইলু ॥ ১৫৩
এখনে সে ঠাকুরালি বলি যে তোমার। দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলা আমার ॥ ১৫৪
ইহাতে সে, প্রভু ! ভৃত্য চিত্তে বল পায়।" বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর-রায় ॥ ১৫৫
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল-অঙ্গনে। ভ্রূকুটী করিয়া বোলে প্রভুর চরণে ॥ ১৫৬
"কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি ? কোথা গেল এবে তোর সে-সব ঢাঙ্গাতি ?
দুর্বাসা না হঙ মুঞি—যাঁ'রে কদর্থিবা। যাঁ'র অবশেষ-অন্ন সর্বাঙ্গে লেপিবা ॥ ১৫৮
ভৃগু-মুনি নহোঁ মুঞি—যাঁ'র পদধূলি। বক্ষে দিয়া হইবা শ্রীবৎস কুতূহলী ॥ ১৫৯
মোর নাম 'অদ্বৈত'—তোমার শুদ্ধ দাস। জন্মে-জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ ॥১৬০
উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া। করিলা ত শাস্তি, এবে দেহ' পদ-ছায়া ॥"১৬১
এত বলি' ভক্তি করি' শান্তিপুরনাথ। পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথা'ত ॥ ১৬২
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর। অদ্বৈতেরে কোলে করি' কান্দয়ে নির্ভর ॥ ১৬৩
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি' নিত্যানন্দ-রায়। ক্রন্দন করেন যেন নদী বহি' যায় ॥ ১৬৪
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস। অদ্বৈতগৃহিণী কান্দে, কান্দে যত দাস ॥ ১৬৫
কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-তনয়। অদ্বৈতভবন হৈল কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ১৬৬
অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর। সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর ॥ ১৬৭

---

২ (১ম) তোমার [ক, খ, গ, ঙ, চ, জ, ঞ]; ৩ (৯ম) অহঙ্কারে [জ]; ৪ (১২শ) তত্ত্ব [ঙ], মোর [ক্বচিৎ পাঠ]; ৫ (১০ম) মারিল [ঙ, ছ, জ, ঝ], মরিল [চ]; ৬ (৮ম) মরিল [ক, গ, ঙ, ঞ]; ৭ (৪র্থ) রাবণের [ঘ], (৯ম, ১০ম) হইল মরণ [ক, খ, গ, ঙ, ছ, ঞ]; ১১ (৯ম, ১০ম) পরম বিনয় [ক, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ], করিয়া বিনয় [ঝ, ঞ]; ১৫ (৭ম) ধরে [ছ]; ১৬ (৩য়) হের [গ], (৩য়—৬ষ্ঠ) আরে মোর তোর যশ- [ক] (১১শ) মোরে [গ]; ১৭ (২য়—৪র্থ) নহিয়ে আমি [ক]; ১৯ (৫ম) নিজ- [গ], (৭ম—১১শ) "তোমার পাদপদ্মে প্রভু দেহ' নিজ-বাস ॥" [চ], (১১শ) গ্রাস [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ]; ২৩(৯ম,১০ম) কান্দে বহুতর [চ], (১০ম) বিস্তর [গ,ঞ]; ২৪(৭ম) লোহে [ক]।

"তিলার্ধে কো যে তোমার করিব আশ্রয়। সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষী নয়॥ ১৬৮
যদি মোর স্থানে করে' শত অপরাধ। তথাপি তাহারে মুঞি করিমু প্রসাদ॥ ১৬৯
বর শুনি' কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়। চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয়॥ ১৭০
"যে তুমি বলিলা, প্রভু! কভু মিথ্যা নয়। মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয়॥ ১৭১
'যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে। সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে' ॥১৭২
তোর পাদপদ্মে যা'র না পশিবে মন। তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন॥ ১৭৩
যে তোমারে ভজে', প্রভু! সে মোর জীবন। না পারোঁ সহিতে মুঞি তোমার লঙ্ঘন॥
যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর। বৈষ্ণবাপরাধী মুঞি না দেখোঁ গোচর॥ ১৭৫
তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি দেবে ভজে। সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে॥
মুঞি নাহি বলোঁ এই বেদের বাখান। সুদক্ষিণ-মরণ তাহার পরমাণ॥ ১৭৭
সুদক্ষিণ-নাম—কাশীরাজের নন্দন। মহাসমাধিতে শিব কৈল আরাধন॥ ১৭৮
পরম-সন্তোষে শিব বোলে, 'মাগ' বর। পাইবা অভীষ্ট, অভিচার-যজ্ঞ কর'॥ ১৭৯
বিষ্ণুভক্ত-প্রতি যদি কর' অপমান। তবে সেই যজ্ঞে তোর লইব পরাণ॥' ১৮০
শিব কহিলেন ব্যাজে, সে ইহা না বুঝে। শিবাজ্ঞায় অভিচার-যজ্ঞ গিয়া ভজে॥ ১৮১
যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহাভয়ঙ্কর। তিন কর চরণ—ত্রিশির-রূপধর॥ ১৮২
তালজঙ্ঘ পরমাণ—বোলে, 'বর মাগ'।' রাজা বোলে, 'দ্বারকা পোড়াহ মহাভাগ!' ১৮৩
শুনিয়া দুঃখিত হৈলা মহাশৈবমূর্তি। বুঝিলেন, ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্তি' ॥ ১৮৪
অনুরোধে গেলা মাত্র দ্বারকার পাশে। দ্বারকা-রক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আইসে॥১৮৫
পলাইলে না এড়াই সুদর্শনস্থানে। মহাশৈব পড়ি' বোলে চক্রের চরণে॥ ১৮৬
"যাঁ'র স্থানে পলাইতে নারিল দুর্বাসা। নারিল রাখিতে অজ, বিষ্ণু, দিগ্‌বাসা॥ ১৮৭
হেন মহাবৈষ্ণবতেজের স্থানে মুঞি। কোথা পলাইমু, প্রভু?—যে করিস্ তুঞি! ১৮৮
জয় জয় প্রভু মোর সুদর্শন-নাম। দ্বিতীয় শঙ্কর-তেজ জয় কৃষ্ণধাম॥ ১৮৯
জয় মহাচক্র জয় বৈষ্ণব-প্রধান। জয় দুষ্ট-ক্ষয়কর জয় শিষ্টত্রাণ॥" ১৯০
স্তুতি শুনি' সন্তোষে বলিল সুদর্শন। "পোড় গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন॥ ১৯১
পুনঃ সেই মহাভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া। চলিল কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া॥ ১৯২
তোমারে লঙ্ঘিয়া, প্রভু! শিবপূজা কৈল। অতএব তা'র যজ্ঞে তাহারে মারিল॥১৯৩

---

১ (১২শ) পক্ষ [ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ]; ৪ (৯ম) এই [খ, গ]; ৫ (১৩শ) সংহরে [ঝ]; ৬ "যে তোমার পাদ-পদ্মে লইবে শরণ। তাহারে না মানিলে কভু নহে মোর জন॥" [চ], (১ম—৬ষ্ঠ) "যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।" [খ, ঞ]; ৭ (৩য়) সেবে [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ], (১২শ) তাহার [ক, চ, জ]; ৯ (১০ম) সংহরে [ঘ, জ, ঝ]; ১০ (৬ষ্ঠ) প্রমাণ [ঙ]; ১৩ (১ম) বিপ্র-ভক্ত-স্থানে [খ, গ, ঙ, চ, জ]; ১৫ (৬ষ্ঠ) হেম [ক]; ১৯ (৬ষ্ঠ, ৭ম) পড়িলেন [ক, খ, গ]; ২০ (৯ম) ভব [ঝ]; ২৩ (৬ষ্ঠ) ক্ষয়কারী [খ, গ], ভয়ঙ্কর [ঙ, চ, ঝ, ঞ]; ২৫ (৬ষ্ঠ) ধার্মিক [ঘ, ঙ, ছ, জ], ২৬ (৩য়) সেই [ঙ], (১০ম) বধিল [গ]।

তেঞি সে বলিলুঁ, প্রভু ! তোমারে লঙ্ঘিয়া। মোর সেবা করে', তা'রে মারিমু পুড়িয়া ॥
তুমি মোর প্রাণনাথ, তুমি মোর ধন। তুমি মোর পিতা মাতা, তুমি বন্ধু-জন ॥ ১৯৫
যে তোমা' লঙ্ঘিয়া করে' মোরে নমস্কার। সে-জন কাটিয়া শির করে' প্রতিকার ॥১৯৬
সূর্যেরে সাক্ষাত করি' রাজা সত্রাজিত। ভক্তিবশে সূর্য তাঁ'র হইলেন মিত ॥ ১৯৭
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞাভঙ্গ-দুঃখে। দুই ভাই মারা যায়, সূর্য দেখে সুখে ॥১৯৮
বলদেব-শিষ্যত্ব পাঞা সে দুর্যোধন। তোমারে লঙ্ঘিয়া পাইল সবংশে মরণ ॥ ১৯৯
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার। লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার ॥ ২০০
শিরশ্ছেদি' শিব পূজিয়াও দশানন। তোমা' লঙ্ঘি' পাইলেক সবংশে মরণ ॥ ২০১
সর্বদেব-মূল তুমি, সভার ঈশ্বর। দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর ॥ ২০২
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে'। পূজা খাঞা সেই দাস তাহারে সংহারে ॥২০৩
তোমা' না মানিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে। বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে' ॥২০৪
দেব, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম—সর্বমূল তুমি। যে তোমা' না ভজে', তা'র পূজ্য নহি আমি ॥"২০৫
মহাতত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন। হুঙ্কার করিয়া বোলে শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০৬
"মোর এই সত্য সভে শুন মন দিয়া। যেই মোরে পূজে' মোর সেবকে লঙ্ঘিয়া ॥ ২০৭
সে অধম জন মোরে খণ্ড খণ্ড করে'। তা'র পূজা মোর গা'য়ে অগ্নি হেন পোড়ে' ॥২০৮
যেই মোর দাসের সকৃৎ নিন্দা করে'। মোর নাম কল্পতরু তাহারে সংহারে ॥ ২০৯
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড যত—সব মোর দাস। এতেকে যে পর-হিংসে', সে-ই যায় নাশ ॥২১০
তুমি ত আমার নিজ-দেহ হৈতে বড়। তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে নাশ হয় দঢ় ॥ ২১১
সন্ন্যাসীহ যদি অনিন্দক-নিন্দা করে'। অধঃপাতে যায়, সর্ব-ধর্ম ঘুচে তারে ॥" ২১২
বাহু তুলি' জগতেরে বোলে গৌরধাম। "অনিন্দক হঞা সভে বোল কৃষ্ণনাম ॥ ২১৩
অনিন্দক হঞা যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বোলে। সত্য সত্য মুঞি তা'রে উদ্ধারিমু হেলে ॥"২১৪
এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন। 'জয় জয় জয়' বোলে সর্ব-ভক্তগণ ॥ ২১৫
অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণ ধরিয়া। প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া ॥ ২১৬
অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী। এইমত মহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী ॥ ২১৭

---

১ (৫ম) যে তোমা' [ঞ], (১০ম, ১১শ) মুঞি মারিব [ক], তারা মরিব [ছ]; ৩ (১ম, ২য়) তোমারে, (৪র্থ) প্রভূ, (৬ষ্ঠ) নমস্করে [ক], (১১শ) প্রতিকারে [ক]; ৫ (৪র্থ) বাক্যভঙ্গ- [ক], সুখভঙ্গ- [ঞ]; ৬ (১ম) বলরাম- [ঙ]; ৮ (১ম) শিরশ্ছেদে [চ, জ, ঝ, ঞ]; ৯ (১ম) -ময় [জ], (৫ম—৭ম) ত্রিভূবনে যত বৈসে [চ]; ১০ (১২শ) সংহরে [ঘ, জ, ঝ]; ১১ (১ম—৩য়) তোমারে লঙ্ঘিয়া [গ], (৩য়) জানিয়া [ক, থ, ঞ], (৪র্থ, ৫ম) যেবা দেবা-দেবি [ক], যেই শিবাদিরে [জ], (১০ম) পত্রে বসি [ক], পত্রেরে [গ, জ], পত্রেরে সে [চ]; ১২(১ম) বেদ [খ, চ], (১ম, ২য়) দেব-প্রিয় [গ], (২য়—৪র্থ) যজ্ঞ, বিষ্ণু-ধর্ম [ক]; ১৫ (৩য়) জ্ঞান [চ, ঞ]; ১৬ (১ম,২য়) যে তোমার [ক, চ], (১ম—৩য়) আমার দাসের যে [ঞ], (২য়) মোহোর [থ, ঙ]; ১৭ (২য়—৪র্থ) মোর সেবকের [থ], (৮ম) -নিন্দে [চ]; ১৮ (৪র্থ) -প্রাণ [ঙ], ১৯ (৮ম, ৯ম) পরিহরে [ক, থ, গ]; ২৪ (৩য়) কান্দে [ক]।

অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবারে শক্তি কা'র ? জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি তাঁ'র ॥ ২১৮
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে যে গালাগালি বাজে। সেই সে পরমানন্দ—যদি লোকে বুঝে ॥ ২১৯
দুর্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বাক্য কর্ম। তাঁ'র অনুগ্রহে সে বুঝয়ে তা'র মর্ম ॥ ২২০
এইমত যত আর হইল কথনে। নিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রভু আর যত গণে ॥ ২২১
ইহা কহিবার শক্তি প্রভু বলরাম। সহস্র-বদনে গায় এই গুণগ্রাম ॥ ২২২
ক্ষণেকেই বাহ্যদৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর। হাসিয়া অদ্বৈত-প্রতি বোলয়ে উত্তর ॥ ২২৩
"কিছু নি চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু ?" অদ্বৈত বোলয়ে, "উপাধিক নহে কিছু ॥"২২৪
প্রভু বোলে, "শুন নিত্যানন্দ মহাশয় ! রক্ষিবা—চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয় ॥"২২৫
নিত্যানন্দ, চৈতন্য, অদ্বৈত, হরিদাস। পরস্পর সভে সভা' চাহি' মহাহাস ॥ ২২৬
অদ্বৈতগৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা। বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যাঁ'রে বোলে 'মাতা' ॥ ২২৭
প্রভু বোলে, "শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন। কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর'—করিমু ভোজন ॥" ২২৮
নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতাদি-সঙ্গে। গঙ্গাস্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে ॥ ২২৯
সে-সব আনন্দ বেদে বর্ণিব বিস্তর। স্নান করি' প্রভু-সব আইলেন ঘর ॥ ২৩০
চরণ পাখালি' মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ড-প্রণাম বিস্তর ॥ ২৩১
অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বম্ভর-পদতলে। হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত-পদমূলে ॥ ২৩২
অপূর্ব কৌতুক দেখি' নিত্যানন্দ হাসে'। ধর্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে' ॥ ২৩৩
উঠি' দেখে ঠাকুর—অদ্বৈত পদতলে। আথেব্যথে উঠি' প্রভু 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বোলে ॥ ২৩৪
অদ্বৈতের হাথে ধরি' নিত্যানন্দ-সঙ্গে। চলিলা ভোজন-গৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে ॥ ২৩৫
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু একঠাঞি। বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য-গোসাঞি ॥ ২৩৬
স্বভাব-চঞ্চল তিন প্রভু নিজরসে। উপাধিক নিত্যানন্দ প্রভু বাল্যাবেশে ॥ ২৩৭
দ্বারে বসি' ভোজন করেন হরিদাস। যা'র দেখিবার শক্তি—সকল প্রকাশ ॥ ২৩৮
অদ্বৈতগৃহিণী মহা-সতী যোগেশ্বরী। করে' পরিবেষণ সঙরি' 'হরি হরি' ॥ ২৩৯
ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল। দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স—সকল ॥ ২৪০
অদ্বৈতে দেখিয়া হাসে' নিত্যানন্দ-রায়। একবস্তু দুইভাগ—কৃষ্ণের লীলায় ॥ ২৪১
ভোজন হইল পূর্ণ, কিছুমাত্র শেষ। নিত্যানন্দ হইলা পরম-বাল্যাবেশ ॥ ২৪২

---

১ (৫ম) যার [ঘ, চ, জ, ঝ], (১০ম) যার [খ, গ, ঙ]; ২ (৯ম) জনে [খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ]; ৩ (২য়, ৩য়) অজ্ঞ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের [খ], (৩য়) যত [গ], সব [ছ], (৫ম) যারে [ক], (৯ম, ১০ম) তার ধর্ম [ক, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ]; ৪ (৩য়) যত [ক, ঘ], (৯ম) জন [গ, ঘ, ঙ, ঞ]; ৫ (২য়) বুঝিবার [গ, ঙ, ঞ], বর্ণিবার [ছ], (৪র্থ) ধরে [ক্বচিৎ পাঠ]; ৮ (৬ষ্ঠ) ক্ষমিবা [ঞ]; ৯ (৮ম) দেখি [জ]; ১৩ (৩য়) কথা [ক্বচিৎ পাঠ], (৮ম) মহাপ্রভু [ক]; ১৬ (৭ম) হেন [ঝ], (৭ম, ৮ম) তিন জন [ক]; ১৮ (৪র্থ) -রঙ্গে [ঘ, ছ], (৮ম) -সঙ্গে [ঘ, ছ]; ২০ (৪র্থ) নিজাবেশে [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৮ম) বাল্যরসে [ঘ, ঙ, জ, ঝ]; ২১ (১ম) ঘরে [গ], বিরলে [ছ]; ২২ (২য়) মহাশক্তি [ক, গ]; ২৩ (৯ম) সহিত [খ], মুদ্গ [ঙ], ২৫ (৮ম) -বাল্যবেশ [ক, খ, ঘ, ঙ, চ, ছ]।

সব-ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস। প্রভু বোলে, "হায় হায়", হাসে হরিদাস ॥ ২৪৩
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে। নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে ॥২৪৪
"জাতিনাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ। কোথা হৈতে আসি' হৈল মদ্যপের সঙ্গ ॥২৪৫
গুরু নাহি, বোলায় 'সন্ন্যাসী' করি' নামে। জন্ম বা না জানিয়ে—নিশ্চয় কোন্ গ্রামে ॥
কেহো ত না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি। ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা-হাথী ॥২৪৭
ঘরে-ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত। এখনে আসিয়া হৈল ব্রাহ্মণের সাথ ॥ ২৪৮
নিত্যানন্দ-মদ্যপ করিব জাতিনাশ। সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস!" ২৪৯
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইলা দিগ বাস। হাথে তালি দিয়া নাচে, অট্ট অট্ট হাস ॥ ২৫০
অদ্বৈত-চরিত্র দেখি' হাসে গৌররায়। হাসি' নিত্যানন্দ দুইঅঙ্গুলী দেখায় ॥ ২৫১
শুদ্ধ-হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে। কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে ॥ ২৫২
ক্ষণেকে হইল বাহ্য, কৈলা আচমন। পরস্পরে সন্তোষে করিলা আলিঙ্গন ॥ ২৫৩
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী। প্রেমরসে দুই প্রভু মহাকুতূহলী ॥ ২৫৪
প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন। প্রীত বিনা অপ্রীত নাহিক কোনক্ষণ ॥ ২৫৫
তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা। বালকের প্রায় বিষ্ণু বৈষ্ণবের খেলা ॥ ২৫৬
হেনমতে মহাপ্রভু অদ্বৈত-মন্দিরে। স্বানুভাবানন্দে হরি-কীর্তনে বিহরে' ॥ ২৫৭
ইহা বলিবার শক্তি ধরে' বলরাম। অন্য নাহি জানয়ে এ-সব গুণগ্রাম ॥ ২৫৮
সরস্বতী জানে' বলরামের কৃপায়। সভার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায় ॥ ২৫৯
এ-সব কথার নাহি জানি অনুক্রম। যে-তে-মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥ ২৬০
চৈতন্যপ্রিয়ের পা'য় মোর নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ২৬১
অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি' কথোদিন। নবদ্বীপে আইলা—সংহতি করি' তিন ॥ ২৬২
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তৃতীয় হরিদাস। এইতিন-সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ-বাস ॥ ২৬৩
শুনিলা বৈষ্ণব-সব "আইলা ঠাকুর"। ধাইয়া আইলা সভে—আনন্দ প্রচুর ॥ ২৬৪
দেখি' সর্ব-তাপ হরে' সে চান্দবদন। ধরিয়া চরণ সভে করেন ক্রন্দন ॥ ২৬৫
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু—সভার জীবন। সভারে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ২৬৬
সভেই প্রভুর নিজ-বিগ্রহ-সমান। সভেই উদার—ভাগবতের প্রধান ॥ ২৬৭

---

১ (৭ম) করে [ক]; ৫ (১৩শ) মত্ত- [চ, ঞ]; ৭ (২য়) করিল [ক, খ, ঙ, জ, ঞ], (৩য়) সর্বনাশ [ক, গ, ঘ, চ, জ, ঝ, ঞ]; ৮ (৮ম) মহা [খ], করে [গ], (৯ম) মহা [ঙ, চ, ছ]; ১০ (১ম) -দাস্যময় [ক], -সত্ত্বদাস্য [ছ]; ১১ (৬ষ্ঠ—৮ম) পরম সন্তোষে দুই কৈল [খ, গ]; ১৩ (১ম—৩য়) প্রভুর বিগ্রহ এই ইহারা [গ]; ১৬ (২য়) বর্ণিবার [ছ], (৭ম, ৮ম) জনা নাহি জানে [ছ], (৯ম) প্রভুর [খ, গ]; ১৭ (৮ম) সরস্বতী [খ]; ১৯ (৫ম—৯ম) "ইহাতে যে অপরাধ—ক্ষমিহ আমার ॥" [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ]; ২১ (২য়, ৩য়) শ্রীঅদ্বৈত প্রভু [খ, গ]; ২২ (৭ম) লোক [গ]; ২৩ (২য়—৫ম) সর্ব-তাপ-হর শ্রীশচীনন্দন [গ], (৬ষ্ঠ) স্মরিয়া [জ]; ২৪ (৬ষ্ঠ) দিলেন [ঞ]।

সভেই করিলা অদ্বৈতেরে নমস্কার। যাঁ'র ভক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার ॥ ২৬৮
আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব-সকল। সভে করে' প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহল ॥ ২৬৯
পুত্র দেখি' আই হৈলা আনন্দে বিহ্বল। বধূ-সঙ্গে গৃহে করে' আনন্দ-মঙ্গল ॥ ২৭০
ইহা বলিবার শক্তি সহস্রবদন। যে-প্রভু আমার জন্মজন্মের জীবন ॥ ২৭১
'দ্বিজ' 'বিপ্র' 'ব্রাহ্মণ'—যে-হেন নামভেদ। এইমত প্রভু 'নিত্যানন্দ'-'বলদেব' ॥২৭২
অদ্বৈত গৃহেতে প্রভু যত কৈলা কেলি। ইহা যে শুনয়ে, সেহো পায় সেই মেলি ॥২৭৩
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৭৪

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-ভবন-বিলাস-বর্ণনং

নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

---

১ (৬ষ্ঠ) শক্তি- [ঘ, ছ]; ২ (৪র্থ) -মণ্ডল [গ, ঙ,], (৮ম) বিষ্ণু- [ঘ, চ, জ]; ৩ (৮ম) আই [ক, খ, গ], (১০ম) শ্রীকৃষ্ণ- [ঞ]; ৪ (২য়) বুঝিবার [ঙ], বর্ণিবার [ছ]; ৫(৭ম) ভেদ [ঙ, ঞ], (৭ম, ৮ম) নিত্যানন্দ অনন্ত- [গ]; ৬ (১ম—৪র্থ) অদ্বৈতের গৃহেতে প্রভুর ভোজন- [গ]; ৭ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ]। (১ম -চন্দ্র- জ)

অষ্টাদশ অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীশচীকুমার। জয় সর্বতাপহর চরণ তোমার ॥ ১
জয় গদাধর-প্রাণনাথ মহাশয়। কৃপা কর', প্রভু! যেন তোহে মতি রয় ॥ ২
হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঠাকুরে দেখিঞা। নাচে গায়ে কান্দে হাসে' প্রেমপূর্ণ হঞা ॥ ৩
এইমতে প্রতিদিন অশেষ কৌতুকে। ভক্ত-সঙ্গে বিশ্বম্ভর করে' নানারূপে ॥ ৪
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে। শ্রীনিবাস-গৃহে বসি' আছে নানা রঙ্গে ॥ ৫
আইলা মুরারিগুপ্ত হেনই সময়। প্রভুর চরণে দণ্ড-পরণাম হয় ॥ ৬
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া প্রণাম। সম্মুখে রহিলা গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ৭
মুরারিগুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে। অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে ॥ ৮
"যে করিলা মুরারি! না হয় ব্যবহার। ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার ৯
কোথা তুমি শিখাইবা, যে না ইহা জানে'। ব্যবহারে হেন ধর্ম তুমি লঙ্ঘ' কেনে ?" ১০

---

১৪ (৩য়) গৌরসিংহ [ক, খ, গ, চ, জ, ঝ]; ১৫ (৭ম) হেন [ঝ], (৯ম) মন [খ, ঝ, ঞ], ভক্তি [চ]; ১৬ (৯ম) প্রেমেমত্ত [ঘ, ছ]; ১৮ (৪র্থ) শ্রীবাস- , (৬ষ্ঠ, ৭ম) আছেন মহা- [গ, চ], (৭ম) নিজ- [ক]।

মুরারি বোলয়ে, "প্রভু! জানিমু কেমতে? চিত্তে তুমি লওয়াইয়া আছ যেনমতে॥"১১
প্রভু বোলে, "ভাল ভাল, আজি যাহ ঘরে। সকল জানিবা কালি, বলিলুঁ তোমারে॥"১২
সম্ভ্রমে চলিলা গুপ্ত সভয়-হরিষে। শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে॥ ১৩
স্বপ্নে দেখে—মহাভাগবতের প্রধান। মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান॥ ১৪
নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহানাগফণা। করে দেখে শ্রীহল মুষল তাল-বাণা॥ ১৫
নিত্যানন্দমূর্তি দেখে যেন হলধর। শিরে পাখা ধরি' পাছে যায় বিশ্বম্ভর॥ ১৬
স্বপ্নে প্রভু হাসি' বোলে, "জানিলা মুরারি! আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি'॥"১৭
স্বপ্নে দুইপ্রভু হাসে' মুরারি দেখিয়া। দুইভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া॥ ১৮
চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন। 'নিত্যানন্দ' বলি' শ্বাস ছাড়ে ঘনেঘন॥ ১৯
মহাসতী মুরারিগুপ্তের পতিব্রতা। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে হঞা সচকিতা॥ ২০
'বড় ভাই নিত্যানন্দ' মুরারি জানিয়া। চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হৈয়া॥ ২১
বসি' আছে মহাপ্রভু কমললোচন। দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রফুল্ল-বদন॥ ২২
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি'। পাছে বন্দে' বিশ্বম্ভর-চরণ মুরারি॥ ২৩
হাসি' বোলে বিশ্বম্ভর, "মুরারি! এ কেন?" মুরারি বোলয়ে, "প্রভু! লওয়াইলা যেন॥২৪
পবন-কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে। জীবের সকল কর্ম তোর শক্তিবলে॥" ২৫
প্রভু বোলে, "মুরারি! আমার প্রিয় তুমি। অতএব তোমারে ভাঙ্গিলুঁ মর্ম আমি॥"২৬
কহে প্রভু নিজ-তত্ত্ব মুরারির স্থানে। যোগায় তাম্বূল প্রিয়-গদাধর বামে॥ ২৭
প্রভু বোলে, "দাস মোর মুরারি প্রধান।" এত বলি' চর্বিত তাম্বূল কৈলা দান॥ ২৮
সম্ভ্রমে মুরারি জোড়হস্ত করি' লয়। খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয়॥ ২৯
প্রেমে মত্ত হইয়া গুপ্ত করে'ন স্তবন। "জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন॥ ২০
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিতের ত্রাণ। দেহ' তব পাদপদ্ম হৃদয়েতে দান॥ ৩১
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্বজীব-তাত। জয় সঙ্কর্ষণ প্রভু! ভক্তবর্গ-সাথ॥ ৩২
জয় জয় অক্রোধ-পরমানন্দ-রায়। তুমি না জানাইলে তত্ত্ব বুঝন না যায়॥ ৩৩
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত-উদ্ধার। মারিয়া মুটকী মাধাই পাইল নিস্তার॥ ৩৪
সর্ববেদসার, প্রভু! চরণ তোমার। তোমা না ভজিলে, প্রভু! গতি নাহি আর॥ ৩৫

---

১ (৪র্থ, ৫ম) জান কেনমতে [ক], জানো কোনমতে [গ, ঞ], জানেঁা কেজ মতে [ঝ], (৬ষ্ঠ—১০ম) "লইয়া আছহ তুমি যেমন চিত্তে॥" [ক], "লওয়াইয়াছ তুমি যেনমত চিত্তে॥" [খ, গ], "মোর চিত্ত লইয়াছ প্রভু যেন-মতে॥" [ঘ, ছ]; ৩ (৪র্থ) পরম- [ক]; ৫ (৮ম) তার বালা [ক], তান বালা [খ, ঙ, জ]; ৬ (৬ষ্ঠ) ছত্র [ক্বচিৎ পাঠ]; ৮ (২য়) মহাপ্রভু [ক], (৬ষ্ঠ) -প্রভু [ঙ]; ১১ (৯ম, ১০ম) হরষিত হঞা [খ, গ, ছ]; ১২ (৫ম, ৬ষ্ঠ) দেখিলেন [খ, গ], (৮ম) প্রসন্ন- [চ, ঞ]; ১৩ (৭ম, ৮ম) -চরণের ধূলি [খ], (৮ম) -মাধুরী [ঞ], ১৪ (৩য়) নিত্যানন্দ [ক, ঘ, ছ,]; ১৫ (৩য়) সূক্ষ্ম [ক, জ], (৮ম) ধর্ম [ঘ, ঞ]; ১৭ (৯ম) নামে [ঘ, চ, ছ, জ, ঝ]; ১৯ (৫ম) থায় [ঙ], (৮ম—১০ম) তাহা আহ্লাদে মাতয় [ঞ]।

তিলেক তোমার প্রতি যা'র দ্বেষ রয়। ভজিলেও চৈতন্য, কিছু নাহি হয়॥ ৩৬
তুমি সে পরমানন্দ তুমি সে অগ্রগণ্য। তোমারে সে জ্যেষ্ঠ করি' মানেন চৈতন্য॥৩৭
এই তত্ত্ব জানাইঞা প্রভু বিশ্বম্ভর। স্বপ্নে দুই ভাই হৈলা আমার গোচর॥ ৩৮
প্রভু বোলে, "মুরারি! সকালে ধোও হাথ।" মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথা'ত॥৩৯
প্রভু বোলে, "আরে বেটা! জাতি গেল তোর। তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥"
বলিতে প্রভুর হৈল ঈশ্বর-আবেশ। দন্ত কড়মড়ি করি' বোলয়ে বিশেষ॥ ৪১
"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে। মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে' ভাল মতে॥ ৪২
পঢ়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না' মানে'। কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে, তভু নাহি জানে' ৪৩
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে। তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে?৪৪
সত্য কহোঁ, মুরারি! আমার তুমি দাস। যে না মানে' মোর অঙ্গ, সে-ই যায় নাশ॥৪৫
অজভবানন্ত মজি' যে—বিগ্রহ সেবে'। যে-বিগ্রহ প্রাণ করি পূজে' সর্বদেবে॥ ৪৬
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে। তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে? ৪৭
সত্য সত্য করে। তোরে এই পরকাশ। সত্য মুঞি, সত্য মোর দাস, তা'র দাস॥৪৮
সত্য মোর লীলা-কর্ম, সত্য মোর স্থান। ইহা মিথ্যা বোলে—মোরে করে' খান খান॥৪৯
যে-যশ-শ্রবণে আদি-অবিদ্যা বিনাশ। পাপী অধ্যাপক বোলে, 'মিথ্যা সে বিলাস'॥৫০
যে-যশ-শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর। যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর॥ ৫১
যে-যশ-শ্রবণে শুক-নারদাদি মত্ত। চারিবেদে বাখানে' যে-যশের মহত্ত্ব॥ ৫২
হেন পুণ্যকীর্তি-প্রতি অনাদর যা'র। সে কভু না জানে' গুপ্ত মোর অবতার॥"৫৩
গুপ্ত-লক্ষ্যে সভারে শিখায় ভগবান্—। 'সত্য মোর বিগ্রহ সেবক, লীলা-স্থান॥' ৫৪
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়। ইহা যে না মানে', সে আপনে নাশ যায়॥ ৫৫
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর। পুন সে হইলা প্রভু অকিঞ্চনবর॥ ৫৬
'ভাই' বলি', মুরারিরে কৈলা আলিঙ্গন। বড় স্নেহ করি' বোলে সদয়-বচন॥ ৫৭
"সত্য তুমি মুরারি! আমার শুদ্ধদাস। তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥৫৮
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নহে॥ ৫৯
ঘরে যাহ, গুপ্ত! তুমি আমারে কিনিলা। নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, গুপ্ত! তুমি সে জানিলা॥"৬০
হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র। এ-কৃপার পাত্র সবে হনূমান্‌মাত্র॥ ৬১
আনন্দে মুরারিগুপ্ত ঘরেরে চলিলা। নিত্যানন্দ-সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা॥ ৬২

---

৮ (৩য়) বেটা [ক, খ, গ], (৭ম-৯ম) সর্বাঙ্গে করিলুঁ কুষ্ঠ [খ]; ১০ (১২শ—১৪শ) হয়ে তার নাশ [ক], সে যায় বিনাশ [জ]; ১১ (২য়, ৩য়) ভবানন্ত প্রভুর বিগ্রহ সে [খ, ঞ], ভবানন্ত মাঝে যে বিগ্রহ [গ]; ভবানন্দ মাঝে বিগ্রহ সে যে [ঙ, চ, ঝ], ভবানন্দ মাঝে বিগ্রহ হয়ে [জ]; (৬ষ্ঠ) প্রমাণ [ঙ, জ], ১৫ (২য়) যায় অবিদ্যা বিনাশ[গ], -অবিদ্যার নাশ [চ], ১৬ (৮ম) বিষধর [চ]; ২০ (৯ম) লয় [ক, খ, গ, ঘ]; ২৪ (৩য়) তিলার্ধেক [ক, জ]।

অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত গেলা নিজবাসে। এক বোলে, আর করে', খলখল হাসে ॥ ৬৩
পরম-উল্লাসে বোলে, "করিমু ভোজন।" পতিব্রতা অন্ন আনি' কৈলা নিবেদন ॥ ৬৪
বিহ্বল মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের রসে। "খাও খাও" বলি' অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে ॥৬৫
ঘৃত মাখি' অন্ন-সব পৃথিবীতে ফেলে। "খাও খাও খাও কৃষ্ণ!" এই বোল বোলে ॥৬৬
হাসে' পতিব্রতা দেখি' গুপ্তের ব্যভার। পুনঃপুন অন্ন আনি' দেয় বারবার ॥ ৬৭
'মহাভাগবত গুপ্ত' পতিব্রতা জানে'। 'কৃষ্ণ' বলি' গুপ্তেরে করায় সাবধানে ॥ ৬৮
মুরারি দিলে সে প্রভু করেন ভোজন। কভু না লঙ্ঘেন প্রভু গুপ্তের বচন ॥ ৬৯
যত অন্ন দেয় গুপ্ত, তাহা প্রভু খায়। বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জানায় ॥৭০
বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণপ্রেমানন্দে। হেন কালে প্রভু আইলা, দেখি' গুপ্ত বন্দে' ॥৭১
পরম-আনন্দে গুপ্ত দিলেন আসন। বসিলেন জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ॥ ৭২
গুপ্ত বোলে, "প্রভু! "কেনে বিজয়াগমন? প্রভু বোলে, "বিষ্টম্ভের চিকিৎসা-কারণ ॥"
গুপ্ত বোলে, "কহ দেখি অজীর্ণ-কারণ? কোন্ কোন্ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন?"৭৪
প্রভু বোলে, "আরে বেটা! জানিবি কেমনে?' 'খাও খাও' বলি' অন্ন ফেলিলি যখনে?"
তুঞি পাসরিলি যবে তোর পত্নী জানে'। তুঞি দিলি, মুঞি বা না খাইমু কেমনে?৭৬
কি লাগি' চিকিৎসা কর', কি লাগি' পাচন? বিষ্টম্ভ মোহোর তোর অন্নের কারণ ॥৭৭
জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে' বল। তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল ॥" ৭৮
এত বলি' ধরি' মুরারির জলপাত্র। জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণ মাত্র ॥ ৭৯
কৃপা দেখি' মুরারি হইলা অচেতন। মহাপ্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন ॥ ৮০
হেন প্রভু, হেন ভক্তিযোগ, হেন দাস। চৈতন্য-প্রসাদে হৈল ভক্তির প্রকাশ ॥ ৮১
মুরারিগুপ্তের দাসে যে-প্রসাদ পাইল। সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য না দেখিল ॥ ৮২
বিদ্যা-ধন-প্রতিষ্ঠায় কিছু নাহি করে'। বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তিফল ধরে' ॥ ৮৩
যে-সে-কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস। সর্বোত্তম সেই,—এই বেদের প্রকাশ ॥ ৮৪
এইমত মুরারিরে প্রতি-দিনে-দিনে। কৃপা করে' মহাপ্রভু আসিয়া আপনে ॥ ৮৫
শুন শুন মুরারির অদ্ভুত আখ্যান। শুনিলে মুরারি-কথা পাই ভক্তিদান ॥ ৮৬
একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে। হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ-মূর্তি ধরে' ॥ ৮৭
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভে চারি করে। 'গরুড়! গরুড়!' বলি' ডাকে বিশ্বম্ভরে ॥৮৮
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া। শ্রীবাসমন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া ॥৮৯

---

২ (১ম,২য়) -হরিষে কহে [ঞ], (৯ম) উপসন্ন [ক], সমর্পণ [জ]; ৩ (৪র্থ) দাস (ছ]; (১০ম; ১১শ) আশে পাশে [ক], (১১শ) গ্রাস [জ], ৭ (৪র্থ) কৃষ্ণ [ক]; ৯ (৪র্থ) কৃষ্ণনামানন্দে [ঞ], ১০ (১ম) আদরে [খ, গ, ঙ], ১১ (৫ম) বিজয়-গমন [ক, খ, জ]; বিহানে আগমন [গ], হইল আগমন [ঞ], (৮ম) বিশ্বম্ভরের [গ, ঘ, চ, ছ, ঞ]; ১৫ (৫ম, ৬ষ্ঠ) অন্য বা [ক, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৮ (৭ম) গোষ্ঠীসহ [কচিৎ পাঠ]- ১৯ (৭ম)-প্রভাবে [ক, জ], (৯ম) ভক্তের [গ, ঙ, চ, ঞ] ২০ (১০ম) পাইল [ক]; ২৩ (৭ম) আপনা [খ,ঘ,ঙ,চ,জ,ঝ,ঞ], হাসিয়া [গ]।

গুপ্ত-দেহে হৈল মহা-বৈনতেয়-ভাব। গুপ্ত বোলে, "মুঞি সেই গরুড় মহাভাগ॥" ৯০
'গরুড়! গরুড়!' বলি' ডাকে বিশ্বম্ভর। গুপ্ত বোলে, "মুঞি সেই তোমার কিঙ্কর॥" ৯১
প্রভু বোলে, "বেটা! তুঞি মোহোর বাহন।" "হয় হয় হয়" গুপ্ত বোলেন বচন॥ ৯৩
গুপ্ত বোলে, "পাসরিলা?—তোমারে লইয়া। স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিলুঁ বহিয়া? ৯২
পাসরিলা তোমা' লঞা গেলু বাণপুরে। খণ্ড-খণ্ড কৈলু মুঞি স্কন্দের ময়ূরে? ৯৪
এই মোর স্কন্ধে প্রভু! আরোহণ কর। আজ্ঞা কর' নিব কোন্ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর?" ৯৫
গুপ্ত-স্কন্ধে চড়ে মিশ্রচন্দ্রের নন্দন। জয়-জয় ধ্বনি হৈল শ্রীবাস-ভবন॥ ৯৬
স্কন্ধে কমলার নাথ, বৈদ্যের নন্দন। রড় দিয়া পাক ফিরে' সকল অঙ্গন॥ ৯৭
জয় হুলাহুলি দেয় পতিব্রতাগণ। মহাপ্রেমে ভক্ত-সব করেন ক্রন্দন॥ ৯৮
কেহো বোলে, 'জয় জয়', কেহো বোলে 'হরি'। কেহো বোলে, "যেন এই রূপ না পাসরি
কেহো মালসাট্ মারে প্রেমের উল্লাসে। "ভালরে ঠাকুর মোর" বলি' কেহো হাসে॥ ১০০
"জয় জয় মুরারি-বাহন বিশ্বম্ভর।" বাহু তুলি' কেহো ডাকে করি' উচ্চস্বর॥ ১০১
মুরারির কান্ধে দোলে গৌরাঙ্গসুন্দর। উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ীর ভিতর॥ ১০২
সেই নবদ্বীপে হয় এ-সব প্রকাশ। দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥ ১০৩
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাঞি। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি॥ ১০৪
জন্মে-জন্মে যে সব করিল আরাধন। সুখে দেখে এবে তার দাস-দাসীগণ॥ ১০৫
যে বা দেখিলেক সে বা কৃপা করি' কহে। তথাপিহ দুষ্কৃতির চিত্তে নাহি লয়ে॥ ১০৬
মধ্যখণ্ডে গুপ্ত-স্কন্ধে প্রভুর উত্থান। সর্ব-অবতারে গুপ্ত সেবক-প্রধান॥ ১০৭
এ-সব লীলার কভু অবধি না হয়। 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব'—এই বেদে কয়॥ ১০৮
বাহ্য পাঞ নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর। গুপ্তের গরুড়-ভাব হইল সুস্থির॥ ১০৯
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহো কেহো জানে'। গুপ্ত-স্কন্ধে মহাপ্রভু কৈলা আরোহণে॥ ১১০
মুরারিরে কৃপা দেখি' বৈষ্ণব-মণ্ডল। 'ধন্য ধন্য ধন্য' বলি' প্রশংসে সকল॥ ১১১
ধন্য ভৃত্য মুরারি সফল যাঁর-ভক্তি। বিশ্বম্ভর লীলায় বহ'য়ে যার শক্তি॥ ১১২
এইমত মুরারিগুপ্তের পুণ্য-কথা। আর কত আছে—যে কৈলা যথা যথা॥ ১১৩

---

২ (১০ম) তোহোর [ঝ]; ৩ (৬ষ্ঠ) নফর [ঘ, ছ], (১ম—৬ষ্ঠ)—ইহার পর 'ছ' পুঁথিতে অধিক পাঠ—"মনে ভাবি গুপ্ত বোলে আমিহ কিঙ্কর॥ প্রভু বোলে সর্বকাল আমার বাহন।"; ৭ (৩য়) প্রভু মিশ্রের [খ, ঙ, ঞ]; ৮ (৪র্থ) গুপ্তের [খ], (১১শ) ভুবন [ছ]; ৯(৬ষ্ঠ) -গোষ্ঠী [ঙ]- ১১(৪র্থ) পরম [গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৮ম) বান্ধব [ছ]; ১২ (৩য়) মুরারিগুপ্ত জয় [ছ], (৮ম) নাচে [ক, গ, ঘ, ছ, জ], গায় [খ]; ১৩ (৪র্থ) প্রভু বিশ্বম্ভর [ছ, জ]; ১৫ (১ম—৬ষ্ঠ) "ধন কুল প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।" [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ]; ১৬(২য়—৪র্থ) সেবক কৈল [জ]; ১৭ (৩য়—৫ম) না দেখিল তারে, (৮ম) কয়ে [ক]; ১৯ (৯ম, ১০ম) বেদে মাত্র [খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ]; ২০ (৩য়) বসিলা [ঘ, ছ], (৫ম) মহাবীর [ক্বচিৎ পাঠ]; ২১ (৬ষ্ঠ) নাহি [ক, গ, ঘ, ছ]; ২৩ (২য়) ভক্ত [গ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৫ম, ৬ষ্ঠ) বিষ্ণু ভক্তি [গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৬ষ্ঠ, ৭ম) বিশ্বম্ভর লীলার বহনে [খ, ঙ], (৭ম) রহয়ে [গ, ঘ, চ]; ২৪ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) অবেকত আছয়ে [ঝ]।

একদিন মুরারি পরম-শুদ্ধ-মতি। নিজ-মনে-মনে গণে' অবতার-স্থিতি ॥ ১১৪
"সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবত অবতার। তাবত চিন্তিয়ে আমি নিজ-প্রতিকার ॥ ১১৫
না বুঝি কৃষ্ণের লীলা, কখন কি করে'। যখনে সৃজয়ে লীলা, তখনে সংহারে ॥ ১১৬
যে-সীতার লাগিয়া মারে সবংশে রাবণ। আনিয়া ছাড়িলা সীতা কেমন কারণ ॥ ১১৭
যে-যাদবগণ নিজ-প্রাণের সমান। সাক্ষাতে দেখয়ে—তা'রা হারায় পরাণ ॥ ১১৮
অতএব যাবত আছয়ে অবতার। তাবত আমার দেহ-ত্যাগ প্রতিকার ॥ ১১৯
দেহ ছাড়িবার মোর এই সে সময়। পৃথিবীতে যাবত আছয়ে মহাশয় ॥"১২০
এতেক নির্বেদে গুপ্ত চিন্তি' মনে-মনে। খরসান কাতি এক আনিল যতনে ॥ ১২১
আনিঞা থুইল কাতি ঘরের ভিতরে। নিশায় ছাড়িব দেহ হরিষ-অন্তরে ॥ ১২২
সর্বভূত-হৃদয়—ঠাকুর বিশ্বম্ভর। মুরারির চিত্তবৃত্তি হইল গোচর ॥ ১২৩
সত্বরে আইলা প্রভু মুরারি-ভবন। সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ বন্দন ॥ ১২৪
আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা কহে। মুরারিগুপ্তেরে হঞা বড়ই সদয়ে ॥ ১২৫
প্রভু বোলে, "গুপ্ত! বাক্য রাখিবা আমার?" গুপ্ত বোলে, "প্রভু! মোর শরীর তোমার ॥
প্রভু বোলে,"এ-ত সত্য?"গুপ্ত বোলে,"হয়।" "কাতিখানি দেহ' মোরে"প্রভু কাণে কয় ॥
"যে-কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে। তাহা আনি' দেহ'—আছে ঘরের ভিতরে ॥"১২৮
'হায় হায়' করে' গুপ্ত দুঃখ ভাবে' মনে। "মিথ্যা কথা কহিল তোমারে কোন্ জনে?"১২৯
প্রভু বোলে, "মুরারি! বড় ত দেখি ভোল। অন্যে কহিলে সে আমি জানি-হেন বোল?
যে গড়িয়া দিল কাতি, তাহা আমি জানি। তাহা জানি—যথা কাতি থুইয়াছ তুমি' ॥"১৩১
সর্বভূত-অন্তর্যামী—জানে' সর্বস্থান। ঘরে গিয়া কাটারি আনিলা বিদ্যমান ॥ ১৩২
প্রভু বোলে, "গুপ্ত! এই তোমার ব্যভার? কোন্ দোষে আমা' ছাড়ি' চাহ যাইবার?১৩৩
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা। হেন বুদ্ধি তুমি কা'র স্থানে বা শিখিলা?১৩৪
এখনে মুরারি মোরে দেহ' এই ভিক্ষা। আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা ॥"১৩৫
কোলে করি' মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর। হস্ত তুলি' দিলা নিজ শিরের উপর ॥ ১৩৬
"মোর মাথা খাও গুপ্ত! মোর মাথা খাও। যদি আরবার দেহ ছাড়িবারে চাও ॥"১৩৭
আথেব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমিতলে। পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে ॥ ১৩৮
সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ। গুপ্তে কোলে করি' কান্দে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৩৯

৩ (৮ম) তখনে [ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৬ (৭ম) দেহ-রোগ [খ]; ৭ (২য়) এড়িবার [ক, খ, ঝ, ঞ] ৯ (৭ম) তেজিব [ঞ]; ১০ (১ম, ২য়) সর্বভৃত্য কহে শুন প্রভু [ছ]; ১২ (৭ম—৯ম) হৈল সদয়-হৃদয়ে [ক], (৮ম) পরম [খ, ঙ, ঞ]; ১৩ (৫ম) শুনিবা [গ]; ১৪ (৩য়) এই [খ, গ], (১২শ) এই [ক]; ১৬ (১ম, ২য়) হাহাকার [ঞ], (৩য়) করি [খ, গ, ঘ, জ], (৫ম—৭ম) মহাদুঃখ-মনে [ক, ঙ, চ, ছ], মহাদুঃখ মানে [ঘ, জ, ঝ, ঞ]; ২৫ (৪র্থ) পদতলে [ঙ]।

যে-প্রসাদ মুরারিগুপ্তেরে প্রভু করে'। তাহা বাঞ্ছে রমা, অজ, অনন্ত, শঙ্করে ॥ ১৪০
এ-সব দেবতা—চৈতন্যের ভিন্ন নহে। ইহারা অভিন্ন-কৃষ্ণ—বেদে এই কহে ॥১৪১
সেই গৌরচন্দ্র শেষ-রূপে মহী ধরে'। চতুর্ম্মুখরূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে ॥ ১৪২
সংহারেও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচন-রূপে। আপনারে স্তুতি করে' আপনার মুখে ॥ ১৪৩
ভিন্ন নাহি, ভেদ নাহি, এ-সকল দেবে। এ-সকল দেবে চৈতন্যের পদ সেবে' ॥১৪৪
পক্ষি-মাত্র যদি বোলে চৈতন্যের নাম। সেহো সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥ ১৪৫
সন্ন্যাসীহ যদি নাহি মানে' গৌরচন্দ্র। জানিহ,—সে দুষ্টগণ জন্ম-জন্ম অন্ধ ॥ ১৪৬
যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার। এইমত নিন্দক-সন্ন্যাসী দুরাচার ॥ ১৪৭
নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ। দুইতে নিন্দক বড়—এই কহে বেদ ॥ ১৪৮

তথা হি শ্রীমন্নারদীয়ে—

"প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্। বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি ॥ ১৪৯
হরন্তি দস্যবোঽকুট্যাং বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনম্। পাবিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্বাণৈরেবং বকব্রতাঃ ॥"১৫০

ভাল রে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে। সাধুনিন্দা শুনি' মরি' যায় ভালমতে ॥ ১৫১
সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়। জন্ম-জন্ম অধঃপাত—চারিবেদে কয় ॥ ১৫২
বাটোয়ারে সবে-মাত্র একজন্ম মারে। জন্ম-জন্ম, ক্ষণে-ক্ষণ নিন্দকে সংহারে' ॥১৫৩
অতএব নিন্দক-তপস্বী, বাটোয়ার। বাটোয়ার হৈতেও নিন্দক—দুরাচার ॥ ১৫৪
আ-ব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব। 'নিন্দা-মাত্রে কৃষ্ণ রুষ্ট' কহে শাস্ত্র সব ॥ ১৫৫
অনিন্দক হঞা যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বোলে। সত্য সত্য কৃষ্ণ তা'রে উদ্ধারিব হেলে ॥ ১৫৬
চারি-বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে'। জন্মে-জন্মে কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে ॥ ১৫৭
ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুদ্ধি-নাশ। নিত্যানন্দ-নিন্দা করে' যাইবেক নাশ॥ ১৫৮
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ। না মানে' নিন্দক সব সে-সত্য বিলাস ॥ ১৫৯
চৈতন্যচরণে যা'র আছে রতিমতি। জন্ম-জন্ম হয় যেন তাহার সংহতি ॥ ১৬০
অষ্টসিদ্ধি-যুত—চৈতন্যেতে ভক্তি-শূন্য। কভু যেন না দেখোঁ সে পাপী হীনপুণ্য ॥১৬১
মুরারিগুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিঞা। চলিলা আপন-ঘরে হরষিত হঞা ॥ ১৬২
হেনমতে মুরারিগুপ্তের অনুভাব। আমি কি বলিমু—ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব ॥ ১৬৩

---

১ এই পংক্তির পর অধিক ক্বচিৎ পাঠ—"যদ্যপিহ এ সব প্রভুর গুপ্ত দাস। তথাপি গুপ্তের ভাগ্যে সভাকার আশ ॥ দাস হঞা চাহে যে প্রভুর উপভোগ। তাহাতে নাহিক লাভ—এই ভক্তি যোগ ॥"; ২ (৭ম) অভেদ- [খ]; ৫ (৭ম) সে- [ক, চ], যে- [ঘ, ছ]; ৬ (১ম) পক্ষ- [ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ], (৩য়) লয় [ক, গ, ঞ]; ৯ (৮ম) দ্রোহী [ঞ]; ১১ (১ম—৩য়) কপটঃ পতিতঃ শ্রেষ্ঠো [ঞ], (৮ম) বকাকৃতিঃ [ক্বচিৎ পাঠ]; ১২ (২য়) দস্যবঃ কুট্যাং [ক্বচিৎ পাঠ], (৫ম) পবিত্রৈ- [ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঞ], চারিত্রৈ- [খ, গ, ঙ], -র্বাদৈরেবং বা র্গ্রামেঘ্বেবং [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৬ (২য়) -সন্ন্যাসী [গ, ঞ], (৬ষ্ঠ) অনন্ত [গ, ঘ, ঞ]; ১৭ (২য়) যত [গ], (৯ম) গ্রন্থ [খ, ঘ, ঙ, চ, জ]; ১৯ (৩য়) কৃষ্ণ [ক, ঘ, গ, চ]; ২০ (৭ম, ৮ম) হৈব সর্বনাশ [ঘ, ছ, ঝ], যাবে যমপাশ [চ]; ২৪ (৩য়, ৪র্থ) শান্তি করাইয়া [ক, খ, ঙ, জ]; ২৫ (১ম) হেনমতে [ঝ], (৩য়) আত্মভাব [ক, গ, জ]।

নিত্যানন্দপ্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব। কিছু কিছু শুনিলাঙ সভার মহত্ত্ব॥ ১৬৪
জন্ম-জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি। যাহান প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি॥ ১৬৫
জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন। তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ-ধন॥ ১৬৬
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥ ১৬৭
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ১৬৮

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমুরারিগুপ্ত-প্রভাব-বর্ণনং
নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮

১ (৩য়) তথ্য [গ, ঞ], (৫ম) মাত্র [ক], (৮ম) মাহাত্ম্য [গ, ঞ]; ৪ (১ম—৩য়) আমার প্রভুর প্রভু—প্রভু [ছ], (৫ম—১০ম) "এত বড় ভরসা মুক্রি ধরিয়ে অন্তর॥" [গ]; ৫ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ]। (১ম চন্দ্র-ছ, জ)

ঊনবিংশ অধ্যায়

জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রাণ বিশ্বম্ভর। জয় গদাধরপতি অদ্বৈত-ঈশ্বর॥ ১
জয় শ্রীনিবাস-হরিদাস-প্রিয়কর। জয় গঙ্গাদাস-বাসুদেবের ঈশ্বর॥ ২
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ ৩
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। বিহরে' সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥ ৪
একদিন প্রভু করে' নগরভ্রমণ। চারিদিগে যত আপ্ত-ভাগবতগণ॥ ৫
সার্বভৌম-পিতা—বিশারদ মহেশ্বর। তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ৬
সেইখানে দেবানন্দ-পণ্ডিতের বাস। পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ॥ ৭
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন। ভাগবত পঢ়ায়, তথাপি ভক্তিহীন॥ ৮
'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' লোকে ঘোষে'। মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে॥ ৯
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনি তান। কোন্ অপরাধে নাই,—কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥ ১০
দৈবে প্রভু ভক্তসঙ্গে সেই পথে যা'ন। যেখানেতে তান ব্যাখ্যা শুনিবারে পা'ন॥ ১১
সর্ব্বভূত-হৃদয়—জানেন সর্ব তত্ত্ব। না শুনেন ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব॥ ১২
কোপে বোলে প্রভু, "বেটা কি অর্থ বাখানে'? ভাগবত-অর্থ কোন-জন্মেও না জানে'॥১৩
এ-বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার? গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥ ১৪

১২ (২য়) -প্রিয়কর [খ, গ]; ১৮ (৭ম) বুদ্ধিহীন [ঙ]; ২০ (৬ষ্ঠ—৮ম) কোন অপরাধ আছে [ক]।

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়। 'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥ ১৫
চারিবেদ—'দধি' ভাগবত—'নবনীত'। মথিলেন শুক, খাইলেন পরীক্ষিত॥ ১৬
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত। ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥ ১৭
মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে। যা'র ভেদ আছে, তা'র নাশ ভালমতে॥"১৮
ভাগবত-তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে। শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥ ১৯
"ভক্তি বিনা ভাগবতে যে আর বাখানে'।" প্রভু বোলে, "সে অধম কিছুই না জানে'॥২০
নিরবধি ভক্তিহীন এ-বেটা বাখানে'। আজি পুঁথি চিরেঁা এই—দেখ বিদ্যমানে॥"২১
পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়। সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায়॥ ২২
'মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব-শাস্ত্র-রায়।' ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥ ২৩
'ভাগবত বুঝি'—হেন যা'র আছে জ্ঞান। সে না জানে' কভু ভাগবতের প্রমাণ॥ ২৪
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি যা'র। সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥ ২৫
সর্বগুণে দেবানন্দ-পণ্ডিত-সমান। পাইতে বিরল বড়—হেন জ্ঞানবান্॥ ২৬
সে-সব লোকের যা'তে ভাগবতে ভ্রম। তা'তে যে অন্যের গর্ব, তা'র শাস্তা যম॥২৭
ভাগবত পঢ়াইয়া কা'রো বুদ্ধিনাশ। নিন্দে অবধূতচান্দে জগত-নিবাস॥ ২৮
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর। ভ্রময়ে নগর সব সঙ্গে অনুচর॥ ২৯
একদিন ঠাকুরপণ্ডিত-সঙ্গে করি'। নগর ভ্রমণ করে' বিশ্বম্ভর হরি॥ ৩০
নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর। যাইতে পাইলা গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ৩১
মদ্যগন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ। বলরাম-ভাব হৈলা শচীর নন্দন॥ ৩২
বাহ্য পাসরিয়া প্রভু করেন হুঙ্কার। "উঠোঁ গিয়া" শ্রীবাসেরে বোলে বারবার॥ ৩৩
প্রভু বোলে, "শ্রীনিবাস! এই উঠোঁ গিয়া।" মানা করে' শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া॥৩৪
প্রভু বোলে, "মোরেও কি বিধি-প্রতিষেধ?" তথাপিহ শ্রীনিবাস করেন নিষেধ॥৩৫
শ্রীনিবাস বোলে, "তুমি জগতের পিতা। তুমি ক্ষয় করিলে বা কে আর রক্ষিতা?৩৬
না বুঝি তোমার লীলা নিন্দিব যে-জন। জন্মে-জন্মে দুঃখে তা'র হইব মরণ॥ ৩৭
নিত্য ধর্মময় তুমি প্রভু সনাতন। এ-লীলা তোমার বুঝিবেক কোন্ জন॥ ৩৮
যদি তুমি উঠ, প্রভু! মদ্যপের ঘরে। প্রবিষ্ট হইমু মুঞি গঙ্গার ভিতরে॥" ৩৯
ভক্তের সংকল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন। হাসে' প্রভু শ্রীবাসের শুনিঞা বচন॥ ৪০

---

১ (১ম) সর্ব- [ক]; ৩ (১০ম, ১১শ) ভক্তাভিমত [ছ]; ৪ (২য়—৪র্থ) আর ভাগবত [ক]; ৫ (১ম) -অর্থ [ক, খ, গ]; ৮ (৭ম) বৈষ্ণববেঢ়ি [ক্বচিৎ পাঠ]; ৯ (৩য়) -শাস্ত্রে গায় [ক, খ, গ, চ, জ, ঞ]; ১১ (২য়) ঈশ্বর-অনন্ত- [ক], (৬ষ্ঠ, ৭ম) -গ্রন্থ অর্থ-সার [খ, গ]; ১৩ (৩য়) যথা [ঘ, চ, ছ, জ, ঞ]; ১৪ (৭ম) ত্রিজগত-বাস [ক, গ], যাইবেক নাশ [খ], তার সর্বনাশ [ঞ]; ১৬ (৫ম—৮ম) ভ্রময়ে বিশ্বম্ভর শ্রীহরি [ক, গ], ভ্রময়ে প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি [খ], ভ্রময়ে বিশ্বম্ভর গৌরহরি [চ, ঞ]; ১৭ (৯ম, ১০ম) শ্রীগৌর-সুন্দর [ঙ]; ২২ (৮ম) করিতে [ঝ]; ২৫ (৪র্থ) গিয়া [ক]।

প্রভু বোলে, "তোমার নাহিক যা'তে ইচ্ছা। না উঠিমু, তোর বাক্য না করিমু মিছা॥"৪১
শ্রীবাস-বচনে সম্বরিয়া রাম-ভাব। ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ॥ ৪২
মদ্যপানে মত্ত-সব ঠাকুরে দেখিয়া। 'হরি হরি' বোলে সভে ডাকিয়া ডাকিয়া॥ ৪৩
কেহো বোলে, "ভাল ভাল নিমাঞিপণ্ডিত! ভাল ভাব লাগে, ভাল লাগে নাট গীত॥"৪৪
'হরি' বলি' হাথে তালি দিয়া কেহো নাচে। উল্লাসে মদ্যপগণ যায় তাঁ'র পাছে॥ ৪৫
মহা-হরিধ্বনি করে' মদ্যপের গণে। এইমত হয় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দর্শনে॥ ৪৬
মদ্যপের চেষ্টা দেখি' বিশ্বম্ভর হাসে। আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি' পরকাশে॥ ৪৭
মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্য দেখিঞা। একলে নিন্দয়ে পাপী-সন্ন্যাসী হইয়া॥ ৪৮
চৈতন্যচন্দ্রের যশে যা'র মনে দুঃখ। কোনো জন্মে আশ্রমে নাহিক তা'র সুখ॥ ৪৯
যে দেখিল চৈতন্যচন্দ্রের অবতার। হউক মদ্যপ, তভু তা'রে নমস্কার॥ ৫০
মদ্যপেরে শুভদৃষ্টি করি' বিশ্বম্ভর। নিজাবেশে ভ্রমে' প্রভু নগর-নগর॥ ৫১
কথোদূরে দেখিয়া পণ্ডিত-দেবানন্দ। মহাক্রোথে কিছু তা'রে বোলে গৌরচন্দ্র॥ ৫২
'দেবানন্দপণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে। পূর্ব-অপরাধ আছে' তাহা হৈল মনে॥ ৫৩
যে-সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ। প্রেমশূন্য জগত দুঃখিত সব দাস॥ ৫৪
যদি বা পঢ়ায় কেহো গীতা ভাগবত। তথাপি না শুনে কেহো ভক্তি-অভিমত॥ ৫৫
সে-সময়ে দেবানন্দ পরম-মহান্ত। লোকে বড় অপেক্ষিত পরম-সুশান্ত॥ ৫৬
ভাগবত-অধ্যাপনা করে' নিরন্তর। আ-কুমার সন্ন্যাসী প্রায় ব্রতধর॥ ৫৭
দৈবে একদিন তথা গেলা শ্রীনিবাস। ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ॥ ৫৮
অক্ষরে-অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়। শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয়॥ ৫৯
ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস। মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে' ঘনশ্বাস॥ ৬০
পাপিষ্ঠ পঢ়ুয়া বোলে, "হইল জঞ্জাল! পঢ়িতে না পাই, ভাই! ব্যর্থ গেল কাল॥" ৬১
সংবরণ নহে শ্রীনিবাসের ক্রন্দন। চৈতন্যের প্রিয় দেহ জগতপাবন॥ ৬২
পাপিষ্ঠ পঢ়ুয়া-সব যুকতি করিয়া। বাহিরে এড়িল নিঞা শ্রীবাসে টানিয়া॥ ৬৩
দেবানন্দপণ্ডিতো না কৈল নিবারণ। গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ॥ ৬৪
বাহ্য পাঞা দুঃখে শ্রীনিবাস গেলা ঘর। তাহা সব জানে অন্তর্যামি বিশ্বম্ভর॥ ৬৫
দেবানন্দ-দরশনে হইল স্মরণ। ক্রোধমুখে বোলে প্রভু শচীর নন্দন॥ ৬৬

---

১ (৪র্থ, ৫ম) নাহি যাইতে [কচিৎ পাঠ]; ৩ (৯ম, ১০ম) প্রেমে মত্ত হৈয়া [ছ]; ৫ (৯ম, ১০ম) মদ্যপ কত গায় [ক, চ], মদ্যপ সব গায় [খ], (১০ম) গায় [গ], এই পংক্তির পর অধিক কচিৎ পাঠ—"হরিবোল হরিবোল জয় নারায়ণ। বলিয়া আনন্দে নাচে মদ্যপের গণ॥" [ ]; ৮ (২য়, ৩য়) সুখে নাচে [গ], ৩য়, ৪র্থ) চাহে প্রভুরে [খ, চ, ছ, জ], (৪র্থ) ঠাকুর [ঙ]; ১২ (৫ম) প্রভু [খ, গ], (৮ম) কিছু মন্দ [খ], বড় মন্দ [গ]; ১৫ (৭ম) তথাও [ঙ, ছ]; ১৬ (৪র্থ—৭ম) লোক উপেক্ষিত মহা-বিরক্ত [ক], (৬ষ্ঠ, ৭ম) উপেক্ষিত বিরক্ত [চ], (৭ম) বিরক্ত [ঞ]; ২২ (৭ম) জগতজীবন [গ]।

"ওহে ওহে দেবানন্দ ! বলিয়ে তোমারে। তুমি এবে ভাগবত পঢ়াও সভারে ॥ ৬৭
যে-শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ। হেন-জন গেলা শুনিবারে ভাগবত ॥ ৬৮
কোন্ অপরাধে তা'রে শিষ্য হাথাইয়া। বাড়ীর বাহিরে তাঁ'রে এড়িলে টানিয়া ? ৬৯
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণরসে। টানিয়া ফেলিতে তাঁ'রে যুক্তি কি আইসে ?৭০
বুঝিলাঙ,—তুমি যে পঢ়াও ভাগবত। কোন-জন্মে না জান' গ্রন্থের অভিমত ॥ ৭১
পরিপূর্ণ করিয়া যে-সব জনে খায়। তবে বহির্দেশ গিয়া সে সন্তোষ পায় ॥ ৭২
প্রেমময় ভাগবত পঢ়াইয়া তুমি। তত সুখো না পাইলা—কহিলাঙ আমি ॥" ৭৩
শুনিয়া বচন দেবানন্দ বিপ্রবর। লজ্জায় রহিল কিছু না করে উত্তর ॥ ৭৪
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর। দুঃখিতে চলিলা দেবানন্দ নিজ-ঘর ॥ ৭৫
তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত। বচনেও প্রভু যা'রে করিলেন দণ্ড ॥ ৭৬
চৈতন্যের দণ্ড মহাসুকৃতি সে পায়। যাঁ'র দণ্ড মানিলেই বৈকুণ্ঠ লোক যায় ॥ ৭৭
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি' লয়। সেই দণ্ড-প্রভাবে তা'র ভক্তি-যোগ হয় ॥ ৭৮
চৈতন্যের দণ্ডে যা'র চিত্তে নাহি ভয়। জন্ম-জন্ম সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড্য হয় ॥ ৭৯
ভাগবত-শ্রীতুলসী-গঙ্গায় ভক্তজনে। চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি-সনে ॥ ৮০
জীবন্যাস করিলে সে মূর্তি পূজ্যা হয়। 'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয় ॥ ৮১
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি জানি। যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥৮২
চৈতন্যদাসের পা'য়ে মোর নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৮৩
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড। যে কথা শুনিলে খণ্ডে' অন্তর-পাষণ্ড ॥ ৮৪
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ-রায়। প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়ে' আমায় ॥৮৫
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৮৬

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে দেবানন্দ-বাক্যদণ্ডো

নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

---

১ (১ম, ২য়) অয়ে অয়ে [খ, ঝ], অহে অহে [গ, ঘ, ঙ, চ]; ২ (৪র্থ) অভিমত [গ]; ৩ (৬ষ্ঠ, ৭ম) বাহির-বাড়ীতে [ঙ], বাহির-দুয়ারে [ছ]; ৪ (৮ম—১০ম) সে তাহার যোগ্য [ঝ], কি তাহার যোগ্য [ক্বচিৎ পাঠ]; ৮ (৫ম, ৬ষ্ঠ) লাজ পাই [ঘ, ঙ, চ, জ]; ১১ (৭ম, ৮ম) দণ্ডে মরিলে [ক, খ, গ, ঙ, চ, ঝ, ঞ]; ১২ (৮ম—১০ম) দণ্ডে তার প্রেম [ঞ], (৮ম—১১শ) -হৈতে তার সর্ববন্ধ ক্ষয় [ক], (৮ম, ৯ম) দণ্ড তার তরে [ঝ], দণ্ড তারে তবে [ঙ, চ], প্রভাবেতে [জ]; ১৩ (৪র্থ) চিত্তে [ক, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৪ "ভাগগত-শ্রীতুলসী-গঙ্গা আর ভক্ত। চতুর্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণের এই চারি মূর্ত ॥" [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৮ (৮ম) ঘুচে [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ঝ, ঞ], (৯ম) হৃদয়- [গ]; ২০ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ]। (১ম চন্দ্র ছ জ)

বিংশ অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর। জয় শচী-জগন্নাথ-নন্দন সুন্দর ॥ ১
জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। বিহরে' সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর ॥ ৩
বাক্যদণ্ড দেবানন্দপণ্ডিতেরে করি'। আইলা আপন-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ৪
দেবানন্দপণ্ডিত চলিলা নিজবাসে। দুঃখ পাইলেন বিপ্র দুষ্ট-সঙ্গ-দোষে ॥ ৫
দেবানন্দ-হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঁই। সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই ॥ ৬
বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর। ভক্তি বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর ॥ ৭
বৈষ্ণবের ঠাঞি যা'র হয় অপরাধ। কৃষ্ণপ্রেম হইলেও তা'র প্রেম-বাধ ॥ ৮
আমি নাহি বলি,—এই বেদের বচন। সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন ॥ ৯
যে-শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার। বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব আছিল তাঁহার ॥ ১০
আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া। মা'য়েরে দিলেন প্রেম সভা শিখাইয়া ॥ ১১
এ বড় অদ্ভুত-কথা শুন সাবধানে। বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে ॥ ১২
একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। আসিয়া বসিলা বিষ্ণুখট্টার উপর ॥ ১৩
নিজমূর্তি শিলা সব করি' নিজ-কোলে। আপনা' প্রকাশে' গৌরচন্দ্র কুতুহলে ॥ ১৪
"মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ। মুঞি রামরূপে কৈলুঁ সাগরবন্ধন ॥ ১৫
শুইঞা আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে। মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাঢ়ার হুঙ্কারে ॥ ১৬
প্রেমভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ। মাগ' মাগ' আরে নাঢ়া! মাগ' শ্রীনিবাস!"১৭
দেখি' মহাপরকাশ নিত্যানন্দরায়। ততক্ষণে তুলি' ছত্র ধরিলা মাথায় ॥ ১৮
বামদিগে গদাধর তাম্বূল যোগায়। চারিদিগে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥ ১৯
ভক্তিযোগ বিলায় গৌরাঙ্গ-মহেশ্বর। যাহার যাহাতে প্রীত, লয় সেই বর ॥ ২০
কেহো বোলে, "মোর বাপ্ বড় দুষ্ট-মতি। তা'র চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি ॥"২১
কেহো মাগে' গুরুপ্রতি, কেহো পুত্রপ্রতি। কেহো শিষ্য, কেহো পত্নী,—যা'র যথা রতি ॥২২
ভক্তবাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর। হাসিয়া সভারে দিলা প্রেমভক্তি-বর ॥ ২৩
মহাশয় শ্রীনিবাস বোলেন, "গোসাঞি! আইরে দেহ' ত ভক্তি—সভে এই চাঞি ॥"২৪

১-৩—ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ -পুঁথিতে ৩য় পংক্তিটি প্রথমে ও তৎপরে ১ম পংক্তিটি সজ্জিত আছে এবং জ-পু থিতে সর্বপ্রথমে ২য় পংক্তিটি আছে; ৬ (৭ম) শক্তি [গ]; ৮ (৩য়) যদি [ক, গ,], (৬ষ্ঠ) কৃষ্ণকৃপা [জ], (৮ম, ৯ম) হয় তানে বাধ [খ], (৯ম) পড়ে বাদ [চ, জ]; ১৩ (৪র্থ) হাসিয়া [ক], উঠিয়া [ঞ]; ১৬ (১ম) সুতিয়া [চ, ছ, ঝ] (৬ষ্ঠ—৮ম) ভাঙ্গাইল নাঢ়া হুহুঙ্কারে [খ]; ১৮ (৫ম) আসি [ক]; ২০ (৬ষ্ঠ) প্রীত [ঘ, ঙ, ছ, ঝ, ঞ]; ২২ (২য়) বোলে [ক, ঘ], (৯ম) নারী [ক, ঘ]; ২৩ (১ম) -সত্য করি [ক, জ]; ২৪ (১ম) মহাবক্তা [ক], (৬ষ্ঠ) দেয়াব [ক, খ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ], দিবার [চ], (১১শ) ঠাঞি [ক, ঘ, চ, ছ, ঝ, ঞ]।

প্রভু বোলে, "ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস ! তাঁ'রে নাহি দিমু প্রেমভক্তির বিলাস ॥ ২৫
বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ। অতএব তান হৈল প্রেমভক্তি-বাধ ॥" ২৬
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বোলে আরবার। "এ-কথায়, প্রভু ! দেহত্যাগ সভাকার ॥ ২৭
তুমি-হেন পুত্র যাঁ'র গর্ভে অবতার। তাঁ'র কি নহিব প্রেমযোগে অধিকার ? ২৮
সভার জীবন আই—জগতের মাতা। মায়া ছাড়ি' প্রভু ! তানে হঁও ভক্তিদাতা ॥২৯
তুমি যাঁ'র পুত্র, প্রভু !—সে সর্বজননী। পুত্রস্থানে মা'য়ের কি অপরাধ গণি ? ৩০
যদি বা বৈষ্ণবস্থানে থাকে অপরাধ। তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ ॥" ৩১
প্রভু বোলে, "উপদেশ কহিতে সে পারি। বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি ॥৩২
যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র। পুন সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে' নারে আর ॥ ৩৩
দুর্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে। তুমি দেখ জান'—ক্ষয় হইল যেমনে ॥ ৩৪
নাঢ়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ। নাঢ়া ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ ॥ ৩৫
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়। হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায় ॥" ৩৬
তখনে চলিলা সভে অদ্বৈতের স্থানে। অদ্বৈতেরে কহিলেন সব বিবরণে ॥ ৩৭
শুনিয়া অদ্বৈত করে' শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ। "তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন ? ৩৮
যাঁ'র গর্ভে মোহোর প্রভুর অবতার। সে মোর জননী, মুঞি পুত্র সে তাঁহার ॥ ৩৯
যে-আইর চরণধূলির আমি পাত্র। সে-আইর প্রভাব না জান' তিল-মাত্র ॥ ৪০
কৃষ্ণভক্তিস্বরূপিণী আই পতিব্রতা। তোমরা বা মুখে কেনে আন' হেন কথা ? ৪১
প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'। 'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥৪২
যেন গঙ্গা, তেন আই, কিছু ভেদ নাই। দেবকী যশোদা যেই, সে-ই বস্তু আই ॥"৪৩
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্যগোসাঞি। পড়িলা আবিষ্ট হঞা বাহ্য কিছু নাই ॥ ৪৪
বুঝিয়া সময়, আই আইলা বাহিরে। আচার্য-চরণ-ধূলি লইলেন শিরে ॥ ৪৫
পরম-বৈষ্ণবী আই—মূর্তিমতী ভক্তি। বিশ্বম্ভরে গর্ভে ধরিলেন—যাঁর শক্তি ? ৪৬
আচার্য-চরণ-ধূলি লইলা যখনে। বিহ্বলে পড়িলা, কিছু বাহ্য নাহি জানে' ॥ ৪৭
'জয় জয় হরি' বোলে বৈষ্ণব-মণ্ডল। অন্যোঽন্যে করেন চৈতন্যকোলাহল ॥ ৪৮
অদ্বৈতের বাহ্য নাহি—আইর প্রভাবে। আইর নাহিক বাহ্য—অদ্বৈতানুভাবে ॥৪৯
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল। 'হরি হরি হরি' বোলে বৈষ্ণবসকল ॥ ৫০

---

১ (১০ম) মুঞি ভক্তির [ঙ], (১১শ) প্রকাশ [ঘ, ছ]; ৩ (৮ম) সে সভার [খ, ঞ]; ৫ (১১শ) বরদাতা [ঙ]; ৮ (৩য়) অপরাধ [ক], (৯ম) ঘুচাইতে [গ]; ৯ (৫ম—১০ম) "তিঁহো সে ঘুচালে ঘুচে, ক্ষমা নাহি " [ক], (৮ম—১১শ) অপরাধ ঘুচে তার [গ]; ১১ (৭ম) ঘুচাইলে [ক]; ১৪—এই পংক্তির পর 'ছ' পুঁথিতে অধিক পাঠ—"অদ্বৈত বোলেন মোর অপরাধ ক্ষেম। প্রভুর জননী শচী বিষ্ণুভক্তি-সম ॥"; ১৭ (১ম) বিষ্ণুভক্তি স্বরূপিনী [খ, গ, ঙ,জ, ঝ, ঞ], বিষ্ণুরস স্বরূপিনী [চ], (৬ষ্ঠ, ৭ম) কোন্ মুখে [গ]; ১৯ (৮ম) দৈবকী [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ]; ২৫ (৯ম) অদ্বৈতানুরাগে [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]: ২৬ (২য়) প্রেমেতে [ছ]।

হাসে' প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে। প্রসন্ন হইয়া প্রভু বোলে জননীরে ॥ ৫১
"এখনে সে 'কৃষ্ণভক্তি' হইল তোমার। অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর ॥" ৫২
শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন। জয়-জয়-হরিধ্বনি হইল তখন ॥ ৫৩
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্। করায়েন বৈষ্ণবাপরাধে সাবধান ॥ ৫৪
'শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে'। তথাপিহ নাশ যায়—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥ ৫৫

তথা হি (শ্রীভা০ ৫।১০।২৫)—

"মহদ্‌বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্-, নঙ্‌ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥" ৫৬

ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে'। জন্মে-জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে ॥৫৭
অন্যের কি দায়, গৌরসিংহের জননী। তাহানেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি' গণি ॥ ৫৮
বস্তু-বিচারেতে সেহো 'অপরাধ' নহে। তথাপিহ 'অপরাধ' করি' প্রভু কহে ॥ ৫৯
"ইহানে 'অদ্বৈত' নাম কেনে লোকে ঘোষে'। 'দ্বৈত'—বলিলেন আই কোন অসন্তোষে ॥
সেই কথা কহি' শুন হঞা সাবধান। প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান ॥ ৬১
প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ মহাশয়। ভুবনদুর্লভরূপ মহাতেজোময় ॥ ৬২
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ পরম-সুধীর। নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদ-শরীর ॥ ৬৩
তান ব্যাখ্যা বুঝে—হেন নাহি নবদ্বীপে। শিশুভাবে থাকে প্রভু বালক-সমীপে ॥৬৪
একদিন সভায় চলিলা মিশ্রবর। পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম-সুন্দর ॥ ৬৫
ভট্টাচার্য-সভায় চলিলা জগন্নাথ। বিশ্বরূপে দেখি বড় কৌতুক সভা'ত ॥ ৬৬
নিত্যানন্দ-রূপ প্রভু পরম-সুন্দর। হরিলেন সর্ব চিত্ত সর্বশক্তি-ধর ॥ ৬৭
এক ভট্টাচার্য বোলে, "কি পঢ় ছাওয়াল!" বিশ্বরূপ বোলে, "কিছু কিছু সভাকার ॥"৬৮
শিশু-জ্ঞানে কেহো কিছু না বলিল আর। মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি' অহঙ্কার ॥ ৬৯
নিজকার্য করি' মিশ্র চলিলেন ঘর। পথে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড় ॥ ৭০
"যে-পুঁথি পঢ়িস্ বেটা! তাহা না বলিয়া। কি বোল্ বলিলি তুই সভামাঝে গিয়া ?৭১
তোমারে ত সভার হইল মূর্খ-জ্ঞান। আমারেও দিলা লাজ কহি' অপ্রমাণ ॥" ৭২
পরম-উদার জগন্নাথ মহাভাগ। ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড় রাগ ॥ ৭৩
পুন বিশ্বরূপ সেই সভামাঝে গিয়া। ভট্টাচার্য-সভা'-প্রতি বোলেন হাসিয়া ॥ ৭৪
"তোমরা ত আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা। বাপের হাতেতে মোর শাস্তি করাইলা ॥৭৫
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা লয় কা'রো মনে। সভে মিলি' তাহা জিজ্ঞাসহ মোর স্থানে ॥"৭৬
হাসি' বোলে এক ভট্টাচার্য, "শুন শিশু! আজি যে পঢ়িলা, তাহা বাখানহ কিছু ॥"৭৭

---

২ (৩য়) কৃষ্ণপ্রেম [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৪ (২য়) মহাপ্রভু [ক, ঙ, চ, জ, ঝ], হয় তেহোঁ [গ]; ১৫ (২য়) কক্ষা [ক, ঘ, ঙ, ঝ], কথা [চ, জ]; ১৭ (৬ষ্ঠ) তবে [ঘ]; ২৩ (৯ম,১০ম) করি অপমান [খ, গ, ঘ, ছ, ঞ]; ২৪ (৮ম) মহা [ক, গ, ঙ]।

বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ-ভগবান্। সভার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ ॥ ৭৮
সভেই বোলেন, "সূত্র ভাল বাখানিলা।" প্রভু বোলে, "ভাণ্ডাইলুঁ কিছু না বুঝিলা!" ৭৯
যত বাখানিলা—সব করিলা খণ্ডন। বিস্ময় সভার চিত্তে হইল তখন ॥ ৮০
এইমত তিনবার করিয়া খণ্ডন। পুন সেই তিনবার করিলা স্থাপন ॥ ৮১
'পরম সুবুদ্ধি' করি' সভে বাখানিল। বিষ্ণুমায়া-মোহে কেহো তত্ত্ব না জানিল ॥ ৮২
হেনমতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ। ভক্তিশূন্য লোক দেখি' না পায়েন সুখ ॥ ৮৩
ব্যবহার-মদে মত্ত সকল সংসার। না করে' বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল-বিচার ॥ ৮৪
পুত্রাদির মহোৎসবে করে' ধন-ব্যয়। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকর্ম কেহো না জানয় ॥ ৮৫
যত অধ্যাপক সব—কুতর্ক বাখানে'। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপূজা—কিছুই না মানে ॥ ৮৬
যদিবা পঢ়ায় কেহো ভাগবত গীতা। সেহো না বাখানে' ভক্তি, করে' শুষ্ক চিন্তা ॥ ৮৭
সর্বস্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়। ভক্তিযোগ না দেখিয়া বড় দুঃখ পায় ॥ ৮৮
সেকালে অদ্বৈতসিংহ পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি। পঢ়াইয়া বাশিষ্ঠ বাখানে' বিষ্ণুভক্তি ॥ ৮৯
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে—হেন কেবা আছে? বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে ॥ ৯০
চারিদিগে বিশ্বরূপ পায় মনোদুঃখ। অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় মহাসুখ ॥ ৯১
নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে। বিশ্বরূপ সহিত অদ্বৈত বৈসে রঙ্গে ॥ ৯২
পরম-বালক প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। কুটিল-কুন্তল, বেশ অতি মনোহর ॥ ৯৩
মা'য়ে বোলে, "বিশ্বম্ভর! যাহ রড় দিয়া। তোমার অগ্রজে ঝাট আনহ ডাকিয়া ॥" ৯৪
মা'য়ের আদেশে ধায় প্রভু বিশ্বম্ভর। সত্বরে আইলা—যথা অদ্বৈতের ঘর ॥ ৯৫
বসিয়াছে অদ্বৈতে বেঢ়িয়া ভক্তগণ। শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন ॥ ৯৬
বিশ্বম্ভর বোলে, "ভাই! ভাত খাও'সিয়া। বিলম্ব না কর", বোলে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৯৭
হরিল সভার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর। সভেই চাহেন রূপ পরম-সুন্দর ॥ ৯৮
মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত-আচার্য। সেই মুখ চাহে সব পরিহরি' কার্য ॥ ৯৯
এইমত প্রতিদিন মা'য়ের আদেশে। বিশ্বরূপ ডাকিবার ছলে প্রভু আইসে ॥ ১০০
চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে দেখি' বিশ্বম্ভর। "মোর চিত্ত হরে' শিশু পরম-সুন্দর ॥ ১০১
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে' অন্য জন? এই বা মোহোর প্রভু?—হেন লয় মন!" ১০২

৫ (৭ম, ৮ম) তারে কেহো [ক], (১০ম) বুঝিল [খ, গ, চ]; ৬ (৩য়) প্রভু [গ, ঙ], সেই [ঘ, ছ], (৮ম—১০ম) না পায় ত সুখ [ক], নাহি পায় সুখ [গ], না পায় কৌতুক [ঘ, ঙ, চ ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৮ (২য়—৪র্থ) বিবাহে ও ধন করে ব্যয় [ছ], (৯ম) করয় [ছ]; ৯ (৪র্থ) তত্ত্ব [গ, চ], কত [ঞ], (৪র্থ) তর্ক সে [খ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ] জানে [গ, ঙ, চ, ঝ]; ১০ (৯ম) কৃষ্ণ [গ], (১১শ) সূক্ষ্ম [ক, খ, ঘ, ঙ, ঞ]; ১১ (৭ম) শুনিয়া [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৮ম) মহা [গ]; ১২ (২য়, ৩য়) অদ্বৈতচন্দ্র পূর্ণ- হরিভক্তি [ঘ; ছ], (৭ম) কৃষ্ণভক্তি [ক, চ, জ, ঝ, ঞ], প্রেমভক্তি [ঘ, ছ,]; ১৪ (৪র্থ) বড়দুঃখ [ক], মহাদুঃখ [গ, ঙ, জ, ঞ], (৯ম) প্রেমসুখ [ক, গ, ঙ, চ, ঝ]; ১৫ (৮ম, ৯ম) রস-রঙ্গে [গ]; ১৭ (৮ম) ভাইরে [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২০ (৫ম) খাওগিয়া [ঞ]; ২১ (৯ম) মদন- [খ]; ২৫ (১২শ) হরে [খ, গ, জ], (১২শ, ১৩শ) মোহে মোর [চ, ঝ, ঞ]।

সর্বভূত-হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর। চিন্তিতে অদ্বৈত, ঝাট চলি' যায় ঘর ॥ ১০৩
নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে। ছাড়িয়া সংসারসুখ গোঙায়েন রঙ্গে ॥ ১০৪
বিশ্বরূপ-কথা আদিখণ্ডে সে বিস্তর। অনন্ত-চরিত্র নিত্যানন্দ-কলেবর ॥ ১০৫
ঈশ্বরের ইচ্ছা সবে ঈশ্বর সে জানে'। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কথোদিনে ॥ ১০৬
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'। চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥ ১০৭
করি' দণ্ড গ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ। আইর বিদরে' নিরবধি শোকে বুক ॥ ১০৮
মনে-মনে গণে' আই হইয়া অস্থির। "অদ্বৈত সে মোর পুত্রে করিলা বাহির ॥"১০৯
তথাপিহ আই বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে। কিছু না বোলেন, মাত্র মনে দুঃখ পায়ে ॥ ১১০
বিশ্বম্ভরে দেখি' সব পাসরিলা দুঃখ। প্রভুও মা'য়ের বড় বাঢ়ায়েন সুখ ॥ ১১১
দৈবে কথোদিনে প্রভু করিলা প্রকাশ। নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস ॥ ১১২
ছাড়িয়া সংসার-সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর। লক্ষ্মী পরিহরি' থাকে অদ্বৈতের ঘর ॥ ১১৩
না রহে গৃহেতে পুত্র—হেন দেখি' আই। "এহো পুত্রে নিলা মোর আচার্য-গোসাঞি ॥"
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই। "কে বোলে 'অদ্বৈত' ?—'দ্বৈত' এ বড় গোসাঞি ॥
চন্দ্রসম এক পুত্র করিলা বাহির। এহো পুত্র না দিলা করিবারে স্থির ॥ ১১৬
অনাথিনী মোরে ত কাহারো নাহি দয়া। জগতেরে অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত-মায়া ॥"১১৭
সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাঞি। ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি ॥ ১১৮
এ-কালে যে বৈষ্ণবেরে 'বড়' 'ছোট' বোলে। নিশ্চিন্তে থাকুক সে জানিব কথোকালে ॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্। বৈষ্ণবাপরাধে করায়েন সাবধান ॥ ১২০
চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন। না বুঝি' বৈষ্ণব নিন্দে',—পাইব বন্ধন ॥১২১
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া। যে-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা ॥ ১২২
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন। জানে'—সেবিবেক অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ ॥ ১২৩
অদ্বৈতেরে গাইবেক 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া। যত কিছু বৈষ্ণবের বচন লঙ্ঘিয়া ॥ ১২৪
যে বলিব অদ্বৈতেরে 'পরম-বৈষ্ণব'। তাহারেই বেঢ়িয়া লঙ্ঘিব পাপী সব ॥ ১২৫
সে-গুলার চেষ্টা সবে অদ্বৈতে বাঢ়াইতে। অতএব শক্তি নাহি এ দণ্ড দেখিতে ॥১২৬
সর্বজ্ঞের চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর। জানিলা—'বিলম্বে হইবেক বহুতর ॥' ১২৭
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে। সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি-বৈষ্ণবেরে ॥ ১২৮

---

৩ (৪র্থ) বিস্তার [খ, গ, ঙ], (৫ম)-বিচিত্র [গ]; ৭(২য়) গুণে [ক, খ, গ ঘ, ঙ, ছ]; (৫ম) সুস্থির [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১০ (২য়) একদিনে [জ], (৮ম) সহিত [ক, খ], (৯ম) প্রকাশ [ঙ]; ১৪ (৪র্থ) করিয়া [গ, ঘ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৭ (৪র্থ, ৫ম) বেটা চেটা [খ]; ১৯ (১ম)-চন্দ্রের [ঙ]; ২১ (৫ম, ৬ষ্ঠ) সবে না মানিবে [খ]; ২২ (৪র্থ) করিয়া [খ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ], (৯ম) নিন্দিয়া [কচিৎ পাঠ]; ২৪ (১ম—৫ম) সে-সব গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৬ষ্ঠ) তার বড় [কচিৎ পাঠ]; ২৫ (১ম) সর্বলোক-চূড়ামণি [গ], (১ম—৩য়) সকল-সর্বজ্ঞ-চূড়ামণি [ক, খ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ]।

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যা'র গণ। তা'র রক্ষা-সমর্থ নহিব কোন জন ॥ ১২৯
বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়। আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয় ॥ ১৩০
বড় অধিকারী হয়' আপনে এড়ায়। ক্ষুদ্র হৈলে, গণসহ অধঃপাতে যায় ॥ ১৩১
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবারে শক্তি কা'র? জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা করিলা সভার ॥ ১৩২
যে বা জন অদ্বৈতেরে 'বৈষ্ণব' বলিতে। নিন্দা করে', দ্বন্দ্ব করে'—মরে ভালমতে ॥ ১৩৩
সর্বপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর মহেশ্বর। এই বড় স্তুতি যে 'তাহান অনুচর' ॥ ১৩৪
নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিষ্কপট হঞা। কহিলেন গৌরচন্দ্র 'ঈশ্বর' করিঞা ॥ ১৩৫
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি। নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি ॥১৩৬
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়। নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥১৩৭
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে। অহর্নিশ চৈতন্যের যশ গায় সুখে ॥ ১৩৮
নিত্যানন্দভৃত্য সর্ব দিগে সাবধান। নিত্যানন্দ-ভৃত্যের 'চৈতন্য' ধন-প্রাণ ॥ ১৩৯
অল্পভাগ্যে নাহি হয় নিত্যানন্দ-দাস। যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ ১৪০
যে-জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান। সে হয় অনন্তদাস নিত্যানন্দ-প্রাণ ॥ ১৪১
নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ—অভেদ-শরীর। আই ইহা জানে, আর কোন মহাধীর ॥ ১৪২
জয় নিত্যানন্দ—গৌরচন্দ্রের শয়ন। জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্রবদন ॥ ১৪৩
গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ-রায়। কে পায় চৈতন্য বিনা তোমার কৃপায়? ১৪৪
শ্রীনিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার। কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার ॥ ১৪৫
হেন দিন হইব কি চৈতন্য-নিতাই। দেখিমু কি পারিষদ-সহ এক-ঠাঁই? ১৪৬
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর ॥ ১৪৭
অদ্বৈতচরণে মোর এই নমস্কার। তাঁ'র প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার ॥ ১৪৮
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৪৯

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীশচীদেব্যা বৈষ্ণবাপরাধাভাসাভিনয়-
খণ্ডনং নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

---

২ (১ম) '-নিন্দকজন [খ, গ, ঘ, ছ]; ৪ (৮ম) দণ্ড [ক, খ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৫ (৯ম) দণ্ড [খ, ঙ, ঞ]; ৭ (৭ম, ৮ম) সভা শিখাইয়া [গ]; ১০ (৬ষ্ঠ) নিত্যানন্দ- [ঞ]; ১২ (৬ষ্ঠ) বোলায় [ঘ, ছ, জ]; ১৫ (৪র্থ) শরণ [ক, খ, ঙ, চ], জীবন [কচিৎ পাঠ]; ১৮ (৮ম) পার্ষদ-বেষ্টিত [চ]; ১৯ (৮ম) আমি [গ], (৯ম, ১০ম) ধরি নিরন্তর [ঙ, জ]; ২০ (৩য়) বহু [গ], কোটি [জ]; ২১ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ]। (১ম চন্দ্র - ছ, জ)

একবিংশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি। জয় বিশ্বম্ভর অজ-ভবাদির বিধি॥ ১
জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় দ্বিজরাজ। জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ॥ ২
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রীড়া করে, নহে সর্ব-নয়ন-গোচর॥ ৩
দিনে-দিনে মহানন্দ নবদ্বীপ-পুরী। বৈকুণ্ঠনায়ক বিশ্বম্ভর অবতরি॥ ৪
প্রিয়তম নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে। ভকত-সমাজে নিজ-নামরসে খেলে॥ ৫
প্রতিদিন নিশাভাগে করেন কীর্তন। ভক্ত বিনা থাকিতে না পায় অন্য জন॥ ৬
এত বড় বিশ্বম্ভর-শক্তির মহিমা। ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহো সীমা॥ ৭
অগোচরে দূরে থাকি' মিলি' দশ-পাঁচে। মন্দ মাত্র বোলে,—যমঘরে যাবে পাছে॥৮
কেহো বোলে, "কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব? যত দেখ হের পেট-পোষাগুলা সব॥"৯
কেহো বোলে, "এ-গুলার বান্ধি' হাথ-পা'য়। জলে ফেলি' দিয়ে যদি তবে দুঃখ যায়॥"১০
কেহো বোলে, "আরে ভাই! জানিহ নিশ্চিত। গ্রামখান লুঠাইব নিমাঞিপণ্ডিত॥"১১
ভয় দেখায়েন সভে দেখিবার তরে। অন্তরে নাহিক ভাগ্য, চাতুরী কি করে? ১২
সংকীর্তন করে' প্রভু শচীর নন্দন। জগতের চিত্তবৃত্তি করেন শোধন॥ ১৩
দেখিতে না পায় লোক, করে' অনুতাপ। সভেই 'অভাগ্য' বলি' ছাড়য়ে নিশ্বাস॥১৪
কেহো বা কাহারো ঠাঞি পরিহার করে'। সংগোপে কীর্তন গিয়া দেখিবার তরে॥১৫
'প্রভু সে সর্বজ্ঞ' ইহা সর্বদাসে জানে'। এই ভয়ে কেহো কা'রে না লয় সে-স্থানে॥১৬
এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে। তপস্বী পরম-সাধু বসয়ে নির্দোষে॥ ১৭
সর্বকাল পয়ঃপান অন্ন নাহি খায়। শুনিতে কীর্তন বিপ্র দেখিবারে চায়॥ ১৮
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করেন কীর্তন। প্রবেশিতে নারে' ভক্ত বিনা কোন জন॥ ১৯
সেই বিপ্র প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে। নৃত্য দেখিবার লাগি' সাধয়ে আপনে॥২০
"তুমি যদি একদিন কৃপা করি' মোরে। আপনে লইয়া যাও বাড়ীর ভিতরে॥ ২১
তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য। লোচন সফল করোঁ, হঙ কৃতকৃত্য॥" ২২

১—এই পংক্তির পূর্ব্বে 'ঘ, ছ' পুঁথিতে অধিক পাঠ—"অথ নগরকীর্তনং, (৭ম, ৮ম) জয় অজ-ভববিধি [ক, খ, ঙ, ছ], (৮ম) নিধি [ঘ, চ], -ভবাদির বিধি [ঝ, ঞ]; ২ (৩য়) নিত্যানন্দ জয় [ঙ]; ৩ (৮ম) -জনের- [খ, গ, ছ]; ৫ (৭ম) ভোলে [কচিৎ পাঠ]; ৬ (১০ম) কোন [গ, ঘ, ছ, জ]; ৭ (৩য়) -ভক্তের [খ], (৬ষ্ঠ) করিতে [খ গ], (৬ষ্ঠ, ৭ম) দিতে নাহি [চ], লিখিতে না [ঞ], (৬ষ্ঠ—৯ম) কেহো ত করিতে নারে [ক]; ১০ (৬ষ্ঠ—১২শ) "জলে ফেলি, জীয়ে যদি, তবে ধন্য গায়॥" [গ, ঘ, ঙ, ঝ, ঞ]; ১১ (৮ম) লোড়াইব [ক, খ, ঙ], পোড়াইব [ঘ, চ, জ], লুটি খাইব [কচিৎ পাঠ]; ১২ (১০ম, ১১শ) কিসেরে [জ, ঝ]; ১৪ (১০ম, ১১শ) ছাড়ে ঘনশ্বাস [ক]; ১৫—"সংগোপে কীর্তন গিয়া দেখিবার তরে। হাথে পায়ে ধরে' কেহ সাধে বৈষ্ণবেরে॥" [ক, খ, গ]; ১৭ (৭ম) -শান্ত [ছ]; ১৮ (৬ষ্ঠ) শুনিয়া [ক, খ, গ], প্রভুর [কচিৎ পাঠ]; ২০ (৮ম) তরে [খ, চ]; ২২ (৫ম) বৈষ্ণবের [গ]।

এইমত প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ। আরদিন শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন ॥ ২৩
"তোমারে ত জানি সর্বকাল বড় ভাল। ব্রহ্মচর্যে ফলাহারে গোঙাইলা কাল ॥ ২৪
কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে। দেখিবার তোমার আছয়ে অধিকারে ॥২৫
প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহো যাইবারে। 'সংগোপে থাকিবা'—এই বলিলুঁ তোমারে ॥"
এত বলি' ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিলা। একদিগে আড় হই সংগোপে রহিলা ॥ ২৭
নৃত্য করে' চতুর্দশভুবনের নাথ। চতুর্দিগে মহাভাগ্যবন্ত সব সাথ ॥ ২৮
'কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী'। সভেই গায়েন হঞা মহাকুতূহলী ॥ ২৯
নিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায়। আনন্দে অদ্বৈতসিংহ চারিদিগে ধায় ॥ ৩০
পরানন্দ-সুখে কেহো বাহ্য নাহি জানে'। বৈকুণ্ঠ-নায়ক নৃত্য করেন আপনে ॥ ৩১
'হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ভাই!' ইহা বিনা আর কিছু শুনিতে না পাই ॥৩২
অশ্রু, কম্প, লোমহর্ষ, সঘন হুঙ্কার। কে কহিতে পারে' বিশ্বম্ভরের বিকার? ৩৩
সর্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভর-রায়। জানেন—'বিপ্র লুকাঞা আছয়ে এথায়' ॥ ৩৪
রহিয়া রহিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর। "আজি কেনে প্রেমযোগ না পাঙ নির্ভর ॥৩৫
কেহো জানি আসিয়াছে বাড়ীর ভিতরে। কিছু নাহি বুঝি, সত্য কহ দেখি মোরে ॥"৩৬
ভয় পাঞা শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন। "পাষণ্ডের ইথে, প্রভু! নাহি আগমন ॥ ৩৭
সবে এক ব্রহ্মচারী—বড় সুব্রাহ্মণ। সর্বকাল পয়ঃপান নিষ্পাপ-জীবন ॥ ৩৮
দেখিতে তোমার নৃত্য—শ্রদ্ধা তাঁ'র বড়। নিভৃতে আছয়ে, প্রভু! জানিয়াছ দঢ় ॥"৩৯
শুনি' ক্রোধাবেশে বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর। "ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির নিঞা কর' ॥৪০
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি? পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?"৪১
দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়। "পয়ঃপানে কভু মোরে কেহো নাহি পায় ॥৪২
চণ্ডালেহো মোহর শরণ যদি লয়। সেহো মোর, মুঞি তা'র,—জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৩
সন্ন্যাসীহ যদি মোর না লয় শরণ। সেহো মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন ॥ ৪৪
গজেন্দ্র-বানর-গোপে কী তপ করিল? বোল দেখি,—তা'রা মোরে কী তপে পাইল?৪৫
অসুরেহ তপ করে', কি হয় তাহার। বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার ॥" ৪৬
প্রভু বোলে, "পয়ঃপানে মোরে নাহি পায়। সকল করিমু চূর্ণ, দেখিবা এথায় ॥"৪৭
মহাভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির। মনে-মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর ॥ ৪৮
"এই মোর ভাগ্য বড়—যে কিছু দেখিলুঁ। অপরাধ-অনুরূপ শাস্তিও পাইলুঁ ॥ ৪৯

৪ (৫ম) কারে [ক, ঘ, ছ, জ]; ৬ (৬ষ্ঠ) মহাভাগবত [ক্বচিৎ পাঠ]; ৯ (১ম) পরম-আনন্দে [চ], (১ম, ২য়) পরানন্দময়-সুখে [গ]; ১১ (৩য়) রোমহর্ষ [ক, গ]; ১৮ (৩য়—৫ম) প্রভু বোলেন উত্তর [খ]; ২০ (১০ম—১২শ) দেখিতে না পায় [ক, খ, গ, ঘ, চ]; ২৩ (১ম) -গোষ্ঠী [ক], (৯ম, ১০ম) কেমতে [ঙ], কিরূপে [চ]।

অদ্ভুত দেখিলুঁ নৃত্য, অদ্ভুত ক্রন্দন। অপরাধ-অনুরূপ পাইলুঁ তর্জন॥” ৫০
সেবক হইলে এইমত বুদ্ধি হয়। সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়॥ ৫১
এইমত চিন্তিয়া চলিলা বিপ্রবর। জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর॥ ৫২
ডাকিয়া আনিয়া পুন করুণাসাগর। পাদপদ্ম দিলা তাঁ'র মস্তক-উপর॥ ৫৩
আনন্দে ক্রন্দন করে' সেই বিপ্রবর। প্রভুর করুণা গুণ স্মরে' নিরন্তর॥ ৫৪
প্রভু বোলে, 'তপ' করি' না করিহ বল। 'কৃষ্ণভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ' জানিহ কেবল॥ ৫৫
'হরি' বলি' সন্তোষে সকল ভক্তগণ। দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ততক্ষণ॥ ৫৬
শ্রদ্ধা করি' যে-জন শুনয়ে এ-রহস্য। গৌরচন্দ্র প্রভু তাঁ'রে মিলিব অবশ্য॥ ৫৭
ব্রহ্মচারি-প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর। আনন্দ-আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর॥ ৫৮
ব্রহ্মচারী প্রতি দণ্ড করে বিশ্বম্ভর। নৃত্য করি' চতুর্দিগে গায় অনুচর॥ ৫৯
এই বিপ্র-চরণে আমার নমস্কার। চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যা'র॥ ৬০
এইমত প্রতি-নিশা করেন কীর্তন। দেখিবার শক্তি নাহি ধরে' অন্য জন॥ ৬১
অন্তরে দুঃখিত লোক সব নদীয়ার। সভে পাষণ্ডীরে মন্দ বোলয়ে অপার॥ ৬২
"পাপিষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধিনাশের লাগিয়া। হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে' গিয়া॥৬৩
পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডি-সব সবে নিন্দা জানে'। বঞ্চিত হইয়া মরে এ-হেন কীর্তনে॥ ৬৪
পাপ-পাষণ্ডীর লাগি' নিমাঞি-পণ্ডিত। ভালরেও দ্বার নাহি দেন কদাচিত॥ ৬৫
তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত,—জানেন সকল। তাহান হৃদয় পুনি পরম-নির্মল॥ ৬৬
আমরা সভার যদি তাঁতে ভক্তি থাকে। তবে নৃত্য দেখিমু অবশ্য কোন পাকে॥”৬৭
কোন নগরিয়া বোলে, "বসি' থাক ভাই! নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঁই॥ ৬৮
সংসার-উদ্ধার লাগি' নিমাঞি-পণ্ডিত। নদীয়ার মাঝে আসি' হইলা বিদিত॥ ৬৯
ঘরে-ঘরে নগরে-নগরে প্রতি-দ্বারে। করিবেন সংকীর্তন—বলিলুঁ সভারে॥”৭০
ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব-অবতারে। পণ্ডিতের গণ সব নিন্দা করি' মরে॥ ৭১
দিবস হইলে সব নগরিয়াগণ। প্রভু দেখিবারে সভে করেন গমন॥ ৭২
কেহো বা নূতন দ্রব্য, কা'রো হাথে কলা। কেহো ঘৃত, কেহো দধি, কেহো দিব্য মালা॥
লইয়া চলেন সভে প্রভু দেখিবারে। প্রভু দেখি' সর্বজন দণ্ডবত করে'॥ ৭৪

১ (৫ম) কীর্তন [খ, গ, ঙ], (৮ম) ভর্ৎসন [গ]; ২ (১১শ) লয় [খ, গ]; ৩ (৭ম) প্রভু বিশ্বম্ভর [ঞ]; ৪ (৪র্থ) কহে বিশ্বম্ভর [ছ], গৌরাঙ্গসুন্দর [গ]; ৫ (১১শ) সকল [ক, গ, ঘ, ছ, জ]; ৮ (৮ম) ভালে [চ]; ১১ (১ম) সেই [ঝ], (৭ম—১০ম) ভয়ে সন্তোষ যাহার [ক্বচিৎ পাঠ], এই পংক্তির পর অতিরিক্ত ক্বচিৎ পাঠ—„চৈতন্যের দণ্ডে যা'র ভয় নাহি মনে। তৃণ-জ্ঞান তাহারে না করে' কোন জনে॥ এ ব্রাহ্মণ সর্বথা দেখিতে অধিকারী। তথাপি প্রভুর দণ্ড বুঝিতে না পারি॥ দাসের সে প্রভু দণ্ড করয়ে যতেক। কাটিলেও নাহি ছাড়ে কৃষ্ণের সেবক॥ ১৪ (৬ষ্ঠ,৭ম) মহামহোৎসব দেখিতে [গ]; ১৫ (১ম)-পাষণ্ডি-জন [ক], -নিন্দক-সব [ঘ, ছ], -মাত্র [চ, ঞ]; ১৭ (৯ম) শুনি [ঘ, ছ, জ]; ১৯ (৪র্থ, ৫ম) শুন কহি [ছ]; ২২ (৬ষ্ঠ) যত [ঘ, ছ, জ]; ২৪ (৪র্থ) বস্ত্র [ক], (১১শ) দুগ্ধ [খ, গ]; ২৫ (৮ম) -গণ [ক, গ], -লোক [চ, ঞ]।

প্রভু বোলে, “কৃষ্ণভক্তি হউক সভার। কৃষ্ণ-গুণ-নাম বিনা না বলিহ আর॥” ৭৫
আপনে সভারে প্রভু করে’ উপদেশ। “কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥ ৭৬
‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥’ ”৭৭
প্রভু বোলে, “কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। ইহা জপ’ গিয়া সভে করিয়া নির্বন্ধ॥ ৭৮
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইব সভার। সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর॥ ৭৯
দশ-পাঁচে মিলি’ নিজ-দুয়ারে বসিয়া। কীর্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয়া॥ ৮০
‘হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥’ ৮১
কীর্তন কহিলুঁ এই তোমা’ সভাকারে। স্ত্রী-পুত্র-বাপে মিলি’ কর’ গিয়া ঘরে॥” ৮২
প্রভু-মুখে মন্ত্র পাঞা সভার উল্লাস। দণ্ডবত করি’ সভে গেলা নিজ-বাস॥ ৮৩
নিরবধি সভেই জপেন কৃষ্ণনাম। প্রভুর চরণ কায়-মনে করে ধ্যান॥ ৮৪
সন্ধ্যা হইলে আপন দুয়ারে সভে মিলি’। কীর্তন করেন সভে দিয়া করতালি॥ ৮৫
এইমত নগরে—নগরে সংকীর্তন। করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥ ৮৬
সভারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে। আপন গলার মালা দেন সভাকারে॥ ৮৭
দন্তে তৃণ করি’ প্রভু পরিহার করে’। “অহর্নিশ ভাই-সব! বোল কৃষ্ণ হরে॥” ৮৮
প্রভুর দেখিয়া আর্তি কান্দে সর্বজন। কায়মনোবাক্যে লইলেন সংকীর্তন॥ ৮৯
পরম-আনন্দে সব নগরিয়াগণ। হাথে তালি দিয়া বোলে “রাম নারায়ণ”॥ ৯০
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব-ঘরে। দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥ ৯১
সেই সব বাদ্য এবে কীর্তন-সময়ে। গায়েন বা’য়েন সভে আনন্দ-হৃদয়ে॥ ৯২
‘হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।’ এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম॥ ৯৩
খোলাবেচা শ্রীধর যায়েন সেইপথে। দীর্ঘ করি’ হরিনাম বলিতে বলিতে॥ ৯৪
শুনিয়া কীর্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য। আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥ ৯৫
দেখিয়া তাহান সুখ নগরিয়াগণ। বেঢ়িয়া চৌদিগে সভে করেন কীর্তন॥ ৯৬
গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেমরসে। বহির্মুখ-সকল দূরেতে থাকি’ হাসে॥ ৯৭
কোন পাপী বোলে, “হের-দেখ ভাই-সব! খোলাবেচা মিন্‌সাও হইল বৈষ্ণব॥ ৯৮

---

১ (৩য়) বিষ্ণুভক্তি [ক]; ২ (১ম—৪র্থ) সভারে কহেন প্রভু এই [ক, গ]; ৪ (৬ষ্ঠ) ঘরে [ঘ, ছ, জ], (৭ম —৯ম) গিয়া সভে জপ [ক, গ], সভে জপ গিয়া [চ], গিয়া জপ সভে [ঝ]; ৫ (৮ম) দ্বিধা [গ]; ৬ (১ম) দশে বিশে [ঙ]; ৭ (১ম, ২য়) হরি হরয়ে [জ], (৪র্থ) রাম [গ, ঘ, চ], (৯ম) জয় [চ]; ৮ (৬ষ্ঠ) স্ত্রীয়ে [ক, ঙ, ঝ]; ১০ (৬ষ্ঠ) বচন, (৮ম) করি’ [ক্বচিৎ পাঠ]; ১২ (৬ষ্ঠ, ৭ম) প্রভু নারায়ণ [ঞ]; ১৩ (২য়) উচিৎ [ঘ, ছ, জ], (১০ম) সর্বশিরে [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ]; ১৪ (৯ম, ১০ম) বোলহ কৃষ্ণেরে [খ, ঘ, ছ, জ, ঝ], ভজহ কৃষ্ণেরে [ঞ]; ১৫ (৫ম) ঘরে ঘরে [ক, জ]; ১৯ (১ম—৮ম) “হরয়ে নমোনমঃ রাম রাম।” [ক], “হরি ও রাম হরি ও রাম রাম রাম।” [ঘ, চ], “হরি হরি রাম রাম হরি হরি রাম।” [ঞ], এই পংক্তির পূর্ব্বে ‘খ’ পুঁথিতে অধিক পাঠ—“হরি রাম রাম” [খ]; ২০ (১ম) বেচি [গ, ঘ, ছ, জ], (৫ম, ৬ষ্ঠ) উচ্চস্বরে [চ], (৮ম, ৯ম) লইতে লইতে [খ, গ]; ২৪ (২য়) প·পিষ্ঠ, (৫ম) ভাই [গ]।

পরিধান-বস্ত্র নাহি, পেটে নাহি ভাত। লোকেরে জানায় 'ভাব হইল আমা'ত' ॥"৯৯
নগরিয়াগুলা বোলে, "মাগি' খাঞা মরে। অকালেই দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে ॥"১০০
এইমত পাষণ্ডীরা বল্‌গয়ে সদায়। প্রতিদিন নগরিয়াগণ 'কৃষ্ণ' গায় ॥ ১০১
একদিন দৈবে কাজি সেইপথে যায়। মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায় ॥ ১০২
হরিনাম-কোলাহল চতুর্দ্দিগে মাত্র। শুনিয়া সঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র ॥ ১০৩
কাজি বোলে, "ধর' ধর', আজি করোঁ কার্য। আজি বা কি করে' তোর নিমাঞি-আচার্য ॥"
আথেব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ। মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন ॥ ১০৫
যাহারে পাইল কাজি, মারিল তাহারে। ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥ ১০৬
কাজি বোলে, "হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া। করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ॥ ১০৭
ক্ষমা করি' যাঙ আজি, দৈবে হৈল রাতি। আর দিন লাগালি পাইল লৈমু জাতি ॥"১০৮
এইমত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া। নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্তন চাহিয়া ॥ ১০৯
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া। হিন্দু-কাজি সভে আরো মারে কদর্থিয়া ॥ ১১০
কেহো বোলে, হরিনাম লৈব মনে-মনে। হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কোন্ বা পুরাণে ?১১১
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়। 'জাতি করিয়াও এ-গুলার নাহি ভয় ॥ ১১২
নিমাঞি-পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে। সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে ॥ ১১৩
নগরে-নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ। দেখ তা'র কোন্ দিন বাহিরায় রঙ্গ ॥ ১১৪
উচিত বলিতে হই আমরা 'পাষণ্ড'। ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড ॥" ১১৫
ভয়ে কেহো কিছু নাহি করে' প্রত্যুত্তর। প্রভু-স্থানে গিয়া সভে করিলা গোচর ॥ ১১৬
"কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্তন। প্রতিদিন বুলে লঞা সহস্রেক জন ॥ ১১৭
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইমু অন্য-স্থানে। গোচরিলুঁ এই দুই তোমার চরণে ॥" ১১৮
কীর্তনের বাধ শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্রমূর্তিধর ॥ ১১৯
হুঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন। কর্ণ ধরি' 'হরি' বোলে নগরিয়াগণ ॥ ১২০
প্রভু বোলে, "নিত্যানন্দ, হও সাবধান। এইক্ষণে চল সর্ব-বৈষ্ণবের স্থান ॥ ১২১
সর্ব-নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন। দেখোঁ—মোরে কোন্ কর্ম করে' কোন্ জন ॥১২২
দেখ আজি কাজির পোড়াঙ ঘরদ্বার। কোন্ কর্ম করে', দেখোঁ, রাজা বা তাহার ॥১২৩
প্রেমভক্তি-বৃষ্টি আজি করিমু বিশাল। পাষণ্ডী-গণের আজি হইব ত কাল ॥ ১২৪
চল চল ভাই-সব নগরিয়াগণ! সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন ॥ ১২৫

৩ (৬ষ্ঠ, ৭ম) নগরিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' [ক], নগরিয়া কৃষ্ণ-গুণ' [গ, চ, জ], (৭ম) নাম [ঞ]; ৭ (১ম) আস্তে-ব্যস্তে [চ, ছ, জ]; ১০ (১০ম) নাগ [ঘ], লাগি [ছ, জ]; ১২ (৬ষ্ঠ, ৭ম) হিন্দুগণে কাজিসব [খ, ঙ, চ]; ১৩ (৮ম, ৯ম) কেমন [ক, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ]; ১৪ (৭ম) কাজি [ঘ, ছ]; ১৬ (২য়, ৩য়) সদা বুলে [ঘ, ছ, জ]; ১৭ (৪র্থ) মণ্ডপ [ঘ, ছ, জ]; ১৮ (৯ম) সত্য [ঞ]; ২১ (২য়) বাদ [ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঞ]; ২২ (৯ম, ১০ম) বলেন করিয়া গর্জন [ঘ]; ২৩ (৮ম) সভে বৈষ্ণবের [ঞ]; ২৬ (২য়) মুক্তি [ক]; ২৭ (৯ম) কীর্তন [ঘ, ছ, জ], বহন [ঞ]।

'কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যেই। এক মহাদীপ লঞা আসিবেক সেই॥' ১২৬
ভাঙ্গিয়া কাজির ঘর কাজির দুয়ারে। কীর্তন করিমু, দেখোঁ—কোন্ কর্ম করে' ॥১২৭
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস। মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ? ১২৮
তিলার্ধেকো ভয় কেহো না করিহ মনে। বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে॥"১২৯
ততক্ষণে চলিলেন নগরিয়াগণ। আনন্দে ডুবিলা সভে, কিসের ভোজন? ১৩০
"নিমাঞি-পণ্ডিত আজি নগরে-নগরে। নাচিবেন" ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে-ঘরে॥১৩১
যাঁ'র নৃত্য না দেখিয়া নগরিয়া-লোক। কত কোটি সহস্র করিয়া আছে শোক॥ ১৩২
হেন জন নাচিবেন নগরে-নগরে। আনন্দে দেউটি বান্ধে প্রতি-ঘরে-ঘরে॥ ১৩৩
বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার। কেহো কা'রে হরিষে না পারে' রাখিবার॥১৩৪
'তা'র বড় তা'র বড়' সভেই বান্ধেন। বড় বড় ভাণ্ডে তৈল ভরিয়া লয়েন॥ ১৩৫
অনন্ত অর্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার। দেউটির সংখ্যা করিবারে শক্তি কা'র॥ ১৩৬
ইথি মধ্যে যে-যে ব্যবহারে বড় হয়। সহস্রেকো সাজাইয়া কোন জন লয়॥ ১৩৭
হইল দেউটিময় নবদ্বীপপুর। স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধেরো রঙ্গ বাঢ়িল প্রচুর॥ ১৩৮
এহো শক্তি আনের কি হয় কৃষ্ণ বিনে? তভু পাপী লোক না জানিল এতদিনে॥১৩৯
ঈষত আজ্ঞায় মাত্র সর্ব-নবদ্বীপ। চলিলা দেউটি লঞা প্রভুর সমীপ॥ ১৪০
শুনি' সর্ব-বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ। সভারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন॥ ১৪১
"আগে নৃত্য করিবেন আচার্য-গোসাঞি। এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি॥১৪২
মধ্যে নৃত্য করি' যাইবেন হরিদাস। এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ॥ ১৪৩
তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাসপণ্ডিত। এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ভিত॥" ১৪৪
নিত্যানন্দ-দিগে মাত্র চাহিলেন প্রভু। নিত্যানন্দ বোলে, "তোমা' না ছাড়িমু কভু॥১৪৫
ধরিয়া বুলিমু, প্রভু! এই কার্য মোর। তিলেকো হৃদয়ে পদ না ছাড়িমু তোর॥ ১৪৬
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু! মোর কোন্ শক্তি? যথা তুমি, তথা আমি, এই মোর ভক্তি॥"১৪৭
প্রেমানন্দ-ধারা দেখি' নিত্যানন্দ-অঙ্গে। আলিঙ্গন করি' রাখিলেন নিজ-সঙ্গে॥১৪৮
এইমত যা'র যেন চিত্তের উল্লাস। কেহো বা স্বতন্ত্র নাচে, কেহো প্রভু-পাশ॥ ১৪৯
মন দিয়া শুন ভাই! নগরকীর্তন। যে-কথা শুনিলে কর্মবন্ধের খণ্ডন॥ ১৫০
গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীবাস। গোপীনাথ, জগদীশ, বিপ্র-গঙ্গাদাস॥ ১৫১

---

২ (৮ম) আজি, (১০ম, ১১শ) জন রাথে [চ]; ৪ (৩য়) কিছু [ক, ঘ, চ], (৯ম) সভে [খ]; ৫ (৩য়) নগরিয়ালোক [গ], (৭ম) কাহার [ক, খ, চ], (৭ম, ৮ম) গেল ভোগ শোক [গ]; ৭ (৫ম) নদীয়ার লোক [খ, ঙ, জ]; ৮ (৪র্থ) নদীয়া- [ঙ], (৬ষ্ঠ) দিয়াড়ী [খ, ঙ], দিউটি [চ, ছ]; ১০ (১ম—৫ম) তার বড় তার বড় [খ, ঞ]; ২০ (২য়—৪র্থ) চাহিলেন মহাপ্রভু [জ], (৭ম) প্রভু [খ]; ২১ (৩য়) মুঞি [খ], (৭ম—১২শ) "তিলার্ধেক পাদপদ্ম না ছাড়িব তোর॥" [ক]; ২৩ (১ম) নিত্যানন্দ [ক, গ, ঙ, চ, ঞ], নয়নের ধারা [ঘ, ছ, জ]; ২৬ (১ম) গঙ্গাধর [গ, ঞ]।

রামাই, গোবিন্দানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর। বাসুদেব শ্রীগর্ভ, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীধর ॥ ১৫২
গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন-আচার্য। শুক্লাম্বর-আদি যে যে জানে' রহঃকার্য ॥১৫৩
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য, কত জানি নাম। বেদব্যাস-দ্বারে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥ ১৫৪
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে প্রভু নাচে। ইহা বর্ণিবারে শক্তি কোন্ জনের আছে ?১৫৫
অবতার এমত কি আছে অদভুত—। যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত ? ১৫৬
তিলে-তিলে বাঢ়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস। অপরাহ্ন-কাল আসি' হৈল পরকাশ ॥ ১৫৭
ভকতগণের চিত্তে হইল আনন্দ। সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসে সব ভক্তবৃন্দ ॥ ১৫৮
নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত। দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিব নিতান্ত ॥ ১৫৯
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সে-নৃত্য দেখিলে সভার বন্ধ-বিমোচন ॥ ১৬০
কাহারো নাহিক বাহ্য আনন্দ-আবেশে। গোধূলি-সময় আসি' হইল প্রবেশে ॥১৬১
কোটি কোটি লোক আসি' আছয়ে দুয়ারে। পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরিধ্বনি করে' ॥১৬২
হুঙ্কার করিলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন। সুখে পরিপূর্ণ হৈল সভার শ্রবণ ॥ ১৬৩
হুঙ্কারের সুখে সভে হইলা বিহ্বল। 'হরি' বলি' সভে দীপ জ্বালিল সকল ॥ ১৬৪
লক্ষ কোটি দীপ সব চারিদিগে জ্বলে। লক্ষ কোটি লোক চারিদিগে 'হরি' বোলে ॥১৬৫
কি শোভা হইল, সে বলিতে শক্তি কা'র ? কি সুখের না জানি হইল অবতার ! ১৬৬
কিবা চন্দ্র শোভা করে কিবা দিনমণি। কিবা তারাগণ জ্বলে, কিছুই না জানি ॥ ১৬৭
সবে জ্যোতির্ময় দেখি সকল আকাশ। জ্যোতীরূপে কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ ॥১৬৮
'হরি বলি' ডাকিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর। সকল-বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর ॥ ১৬৯
করিতে লাগিলা প্রভু বেঢ়িয়া কীর্তন। সভার অঙ্গেতে মালা ফাগু-শ্রীচন্দন ॥ ১৭০
করতাল মন্দিরা সভার শোভে করে। কোটি সিংহ জিনিঞা সভেই শক্তি ধরে' ॥১৭১
চতুর্দিগে আপন-বিগ্রহ ভক্তগণ। বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৭২
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্য-রসে। 'হরি' বলি' সর্বলোক মহানন্দে ভাসে ॥ ১৭৩
সংসারের তাপ হরে' শ্রীমুখ দেখিঞা। সর্বলোক 'হরি' বোলে আলগ হইয়া ॥ ১৭৪
জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের সীমা। হেন নাহি—যাহা দিয়া করিমু উপমা ॥১৭৫
তথাপিহ বলি তান কৃপা-অনুসারে। অন্যথা সে রূপ কেবা বর্ণিবারে পারে' ? ১৭৬

---

২ (৮ম) বহু- [ক, ঘ, ছ, জ], এই- [খ, ঞ], এ- [গ, চ]; ৩ (২য়) -ভক্ত [ঘ, ঙ, ছ], (৪র্থ) লব [জ]; ৪ (৬ষ্ঠ—৮ম) কি নরের শক্তি [ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ]; ৫ (৭ম—৯ম) প্রশংসেন নিত্যানন্দ অবধূত [ক]; ৬ (৫ম—৭ম) সন্ধ্যার সময় আসি' হৈল [ক, গ]; ৭ (৩য়) কি হৈল [গ, ঙ, চ, ঞ]; ৯ (৯ম, ১০ম) কর্মবন্ধ- [গ]; ১০ (৪র্থ) কীর্তন- [ছ]; ১২ (৫ম) শব্দে [খ], (৯ম) জীবন [ক, গ]; ১৩ (২য়) তেজে [ক], শব্দে [চ]; ১৪ (১০ম) মেলি হরি [ক, গ], সব হরি [ঘ, ছ, জ]; ১৫ (৮ম, ৯ম) ঈশ্বরের, (১২শ) কি হৈল [ক, গ]; ১৬ (২য়—৪র্থ) সে চন্দ্রের শোভা [ছ], (৩য়, ৪র্থ) শোভে সেই [ক], শোভে দেখি [গ], শোভা সেবা [ঘ, জ], (৩য়—৫ম), শোভে কিবা শোভে [খ]; ১৯ (৯ম) সুগন্ধী- [চ]; ২২ [৫ম) -আবেশে [ক, চ]; ২৩ (৯ম) আনন্দি [চ], (৯ম, ১০ম) ডাকিয়া ডাকিয়া [খ, গ]।

জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদসার। চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥ ১৭৭
চাঁচর-চিকুরে শোভে মালতীর মালা। মধুর মধুর হাসে' জিনি' ষোল কলা॥ ১৭৮
ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু-সনে। বাহু তুলি' 'হরি' বোলে শ্রীচন্দ্রবদনে॥১৭৯
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব-অঙ্গে দোলে'। সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে' পদ্মনয়নের জলে॥ ১৮০
দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ। পুলকের শোভা যেন কনক-কদম্ব॥ ১৮১
সুরঙ্গ অধর অতি সুন্দর দশন। শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগ-পত্তন॥ ১৮২
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন। তঁহি শোভে শুক্ল-যজ্ঞসূত্র অতিক্ষীণ॥ ১৮৩
চরণারবিন্দে রমা-তুলসীর স্থান। পরম-নির্ম্মল, সূক্ষ্ম-বাস পরিধান॥ ১৮৪
উন্নত নাসিকা, সিংহ-গ্রীব মনোহর। সভা' হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥ ১৮৫
যে-সে-খানে থাকিয়া সকল লোক বোলে। "ভাই ঠাকুরের কেশ শোভে নানা-ফুলে॥"১৮৬
এতেক লোকের সে হইল সমুচ্চয়। সরিষাও পড়িলেহ তল নাহি হয়॥ ১৮৭
তথাপিহ হেন কৃপা হইল তখন। সভেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন॥ ১৮৮
প্রভুর শ্রীমুখ দেখি' সব নারীগণ। হুলাহুলি দিয়া 'হরি' বোলে অনুক্ষণ॥ ১৮৯
কান্দির সহিত কলা সকল-দুয়ারে। পূর্ণ-ঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥ ১৯০
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম-সুন্দর। দধি দূর্ব্বা ধান্য দিব্য-বাটার উপর॥ ১৯১
এইমত নদীয়ার প্রতি-দ্বারে-দ্বারে। হেন নাহি জানি—ইহা কোন্ জন করে'॥১৯২
বুলে স্ত্রী-পুরুষ সর্ব্বলোক প্রভু-সঙ্গে। কেহো কাহো না জানে' পরমানন্দ-রঙ্গে॥১৯৩
প্রেমে মত্ত সর্ব্বলোক বোলে হরি হরি। বৈকুণ্ঠ-সমান হৈল নবদ্বীপ-পুরী॥ ১৯৪
চোরের আছিল চিত্ত এই অবসরে। 'আজি চুরি করিবাঙ প্রতি-ঘরে-ঘরে॥' ১৯৫
শেষে চোর পাসরিল আপন বেভার। 'হরি' বিনা মুখে কা'রো না আইসে আর॥১৯৬
হইল সকল পথ খই-কড়িময়। কেবা করে', কেবা ফেলে—হেন রঙ্গ হয়॥ ১৯৭
স্তুতি-হেন না মানিহ এ-সকল-কথা। এইমত হয়ে—কৃষ্ণ বিহরেন যথা॥ ১৯৮
নব-লক্ষ প্রাসাদ দ্বারকা রত্নময়।। নিমেষে হইল,—এই ভাগবতে কয়॥ ১৯৯
যে-কালে যাদব-সঙ্গে সেই দ্বারকায়। জলকেলি করিলেন এই দ্বিজরায়॥ ২০০
জগতে বিদিত নাম—লবণ-সাগর। ইচ্ছামাত্র হইল অমৃত-জলধর॥ ২০১

১ (৬ষ্ঠ) গৌর- [গ]; ৩ (৮ম, ৯ম) হরি বোলে শ্রীবদনে [ক, ঘ, ঙ, জ, ঝ]; ৫ (৬ষ্ঠ, ৭ম) পুলকে শোভয়ে [খ]; ৬ (৫ম) বদন [খ, গ, ঘ, চ, ছ], (৯ম) ভ্রূভঙ্গ- [গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ], কনক-ভূষণ [চ]; ৭ (১ম—৩য়) জগত জিনিয়া শোভা [ক]; ৯ (৭ম, ৮ম) সুন্দর সুদীর্ঘ [ক], সুন্দর পীত [ঘ], সুনীল সুন্দর [ছ], সুদীর্ঘ সুনীল [জ]; ১০ (১ম) যে-যে- [ক, ঘ, চ, ছ, জ], (৬ষ্ঠ, ৭ম) চাঁচর-চিকুর [গ]; ১২ (৭ম—১০ম) করেন সুখে প্রভু-দরশন [ক]; ১৪ (৬ষ্ঠ, ৭ম) নারিকেল দধি [চ]; ১৫ [৫ম—৭ম) দূর্ব্বা ধান্য শোভে [ছ]; ১৬ (৩য়) -ঘরে-ঘরে [ছ]; ১৭ (৬ষ্ঠ) কারে [ঞ]; ২০ (৭ম—১১শ) শব্দ বিনে চোরের মুখে নাহি [চ]; ২১ (৬ষ্ঠ) আনে [চ]; ২৪ (৭ম, ৮ম) আপন ইচ্ছায় [গ], (৮ম) যদুরায় [ছ]।

হরিবংশে কহেন এ-সব গোপ্য-কথা। এতেকে সন্দেহ কিছু না করিহ এথা॥ ২০২
সেই প্রভু নাচে নিজ কীর্তনে বিহ্বল। আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল॥ ২০৩
ভাগীরথী-তীরে প্রভু নৃত্য করি' যায়। আগে পাছে 'হরি' বলি' সর্ব-লোকে ধায়॥২০৪
আচার্য-গোসাঞি আগে জন-কথো লঞা। নৃত্য করি' চলিলেন পরানন্দ হঞা॥২০৫
তবে হরিদাস কৃষ্ণ-রসের সাগর। আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর॥ ২০৬
তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস। কৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ যাঁহার বিলাস॥ ২০৭
এইমত ভক্তগণ আগে নাচি' যায়। সভারে বেঢ়িয়া এক সম্প্রদায় গায়॥ ২০৮
সকল-পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। যায়েন করিয়া নৃত্য অতিমনোহর॥ ২০৯
মধুকণ্ঠ হইলেন সর্ব-ভক্তগণ। কভু নাহি গায় সেহো হইল গায়ন॥ ২১০
মুরারি, গোবিন্দ-দত্ত, রামাঞি, মুকুন্দ। বক্রেশ্বর, বাসুদেব-আদি ভক্তবৃন্দ॥ ২১১
সভেই নাচেন প্রভু বেঢ়িয়া গায়েন। আনন্দে পূর্ণিত প্রভু-সংহতি যায়েন॥ ২১২
নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই-পাশে। প্রেমসুধাসিন্ধু-মাঝে দুইজন ভাসে॥ ২১৩
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥২১৪
কোটি কোটি মহাতাপ জ্বলিতে লাগিল। চন্দ্রের কিরণ সর্ব-শরীর হইল॥ ২১৫
চতুর্দিগে কোটি কোটি মহাদ্বীপ জ্বলে। কোটি কোটি লোক চতুর্দিগে 'হরি' বোলে॥২১৬
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব বিকার। আনন্দে বিহ্বল লোক সব নদীয়ার॥ ২১৭
ক্ষণে হয় প্রভু-অঙ্গ সব ধূলাময়। নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥ ২১৮
সে-কম্প সে-ঘর্ম সেবা পুলক দেখিতে। পাষণ্ডীর চিত্তবৃত্তি করয়ে নাচিতে॥ ২১৯
নগরে উঠিল মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল। 'হরি' বলি' ঠাঞি-ঠাঞি নাচয়ে সকল॥ ২২০
'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম। হরি' বলি' নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্॥ ২২১
ঠাঞি-ঠাঞি এইমত মিলি' দশ-পাঁচে। কেহো গায়, কেহো বা'য়, কেহো মাঝে নাচে॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়। আনন্দে নাচিয়া সর্ব-নবদ্বীপে যায়॥ ২২৩
"হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥" ২২৪
কেহো কেহো নাচয়ে হইয়া এক-মেলি'। দশে-পাঁচে নাচে কেহো দিয়া করতালি॥ ২২৫

---

২ (৯ম, ১০ম) সর্বসুমঙ্গল [চ]; ৩ (৬ষ্ঠ—১১শ) "আশে পাশে সর্বলোক 'হরি' বলি' গায়॥" [ক্বচিৎ পাঠ]; ৫ (৩য়, ৪র্থ) -সুখের সাগর [ক, খ, গ, চ, ঝ, ঞ]; -রসের সার [ঘ], (৮ম, ৯ম) করি বহুতর [ছ], (৯ম) সত্বর [চ]; ৭ (৩য়) সভে [ঙ]; ১২ (৩য়) গায় [ছ], (৫ম) -রসে [ক]; ১৪ (৩য়) মহাদীপ [ক, খ, গ, চ], (৮ম) -জ্ঞান সভার [চ]; ১৫ (৯ম) মেলি' হরি [খ]; ১৬ (২য়) অপূর্ব [ক, খ, গ], (৪র্থ) আনন্দ [ঙ]; ১৭ (৪র্থ, ৫ম) ধূলা-সর্বময় [ঘ, ঙ, জ]; ১৮ (৬ষ্ঠ-৯ম) "কে আছে এমন হেন না পড়ে ভূমিতে॥" [ঞ]; ২০ (১ম-৮ম) হরয়ে রাম রাম: রাম রাম [ক], হরি ও রাম, হরি ও রাম, হরি ও রাম [গ], হরি ও রাম, হরি ও রাম রাম রাম [ঘ], হরি রাম, হরি রাম, বোলে ভক্তগণ [ছ], (১ম—৮ম) পদের পর 'খ' পুঁথিতে অধিক পাঠ—"রাম রাম রাম"; ২২ (৫ম) আইল [ক]; ২৩ (৩য়) রাম [খ, গ, ঘ, চ]; ২৪ (৮ম) হাথে [ক, খ, চ], সভে [ঘ, জ], কাঁহা [ঞ]।

দুই-হাথ জোড়া—দীপ তৈলের ভাজনে। এ বড় অদ্ভুত !—তালি দিলেক কেমনে ? ২২৬
হেন বুঝি—বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে। বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-ধর্ম পাইলেক লোকে॥ ২২৭
জীবমাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল। না জানিল কেহো কৃষ্ণ-আনন্দে বিহ্বল॥ ২২৮
হস্ত যে হইল চারি, তাহা নাহি জানে'। আপনার স্মৃতি গেল, তবে তালি কেনে ? ২২৯
হেনমতে বৈকুণ্ঠের সুখ নবদ্বীপে। নাচিয়া যায়েন সভে গঙ্গার সমীপে॥ ২৩০
বিজয় করিলা যেন নন্দঘোষের বালা। বাম হাথে বাঁশী, গলে কদম্বের মালা॥ ২৩১
এইমত কীর্তন করিয়া সব লোক। পাসরিল দেহধর্ম—যত দুঃখ শোক॥ ২৩২
গড়াগড়ি যায় কেহো মালসাট্ মারে। কাহারো জিহ্বায় নানামত বাক্য স্ফুরে॥ ২৩৩
কেহো বোলে, "এবে কাজি-বেটা গেল কোথা ? লাগ পাঙ, এখনে ছিড়িয়া ফেলোঁ মাথা
রড় দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী ধরিতে। কেহো পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে॥ ২৩৫
না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়। না জানি বা মহানন্দে কত জনে গায়॥ ২৩৬
হেন প্রেমবৃষ্টি হৈল সর্ব-নদীয়ায়। বৈকুণ্ঠসেবকো যাহা চাহে সর্বথায়॥ ২৩৭
যে-সুখে বিহ্বল অজ অনন্ত শঙ্কর। হেন-রসে ভাসে সর্ব-নদীয়ানগর॥ ২৩৮
গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়। সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে নাচি' যায়॥ ২৩৯
পৃথিবীর আনন্দে নাহিক সমুচ্চয়। আনন্দ হইলা সর্ব দিগ পথময়॥ ২৪০
তিলমাত্র অনাচার—হেন ভূমি নাঞি। পরম উদ্যান হৈল সর্ব-ঠাঞি-ঠাঞি॥ ২৪১
নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। বেড়িয়া গায়েন চতুর্দিগে অনুচর॥ ২৪২
"তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে। সারঙ্গধর ! তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥" ॥ ১৪৩
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্তন। ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন॥ ২৪৪
কীর্তন করেন সভে ঠাকুরের সনে। 'কোন্ দিগে যায়"—ইহা কেহো নাহি জানে' ॥২৪৫
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন—হেনমত শুনি॥ ২৪৬
ব্রহ্মলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত। কৃষ্ণসুখে পূর্ণ হৈল, আর নাহি অন্ত॥ ২৪৭
সপার্ষদে সর্বদেব আইলা দেখিতে। দেখিয়া মূর্ছিত হৈল সভার সহিতে॥ ২৪৮
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্বদেবগণ। নররূপে মিশাইয়া করয়ে কীর্তন॥ ২৪৯

---

৬ (১ম—৫ম) এর পর অধিক পাঠ—"হরি রাম হরি রাম" [খ], "জয় হরি জয় রাম" [ঙ], এবং (৬ষ্ঠ—১১শ) হাতে মোহন বাঁশী, গলে কদম মালা॥ [ক্বচিৎ পাঠ] পরে অধিক পাঠ—"হরি রাম হরি রাম (ধ্রু)" [খ], "জয় হরি রাম হরি হরি (ধ্রু) ॥" [ঞ]; ৮ (৫ম) পুরে [ঙ, ঝ]; ৯ (৭ম) নাগালি [খ, ছ], লাগি [ঙ, চ, ঞ]; ১০ (১ম) নড় [ক, খ, গ, ঙ], (১১শ) ভূমিতে [খ, গ, ছ]; ১২(৪র্থ) নদীয়া নগরে, (৬ষ্ঠ—৮ম) যারে সদা বাঞ্ছা করে [ক]; ১৩ (৬ষ্ঠ) -সুখে [চ]; ১৪(৭ম) গায় [ক]; ১৬(৭ম) উত্তম [গ, ঞ]; ১৭(৭ম) সর্বদিগে [ক, ঘ, ছ], যত সর্ব- [খ]; ১৮ (৪র্থ, ৫ম) লাগু সারঙ্গধরে [ক], আমার লাগহু রে [ঘ], লাগি রহুরে [ছ], (৬ষ্ঠ—১১শ) তুয়া চরণে মন লাগু হরে॥ ধ্রু॥ [ক], (৬ষ্ঠ, ৭ম) সারঙ্গধর [ঘ, ছ, জ], (১০ম—১১শ) লাগি রহ রে॥ ধুয়া॥ [ছ], এই পংক্তির পূর্ব্বে অধিক পাঠ—"প্রভু" [ছ], "অথ পদং" [ঞ]; ২০ (৮ম) চা'হে [ঘ, ছ, জ]; ২১ (৮ম) বিদরে [ঞ]; ২২ (৬ষ্ঠ—৯ম) পরিপূর্ণ, নাহি তার [খ, গ]; ২৩ (২য়) সর্বলোক [জ, ঞ], (৭ম—৯ম) হৈয়া পড়িলা ভূমিতে [খ]।

অজ-ভব-বরুণ-কুবের-দেবরাজ। যম-সোম-আদি যত দেবের সমাজ॥ ২৫০
ব্রহ্মসুখ-স্বরূপ অপূর্ব দেখি' রঙ্গ। সভে হৈলা নররূপে চৈতন্যের সঙ্গ॥ ২৫১
দেবে-নরে একত্র হইয়া 'হরি' বোলে। আকাশ পূরিয়া সব মহা-দীপ জ্বলে॥ ২৫২
কদলীর-বৃক্ষ প্রতি-দুয়ারে-দুয়ারে। পূর্ণঘট, ধান্য, দূর্বা, দীপ, আম্রসারে॥ ২৫৩
নদীয়ার সম্পৃত্তি বর্ণিতে শক্তি কা'র? অসংখ্য বাজার ঘর চত্বর যাহার॥ ২৫৪
একো জাতি লোক যাথে অর্বুদ-অর্বুদ। ইহা সংখ্যা করিবেক কেমন্ অবুধ? ২৫৫
'অবতরিবেন প্রভু' জানিয়া বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি' থুইলেন তথা॥ ২৫৬
স্ত্রীয়ে যত 'জয়কার' দিয়া বোলে 'হরি'। তাহা লক্ষ-বৎসরেও বর্ণিতে না পারি॥২৫৭
যে-সব প্রভুরে দেখে নাচিয়া যাইতে। তা'রা আর চিত্তবৃত্তি না পারে' ধরিতে॥ ২৫৮
সে-কারুণ্য দেখিতে, সে-ক্রন্দন শুনিতে। পরম-লম্পটো পড়ে কান্দিয়া ভুমিতে॥২৫৯
'বোল বোল' বলি' নাচে গৌরাঙ্গসুন্দর। সর্ব-অঙ্গে শোভে মালা অতি-মনোহর॥২৬০
যজ্ঞসূত্র, ত্রিকচ্ছ-বসন পরিধান। ধূলায় ধূসর প্রভু কমল-নয়ান॥ ২৬১
মন্দাকিনী-হেন প্রেমধারার গমন। চান্দেরো লগায়ে সাধ দেখিতে বদন॥ ২৬২
সুন্দর নাসায় বহে অবিরত ধার। অতিক্ষীণ দেখি—যেন মুকুতার হার॥ ২৬৩
সুন্দর চাঁচর কেশ—বিচিত্র বন্ধন। তঁহি মালতীর মালা অতি-সুশোভন॥ ২৬৪
'জনমে-জনমে, প্রভু! দেহ' এই দান। হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম॥' ২৬৫
এইমত বর মাগে' সকল ভুবন। নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ ২৬৬
প্রিয়তম সভে আগে নাচি' নাচি' যায়। আপনে নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায়॥২৬৭
চৈতন্যপ্রভু সে ভক্তে বাঢ়াইতে জানে'। যেন করে' ভক্ত, তেন করেন আপনে॥২৬৮
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। সভার সহিত আইসেন গঙ্গাপথে॥ ২৬৯
বৈকুণ্ঠনায়ক নাচে সর্ব-নদীয়ায়। চতুর্দিগে ভক্তগণ পুণ্যকীর্তি গায়॥ ২৭০
'হরি' বোল, মুঢ় লোক! গোবিন্দ বোল রে। নামাভাসে নাহি রয় শমন-ভয় রে॥"২৭১
এইমত কীর্তনে নাচেন গৌরচন্দ্র। ব্রহ্মাদি সেবেন যাঁ'র পাদপদ্মদ্বন্দ্ব॥ ২৭২

---

১ (১ম)-দিনরাজ[গ], (৪র্থ) লোকের [জ]; এই পংক্তির পর 'চ'-পুঁথিতে অধিক পাঠ,"ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য বায়ু নক্ষত্রাদি গণ। অগ্নি মরুত আইলা করিয়া সাজন॥ চিত্রগুপ্ত আইলা যমদূত করি সঙ্গে। আনন্দে দেখেন সভে চৈতন্যের রঙ্গে॥ কান্দে কান্দে যমদূত ভ্রমে ফেলি ভাঙ্গ। কোথা হৈতে নবদ্বীপে অবতীর্ণ গৌরাঙ্গ॥ আমা' সভার অধিকার আজি হৈতে গেল। চৈতন্যে দরশনে পাপী মুক্ত হৈল॥"; ২ (১ম—৪র্থ) ব্রহ্মাদি দেবতাসব অপূর্ব দেখে রঙ্গে।" [ক], (৭ম) নররূপ [ক]; ৪ (৬ষ্ঠ) দধি [ক,গ]; ৫ (১০ম) নগর [খ,ঘ,ঙ,চ, জ, ঝ,ঞ]; ৭(৬ষ্ঠ) একত্র [ঘ,ঙ.ছ,জ,ঝ,ঞ]; ১০ (২য়—৪র্থ) শুনিতে সে কীর্তন দেখিতে [চ]; ১১.(১ম)হরি [ঞ], (১ম-৫ম)-স্থলে ক্বচিৎ পাঠ- "বোল বোল বলি নাচে বৈকুণ্ঠের রায়। ক্ষণে হাঁসে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে গড়ি যায়॥ মদনমোহন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।"; ১৩ (৪র্থ-৭ম)চান্দেরে না লয় মন দেখি সে[চ ঝ,ঞ], (৫ম,৬ষ্ঠ) না লাগে মন [ঙ]; ১৪ (৬ষ্ঠ) অতিসূক্ষ্ম [চ]; ১৬ (১ম-৪র্থ) জন্মে জন্মে মহাপ্রভু, এই দেহ' [চ], (৮ম—১০ম) সেই কৃষ্ণ-বলরাম [চ]; ২০ (৫ম—৭ম) ভক্ত-সঙ্গে কৌতুকে আইসে [চ]; ২১ (২য়—৫ম) হরি বোল সভে শ্রীহরি [ছ], (৩য়—৫ম) মুগধরে হরি [ক,চ], মুগধা হরি হরি [ঘ] মুগধাই হরি [জ], মুগধা হরি [ঝ], (৪র্থ,৫ম) গোবিন্দ [গ], (৮ম-১০ম) যাহে নাহি হয় [ক,গ,চ,ঝ], যারা না ইছয়ে [ঘ,জ], (৮ম—১২শ) "যে না বোল ইসে কৃষ্ণ, শমন ভজ রে॥" [ছ]।

পাহিড়া (রাগ)—

নাচে বিশ্বম্ভর, সভার ঈশ্বর, ভাগীরথী-তীরে-তীরে।
যাঁ'র পদধূলী, হঞা কুতূহলী, সভেই ধরয়ে শিরে॥ ২৭৩
অপূর্ব বিকার, নয়নে সু-ধার, হুঙ্কার গর্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া, বোলে 'হরি হরি' বাণী॥ ২৭৪
মদন-সুন্দর, গৌর-কলেবর, দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর-চিকুরে, মালা মনোহরে, যেন দেখি পাঁচবাণ॥ ২৭৫
চন্দন-চর্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত, গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে থির নহে, আনন্দে শচীর বালা॥ ২৭৬
কাম-শরাসন, ভ্রূযুগ-নর্তন, ভালে মলয়জ-বিন্দু।
মুকুতা-দশন, শ্রীযুত বদন, প্রকৃতি করুণা-সিন্ধু॥ ২৭৭
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত, কত করিমু নিশ্চয়।
অশ্রু কম্প্ ধর্ম, পুলক বৈবর্ণ্য, না জানি কতেক হয়॥ ২৭৮
ত্রিভঙ্গ হইয়া, ক্ষণে দাঁড়াইয়া, অঙ্গুলে মুরলী বা'য়।
জিনি' মত্ত গজ, চলই সহজ, দেখি নয়ন জুড়ায়॥ ২৭৯
অতি-মনোহর, যজ্ঞসূত্র-বর, সুপীন হৃদয়ে শোভে।
এ বুঝি অনন্ত, হঞা গুণবন্ত, রহিলা পরশ-লোভে॥ ২৮০
নিত্যানন্দচান্দ, মাধব-নন্দন, শোভা করে' দুই পাশে।
যত প্রিয়গণ, করেন কীর্তন, সভা' চাহি' চাহি' হাসে॥ ২৮১
যাঁ'হার কীর্তন, করি' অনুক্ষণ, শিব দিগম্বর ভোলা।
সে-প্রভু বিহরে', নগরে-নগরে, করিয়া কীর্তন-খেলা॥ ২৮২
যে-কর যে-কেশ, যে-অঙ্গ যে-বেশ, কমলা লালন করে'।
সে-প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি যায়, প্রতি নগরে-নগরে॥ ২৮৩

---

১ (১ম) পাহাড়ি [খ, ঙ, চ, ছ]; ২ (৩য়) জগত [খ, ছ], বৈকুণ্ঠ [গ]; ৩ (৩য়) পাঞা [গ], (৫ম) অনন্ত [ক, খ, গ, ঞ]; ৪ (১ম—৪র্থ) নাচে বিশ্বম্ভর, অপূর্ব্ব বিকার [ক], (২য়—৪র্থ) কারণ, যার সুধার হুঙ্কার [গ], (৩য় ৪র্থ) নেত্রে বহে ধার [ছ], (৫ম) গভীর [গ], এই পংক্তির পূর্ব্বে ঙ, চ -পুঁথি ও ঝ, ঞ মুদ্রিত পুস্তকে অধিক পাঠ—“(শিব শিব নাচে বিশ্বম্ভর ॥ ধ্রু ॥)”; ৫ (৩য়, ৪র্থ) ভুজ পসারিয়া [ছ]; ৬ (১ম) বদন সুন্দর [ছ]; ১০ (২য়) ভ্রূভঙ্গ [চ]; ১১ (২য়) শ্রীপূত [ঘ]; (৪র্থ) প্রকৃত [ক], ১২ (২য়, ৩য়) শোভে কত [ক]; ১৪ (৩য়, ৪র্থ) কবহুঁ রহিয়া [ক, ঘ, ঙ, চ, ঝ, ঞ], অঙ্গনে রহিয়া [ছ], কভু রয়্যা রয়্যা [জ]; ১৫ (১ম) যেন [ক], (১ম—৫ম) কখন হাসিছে কখন নাচিছে [ছ], (৫ম) মন্থর [গ], (৬ষ্ঠ—৮ম) বঙ্কিম নয়নে চায় [ছ], (৭ম) নেত্র [খ]; ১৭—“গৌর-কলেবর, পরম-সুন্দর, ভক্ত সদা করে লোভে ॥”; ১৮ (২য়) মাধব মুকুন্দ [ছ]; ১৯ (১ম) চৌদিগে [খ, গ], (৫ম—৭ম) শুনি মহাপ্রভু [খ, গ]; ২০ (৭ম) ভেলা [গ, ঘ, জ, ঝ]; ২২ (১ম) -করে [ক, ছ, ঝ], (৩য়) -বেশ (খ, ঞ], (৩য়) -অঙ্গে [ছ, ঝ], (৪র্থ) -কেশ [খ, ঞ], (৬ষ্ঠ, ৭ম) নায়ক বরে [ছ]।

লাখ কোটি দীপে, চান্দের আলোকে, না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, 'হরি' বই আর, না বোলই কা'রো মুখে॥ ২৮৪
অপূর্ব কৌতুক, দেখি' সর্বলোক, আনন্দে হইল ভোর।
সভেই সভার, চা'হিয়া বদন, বোলে "ভাই! হরি বোল"॥ ২৮৫
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ, যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে, যেন অঙ্গে প্রভু রয়॥ ২৮৬
নিত্যানন্দে ধরি' বীরাসন করি', ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বামকক্ষে তালি, দিয়া কুতূহলি, 'হরি হরি' বলি' হাসে॥ ২৮৭
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে, "মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুরে মারি', মুঞি সে কংসারি', বলিরে ছলি' বামন॥ ২৮৮
সেতুবন্ধ করি', রাবণ সংহারি', মুঞি সে রাঘব-রায়।"
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার, কহি চারিদিগে চায়॥ ২৮৯
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব, সেইক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি', 'প্রভু প্রভু' বলি', মাগয়ে ভকতি-দান॥ ২৯০
যখন যে করে', গৌরাঙ্গ-সুন্দরে, সব মনোহর লীলা।
আপন বদনে, আপন চরণে, অঙ্গুলে ধরিয়া খেলা॥ ২৯১
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর, সর্ব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপ-গ্রাম, বেদে প্রকাশিব পাছে॥ ২৯২
মন্দিরা মৃদঙ্গ, করতাল শঙ্খ, না জানি কতেক বাজে।
মহা-হরিধ্বনি, চতুর্দিগে শুনি, মাঝে নাচে দ্বিজরাজে॥ ২৯৩
জয় জয় জয়, নগর-কীর্তন, জয় বিশ্বম্ভর-নৃত্য।
বিংশ-পদ গীত, চৈতন্য-চরিত, জয় চৈতন্যের ভৃত্য॥ ২৯৪
যেই-দিগে চা'য়, বিশ্বম্ভর-রায়, সেইদিগে প্রেমে ভাসে।
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্যচন্দ্র, প্রভু নিত্যানন্দ, গায় বৃন্দাবন-দাসে॥ ২৯৫

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে পয়ঃপায়ি-ব্রহ্মচারি-দণ্ড-মহামন্ত্রোপদেশ-
নগরসংকীর্তন-বর্ণনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১

৪ (৭ম) বিভোল [খ]; ১৪ (৩য়—৫ম) করি, গৌরাঙ্গ শ্রীহরি [গ]; ১৫ (৬ষ্ঠ) মনোরথ [ঘ]; ২০ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) শোভে নবদ্বীপ-মাঝে [ছ], (৫ম) শোভে [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ]; ২২ (১ম) দ্বাবিংশতি পদ, (৩য়) চৈতন্যের গীত, (৬ষ্ঠ) নৃত্য [ক]; ২৩ (৩য়) গৌরচন্দ্র [ক], প্রভু বিশ্বম্ভর [খ, ঙ], প্রভু গৌররায় [চ]; ২৪ (১ম, ২য়) চৈতন্য-নিতাই, বই আর নাই [ঘ, ছ], শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র জয়, নিত্যানন্দ-চন্দ্র [চ], চৈতন্য-নিতাই বই, ঠাকুর আর নাই [জ], (২য়) ঠাকুর নিত্যানন্দ [খ, ঙ, ঞ], নিত্যানন্দ ধন্য [ক], (৩য়) গান [ক, ঘ, ছ], গুণ গান [ঙ]।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
শিব শিব বলি নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর। অতি সে সুমঙ্গল শিব শিবোচ্চার ॥ ধ্রু ॥ ২
হেনমতে মহারঙ্গে নগরে-নগরে। কীর্তন করেন সর্বলোকের ঈশ্বরে ॥ ৩
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্বলোকে করে'। ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে ॥ ৪
শুনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ প্রভু বিশ্বম্ভর। সন্তোষে পূর্ণিত সব হয় কলেবর ॥ ৫
পুনঃপুন 'বোল বোল' বোলে বিশ্বম্ভর। উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ-উপর ॥ ৬
মত্তসিংহ জিনি' কত তরঙ্গ প্রভুর। দেখিতে সভার হর্ষ বাঢ়য়ে প্রচুর ॥ ৭
গঙ্গা-তীরে-তীরে পথ আছে নদীয়ায়। আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায় ॥ ৮
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি'। তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি ॥ ৯
বারকোনা-ঘাটে নগরিয়া-ঘাটে গিয়া। গঙ্গা-নগর দিয়া সে গেলা সিমুলিয়া ॥ ১০
লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুর্দিগে জ্বলে। লক্ষ কোটি লোক চতুর্দিগে 'হরি' বোলে ॥ ১১
চন্দ্রের আলোক অতি অপূর্ব দেখিতে। দিবা নিশি একো কেহো নারে' নিশ্চয়িতে ॥ ১২
সকল-দুয়ার শোভা করে' সুমঙ্গলে। রম্ভা, পূর্ণঘট, আম্রসার, দীপ জ্বলে ॥ ১৩
অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গ-দেবগণ। চন্দন মল্লিকা-পুষ্প করে' বরিষণ ॥ ১৪
পুষ্পময় হৈল নবদ্বীপ বসুমতী। পুষ্পরূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি ॥ ১৫
সুকুমার পদাম্বুজ প্রভুর জানিয়া। জিহ্বা প্রকাশিলা দেবী পুষ্পরূপা হৈয়া ॥ ১৬
আগে নাচে অদ্বৈত শ্রীবাস হরিদাস। পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল-প্রকাশ ॥ ১৭
যে-নগরে প্রবেশ করেন গৌররায়। গৃহ-বিত্ত পরিহরি' শুনি' লোক ধায় ॥ ১৮

---

২ (১ম—৬ষ্ঠ) শিব শিব ॥ [ঘ], শিব শিব নাচে বিশ্বম্ভর ॥ ধ্রু ॥ [ঙ], শিব শিব নাচেন বিশ্বম্ভর। [চ], শিবং শিবং বলি নাচে কুতূহলী, জগতহিত কারণম্। [ছ], শিব শিব শিব নাচে বিশ্বম্ভর। [জ], শিব শিব নাচে বিশ্বম্ভর। [ঝ] (৭ম—১১শ) নাচে বিশ্বম্ভর অতি সুমঙ্গল, শিব শিব বাক্যোচ্চারণ ॥ [ঘ], অতিমঙ্গল উচ্চারণম্ ॥ [ঙ], অতি মঙ্গল শিব শিব উচ্চারণ ॥ [চ], নাচে বিশ্বম্ভর, অতি মনোহর, শিবং বাক্য-উচ্চারণম্ ॥ [ছ], অতি সুমঙ্গল শিব শিব বাক্য-কারণ ॥ [জ], অতি সুমঙ্গলং শিব-শিবোচ্চারণম্ ॥ [ঝ]; ৩ (১ম, ২য়) হেন মহারঙ্গে প্রতি [ঘ, চ, জ, ঝ, ঞ]; ৪ (৯ম) স্বর্গপুরে [জ]; ৫ (৩য়, ৪র্থ) শ্রীগৌরসুন্দর [ঞ]; ৭ (১ম) যদুসিংহ [ঘ, জ], (৩য়) এক [গ—ছ, ঞ], (২য়—৪র্থ) জিনিয়া যে গমন [ক], (৮ম) অশ্রু [গ]; ১০ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) গঙ্গাঘাটে দিয়া তবে [ছ], (৪র্থ) -ওপার [থ, ঙ], -ঘাট [ঘ], -উপর [চ], -নিকট [ঞ]; ১২ (১০ম, ১১শ) না পারে বলিতে [থ], না পারে চিনিতে [গ, ঞ], না পারে লখিতে [ঘ, ছ, জ]; ১৪ (২য়—৪র্থ) থাকিয়া যতেক দেবগণ [গ], (৪র্থ) শুদ্ধ- [ঞ], (৫ম) চম্পক [চ, ঝ, ঞ]; ১৫ (১ম) পুষ্পবৃষ্টি [ক, থ, গ, ঘ, ছ, জ, ঝ, ঞ], পুষ্পপূর্ণ [ঙ, চ], (৪র্থ) পুষ্পরসে [ছ, ঞ], (৪র্থ—৭ম) পুষ্পরসে করিল সে জিহ্বার [জ], (৫ম, ৬ষ্ঠ) পৃথবী জিহ্বা [ক, গ]; ১৬ (৩য়) সুন্দর [ছ], (৬ষ্ঠ) প্রসারিলা [ঞ]; ১৭ (৭ম, ৮ম) গৌরচন্দ্র করে [ক], (৯ম) সভার উল্লাস [গ]; ১৮ (২য়) প্রকাশ [ঙ], (৭ম) সব [গ, ঙ, চ]।

দেখিয়া সে চন্দ্রমুখ জগতজীবন। দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্বজন ॥ ১৯

নারীগণ হুলুহুলী দিয়া বোলে 'হরি'। স্বামী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত—সকল পাসরি' ॥ ২০

অর্বুদ অর্বুদ নগরিয়া নদীয়ার। কৃষ্ণরসে উন্মাদ হইল সভাকার ॥ ২১

কেহো গায়, কেহো নাচে বলি' 'হরি হরি'। কেহো গড়াগড়ি বায় আপনা' পাসরি' ॥২২

কেহো কেহো নানামত বাদ্য বা'য় মুখে। কেহো কা'রো কান্ধে উঠে প্রেমানন্দ-সুখে ॥ ২৩

কেহো ভূমে প'ড়ি' কা'রো পদ ধরি' কান্দে। কেহো কা'রো চরণ আপন-কেশে বান্ধে ॥২৪

কেহো দণ্ডবত হয় কাহারো চরণে। কেহো কোলাকুলি বা করয়ে কা'রো সনে ॥২৫

কেহো বোলে, "মুঞি এই নিমাঞিপণ্ডিত। জগত-উদ্ধার লাগি' হইলুঁ বিদিত ॥"২৬

কেহো বোলে, "আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব।" কেহো বোলে, "আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ ॥"

কেহো বোলে, "এবে কাজি বেটা গেল কোথা ? নাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা ॥"

পাষণ্ডী ধরিতে কেহো রড় দিয়া যায়। "ধর ধর এই পাপী পাষণ্ডী পলায় ॥" ২৯

বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহো কেহো চঢ়ে। যূথে-যূথে কেহো কেহো লাফ দিয়া পড়ে ॥৩০

পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি' কেহো ভাঙ্গে ডাল। কেহো বোলে, "এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল ॥"

অলৌকিক শব্দ কেহো উচ্চ করি' বোলে। যমরাজে বান্ধিবার কেহো কেহো চলে ॥৩২

সেইখানে থাকি' বোলে, "আরে যমদূত ! বোল গিয়া যথা তোর আছে সূর্যসুত ॥ ৩৩

বৈকুণ্ঠনায়ক অবতরি' শচী-ঘরে। আপনে কীর্তন করে' নগরে-নগরে ॥ ৩৪

যে-নাম-প্রভাবে তোর ধর্মরাজ যম। যে-নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম ॥ ৩৫

হেন-নাম সর্বমুখে প্রভু বোলাইল। উচ্চারণে শক্তি নাহি, সেই সে শুনিল ॥ ৩৬

প্রাণিমাত্রে কেহো যদি কর' অধিকার। মোর দোষ নাহি, তবে করিমু সংহার ॥৩৭

ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিত্রগুপ্ত। পাপীর লিখন সব ঝাট কর' লুপ্ত ॥ ৩৮

যে-নাম-প্রভাবে তীর্থরাজ বারাণসী। যাহা গায় শুদ্ধসত্ত্ব শ্বেতদ্বীপবাসী ॥ ৩৯

সর্ববন্দ্য মহেশ্বর যে-নাম-প্রভাবে। হেন নাম সর্বলোকে শুনে বোলে এবে ॥ ৪০

হেন নাম লও, ছাড়', পর-অপকার। ভজ বিশ্বম্ভরে, নহে করিমু সংহার ॥" ৪১

আর জন-দশ-বিশে রড় দিয়া যায়। "ধর' ধর'—কোথা কাজি ভাণ্ডিয়া পলায় ?৪২

---

১ (৪র্থ) সভার জীবন [ক]; ২ (১০ম, ১১শ) সব পরিহরি [গ]; ৩ (৩য়) সব লোক [খ], লোক সেই [ছ], সে নগর [জ, ঞ], (৫ম) কৃষ্ণের [খ, গ, ঘ, ছ, জ], শ্রীকৃষ্ণের [ঞ], (৭ম) বড়ই [খ, ঘ, ছ, জ]; ৪ (৩য়—৬ষ্ঠ) কেহো গায় কেহো বোলে [চ, ঞ]; ৫ (১১শ) পরানন্দ-[ঘ, গ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ]; ১১ (৪র্থ) লড় [ক, গ]; ১২ (৭ম—৮ম) সুখে পুনঃপুন [ঙ, চ, ঞ], (৯ম—১২শ) লাফ দিয়া পৃথ্বীতে [খ]; ১৪ (৪র্থ, ৫ম) উচ্চস্বরে [গ], (৮ম, ৯ম) বান্ধিয়া আনিতে [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৫ (১১শ) ধর্মসুত [ঘ, ছ, জ]; ১৮ (১ম, ২য়) হেন-নারায়ণ-নাম [ছ], (৫ম) যার উচ্চারিতে [ঞ], (৬ষ্ঠ) যার শক্তি [ঙ, চ], (৮ম, ৯ম) সেই [চ], তথাপি [ছ], সে তাহা [জ, ঝ]; ১৯ (২য়, ৩য়) করে যদি [ঞ], যদি কেহ [খ], যদি কর [গ], কারে যদি [ছ], (৪র্থ) করি [ক], করে [ঙ, চ, ঞ], (১০ম, ১১শ) করিব প্রতিকার [গ]; ২০ (৯ম) যত [খ, গ]; ২২ (৭ম—৯ম) সর্বথা লইবে [চ]; ২৩ (৫ম) সর্ব- [ঞ], (৭ম) গৌরচন্দ্র [ঞ]; ২৪ (১০ম) ভাগিয়া [ঞ]।

কৃষ্ণের কীর্তন যে-যে পাপী নাহি মানে'। কোথা গেল সে-সকল পাষণ্ডী এখনে ॥”৪৩
মাটিতে কিলায় কেহো 'পাষণ্ডী' বলিয়া। 'হরি' বলি' বুলে পুন হুঙ্কার করিয়া ॥ ৪৪
এইমত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্বক্ষণ। কিবা বোলে, কিবা করে'—নাহিক স্মরণ ॥ ৪৫
নগরিয়া-সকলের উন্মাদ দেখিয়া। মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া পুড়িয়া ॥ ৪৬
সকল পাষণ্ডী মিলি' গণে' মনে-মনে। “গোসাঞি করেন—কাজি আইসে এখনে ॥৪৭
কোথা যায় রঙ্গ-ঢঙ্গ, কোথা যায় ডাক। কোথা যায় নাট-গীত, কোথা যায় জাঁক ॥৪৮
কোথা যায় কলা-পোঁতা ঘট আম্রসার। এ-সকল বচনের শুধি তবে ধার! ৪৯
যত দেখ মহাতাপ দিউটি সকল। যত দেখ হের সব ভাবক-মণ্ডল ॥ ৫০
গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কাজি যবে। সভার গঙ্গায় ঝাঁপ্ দেখিবাঙ তবে ॥” ৫১
কেহো বোলে, “মুঞি তবে কুলেতে থাকিয়া। নগরিয়া সব দেঙ গলায় বান্ধিয়া ॥৫২
কেহো বোলে, “চল যাই কাজিরে কহিতে।” কেহো বোলে, “যুক্ত নহে এমত করিতে ॥”
কেহো বোলে, “ভাইসব! এক যুক্তি আছে। সভে রড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে ॥৫৪
'আইসে' করিয়া কাজি' বচন তোলাই। তবে একজনাও না রহিব তা'র ঠাঁই ॥”৫৫
এইমত পাষণ্ডী আপনা' খাই মনে। চৈতন্যের গণ মত্ত শ্রীহরিকীর্তনে ॥ ৫৬
সভার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা। আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সভে হঞা ভোলা ॥৫৭
নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া। নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া ॥ ৫৮
অনন্ত অর্বুদ-মুখে 'হরি'-ধ্বনি শুনি'। হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজকুল-মণি ॥ ৫৯
সে কমল-নয়নে বা কত আছে জল। কতেক বা ধারা বহে পরম-নির্মল ॥ ৬০
কম্প্‌ভাবে উঠে, পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে। কান্দে নিত্যানন্দ-প্রভু না পারে' ধরিতে ॥৬১
শেষে বা যে হয় মূর্ছা আনন্দ-সহিত। প্রহরেক ধাতু নাহি, সভে চমকিত ॥ ৬২
এইমত অপূর্ব দেখিয়া সর্বজন। সভেই বোলয়ে, “এ পুরুষ নারায়ণ ॥” ৬৩
কেহো বোলে, “নারদ, প্রহ্লাদ, শুক-হেন। কেহো বোলে. “যে-তে হউ, মনুষ্য নহেন ॥”
এইমত বোলে যা'র যেন অনুভব। অত্যন্ত তার্কিক বোলে, “পরম বৈষ্ণব ॥” ৬৫
বাহ্য নাহি প্রভুর পরম-ভক্তি-রসে। বাহু তুলি' 'হরি বোল হরি বোল' ঘোষে' ॥৬৬
শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একবারে। সর্ব-লোকে 'হরি বোল' বোলে উচ্চস্বরে ॥ ৬৭
গৌরাঙ্গসুন্দর যায়ে যে-দিগে নাচিয়া। সেইদিগে সর্বলোক চলয়ে ধাইয়া ॥ ৬৮

---

১ (১০ম, ১১শ) পাষণ্ডীর গণে [ক]; ২ (৭ম, ৮ম) বলি ডাকে [ক, গ], ধ্বনি ডাকে [খ], হরি বলে [ঘ, ছ], বলি ধায় [চ, ঞ], বোল বলে [জ], (৯ম) কেহো [ক, ঞ]; ৩ (৪র্থ) অনুক্ষণ [ক, চ]; ৫ (৪র্থ) ভাবে [ঘ, ছ, জ] গুণে [ঝ, ঞ]; ৬ (১২শ) পাক [ঘ, চ]; ১০ (৫ম) নিকটে [খ], শুনিতে [ঘ, জ], খুলিতে [ছ]; ১১ (৬ষ্ঠ) ডাকিতে [জ]; ১৩ (১০ম) এক [গ, ঙ]; ১৬ (৮ম, ৯ম) উত্তরিলাসিয়া [ঝ]; ১৭ (২য়) অর্বুদ হরি [ক, জ, ঝ], অর্বুদ সদা [ঞ]; ২১ (৪র্থ) ভক্তগণ [খ]; ২৪ (৮ম—১০ম) হরি চলি মাত্র [ক]; ২৫ (৬ষ্ঠ) হরি-ধ্বনি [ক, গ, ঙ, চ, ঝ], (৮ম) নিরন্তরে [ক]।

কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর। বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥ ৬৯
কাজি বোলে, "জান' ভাই! কী গীত-বাজন? কিবা কা'রো বিভা', কিবা ভূতের কীর্তন॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে' হিন্দুয়ানি? ঝাট জানি' আইস, তবে চলিমু আপনি॥"৭১
কাজির আদেশে তবে অনুচর ধায়। সমৃদ্ধ দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায়॥ ৭২
অনন্ত অর্বুদ লোক বোলে "কাজি মার।" ডরে ফেলাইল তবে বেষ্টন মাথার॥ ৭৩
রড় দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া। 'কি কর? চলহ ঝাট যাই পলাইয়া॥ ৭৪
কোটি কোটি লোক-সঙ্গে নিমাঞি-আচার্য। সাজিয়া আইসে, আজি কিবা করে কার্য!৭৫
লাখে লাখে মহাতাপ দেউটী সব জ্বলে। লক্ষ কোটি লোক মিলি' হিন্দুয়ানি বোলে॥৭৬
দুয়ারে-দুয়ারে কলা, ঘট, আম্রসার। পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার॥ ৭৭
না জানি—কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে। বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপাড়ে॥ ৭৮
হেনমত নদীয়ার নগরে-নগরে। রাজা আসিতেও কেহো এমত না করে'॥ ৭৯
সব ভাবকের বড় নিমাঞিপণ্ডিত। সভে চলে সে নাচিয়া যায় যেই ভিত॥ ৮০
যে-সকল নগরিয়া মারিলু আমরা। আজি 'কাজি মার' বলি' আইসে তাহারা॥৮১
এক যে হুঙ্কার করে' নিমাঞি-আচার্য। সেই সে হিন্দুর ভূত,—এ-তাহার কার্য॥"৮২
কেহো বোলে, "বাম্‌না এতেক কান্দে কেন? বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেন!"৮৩
কেহো বোলে, "বামন আছাড় যত খায়। সেই দুঃখে কান্দে—হেন বুঝিয়ে সদায়॥"৮৪
কেহো বলে, "বামনারে দেখি' লাগে ভয়। গিলিতে আইসে যেন, দেখি কম্প হয়॥" ৮৫
কাজি বোলে, "হেন বুঝি,—নিমাই-পণ্ডিত। বিবাহ করিতে বা চলিলা কোন ভিত॥৮৬
এবা নহে মোরে লঙ্ঘি' হিন্দুয়ানি করে'। তবে জাতি নিমু আজি সভার ভিতরে॥"৮৭
এইমত যুক্তি করে' কাজি সর্ব-গণে। মহাবাদ্য-কোলাহল শুনি ততক্ষণে॥ ৮৮
সর্বলোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর। আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর॥ ৮৯
কোটি কোটি হরিধ্বনি মহাকোলাহল। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালাদি পূরিল সকল॥ ৯০
শুনিয়া কম্পিত কাজি গণ-সহে ধায়। সর্প-ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥ ৯১
পূরিল সকল-স্থান বিশ্বম্ভর-গণে। ভয়ে পলাইতে কেহো দিগ নাহি জানে'॥ ৯২
মাথার ফেলিয়া পাগ কেহো সেই মেলে। অলক্ষিতে নাচয়ে, অন্তরে প্রাণ হেলে॥৯৩

১ (৮ম, ৯ম) শব্দ হইল [ঘ, ছ, জ]; ৬ (৩য়) কাজিরে [ক, ঙ, ছ]; ৭ (৩য়) লোক লঞা [ক, গ]; ৯ (৮ম) রহে [গ], হৈল [চ]; ১০ (৪র্থ-৬ষ্ঠ) কলা খই কড়ি [ঙ], কলা খই আসি [চ]; ১১ (১ম) এইমত [ক], (৩য়, ৪র্থ) প্রতি ঘরে ঘরে [খ, ঘ]; ১৫ (৭ম) অনাথের [খ]; ১৬ (৩য়—৬ষ্ঠ) বামনের কে আছে কোথায় [খ]; ১৮ (৬ষ্ঠ, ৭ম) বিভা করিবারে [ক, খ, গ, ঝ]; ২২ (৪র্থ) হরি-কোলাহল [ক], করে কোলাহল [ঞ]; ২৩—এই পংক্তির পূর্বে 'চ' পুঁথিতে অধিক পাঠ—"ইন্দ্র কাঁপে, চন্দ্র কাঁপে, কাঁপয়ে বরুণ। ব্রহ্মা কাঁপে, শিব কাঁপে, ধর্মরাজ-যম॥ দূত-সহিত চিত্র-গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন। না জানি কোন পাপী নিস্তারে শচীর নন্দন॥"; ২৫ (১ম, ২য়) মাথায় বাঁধিয়া [ক, গ, ঞ] মাথার খুলিয়া [ঙ], (১১শ) হালে [খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, ঞ]।

যা'র দাড়ি আছে, সে হইয়া অধোমুখ। নাচে, মাথা নাহি তোলে ভয়ে হালে বুক ॥৯৪
অনন্ত অর্বুদ লোক কে বা কা'রে চিনে ? আপনার দেহমাত্র কেহো নাহি জানে' ॥৯৫
সভেই নাচেন, সভে গায়েন কৌতুকে। ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া 'হরি' বোলে সর্বলোকে ॥৯৬
আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করেন বহুতর ॥ ৯৭
ক্রোধে বোলে প্রভু, "আরে কাজি-বেটা কোথা ? ঝাট্ আন' ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা ॥
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন। পূর্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কালযবন ॥ ৯৯
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার ? ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ" প্রভু বোলে বারেবার ॥১০০
বিশ্বম্ভর-মূর্তি দেখি' সভে ভয় মানে। কাহারো মুখেতে কিছু না স্ফুরে' বচনে ॥ ১০১
সর্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন। আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক—হেন আছে কোন্ জন ? ১০২
মহামত্ত সর্বলোক চৈতন্যের রসে। ঘরে উঠিলেন সভে প্রভুর আদেশে ॥ ১০৩
কেহো ঘর ভাঙ্গে, কেহো ভাঙ্গয়ে দুয়ার। কেহো লাথি মারে, কেহো করয়ে হুঙ্কার ॥১০৪
আম্র-পনসের ডাল ভাঙ্গি' কেহো ফেলে'। কেহো কদলকবন ভাঙ্গি' 'হরি' বোলে ॥১০৫
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া। উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া ॥ ১০৬
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া। 'হরি' বলি' নাচে সভে শ্রুতিমূলে দিয়া ॥ ১০৭
একটি করিয়া পত্র সর্বলোকে নিতে। কিছু না রহিল আর কাজির বাড়ীতে ॥ ১০৮
ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর। প্রভু বোলে "অগ্নি দেহ' বাড়ীর ভিতর ॥ ১০৯
পুড়িয়া মরুক সর্বগণের সহিতে। সব বাড়ী বেঢ়ি' অগ্নি দেহ' চারিভিতে ॥ ১১০
দেখোঁ,—মোরে কী করে' উহার নরপতি। দেখোঁ,—আজি কোন্ জনে করে' অব্যাহতি ॥
যম কাল মৃত্যু—মোর সেবকের দাস। মোর দৃষ্টিপাতে হয় সভার প্রকাশ ॥ ১১২
সংকীর্তন-আরম্ভে মোহোর অবতার। কীর্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার ॥ ১১৩
সর্বপাতকীহ যদি করয়ে কীর্তন। অবশ্য তাহার মুঞি করিমু স্মরণ ॥ ১১৪
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন। সংহারিমু সব যদি না করে' কীর্তন ॥১১৫
অগ্নি দেহ' ঘরে, তোরা না করিহ ভয়। আজি সব যবনের করিমু প্রলয় ॥" ১১৬
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্বভক্তগণ। গলায় বান্ধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন ॥ ১১৭
ঊর্ধ্ববাহু করিয়া সকল ভক্তগণ। প্রভুর চরণারবিন্দে করে' নিবেদন ॥ ১১৮
"তোমার প্রধান অংশ প্রভু-সংকর্ষণ। তাঁহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন ॥ ১১৯
যে-কালে হইব সর্ব সৃষ্টির সংহার। ক্রোধে সংকর্ষণ হন রুদ্র-অবতার ॥ ১২০

১ (৭ম) লাজে [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, ঞ], (১১শ, ১২শ) কাঁপে সব [খ], ডরে হালে [ঙ, ঞ], অন্তরে হালে [চ]; ৪ (৩য়) বাড়ী [জ]; ৬ (৮ম) ভস্ম [জ], (৮ম, ৯ম) বধ কৈলুঁ [খ, গ, ঙ, ঝ]; ১০ (৩য়, ৪র্থ) চৈতন্য-আবেশে [গ]; ১৩ (৯ম—১১শ) পুষ্প-মূলেতে ধরিয়া [ছ]; ১৭ (৩য়) সর্ব বাড়ীর [চ]; ২০ (১ম—৩য়) সংকীর্তনধর্মে হয় প্রকাশ আমার [গ], (২য়) আমার [ক, ঘ, ঙ, চ, জ, ঞ]; ২৪ (১ম) দেখিল [ক], (৪র্থ) না হয় খণ্ডন [ক]।

যে-রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহারে'। শেষে তিঁহো আসি' মিলে' তোমার শরীরে ॥১২১
অংশাংশের ক্রোধে যাঁ'র সকল সংহারে'। সে-তুমি করিলে ক্রোধ কোন্ জন তরে' ?১২২
'অক্রোধ পরমানন্দ তুমি'—বেদে গায়। বেদবাক্য, প্রভু! ঘুচাইতে না যুয়ায় ॥ ১২৩
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—তোমার লীলা-মাত্র ॥১২৪
করিলা ত কাজির অনেক অপমান। আর যদি ঘটে' তবে সংহারিহ প্রাণ ॥" ১২৫
"জয় বিশ্বম্ভর মহারাজরাজেশ্বর। জয় সর্বলোকনাথ শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১২৬
জয় জয় অনন্তশয়ন রমাকান্ত—।" বাহু তুলি' স্তুতি করে' সকল মহান্ত ॥ ১২৭
হাসে' মহাপ্রভু সর্বদাসের বচনে। 'হরি বলি' নৃত্যরসে চলিলা তখনে ॥ ১২৮
কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্বলোক-রায়। সংকীর্তনরসে সর্বগণে নাচি' যায় ॥ ১২৯
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল। 'রাম-কৃষ্ণ-হরি ধ্বনি গোবিন্দ-গোপাল ॥' ১৩০
কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব-নগরিয়া। মহানন্দে 'হরি' বলি' যায়েন নাচিয়া ॥ ১৩১
পাষণ্ডীর হইল পরম চিত্তভঙ্গ। পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে', বৈষ্ণবের রঙ্গ ॥ ১৩২
"রাম কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী—।" গায় সব নগরিয়া দিয়া কর তালি ॥ ১৩৩
জয় কোলাহল প্রতি-নগরে-নগরে। ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে ॥ ১৩৪
কে বা কোন্ দিগে নাচে, কে বা গায় বা'য়। হেন নাহি জানি—কোন্ দিগে কে বা ধায় ॥
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ। শেষে চলে মহাপ্রভু শচীর নন্দন ॥ ১৩৬
কীর্তনীয়া—ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি। নৃত্য করে' সর্ব-বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি ॥ ১৩৭
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে। সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে ॥ ১৩৮
অনন্ত অর্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর। প্রবেশ করিলা শঙ্খ-বণিক-নগর ॥ ১৩৯
শঙ্খবণিকের পুরে উঠিল আনন্দ। 'হরি' বলি' বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ ॥ ১৪০
পুষ্পময়-পথে নাচি' চলে বিশ্বম্ভর। চতুর্দিগে জ্বলে দীপ পরম-সুন্দর ॥ ১৪১
সে চন্দ্রের শোভা ত কি কহিবারে পারি—? যাহাতে কীর্তন করে' গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ?১৪২
প্রতিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার। নারীগণে 'হরি' বলি' দেয় 'জয়কার' ॥ ১৪৩
এইমত সকল নগরে শোভা করে'। আইলা ঠাকুর তন্তবায়ের নগরে ॥ ১৪৪
উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয়-কোলাহল। তন্তবায়-সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১৪৫
নাচে সব নগরিয়া দিয়া করতালি। "হরি বোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী ॥" ১৪৬
সর্বমুখে হরিনাম শুনি' প্রভু হাসে'। নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে ॥ ১৪৭

---

৬ (৩য়) জয় রাজরাজেশ্বর [খ, ঙ, চ, ঞ], (৬ষ্ঠ) গোরাঙ্গ- [চ, ছ]; ১০ (৬ষ্ঠ) নরহরি [খ]; ১৪ (৪র্থ—৭ম) "নিরবধি সর্বলোক হরিধ্বনি করে ॥" [চ], (৭ম) সুখের সাগরে [ঞ]; ১৬ (৯ম, ১০ম) কমল-লোচন [গ]; ১৯ (৮ম) শঙ্খবণিকের ঘর [ক, খ, চ, ছ]; ২০ (২য়) কুলে [ছ]; ২৪ (৮ম) তন্তবায়ের [খ, গ, ঙ]; ২৬ (৯ম) গোবিন্দ [খ, গ]।

ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের সার। উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাঁহার দুয়ার॥ ১৪৮
সবে এক লৌহপাত্র আছয়ে দুয়ারে। কত ঠাঞি তালি, তাহা চোরেও না হরে' ॥১৪৯
নৃত্য করে' মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে। জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে॥ ১৫০
ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন। লৌহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ॥ ১৫১
জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার। কা'র শক্তি আছে—তাহা 'নয়' করিবার ?১৫২
'মইলুঁ মইলুঁ' বলি' ডাকয়ে শ্রীধর। "মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥"১৫৩
বলিয়া মূর্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর। প্রভু বোলে, "শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥ ১৫৪
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে। শ্রীধরের জল পান করিলু্ যখনে॥ ১৫৫
এখনে সে কৃষ্ণভক্তি হইল আমার।" কহিতে কহিতে পড়ে নয়নে সু-ধার॥ ১৫৬
'বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হয়।' সভারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয়॥ ১৫৭
তথা হি পদ্মপুরাণে আদিখণ্ডে (৩১।১১২)—
"প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবস্যান্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ। সর্বপাপ-বিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ॥" ১৫৮
ভকতবাৎসল্য দেখি' সর্বভক্তগণ। সভার উঠিল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন॥ ১৫৯
নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া। অদ্বৈত শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥ ১৬০
কান্দে হরিদাস গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর। মুরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্রশেখর॥ ১৬১
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান্। কান্দে কাশীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রাম॥ ১৬২
জগদীশ গোপীনাথ কান্দেন নন্দন। শুক্লাম্বর গরুড় কান্দয়ে সর্বজন॥ ১৬৩
লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাথ "কৃষ্ণ রে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ॥"১৬৪
কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাসে। সর্বভাবে প্রেমভক্তি হইল প্রকাশে॥ ১৬৫
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে সর্বজগত হরিষে। সংকল্প হইল সিদ্ধ, গৌরচন্দ্র হাসে' ॥ ১৬৬
দেখ সব ভাই! এই ভক্তের মহিমা। ভক্তবাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥ ১৬৭
লৌহময় জলপাত্রে বাহিরের জল। পরম-আদরে পান কৈলেন সকল॥ ১৬৮
পরমার্থে পান-ইচ্ছা হইল যখনে। শুদ্ধামৃত ভক্ত-জল হইল তখনে॥ ১৬৯
ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল। পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্মল॥ ১৭০
দাম্ভিকের রত্নপাত্র দিব্য-জল-সনে। আছুক পিবার কার্য না দেখে নয়নে॥ ১৭১
যে-সে দ্রব্য সেবকের সর্বভাবে খায়। নৈবেদ্যাদি-বিধিরো অপেক্ষা নাহি চায়॥১৭২
অল্প দেখি' দাসে না দিলেও বলে খায়। তা'র সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায়॥ ১৭৩

---

১ (৬ষ্ঠ) বাস [খ, গ, ঘ, ছ], (১১শ) আবাস [খ, গ, ঘ, ছ]; ৩ (৯ম) অঙ্গনে [গ], নয়নে [চ]; ৪ (১ম) প্রেমভক্তি [খ, গ]; ৯ (৩য়) বিষ্ণুভক্তি [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১০ (৬ষ্ঠ) শিখায় [গ], (৭ম—৯ম) শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় [খ], (৮ম) হইয়া [ছ]; ১৩ (১ম) বৎসল [ক, গ], (১ম—৩য়) "ভকতবৎসল প্রভু দেখি ভক্তগণ।" [চ], (৬ষ্ঠ) -কীর্তন [চ, ছ]; ১৪ (৯ম) লোটাঞা [খ]; ২১ (৫ম) ভক্তির [ক, খ, ঙ, ছ]; ২২ (১ম, ২য়) লৌহময় পাত্র আর [ঙ], লোহ-জলপাত্র তাতে [কচিৎ পাঠ]।

অবশেষে সেবকেরে করে' আত্মসাথ। তা'র সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির-শাক ॥ ১৭৪
সেবক—কৃষ্ণের পিতা মাতা পত্নী ভাই। দাস বিনা কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥১৭৫
যে রূপ চিন্তয়ে দাসে, সে-ই রূপ হয়। দাসে কৃষ্ণে করিবারে পারয়ে বিক্রয় ॥ ১৭৬
'সেবকবৎসল কৃষ্ণ—চারিবেদে গায়। সেবকের স্থানে প্রভু প্রকাশ সদায় ॥ ১৭৭
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব। হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণে কর' অনুরাগ ॥ ১৭৮
অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণদাস' নাম। অল্প-ভাগ্যে দাস নাহি করে' ভগবান্ ॥ ১৭৯
বহুকোটি জন্ম যে করিল নিজ-ধর্ম। অহিংসায় অমায়ায় করে' সর্ব কর্ম ॥ ১৮০
অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে' প্রার্থন্। গঙ্গা লভ্য হয় কালে বলি' নারায়ণ ॥ ১৮১
তবে হয় মুক্তি—সর্ববন্ধের বিনাশ। মুক্ত হৈলে সেই হয় গোবিন্দের দাস ॥ ১৮২
এই ব্যাখ্যা করে' ভাষ্যকারের সমাজে। 'মুক্ত সব লীলাতনু করি' কৃষ্ণ ভজে ॥'১৮৩

শ্রীস্বামি-টীকা (ভা০ দী০ ১০।৮৭।২১ ধৃত-শ্রীনৃসিংহতাপন্যাং সর্বজ্ঞ ভাষ্যকৃদ্ বাক্যে)—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥" ১৮৪

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর সমান। ভক্তস্থানে পরাভব মানে' ভগবান্ ॥ ১৮৫
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা। 'ভক্ত'-হেন স্তুতির না ধরে' কেহো কলা ॥১৮৬
'দাস'-নামে ব্রহ্মা শিব—হরিষ সভার। ধরণীধরেন্দ্রো চাহে দাস-অধিকার ॥ ১৮৭
এ-সব ঈশ্বর-তুল্য স্বভাবেই ভক্ত। তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত ॥ ১৮৮
হেন-'ভক্ত' অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে। পাপী সব দুঃখ পায় নিজ-দৈব-দোষে ॥১৮৯
কৃষ্ণের সন্তোষ বড় 'ভক্ত'-হেন নামে। কৃষ্ণচন্দ্র বিনা ভক্তে আর কেবা জানে' ? ১৯০
উদর-ভরণ লাগি' এবে পাপী সব। বোলায় 'ঈশ্বর আমি',—মূলে জরদ্গব ॥ ১৯১
গর্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লঞা। কেহো বোলে, "আমি রঘুনাথ, ভাব' গিঞা ॥"১৯২
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া। বোলায় 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ হৈয়া ॥ ১৯৩
সর্বপ্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচীনন্দন। দেখ তাঁ'র শক্তি এই ভরিয়া নয়ন ॥ ১৯৪
ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল। কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল ॥ ১৯৫
কে বা রুইলেক কলা প্রতি দ্বারে-দ্বারে। কে বা গায় বা'য়, কে বা পুষ্পবৃষ্টি করে' ॥১৯৬
করিলেন মাত্র শ্রীধরের জলপান। কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান ॥ ১৯৭

১ (১ম,২য়) অবশেষে সেবকের [গ, ঝ]; ২ (১১শ) কেহো [ক]; ৪ (২য়) প্রভু [ক, খ, গ, ঘ, ছ, জ, ঞ], (৭ম) কৃষ্ণ [ঘ চ, ছ, জ]; ৬ (৫ম) 'দাস'হেন [খ, ঙ, ঞ]; ৮(৩য়—৫ম) ক্রময়ে কীর্তন [ছ], (৭ম—১০ম) পায়ে মৃত্যুকাল বোলে [খ], (১০ম) মিলে [চ, ছ]; ৯ (৩য়) মুক্ত [খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ], (৬ষ্ঠ—৯ম) তবে সে হৈতে পারে [ঙ, ঞ]; ১০ (৮ম) লীলাতত্ত্ব [গ, ঘ, ঙ, চ, ছ]; ১২—মধ্য পঞ্চদশ অধ্যায়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য; এই পংক্তির পর ঙ, ছ পুঁথিতে অধিক পাঠ—"অন্যথা স্বস্থানং ন লভন্তে ॥"; ১৩ (৪র্থ) কৃষ্ণের সমান [ক, খ, গ], (৭ম) মাগে [ঘ জ, ঝ]; ১৪(৪র্থ) শ্রুতিমালা [জ]; ১৭ (৯ম) -কর্ম- [ঝ, ঞ]; ১৮ (৮ম) ভক্তি [খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৯ (৬ষ্ঠ) লওয়ায় [গ, ঘ, ঙ জ, ঞ]; ২১ (৮ম) মহামায়া- [ক]; ২২ (৫ম—৭ম) যার শক্তি আছে [ক]; ২৩ (৮ম) মহাতাপ [ঙ, জ]।

ভকতবাৎসল্য দেখি' ত্রিভুবন কান্দে। ভুমিতে লোটায় কেহো, কেশ নাহি বান্ধে॥ ১৯৮
শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে। উচ্চ করি' 'হরি' বোলে সজল-নয়নে॥ ১৯৯
"কী জল করিলা পান ত্রিদশের রায়।" বলিয়া শ্রীধর কান্দে, করি' "হায় হায়" ॥২০০
ভক্তজল পান করি' প্রভু বিশ্বম্ভর। শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥ ২০১
প্রিয়গণে চতুর্দিগে গায় প্রেম-রসে। নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে॥ ২০২
খোলাবেচা-শ্রীধরের নাহি ভাগ্য-সীমা। ব্রহ্মা শিব কান্দে যাঁ'র দেখিয়া মহিমা ॥২০৩
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি ॥২০৪
জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি'। নগরে আইলা পুন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥ ২০৫
নাচে গৌরচন্দ্র ভক্তিরসের ঠাকুর। চতুর্দিগে হরিধ্বনি শুনিয়া প্রচুর॥ ২০৬
সর্বলোক জিনে' নবদ্বীপের শোভায়। 'হরি বোল' শুনি মাত্র সভার জিহ্বায়॥ ২০৭
যে-সুখে বিহ্বল শুক নারদ শঙ্কর। সে-সুখে বিহ্বল সব নদীয়ানগর॥ ২০৮
সর্ব-নদীয়ায় নাচে ত্রিভুবন-রায়। গাদিগাছা-পারডাঙ্গা দিয়া প্রভু যায়॥ ২০৯
'একনিশা'-হেন জ্ঞান না করিহ মনে। কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্তনে॥ ২১০
চৈতন্যচন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয়। ভ্রূভঙ্গে যাঁহার হয় ব্রহ্মার প্রলয়॥ ২১১
মহাভাগ্যবানে সে এ-সব মর্ম জানে'। শুষ্ক তর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে' ॥২১২
যে-নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ। তাহারা ভাসয়ে পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝ॥ ২১৩
সে হুঙ্কার, সে গর্জন, সে প্রেমের জল। দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী-পুরুষ সকল॥ ২১৪
কেহো বোলে, "শচীর চরণে নমস্কার। হেন মহাপুরুষ জন্মিলা গর্ভে যাঁ'র॥" ২১৫
কেহো বোলে, "জগন্নাথমিশ্র পুণ্যবন্ত।" কেহো বোলে, "নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত॥"
এইমত বলি' সভে দেয় 'জয়কার'। সর্বলোক 'হরি' বিনা না বোলয়ে আর॥ ২১৭
প্রভু দেখি' সর্বলোক দণ্ডবত হঞা। পড়য়ে পুরুষ-স্ত্রীয়ে বালবৃদ্ধ লঞা॥ ২১৮
শুভদৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি' সভাকারে। স্বানুভাবানন্দে প্রভু কীর্তনে বিহরে'॥ ২১৯
এ-সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব'—এই কহে বেদ ॥২২০
যেখানে যে রূপে ভক্তগণ করে' ধ্যান। সেই খানে সেই রূপে প্রভু বিদ্যমান॥ ২২১

তথা হি (ভা০ ৩।৯।১১)—

"যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্‌বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥" ২২২

---

১ (৭ম,৮ম) কেশ তাহা [খ, ঙ], ৪ (৮ম) আপনে ঈশ্বর [ক]; ৫(৩য়) কান্দে [চ],(৪র্থ) মহারসে [ক, ঘ, ঙ, জ, ঞ]; ৬ (১ম, ২য়) সেবকের দেখ [ঘ, ঙ, চ, ছ, ঞ]; ৭ (২য়) কুলে [ছ], (৪র্থ) চৈতন্য [ঙ, চ, ছ]; ১০ (১ম, ২য়) স্বর্গলোক জিনিলেক [চ], (৫ম)-নাম [ঙ,চ]; ১১(৩য়,৪র্থ) অজ অনন্ত [গ]; ১২ (৫ম,৬ষ্ঠ) -আদি দিয়া [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৪(৮ম) ব্রহ্মাণ্ড [খ,ঙ], অনন্ত [গ]; ১৫ (২য়,৩য়) প্রভুর [ঙ], (৪র্থ) তত্ত্ব [ক, গ, ঘ,ঙ,ছ,জ,ঝ,ঞ],(৬ষ্ঠ) দুষ্কৃতি [খ], সূক্ষ্ম [ঘ,ছ,জ,ঞ], (৭ম—১০ম) তার্কিক পাপী ইহা নাহি [খ,গ]; ১৭ (৭ম) ধায় [ঞ] (১০ম,১১শ) স্ত্রী-পুরুষ নদীয়ার[ঞ]; ২১(৪র্থ) আনন্দিত [ক]; ২৪(১ম) যখনে [ছ], (৭ম-১০ম) সেই রূপে সেই বেশে [ক,গ]।

অদ্যাপিহ চৈতন্য এ-সব লীলা করে'। যা'র ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥২২৩
মধ্যখণ্ডকথা বড় অমৃতের খণ্ড। যে-কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ২২৪
ভক্ত লাগি' প্রভুর সকল অবতার। ভক্ত বিনা কৃষ্ণ-কিছু না জানেন আর ॥ ২২৫
কোটিজন্ম যদি যোগ যজ্ঞ তপ করে'। ভক্তি বিনা কোন কর্ম ফল নাহি ধরে' ॥২২৬
হেন 'ভক্তি' বিনে ভক্তে সেবিলে না হয়। অতএব ভক্তসেবা সর্বশাস্ত্রে কয় ॥ ২২৭

আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দরায়। চৈতন্যকীর্তন স্ফুরে যাহান কৃপায় ॥ ২২৮
কেহো বোলে, "নিত্যানন্দ বলরাম-সম।" কেহো বোলে, "চৈতন্যের বড় প্রিয়তম ॥"২২৯
কেহো বোলে,"মহাতেজী অংশ অধিকারী।" কেহো বোলে,''কোন রূপ বুঝিতে না পারি ॥"
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী। যা'র যেনমত ইচ্ছা, না বোলয়ে কেনি ॥২৩১
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে। তভু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে ॥ ২৩২

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে'। তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে ॥ ২৩৩
চৈতন্যপ্রিয়ের পা'য়ে মোর নমস্কার। অবধূতচন্দ্র প্রভু হউক আমার ॥ ২৩৪
চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি। নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি ॥ ২৩৫
গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ—শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ—কৃষ্ণ-সংকর্ষণ ॥ ২৩৬
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি। সর্বভাবে করিতে ধরেন প্রভু শক্তি ॥ ২৩৭

চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক প্রধান। তাঁহারা সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের আখ্যান ॥২৩৮
তবে যে কলহ দেখ অন্যোন্যে বাজে। রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহো নাহি বুঝে ॥ ২৩৯
ইহাতে যে এক-বৈষ্ণবের পক্ষ লয়। অন্য-বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয় ॥ ২৪০
সর্বভাবে ভজে' কৃষ্ণ কা'রে নাহি নিন্দে'। সেই সে গণনা পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে ॥ ২৪১
অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার। তাঁ'র প্রিয় তাতে মতি রহুক আমার ॥ ২৪২

সর্বগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ২৪৩
অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে' গদাধর। সে অধম কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর ॥ ২৪৪
চৈতন্যচন্দ্রের কথা অমৃত-মধুর। সকল-জীবের মনে বাঢ়ুক প্রচুর ॥ ২৪৫

---

২ (৭ম) খণ্ডে [জ]; ৩ (৮ম) প্রভু কিছু [খ], কৃষ্ণ ধর্ম [ঘ,ছ], কৃষ্ণ মর্ম [ঙ,চ,জ] কৃষ্ণ গুণ [ঞ]; ৪ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) তপ করি মরে [ক, গ, ঘ, ঙ, জ], (১১শ) ধর্ম [ঘ, ছ, জ]; ৯ (৫ম) ব্রহ্মা [ঘ]; ১২ (৫ম—৭ম) ইথে অপরাধ কিছু না লহুক [চ], (৬ষ্ঠ) প্রাণ [ছ]; ১৩ (২য়, ৩য়) কৃপাপাত্র [গ], (৫ম) জানি [গ], (৭ম) প্রসাদে সে [খ]; ১৫(৫ম—৭ম) সর্বভাবে ধরিতে করয়ে [জ]; ১৭ (৩য়, ৪র্থ) দেখহ হের [খ, গ, ঙ], (৯ম) গৌরচন্দ্র [জ, ঞ]; ১৮ (৬ষ্ঠ) আর- [গ, চ, ঞ]; ১৯ (২য়, ৩য়) কৃষ্ণ ভজে [খ, ছ], (৪র্থ, ৫ম) কাহারে না [খ ছ], যে না করে [চ], যে কারে না [ঝ, ঞ], (৮ম—১০ম) ধন্য পাত্র সেই [ক]; ২০ (৮ম) ভক্তি [চ], রতি [জ]; ২১ (৫ম, ৬ষ্ঠ) শুনি মধ্যখণ্ড কথা [ক, ছ], শুনিলেই মধ্যখণ্ড [খ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঞ]; ২২ (৭ম) পাপিষ্ঠ [ঞ], (১০ম] কৃষ্ণের কিঙ্কর [চ]।

শুনিলে চৈতন্যকথা যাঁ'র হয় সুখ। সে অবশ্য দেখিব চৈতন্য-চন্দ্র-মুখ ॥ ২৫৬
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৫৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নগরকীর্তন-কাজিদলন-শ্রীধরজলপানাদি-
বর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

---

১ (৮ম,৯ম) দেখিবেক চৈতন্য শ্রীমুখ [গ,ঙ]; ২(১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়,৩য়) জান [ক, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ]।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

জয় জয় জয় গৌরচন্দ্র মহাধীর। জয় জয় শিষ্ট-পাল জয় দুষ্ট-বীর ॥ ১
জয় জগন্নাথপুত্র শ্রীশচীনন্দন। জয় জয় জয় পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তন ॥ ২
জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন। জয় হরিদাস-কাশীশ্বর-প্রাণ-ধন ॥ ৩
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব-তাত। যে বোলে 'তোমার হঙ' তা'র হও নাথ ॥ ৪
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়। বিবিধ কীর্তন প্রভু করয়ে সদায় ॥ ৫
হেন সে হইলা প্রভু হরিসংকীর্তনে। নাম শুনি' মাত্র প্রভু পড়ে যে-তে স্থানে ॥ ৬
কি নগরে, কি চত্বরে, কিবা অন্যস্থানে। নিরন্তর অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে ॥ ৭
আপ্তগণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর। ভক্তিরসময় হইলেন বিশ্বম্ভর ॥ ৮
কেহো মাত্র কোনরূপে যদি বোলে 'হরি'। শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা' পাসরি ॥৯
মহাকম্প অশ্রু হয় পুলক সর্বাঙ্গে। গড়াগড়ি যায়েন নগরে মহারঙ্গে ॥ ১০
যে-আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়। তাহা দেখে নদীয়ার লোক-সমুচ্চয় ॥ ১১
শেষে অতি মূর্ছা দেখি' মিলি' সর্ব দাসে। আলগ করিয়া নিঞা চলিলেন বাসে ॥১২
তবে দ্বার দিয়া যে করেন সংকীর্তন। সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন ॥ ১৩
যত সব ভাব হয়—অকথ্য-কথন। হেন নাহি বুঝি—প্রভু কি রসে বিহ্বল ॥ ১৪
ক্ষণে বোলে, "মুঞি সেই মদনগোপাল।" ক্ষণে বোলে, "মুঞি কৃষ্ণদাস সর্বকাল ॥"১৫

---

৬ (৪র্থ) গৌরসিংহ [ক, গ, ঙ, জ, ঞ], (১০ম) মহাবীর [গ]; ৯(১ম-৩য়) জয় জয় সর্বলোকবন্ধু [চ], (৭ম) 'তোমারে' [ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, ঞ]; ১০ (৪র্থ) বিদিত [ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৭ম) হইলা [ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ] ১১ (৭ম) শ্রুতি [খ, ঞ], (৭ম—৯ম) গুণ শুনি মাত্র [ঙ]; ১২ (৬ষ্ঠ) জলে বনে [ক, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৩ (৫ম—৭ম) "ভক্তিরসে পূর্ণ হইলেন ঈশ্বর ॥" [গ], "ভক্তিরস হইলেন প্রভু বিশ্বম্ভর ॥" [ঘ, ছ, জ]; ১৫(৩য়) বহে [গ]; ১৯ (২য়) কৃষ্ণ- [ক], (৫ম) সকল [ক, খ, ঙ, চ, ঞ], (৯ম—১২শ) কোন্ রসে অচেতন [ঘ, ছ, জ]।

'গোপী গোপী নামমাত্র কোনদিন জপে'। শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে ॥১৬
"কোথাকার কৃষ্ণ তোর—মহাদস্যু সে। শঠ ধৃষ্ট কিতব—ভজে বা তা'রে কে ? ১৭
স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে' নাক কাণ। লুব্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ ॥ ১৮
কি কার্য আমার সে বা চোরের কথায় ?" যে 'কৃষ্ণ' বোলয়ে, তা'রে খেদাড়িয়া যায় ॥১৯
'গোকুল গোকুল' প্রভু বোলে ক্ষণে ক্ষণে। 'বৃন্দাবন বৃন্দাবন' বোলে কোন দিনে ॥২০
'মথুরা মথুরা' কোনদিন বোলে সুখে। কোনদিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে ॥ ২১
নখে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি। চাহিয়া রোদন করে', ভাসে সব ক্ষিতি ॥২২
ক্ষণে বোলে, "ভাইসব ! বড় দেখি বন। পালে-পালে মৃগ-ব্যাঘ্র-ভল্লুকের গণ ॥" ২৩
দিবসেরে বোলে রাত্রি, রাত্রিরে দিবস। এইমত প্রভু হইলেন ভক্তিরস ॥ ২৪
প্রভুর আবেশ দেখি' সর্বভক্তগণ। অন্যোহন্যে গলা ধরি' করেন ক্রন্দন ॥ ২৫
যে-আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ। সুখে দেখে তাহা সর্ব-বৈষ্ণবের দাস ॥ ২৬
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু বিশ্বম্ভর। বৈষ্ণবের ঘরে প্রভু থাকে নিরন্তর ॥ ২৭
বাহ্য-চেষ্টা ঠাকুর করেন কোনক্ষণে। সে কেবল জননীর সন্তোষ-কারণে ॥ ২৮
সুখময় হইলেন সর্ব ভক্তগণ। বিনি-ঠাকুরেও সভে করেন কীর্তন ॥ ২৯
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ সর্বনদীয়ায়। ঘরে-ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত লীলায় ॥ ৩০
প্রভু-সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্বথা। অদ্বৈত লইয়া সর্ব-বৈষ্ণবের কথা ॥ ৩১
একদিন অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে। কীর্তন করেন সভে মহা-অনুরাগে ॥ ৩২
আর্তি করি' নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়। পুনঃপুন দন্তে তৃণ করিয়া পড়য় ॥ ৩৩
গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে। চতুর্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে ॥ ৩৪
দুই প্রহরেহ নৃত্য নহে সম্বরণ। শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ ॥ ৩৫
সভে মিলি' আচার্যেরে স্থির করাইয়া। বসিলেন ভক্তগণ আচার্য বেঢ়িয়া ॥ ৩৬
কিছু স্থির হই যদি আচার্য বসিলা। শ্রীবাস-রামাই-আদি তবে স্নানে গেলা ॥ ৩৭
আর্তি-যোগ আচার্যের পুনঃপুন বাঢ়ে। একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি পাড়ে' ॥ ৩৮
কার্যান্তরে নিজ-গৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর। অদ্বৈতের আর্তি চিত্তে হইল গোচর ॥ ৩৯
ভক্ত-আর্তি-পূর্ণকারী বিশ্বম্ভর রায়। আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি যায় ॥ ৪০

---

১ (৩য়,৪র্থ) গোপী মাত্র [খ, ঘ, চ, ছ, জ, ঞ]; ২ (৭ম) ধূর্ত [ক, খ, গ, ঙ], বৃত্তি [ঘ, ছ, জ], (৮ম) চঞ্চল [চ], করে সে [ছ, জ]; ৫ (৩য়) মাত্র [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ], (৫ম) কোন [ক, চ], (৯ম) জপে [চ]; ৬ (৫ম) মুখে [ক, চ, ছ], (৮ম,৯ম) অঙ্গুলিতে [ছ]; ৭ (১ম) ক্ষণে [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৮ (৮ম) সিংহ- [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, জ, ঞ]; ৯ (৯ম) যে অবশ [চ], ভক্তি বশ [ক্বচিৎ পাঠ]; ১১ (৮ম) বৈষ্ণবের দাসী [গ]; ১২ (৮ম) রঙ্গে [চ]; ১৩ (৪র্থ) ক্ষণে ক্ষণে [চ]; ২০ (৭ম) বড় [চ]; ২১ (৭ম) চতুর্দিগে [ক, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ]; ২৩ (১ম) ভক্তি [ক্বচিৎ পাঠ] (২য়) অদ্বৈতের [খ, চ, ঞ], (৮ম) পড়ে [ক্বচিৎ পাঠ]; ২৫ (২য়] সদানন্দ রায় [ক, খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঞ]।

অদ্বৈতের আর্তি দেখি' ধরি' তাঁ'র করে। দ্বার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণুঘরে ॥ ৪১
হাসিয়া ঠাকুর বোলে, "শুনহ আচার্য ! কি তোমার ইচ্ছা বোল, কিবা চাহ কার্য ? ৪২
অদ্বৈত বোলয়ে, "প্রভু ! তুমি বেদসার। তোমারেই চাহোঁ, প্রভু ! কি চাহিমু আর ॥ "৪৩
হাসি' বোলে প্রভু, "আমি এই ত সাক্ষাত। আর কি, আমারে চাহ', বোলহ আমা'ত ॥"
অদ্বৈত বোলয়ে, "প্রভু ! কহিলা সুসত্য। এই তুমি, প্রভু ! সর্ববেদান্তের তত্ত্ব ॥ ৪৫
তথাপিহ বৈভব দেখিতে কিছু চাই।" প্রভু বোলে, "কি ইচ্ছা বোলহ মোর ঠাঁই ॥"৪৬
অদ্বৈত বোলয়ে, "প্রভু ! পূর্বে অর্জুনেরে। যাহা দেখাইলা তথি ইচ্ছা বড় ধরে' ॥" ৪৭
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ। চতুর্দিগে সৈন্য দেখে মহা-যুদ্ধ-পথ ॥ ৪৮
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর। চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর ॥ ৪৯
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেইক্ষণে। চন্দ্র সূর্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে ॥ ৫০
কোটি চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃ পুন। সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করেন অর্জুন ॥ ৫১
মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল-বদন। পোড়ে যত পতঙ্গ পাষণ্ড-দুষ্টগণ ॥ ৫২
যে পাপিষ্ঠ পর-নিন্দে', পর দ্রোহ করে'। চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সে-ই পুড়ি' মরে ॥ ৫৩
এ রূপ দেখিতে অন্য কা'রো শক্তি নাঞি। প্রভুর কৃপায় দেখে আচার্য-গোসাঞি ॥ ৫৪
প্রেমসুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে। দন্তে তৃণ করি' পুনঃ পুন দাস্য মাগে' ॥ ৫৫
পরম-আনন্দ প্রভু নিত্যানন্দ-রায়। পর্যটন-সুখে ভ্রমে' সর্ব-নদীয়ায় ॥ ৫৬
প্রভুর প্রকাশ সব জানে' নিত্যানন্দ। জানিলেন প্রভু হইয়াছে বিশ্ব-অঙ্গ ॥ ৫৭
সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর। বিষ্ণুগৃহ-দ্বারে গিয়া গর্জেন প্রচুর ॥ ৫৮
নিত্যানন্দ-আগমন জানি' বিশ্বম্ভর। দ্বার ঘুচাইয়া প্রভু লইলা ভিতর ॥ ৫৯
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নিত্যানন্দ দেখি'। দণ্ডবত হইয়া পড়িলা বুজি' আঁখি ॥ ৬০
প্রভু বোলে, "উঠ নিত্যানন্দ মোর প্রাণ ! তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান ॥ ৬১
যে তোমারে প্রীত করে', মুঞি সত্য তা'র। তোমা' বিনা প্রিয়তম নাহিক আমার ॥ ৬২
তুমি আর অদ্বৈতে যে করে' ভেদবুদ্ধি। ভালমতে না জানে' সে অবতার-শুদ্ধি ॥"৬৩
নিত্যানন্দ অদ্বৈত দেখিয়া বিশ্বরায়। আনন্দে কান্দিয়া বিষ্ণুগৃহে গড়ি যায় ॥ ৬৪
হুঙ্কার গর্জন করে' শ্রীশচীনন্দন। 'দেখ দেখ' করি' প্রভু ডাকে ঘনে ঘন ॥ ৬৫
'প্রভু প্রভু' বলি' স্তুতি করে' দুইজন। বিশ্বমূর্তি দেখিয়া আনন্দময় মন ॥ ৬৬
এ-সব কৌতুক হয় শ্রীবাসমন্দিরে। তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে' ॥ ৬৭

---

৩ (৩য়—৫ম) তুমি সর্বদেবসার [ক, ঙ, চ, জ]; ৫ (৮ম, ৯ম) সর্ববেদবেদান্তের [ক্বচিৎ পাঠ]; ১১ (৩য়) বহু [ক, চ, ঞ], (৮ম) প্রভুরে [ক, খ, গ]; ১২ (৫ম) -ভুবন [খ]; ১৬ (১ম) -আহ্লাদে [ঞ]; ১৭ (৩য়) মাত্র [ঘ]; ১৯ (৭ম, ৮ম) লইলেন ঘর [চ], ২২ (৩য়) প্রীতি [খ, ঙ, ঞ]; ২৫ (৭ম) বলি' [খ, গ]; ২৬ (৭ম) বিশ্ব-রূপ [ক, গ], বিষ্ণুমূর্তি [ঘ]; ২৭ (৩য়) যত [ঙ, ছ]।

অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা। ইহা যে না মানয়ে, সে দুষ্কৃতি সর্বথা॥ ৬৮
'সর্বমহেশ্বর গৌরচন্দ্র' যে না বোলে। বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্বকালে॥ ৬৯
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। এই সে ভরসা আমি ধরি যে অন্তর॥ ৭০
নবদ্বীপে হেন সর্ব প্রকাশের স্থান। তথাপিহ ভক্ত বিনা না জানয়ে আন॥ ৭১
ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ধন। 'ভক্তি' এই কৃষ্ণনাম-স্মরণ-ক্রন্দন॥ ৭২
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দিলে সে কৃষ্ণনাথ মিলে। ধনে কুলে কিছু নহে' 'কৃষ্ণ' না ভজিলে॥৭৩
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড। যে-কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড॥ ৭৪
দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ-দরশন। ইহা যে শুনয়ে তা'রে মিলে প্রেমধন॥ ৭৫
ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র। চলিলেন নিজগৃহে লঞা ভক্তবৃন্দ॥ ৭৬
বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ। কাহারো নাহিক বাহ্য—পরম-আনন্দ॥ ৭৭
বৈভব-দর্শন-সুখে মত্ত দুইজন। ধূলায় যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন॥ ৭৮
কেহো নাচে, কেহো গায় দিয়া করতালি। ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে দুই মহাবলী॥ ৭৯
এইমতে দুইজন মহাকুতূহলী। শেষে দুইজনেই বাজিল গালাগালি॥ ৮০
অদ্বৈত বোলয়ে, "অবধূত মাতালিয়া! এথা কোন্ জন তোরে আনিল ডাকিয়া? ৮১
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি' সান্তাইলি কেনে? সন্ন্যাসী বলিয়া তোরে বোলে কোন্ জনে?৮২
হেন জাতি নাহি না খাইলি যা'র ঘরে। 'জাতি আছে' হেন কোন্ জনে বোলে তোরে?
বৈষ্ণবসভায় কেনে মহামাতোয়াল? ঝাট নাহি পলাইলে নহিবেক ভাল॥" ৮৪
নিত্যানন্দ বোলে, "আরে নাঢ়া, বসি' থাক। কিলাইয়া পাড়োঁ। পাছে দেখাও প্রতাপ॥৮৫
আরে বুঢ়া বামনা! তোমার ভয় নাই? আমি অবধূত-মত্ত ঠাকুরের ভাই! ৮৬
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম-সংসারী। পরমহংসের পথে আমি অধিকারী॥ ৮৭
আমি মারিলেও তুমি বলিতে না পার'। আমা'সনে অকারণে তুমি গর্ব কর'॥"৮৮
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে। দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বোলে॥ ৮৯
"মৎস্য খাও, মাংস খাও, কেমত সন্ন্যাসী। বস্ত্র এড়িলাঙ এই আমি দিগ্‌বাসী॥৯০
কোথা মাতা পিতা কোন্ দেশে বা বসতি?—কে জানয়ে? আসিয়া বলুক দেখি ইথি॥৯১
এক চোরা আসিয়া এতেক করে' পাক। খাইমু ছিণ্ডিমু সংহারিমু সব, থা'ক॥ ৯২

---

২ (৫ম) মানে [খ, গ, ছ], (৮ম—১০ম) পাপী সেই সবস্থানে [খ, গ]; ৩ (৫ম—১১শ) "এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥" [ঙ]; ৪ (৪র্থ) বৈষ্ণবের [ক্বচিৎ পাঠ], (৭ম) ভক্তি [ক, চ, ছ]; ৫ (২য়,৩য়) মাত্র হয় ভকতের [ঞ], হয় ভকতের প্রাণ- [ক্বচিৎ পাঠ], (৬ষ্ঠ) সেই [ক, খ, চ], (৭ম) -শ্রবণ- [ক, খ, ঘ, জ], -শ্রবণ-কীর্তন [ঙ, চ, ছ]; ৬ (৫ম) -নাম [ঙ], (৮ম) জনে [খ, গ, ঙ]; ৮ (৯ম) কৃষ্ণধন [ক, ঘ, জ, ঝ, ঞ], ৯ (২য়,৩য়) আপনা' পাসরিয়া [চ]; ১৩ (৩য়) মত্ত কুতূহলী [চ]; ১৪ (৩য়) নিত্যানন্দ [ক, খ, গ]; ১৫ (৩য়) তুঞি [ক্বচিৎ পাঠ] (৭ম) করিয়া [ক, খ, গ, ঙ, ঞ]; ১৯ (৮ম) -মূর্তি [খ], -চন্দ্র [ঞ], -মল্ল [ক্বচিৎ পাঠ]; ২২ (৮ম) অদ্বৈত [ক]; ২৫ (৮ম) গিলিমু [ক, গ], গুষিমু [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]।

তা'রে বলি 'সন্ন্যাসী'—যে কিছু নাহি চায়। বোলায় 'সন্ন্যাসী', দিনে তিনবার খায় ॥৯৩
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞি। কোথাকার অবধূতে আনি' দিলা ঠাঞি ॥৯৪
অবধূত করিল সকল জাতি নাশ। কোথা হৈতে মদ্যপের হইল প্রকাশ ॥" ৯৫
কৃষ্ণপ্রেমসুধারসে মত্ত দুইজন। অন্যোঽন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ ॥ ৯৬
ইথি একজনের হইয়া পক্ষ যেই। অন্যজনে নিন্দা করে', ক্ষয় যায় সেই ॥ ৯৭
হেন প্রেমকলহের মর্ম না জানিয়া। একে নিন্দে', আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া ॥৯৮
অদ্বৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে' গদাধর। সে অধম কভু নহে অদ্বৈতকিঙ্কর ॥ ৯৯
ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের কলহের পাত্র। কে বুঝয়ে—বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা মাত্র ? ১০০
সকল বৈষ্ণব-প্রতি অভেদ দেখিয়া। যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে', সে যায় তরিয়া ॥ ১০১
ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। বিষ্ণু আর বৈষ্ণব—সমান দুই হয় ॥ ১০২
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১০৩

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতনিত্যানন্দ-কন্দলং তথা

বিশ্বরূপ দর্শনাদি নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

---

৬ (২য়) রসকলহের [গ]; ৮ (১ম—৩য়) ঈশ্বরেতে ঈশ্বরেতে [ক]; ১১ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়,৩য়) জান [ক, খ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ]। (১ম চন্দ্র- ছ, জ)

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

জয় জয় সর্বলোকনাথ গৌরচন্দ্র। জয় ধর্ম-বেদ-বিপ্র-সন্ন্যাসী-মহেন্দ্র॥ ১
জয় জয় সর্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর। জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর॥ ২
জয় শচীগর্ভরত্ন-করুণাসাগর। জয় নিত্যানন্দ-প্রভু জয় বিশ্বম্ভর॥ ৩
ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥ ৪
মধ্যখণ্ডকথা ভক্তিরসের নিধান। নবদ্বীপে যে-ক্রীড়া করিলা সর্বপ্রাণ॥ ৫
নিরবধি করে' প্রভু হরিসংকীর্তন। আপন ঐশ্বর্য প্রকাশয়ে সর্বক্ষণ॥ ৬
নৃত্য করে' মহাপ্রভু নিজ-নাম-রসে। হুঙ্কার করিয়া ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে'॥ ৭
প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ি যায়। ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায়॥ ৮
প্রভুর আনন্দ আবেশের নাহি অন্ত। নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত॥ ৯
বাহ্য হৈলে বৈসে সব ভক্তগণ লঞা। কোনদিন গঙ্গাজলে বিহরেন গিঞা॥ ১০
কোনদিন নৃত্য করি' বসেন অঙ্গনে। ঘরে স্নান করায়েন সর্বভক্তগণে॥ ১১
যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ-নৃত্য হয়। ততক্ষণ 'দুঃখী' পুণ্যবতী জল ব'য়॥ ১২
ক্ষণেকে দেখিয়া নৃত্য সজল-নয়নে। পুনঃপুন গঙ্গাজল বহি' বহি' আনে'॥ ১৩
সারি করি' চতুর্দিগে এড়ে কুম্ভগণ। দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচীনন্দন॥ ১৪
শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে। "প্রতিদিন গঙ্গাজল কোন্ জনে আনে'?"১৫
শ্রীবাস বোলয়ে, "প্রভু! 'দুঃখী' বহি' আনে'।" প্রভু বোলে,'সুখী'করি'বোল সর্বজনে॥১৬
এ-জনের 'দুঃখী' নাম কভু যোগ্য নহে। সর্বকাল 'সুখী'—হেন মোর চিত্তে লয়ে॥"১৭
এতেক কারুণ্য শুনি' প্রভুর শ্রীমুখে। কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেমসুখে॥ ১৮
সভে 'সুখী' বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়। দাসী-বুদ্ধি শ্রীবাস না করে' সর্বথায়॥ ১৯
প্রেমযোগে সেবা করিলে সে কৃষ্ণ পাই। মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই॥ ২০
ধনে কুলে রূপে বা বিদ্যায় কিছু নহে। প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে॥২১
যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে। সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে॥ ২২

---

৩ (২য়) -কারুণ্যসাগর [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঞ [, (৩য়) জয় জয় [ঞ], (৪র্থ) নিত্যানন্দ [খ, ঞ], (৫ম, ৬ষ্ঠ) বিশ্বম্ভরধর [গ], (৬ষ্ঠ) বিশ্বম্ভরধব [খ]; ৫ (৩য়) প্রধান [ক, চ], বিধান [গ], নিদান [ছ]; ৬ (৭ম) বিলসয়ে [ক], (৮ম) অনুক্ষণ [ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ]; ৭ (৪র্থ) -নামাবেশ [ঘ, ঙ, চ, জ. ঝ, ঞ], -ভাবাবেশে [ছ], (৬ষ্ঠ ৭ম) গর্জন করে [চ], (৭ম, ৮ম) মহা অট্ট [ঞ]; ৮ (২য়) মহাপ্রভু [ক্বচিৎ পাঠ]; ৯ (২য়) আবেশ-আনন্দের [ঘ, ছ], আহ্লাদ- [ঞ]; ১০ (৫ম) ভক্ত [ক, গ, ছ], ভাগ্যবন্ত [ঞ]; ১৪ (২য়) দিয়া [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৮ (৯ম) মহা সুখে [গ]; ২০(২য়,৩য়) কৃষ্ণ ভজিলে [জ], (২য়—৫ম) সেবিলে সে কৃষ্ণচন্দ্র [ছ]; ২১(১ম—৫ম) কুল গুণ রূপ ধন বিদ্যা [ক], কুলে ধনে বিদ্যারূপে যোগে [গ], (১ম—৭ম) "ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।" [ছ], (৮ম) প্রেমরসে [জ]।

দাসী হঞা যে-প্রসাদ 'দুঃখী'রে হইল। বৃথা-অভিমানী সব তাহা না পাইল ॥ ২৩
কি কহিমু শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা। যার দাস-দাসীর প্রসাদো নাহি সীমা ॥ ২৪
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে। সুখে শ্রীনিবাস-আদি সংকীর্তন করে' ॥ ২৫
দৈবে ব্যাধিযোগে গৃহে শ্রীবাসনন্দন। পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥ ২৬
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচীনন্দন। শ্রীবাসের গৃহে মহা উঠিল ক্রন্দন ॥ ২৭
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত-শ্রীবাস। দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোকবাস ॥ ২৮
পরম-গভীর ভক্ত মহা-তত্ত্ব-জ্ঞানী। স্ত্রী গণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি ॥ ২৯
"তোমরা ত সব জান' কৃষ্ণের মহিমা। সম্বর' ক্রন্দন সভে চিত্তে দেহ' ক্ষমা ॥ ৩০
অন্তকালে সকৃত শুনিলে যাঁ'র নাম। অতিমহাপাতকীও যায় কৃষ্ণধাম ॥ ৩১
হেন-প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে' নৃত্য। গুণ গায় যত তাঁ'র ব্রহ্মা-আদি ভৃত্য ॥ ৩২
এ-সময়ে যাহার হইল পরলোক। ইহাতে কি যুয়ায় করিতে আর শোক ? ৩৩
কোন-কালে এ-শিশুর ভাগ্য পাই যবে। 'কৃতার্থ' করিয়া আপনারে মানি তবে ॥ ৩৪
যদি বা সংসারধর্মে নার' সম্বরিতে। বিলম্বে কান্দিহ—যা'র যেন লয় চিত্তে ॥ ৩৫
অন্য যেন কেহো এ-আখ্যান না শুনয়ে। পাছে ঠাকুরের নৃত্যসুখ-ভঙ্গ হয়ে ॥ ৩৬
কলরব শুনি' যদি প্রভু বাহ্য পায়। তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্বথায় ॥" ৩৭
সভে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে। চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সংকীর্তনে ॥ ৩৮
পরানন্দে সংকীর্তন করেন শ্রীবাস। পুনঃপুন বাঢ়ে আরো বিশেষ উল্লাস ॥ ৩৯
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা। চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা ॥ ৪০
স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে' গৌরচন্দ্র। কথোক্ষণে রহিলেন লঞা ভক্তবৃন্দ ॥ ৪১
পরম্পরা শুনিলেন সর্বভক্তগণ। পণ্ডিত-পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠগমন ॥ ৪২
তথাপিহ কেহো কিছু ব্যক্ত নাহি করে'। দুঃখ বড় পাইলেন সভেই অন্তরে ॥ ৪৩
সর্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর। জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্বজনের অন্তর ॥ ৪৪
প্রভু বোলে, "আজি মোর চিত্ত কেন করে'। কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে ॥ ৪৫
পণ্ডিত বোলয়ে, "প্রভু ! মোর কোন্ দুঃখ ? যা'র ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ ॥ ৪৬
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত। কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত ॥ ৪৭
সম্ভ্রমে বোলয়ে প্রভু, "কহ কতক্ষণ ?" শুনিলাঙ, "চারিদণ্ড রজনী যখন ॥ ৪৮
তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস। কাহারেহ ইহা নাহি করেন প্রকাশ ॥ ৪৯

---

১ (১০ম) দেখিল [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৪ (৬ষ্ঠ—৮ম) হৈল দেখি নারীর ক্রন্দন [ঘ, ছ, জ]; ৫ (৫ম—৭ম) আচম্বিতে শ্রীবাস-গৃহে [ঘ, ঙ, ছ, ঞ]; ৭ (১ম)-গম্ভীর [গ, ঙ], (২য়) ধৈর্য [ঘ, ঙ, ছ, জ], (২য়, ৩য়) মহা ভক্ত- [খ, গ, চ]; ১১ (১ম, ২য়) পরমানন্দে কীর্তন [গ, চ, ছ], (৮ম) পরম [চ]; ২২ (৩য়) প্রভু বিশ্বম্ভর [খ], (৬ষ্ঠ) সর্ব জানেন [খ, চ]; ২৩ (৬ষ্ঠ, ৭ম) নাহি স্ফুরে [ক]।

পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর। এবে আজ্ঞা দেহ' কার্য করিতে সত্বর ॥ ৫০
শুনি' শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত-কথন। 'গোবিন্দ গোবিন্দ' প্রভু করেন স্মরণ ॥ ৫১
প্রভু বোলে, "হেন সঙ্গ ছাড়িমু কেমতে ?" এত বলি' মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে ॥৫২
"পুত্রশোক না জানিল যে মোহর প্রেমে। হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িমু কেমনে ?"৫৩
এত বলি মহাপ্রভু কান্দয়ে নির্ভর। ত্যাগ-বাক্য শুনি' সভে চিন্তেন অন্তর ॥ ৫৪
'না জানি—কি পরমাদ পড়য়ে কখন !'—অন্যোঽন্যে চিন্তয়ে সকল-ভক্তগণ ॥ ৫৫
"গার্হস্থ্য ছাড়িয়া প্রভু করিব সন্ন্যাস !" তার-ধ্বনি করি' কান্দে ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস ॥ ৫৬
স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া। সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া ॥ ৫৭
মৃতশিশু-প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে—। "শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি' যাহ কি কারণে ?"৫৮
শিশু বোলে, "প্রভু ! যেন নির্বন্ধ তোমার। অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার ?"৫৯
মৃত-পুত্র উত্তর করয়ে প্রভু-সনে। পরম অদ্ভুত শুনে সর্বভক্তগণে ॥ ৬০
শিশু বোলে, "এ-দেহেতে যতেক দিবস। নির্বন্ধ আছিল, ভুঞ্জিলাঙ সেই রস ॥ ৬১
নির্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি। এবে চলিলাঙ অন্য নির্বন্ধিত-পুরী ॥ ৬২
এ দেহের নির্বন্ধ গেল, রহিতে না পারি। হেন কৃপা কর'-যেন তোমা' না পাসরি ॥৬৩
কে কা'র বাপ্, প্রভু ! কে কা'র নন্দন। সভে আপনার কর্ম করয়ে ভুঞ্জন ॥ ৬৪
যতদিন ভাগ্য ছিল,—পণ্ডিতের ঘরে। আছিলাঙ, এবে যাই নির্বন্ধিত-পুরে ॥ ৬৫
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার। অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার ॥" ৬৬
এত বলি' নীরব হইল শিশু-কায়। এমত কৌতুক করে' শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ৬৭
মৃতপুত্র-মুখে শুনি' অপূর্ব-কথন। আনন্দসাগরে ভাসে সর্বভক্তগণ ॥ ৬৮
পুত্রশোক দূরে গেল শ্রীবাসগোষ্ঠীর। কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সভে হইলা অস্থির ॥ ৬৯
প্রেমানন্দে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে। প্রভুর চরণ ধরি' লাগিলা কান্দিতে ॥ ৭০
"জন্মে-জন্মে তুমি পিতা মাতা পুত্র, প্রভু ! তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু ॥ ৭১
যেখানে-সেখানে, প্রভু ! কেনে জন্ম নহে। তোমার চরণে যেন প্রেমভক্তি রহে ॥"৭২
চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে'। চতুর্দিগে ভক্তগণ কান্দে উচ্চস্বরে ॥ ৭৩
কৃষ্ণপ্রেমে চতুর্দিগে উঠিল ক্রন্দন। কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল শ্রীবাসভবন ॥ ৭৪

---

২ (৪র্থ) অকথ্য- [ঘ, ছ, জ]; ৫ (৯ম, ১০ম) কান্দে অনুচর [ক, চ], চিন্তে অনুচর [ঞ]; ৬ (৪র্থ—৬ষ্ঠ) প্রমাদ হয়ে বা এখন [ঘ, জ]; ৭ (১ম) গারিহস্থ [খ, গ, ঙ, জ], গারস্থ [ঝ], গৃহবাস [ক্বচিৎ পাঠ], (৭ম—১০ম) করিয়া ছাড়েন ঘনশ্বাস [গ], (৯ম, ১০ম) ছাড়িয়া নিশ্বাস [খ, ঞ]; ৮ (৩য়) সভে [ঙ], ৯ (৩য়) বোলেন [ক, খ, গ, চ, ঞ]; ১১ (১ম) -শিশু [খ, গ, ঙ, ঞ], (৪র্থ) প্রভু শুনে [ক]; ১২ (১০ম) সব [ক, গ, চ, ঞ]; ১৬ (৪র্থ) শ্রীবাসের [ঙ, ঞ], (৮ম, ৯ম) চলিলাঙ অন্যপুরে [ক, গ, ঙ, চ, ঝ, ঞ]; ২০ (২য়) দুঃখ [ক, খ, গ, ঙ, চ, ঞ]; ২১ (১ম) কৃষ্ণপ্রেমে [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২২ (৫ম, ৬ষ্ঠ) মহাপ্রভু [খ, ছ]; ২৩ (৯ম) প্রেমযোগ [ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ]; ২৪ (৫ম) স্তুতি [খ], স্তব [চ]।

প্রভু বোলে, ‘শুন শুন শ্রীবাসপণ্ডিত! তুমি ত সকল জান’ সংসারের রীত ॥ ৭৫
এ-সব সংসার-দুঃখ,—তোমার কি দায়। যে তোমারে দেখে, সেহো কভু নাহি পায় ॥৭৬
আমি, নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার। চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর ॥”৭৭
শ্রীমুখের পরম-করুণা-বাক্য শুনি’। চতুর্দিগে ভক্তগণ করে’ ‘হরি’ ধ্বনি ॥ ৭৮
সর্বগণ-সহ প্রভু বালক লইয়া। চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্তন করিয়া ॥ ৭৯
যথোচিত ক্রিয়া করি’, করি’ গঙ্গাস্নান। ‘কৃষ্ণ’ বলি’ সভে গৃহে করিলা পয়ান ॥ ৮০
প্রভু ভক্তগণে সভে গেলা নিজ-ঘর। শ্রীবাসের গোষ্ঠী-সব হইলা বিহ্বল ॥ ৮১
এ-সব নিগূঢ়-কথা যে করে’ শ্রবণ। অবশ্য মিলয়ে তা’রে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ৮২
শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার। গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ—নন্দন যাঁহার ॥ ৮৩
এ-সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়। তথাপিহ ভক্ত বিনা অন্যে না জানয় ॥ ৮৪
মধ্যখণ্ডে পরম অদ্ভুত সব কথা। মৃত-দেহে তত্ত্বজ্ঞান কহাইলা যথা ॥ ৮৫
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর। বিহরেন সংকীর্তন-সুখে নিরন্তর ॥ ৮৬
প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে। অন্যের কি দায় বিষ্ণু পূজিতে না পারে’ ॥৮৭
স্নান করি’ বৈসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে। প্রেমজলে সকল শ্রীঅঙ্গ বস্ত্র তিতে ॥ ৮৮
বাহির হইয়া প্রভু সে-বস্ত্র ছাড়িয়া। পুন অন্য বস্ত্র পরি’ বিষ্ণু পূজে গিয়া ॥ ৮৯
পুন প্রেমানন্দজলে তিতে সে-বসন। পুন বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন ॥ ৯০
এইমত বস্ত্র-পরিবর্ত করে’ মাত্র। প্রেমে বিষ্ণু পূজিবারে নারে’ তিল মাত্র ৯১
শেষে গদাধর-প্রতি বলিলেন বাক্য। “তুমি বিষ্ণু পূজ’, মোর নাহিক সে ভাগ্য ॥”৯২
এইমত বৈকুণ্ঠ-নায়ক ভক্তিরসে। বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রিয়ে দিবসে ॥ ৯৩
একদিন শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-স্থানে। কৃপায় তাহানে অন্ন মাগিল আপনে ॥ ৯৪
“তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়। কিছু ভয় না করিহ—বলিলাঙ দঢ় ॥” ৯৫
এইমত মহাপ্রভু বোলে বার বার। শুনি’ শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার ॥ ৯৬
“ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত। তুমি ধর্ম-সনাতন, মুঞি সে পতিত ॥ ৯৭
মোরে কোথা দিবে, প্রভু! চরণের ছায়া? কীটতুল্য নহোঁ—মোরে এত বড় মায়া! ৯৮
প্রভু বোলে, “ ‘মায়া’ হেন না বাসিহ মনে। বড় ইচ্ছা-বাসো মুঞি তোমার রন্ধনে ॥৯৯

১ (১০ম, ১১শ) সংসার চরিত [ঙ, ছ, ঝ], সভার চরিত [ঘ]; ২ (৯ম) শোক [ঘ, ঙ, জ], (১০ম) দুঃখ [চ, ছ]; ৪ (২য়) -কারুণ্য- [খ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ ঞ], (৭ম) জয় [ক, খ, গ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ৫ (৭ম, ৮ম) সভেই বেড়িয়া [খ, গ]; ৭ (৭ম) পরম [ক্বচিৎ পাঠ], (৮ম) বিভোল [চ], বিভোর [গ, ঘ, ছ]; ৮ (২য়) লীলার [ক], (৭ম) মিলিব [ক, খ, গ, ঞ]; ৯ (১ম) শ্রীনিবাস- [ক, ঙ, চ), (২য়) আমার [খ]; ১০ (৩য়) লীলা [ছ]; ১১শ পংক্তির পর ছ-পুঁথিতে অধিক পাঠ—“জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥” এবং ২৬শ অধ্যায় শেষ হইয়াছে; ১৫ (৪র্থ) এড়িয়া [গ, চ]; ১৬ (৫ম—৭ম) পুনরপি দুই করে [খ]; ১৯ (৩য়) প্রেমরসে [ঘ, ঙ, ছ, জ]; ২৩ (৭ম) ব্রহ্মা- [ক্বচিৎ পাঠ]; ২৪ (৪র্থ) তুমি [গ, চ], নাথ [ছ]; (৭ম) কীটযোগ্য [ক, খ, গ, চ], (১২শ) দয়া [চ]; ২৫ (১০ম) বৈসে [ঘ, ছ], বসে [চ, ঝ]।

সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়। আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইমু সর্বথায়॥" ১০০
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাঞা মনে। যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্তস্থানে॥ ১০১
সভে বলিলেন, "তুমি কেনে কর' ভয়? পরমার্থে ঈশ্বরের কেহো ভিন্ন নয়॥ ১০২
বিশেষে, যে-জন তানে সর্বভাবে ভজে। সর্বকাল তান অন্ন আপনেই খোঁজে॥ ১০৩
আপনে শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে। অন্ন মাগি' খাইলেন স্বভাব-কারণে॥ ১০৪
ভক্তস্থানে মাগি' খায়—প্রভুর স্বভাব। দেহ' গিয়া তুমি বড় করি' অনুরাগ॥ ১০৫
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস' মনে। আলুগোছে তবে গিয়া করহ রন্ধনে॥ ১০৬
বড় ভাগ্য তোমার—এমত কৃপা যা'রে।" শুনি' বিপ্র হরিষে আইলা নিজঘরে॥ ১০৭
স্নান করি' শুক্লাম্বর অতি-সাবধানে। সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে॥ ১০৮
তণ্ডুল-সহিত তবে দিব্য গর্ভথোড়। আলুগোছে দিয়া বিপ্র কৈলা করজোড়॥ ১০৯
"হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।" বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী॥ ১১০
সেইক্ষণে ভক্ত-অন্নে রমা জগন্মাতা। দৃষ্টিপাত করিলেন মহাপতিব্রতা॥ ১১১
ততক্ষণ সর্বামৃত হৈল সেই অন্ন। স্নান করি' প্রভু আসি' হৈলা উপসন্ন॥ ১১২
সঙ্গে নিত্যানন্দ-আদি আপ্ত কথোজন। তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন॥ ১১৩
আপনে লইলা অন্ন, তান ইচ্ছা পালি'। শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতূহলী॥ ১১৪
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সম্মুখে। বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে॥ ১১৫
হাসি' বসিলেন প্রভু আনন্দে ভোজনে। নয়ন ভরিয়া দেখে সর্বভৃত্যগণে॥ ১১৬
ব্রহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা যে-গৌরসুন্দর। সেহো ধ্যানে',—এমত সাক্ষাতে সুদুষ্কর॥ ১১৭
হেন-প্রভু বোলে, "জন্ম যাবত আমার। এমন অন্নের স্বাদ নাহি পাই আর॥ ১১৮
কিবা গর্ভথোড় স্বাদু—না পারি' বলিতে। আলুগোছে এমত বা রান্ধিলা কেমতে? ১১৯
তুমি-হেন জন সে আমার বন্ধুকুল। তুমি-সব লাগি' সে আমার আদি মূল॥" ১২০
শুক্লাম্বর-প্রতি দেখি' কৃপার বৈভব। কান্দিতে লাগিলা অন্যোঽন্যে ভক্ত সব॥ ১২১
এইমত প্রভু পুনঃপুন আস্বাদিঞা। করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হঞা॥ ১২২
যে-প্রসাদ পাইলা ভিক্ষুক শুক্লাম্বর। দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর॥ ১২৩
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে গাই॥ ১২৪

---

৩ (৫ম) পাও [খ, গ]; ৪ (৬ষ্ঠ—১০ম) "তা'র স্থানে মাগি খাইতে নাহি করে' লাজে॥" [গ]; ৫ (১ম) দেখহ [ঞ]; ৬ (৯ম—১১শ) ত করিয়া অন্নপাক [গ]; ৭ (৭ম, ৮ম) আলগ করিয়া [ঘ, ছ, জ, ঝ]; ১০ (৫ম—৯ম) "আলগ করি হাণ্ডিতে দিলেন করি দঢ়॥" [ছ]; ১১ (৪র্থ) মুকুন্দ [ক, খ, গ]; ১৪ (২য়) -চন্দ্র [ছ], (৩য়, ৪র্থ) যত আপ্তগণ [গ]; ১৫ (২য়) লইয়া [ক, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১৬ (৫ম) সমীপে [খ, ঙ]; ১৭ (৯ম) সর্বভক্তগণে [ক, গ, ঘ, চ]; ১৮ (৪র্থ—৮ম) "শুকলাম্বর অন্ন খায় এ বড় দুষ্কর॥" [ছ]; ১৯ (৮ম) স্বাদ [খ, চ, ছ]; ২৫ (২য়) কুলে [গ, ছ], (৭ম—১১শ) "কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥" [ছ], (৯ম, ১০ম) প্রভু চারিবেদে [ঘ, ঙ, জ, ঝ]।

বসিলেন প্রেমে প্রভু ভোজন করিয়া। তাম্বূল খায়েন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥ ১২৫
পত্র লঞা ভক্তগণ ভুঞ্জিলা আনন্দে। ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে-পত্র শিরে বন্দে॥ ১২৬
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে। এমত কৌতুক করে' শ্রীগৌরসুন্দরে॥১২৭
কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ করিয়া কথোক্ষণ। সেইখানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন॥ ১২৮
ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন। তথিমধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে একজন॥ ১২৯
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয়দাস। সে-মহাপুরুষ কিছু দেখিলা প্রকাশ॥ ১৩০
নবদ্বীপে তেনমত নাহি আঁখরিয়া। প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া॥ ১৩১
'আঁখরিয়া-বিজয়' করিয়া সভে ঘোষে'। মর্ম নাহি জানে' লোক ভক্তিহীন-দোষে॥১৩২
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত। বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব সমস্ত॥ ১৩৩
হেম-স্তম্ভ জিনি' হস্ত দীর্ঘ সুবলন। পরিপূর্ণ দেখে তঁহি রত্ন-আভরণ॥ ১৩৪
শ্রীরত্নমুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে। না জানি কি কোটি সূর্য্য চন্দ্র মণি জ্বলে! ১৩৫
আ-ব্রহ্ম পর্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ময়। হস্ত দেখি' পরানন্দ হইলা বিজয়॥ ১৩৬
বিজয় উদ্‌যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে। শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাঁহার মুখেতে॥১৩৭
প্রভু বোলে, "যত দিন মুঞি থাকোঁ এথা। তাবত কাহারে পাছে কহ এই কথা!"১৩৮
এত বলি' হাসে' প্রভু বিজয়ে চাহিয়া। বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া॥ ১৩৯
বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ। ধরেন বিজয়ে, তবু না যায় ধরণ॥ ১৪০
কথোক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয়। শেষে হৈলা পরানন্দ-মূর্ছিত তন্ময়॥ ১৪১
ভক্ত-সব বুঝিলেন—বৈভব-দর্শন। সর্বগণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ ১৪২
সভারে জিজ্ঞাসে' প্রভু, "কি বোল ইহার! আচম্বিতে বিজয়ের বড় ত হুঙ্কার?"১৪৩
প্রভু বোলে, "জানিলাঙ গঙ্গার প্রভাব। বিজয়ের বিশেষে গঙ্গায় অনুরাগ॥ ১৪৪
নৈলে, শুক্লাম্বর-গৃহে দেব-অধিষ্ঠান। কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥"১৪৫
এত বলি' বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত। চেতন করিলা—হাসে' বৈষ্ণব-সমস্ত॥ ১৪৬
উঠিয়াও বিজয় হইলা জড়-প্রায়। সপ্তদিন ভ্রমিলেন সর্ব-নদীয়ায়॥ ১৪৭
আহারের চেষ্টা নাহি যত দেহধর্ম। ভ্রমেণ বিজয়, কেহো নাহি জানে' মর্ম॥ ১৪৮
কথোদিনে বাহ্য-চেষ্টা জানিলা বিজয়। শুক্লাম্বরগৃহে হেন সব রঙ্গ হয়॥ ১৪৯

১ (২য়) মহা- [খ, চ], (২য়,৩য়) প্রভু প্রেম- [ঘ, জ, ঝ, ঞ], (৮ম) কিছু [ক, ঙ, জ, ঞ]; ২ (১ম)পাত্র [ঘ, ছ, জ, ঞ]; (৩য়) ভৃত্যগণ [গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ], (৪র্থ) বসিলা [ক], ভাসিলা [খ, ঞ], ভুলিলা [ঙ,ঝ] (৮ম) আনন্দে [ক], (৯ম) -পাত্র [ঘ, ছ, জ, ঞ]; ৩ (১০ম) প্রভু বিশ্বম্ভরে [ঞ], ৪ (১ম) -কৌতুক [ঙ]; ৮ (৩য়) লোকে [গ, ঙ]; ৯ (১০ম) আনন্দ [চ], ১০ (২য়) -প্রায় [ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৩য়) অতি [ঘ, জ], (৭ম) বাহু [ক, গ]; ১১ (৮ম—১১শ) রত্ন-মণি কোটি সূর্য [ঙ], (৯ম—১১শ) রত্ন-মণি-হেন [ছ], (১০ম) রত্ন [ঘ, জ], (১১শ) যেন [ক, গ]; ১৩ (৪র্থ, ৫ম) লাগিলা করিতে [গ]; ১৬ (৩য়) উঠিলা [চ, জ, ঞ); ১৮ (৩য়) বিভব [ক, খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ]; ১৯ (১০ম, ১১শ) হুহুঙ্কার [ক, খ]; ২১ (৩য়) কৃষ্ণ [গ, চ]; ২৪ (১ম —৪র্থ) আহার পানী নিদ্রা রহিত [ঘ, জ, ঝ, ঞ], না আহার না লঘ্‌বী রহিত [খ, গ, ঙ]।

শুক্লাম্বর-ভাগ্য বলিবারে শক্তি কা'র ?—গৌরচন্দ্র অন্ন-পরিগ্রহ কৈলা যাঁ'র ॥ ১৫০
এইমত ভাগ্যবন্ত-শুক্লাম্বর-ঘরে। গোষ্ঠীর সহিত গৌরসুন্দর বিহরে' ॥ ১৫১
বিজয়েরে কৃপা,—শুক্লাম্বরান্ন-ভোজন। ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে' ভক্তিধন ॥ ১৫২
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর। সর্ববেদবন্দ্য লীলা করে' নিরন্তর ॥ ১৫৩
এইমত প্রতি-বৈষ্ণবের ঘরে-ঘরে। প্রতিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে' ॥ ১৫৪
নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল। ভাব-নামে যত, তাহা প্রকাশে' সকল ১৫৫
মৎস্য কূর্ম নরসিংহ বরাহ বামন। রঘুসিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দনন্দন ॥ ১৫৬
এইমত যত অবতার সে-সকল। সেই রূপ হয় প্রভু স্বভাববৎসল ॥ ১৫৭
এ-সকল ভাব ইহ লুকায় তখনে। সবে না ঘুচিল রাম-ভাব চিরদিনে ॥ ১৫৮
মহামত্ত হৈলা প্রভু হলধর-ভাবে। 'মধু আন' 'মধু আন' '—মহা উচ্চ ডাকে ॥ ১৫৯
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত। ঘট ভরি' গঙ্গাজল দিলা সাবহিত ॥ ১৬০
হেন সে-হুঙ্কার শুনি' হেন সে গর্জন। নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন ॥ ১৬১
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড। পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড ॥ ১৬২
টলমল করে' ভূমি ব্রহ্মাণ্ড-সহিতে। ভয় পায় ভৃত্য সব সে-নৃত্য দেখিতে ॥ ১৬৩
বলরাম-বন্দনা গায়েন সভে গীত। শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্ছিত ॥ ১৬৪
আর্যাতর্জা পঢ়েন পরম-মত্ত-প্রায়। ঢুলিয়া ঢুলিয়া সর্ব অঙ্গনে বেড়ায় ॥ ১৬৫
কি সৌন্দর্য প্রকাশ হইল রাম-ভাবে ! দেখিতে দেখিতে কা'রো আর্তি নাহি ভঙ্গে ॥১৬৬
বলরাম' বলি প্রভু ডাকে ঘনেঘন। বরজ-বালক-সঙ্গে দেহ' দরশন ॥ ১৬৭
সেইক্ষণে নিত্যানন্দ স্বপ্রকাশ করি'। আইলা প্রভুর কাছে সখা সঙ্গে করি' ॥ ১৬৮
শ্রীদাম-সুদাম-আদি বরজ-রাখাল। সুবল মধুমঙ্গল অর্জুন বিশাল ॥ ১৬৯
সকলের গলা প্রভু ধরিয়া আপনে। কান্দিয়া পড়িলা ভূমে—নাহিক চেতনে ॥"১৭০
অতি-অনির্বচনীয় দেখি মুখচন্দ্র। ঘন-ঘন ডাকে নিত্যানন্দ 'নিত্যানন্দ !' ১৭১
কদাচিৎ কখন প্রভুর বাহ্য হয়। "প্রাণ যায় মোর" সবে এই কথা কয় ॥ ১৭২
প্রভু বোলে, "বাপ্ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ। মারিলেন—হেন দেখি জেঠা বলরাম ॥"১৭৩

---

৩ (৮ম) প্রেমধন [ক, গ, চ, ছ ; ৪ (৪র্থ) সর্বদেববন্দ্য [ক, ঘ, ঙ, ছ, ঞ]; ৬ (৩য়) পরম [খ, গ], (৬ষ্ঠ) নাম [ক, গ, ঙ, চ, ছ, জ], ধর্ম [খ], লাভ [ঙ]; ৮ (৫ম, ৬ষ্ঠ) সর্বরূপ [ক, গ, ঙ, চ, ঞ], সর্বভাব [খ], (৭ম ৮ম) প্রবর্ত হয় [গ], (৯ম) করি' ভাব-ছল [খ, গ, ঙ, চ, ঞ], সভার বৎসল [ঘ]; ৯ (৭ম—৯ম) রঘুনাথ রাম হৈলা [ছ], (১০ম) দিনে দিনে [ক]; ১০ (১ম) মহামল্ল [গ], (৪র্থ) বলরাম-[ঙ, চ], (৯ম, ১০ম) উচ্চ করি [চ], বুলি প্রভু [ছ]; ১১ (৩য়) সকল [জ], (৮ম, ৯ম) দিলেন ত্বরিত [গ]; ১২ (৪র্থ) করে [ঙ], (১০ম) তারে' [ক], কান্দে [গ, চ]; ১৪ (৩য়) মহী [ছ], (৭ম) ভক্ত [ঞ]; ১৫ (১ম) -বর্ণনা [ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, ঝ, ঞ]; ১৬ (৩য়) -তত্ত্ব-ময় [ক, গ]; ২৩ (৮ম, ৯ম) সবে মাত্র [জ], (৯ম) মাত্র [গ]; ২৪ (৭ম) মারিবেন [গ], (৮ম, ৯ম) দেখি মোরে [ছ], (৯ম) বুঝি [ধ] ।

এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্ছা পায়। দেখিয়া সে ভক্তগণ কান্দে উচ্চরা'য় ॥ ১৭৪
যেই ক্রীড়া করে' প্রভু সে মহা অদ্ভুত। নানাভাবে নৃত্য করে' জগন্নাথ-সুত ১৭৫
কখন বা বিরহ-প্রকাশ হেন হয়ে। অকথ্য অদ্ভুত প্রেম-সিন্ধু যেন বহে' ॥ ১৭৬
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন। শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত-ভুবন ॥ ১৭৭
আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল। আপনা' পাসরি' যেন করেন সকল ॥১৭৮
পূর্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে। পায়েন পরম-ভয় চন্দ্রের উদয়ে ॥ ১৭৯
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার। কান্দেন সভার গলা ধরিয়া অপার ॥ ১৮০
ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা। রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা ॥ ১৮১
এইমত প্রভুর অপূর্ব প্রেমভক্তি। মনুষ্য কি তাহা বর্ণিবারে ধরে' শক্তি ? ১৮২
নানারূপে নাট্য প্রভু করে' দিনে-দিনে। যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে ॥১৮৩
এক দিন গোপী-ভাবে জগত-ঈশ্বর। 'বৃন্দাবন' ! 'গোপি ! গোপি' ! বোলে নিরন্তর ॥১৮৪
কোনো যোগে তঁহি এক পঢ়ুয়া আছিল। ভাব-মর্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল ॥১৮৫
" 'গোপি গোপি'কেনে বোল নিমাঞিপণ্ডিত ! 'গোপি গোপি' ছাড়ি' 'কৃষ্ণ' বোলহ ত্বরিত ॥
কী পুণ্য জন্মিবে 'গোপি গোপি'-নাম লৈলে। 'কৃষ্ণ'-নাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে ॥"
ভিন্ন ভাব প্রভুর সে, অজ্ঞে নাহি বুঝে। প্রভু বোলে, "দস্যু কৃষ্ণ কোন্ জনে ভজে ?১৮৮
কৃতঘ্ন হইয়া 'বালি' মারে দোষ বিনে। স্ত্রীজিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক-কাণে ॥ ১৮৯
সর্বস্ব লইয়া 'বলি' পাঠায় পাতালে। কি হইব আমার তাহার নাম লৈলে ॥" ১৯০
এত বলি' মহাপ্রভু স্তম্ভ হাথে লঞা। পঢ়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হঞা ॥ ১৯১
আথেব্যথে পঢ়ুয়া উঠিয়া দিল রড়্। পাছে ধায় মহাপ্রভু বলি' "ধর্ ধর্' ॥" ১৯২
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ—ঠেঙ্গা হাথে ধায়। সত্বরে সংশয় মানি' পঢ়ুয়া পলায় ॥ ১৯৩
ভিন্ন-ভাবে ধায় প্রভু, না জানে পঢ়ুয়া। প্রাণ লঞা মহা—ত্রাসে যায় পলাইয়া ॥১৯৪
আথেব্যথে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ। আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ ॥ ১৯৫
সভে মিলি' স্থির করাইলেন প্রভুরে। মহাভয়ে পঢ়ুয়া পলাঞা গেল দূরে ॥ ১৯৬
সত্বরে চলিলা যথা পঢ়ুয়ার গণ। সর্ব-অঙ্গে কম্প, শ্বাস বহে ঘনেঘন ॥ ১৯৭
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে' সভে ভয়ের কারণ। "কী জিজ্ঞাস ? আজি ভাগ্যে রহিল জীবন ॥১৯৮

---

১ (৪র্থ) মহা [ঙ], (৬ষ্ঠ) যায় [খ, চ, ঞ], (৭ম, ৮ম) দেখি তবে [ছ], দেগি ত্রাসে [ঝ, ঞ], (১১শ) উভরায় [ঘ, জ]; ২ (৮ম) নানাসুখে [ঘ, ছ, জ]; ৩ (৬ষ্ঠ) করে [ক, খ, গ, চ], (১১শ) ঝরে [ক, খ, গ, চ]; ৪ (৩য়) ভাবিয়া [ক. গ, ঞ], (৭ম) শুনিতে [ঙ, চ, ঞ]; ৫ (৪র্থ) আনন্দে [গ], কহেন [ঝ]; ৬ (৫ম, ৬ষ্ঠ) বিরহ ভাবয়ে [ঘ, ছ], (৮ম) মরণ- [ক, ঞ], মরণ হেন [চ]; ৭ (৫ম, ৬ষ্ঠ) করেন হুঙ্কার [ছ]; ৮ (১ম) ভাব রসে [গ, চ, জ] ভাববশে [ঘ, ঙ, ঞ]; ৯ (১ম) এইরূপে [ছ], (৪র্থ) কৃষ্ণভক্তি [গ, ঙ]; ১১ (৮ম) করে [ঙ], জপে [চ]; ১২ (১ম) দৈব [চ], (১ম—৫ম) পঢ়ুয়া সকল সেই স্থানেতে [ক], (৩য়) তথা [চ, ছ], তাহা [ঞ];১৫ (১০ম) দুষ্ট [ছ]; ১৮ (৪র্থ) লাঠি [ছ], (৯ম) ধায় [গ]; ২৪ (৭ম) ঘর্ম [খ, ঝ, ঞ]; ২৫(৮ম) ভাই [ঘ,ঙ,চ,ছ,জ] ।

সভে বোলে, 'বড় সাধু নিমাঞিপণ্ডিত'। দেখিতে গেলাঙ আজি তাহার বাড়ীত ॥১৯৯
দেখিলাঙ,—বসিয়া জপেন এই নাম। অহর্নিশ 'গোপী গোপী', না বোলয়ে আন ॥২০০
তবে আমি বলিলাঙ 'কি কর' পণ্ডিত! কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল—যেন শাস্ত্রের বিহিত ॥'২০১
এই বাক্য শুনি' মহা-ক্রোধে অগ্নি হঞা। ঠেঙ্গা হাথে আমারে আইল খেদাড়িঞা ॥২০২
কৃষ্ণেরেহ হইল যতেক গালাগালি। তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি ॥২০৩
রক্ষা পাইলাঙ আজি পরমায়ু-গুণে। কহিলাঙ এই আজিকার বিবরণে॥" ২০৪
শুনিয়া হাসয়ে সব মহা-মূর্খগণে। বলিতে লাগিল যা'র যেন লয় মনে॥ ২০৫
কেহো বোলে,"ভাল ত 'বৈষ্ণব' বোলে লোকে। ব্রাহ্মণে লঙ্ঘিতে আইসেন মহাকোপে॥"
কেহো বোলে, " 'বৈষ্ণব' বা বলিমু কেমনে?—'কৃষ্ণ'-হেন নাম নাহি বোলয়ে বদনে॥"
কেহো বোলে, "শুনিলাঙ অদ্ভুত আখ্যান। বৈষ্ণবে জপেন মাত্র 'গোপী গোপী' নাম॥"
কেহো বোলে, "এত বা সম্ভ্রম কেনে করি। আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি ?২০৯
তেঁহো সে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি? তেঁহো সে মারিতে বা আমরা কেনে সহি ?২১০
রাজা ত নহেন—তেঁহো মারিবেন কেনে? আমরাও সমবায় হঙ সর্বজনে॥ ২১১
যদি তেঁহো মারিতে ধায়েন পুনর্বার। আমরা সকল তবে না সহিমু আর॥ ২১২
তেঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথমিশ্র-সুত। আমরাহ নহি অল্প-মানুষের পুত॥ ২১৩
হের সভে পড়িলাঙ কালি তান-সনে। আজি তেঁহো 'গোসাঞি' বা হইলা কেমনে?"২১৪
এইমত যুকতি সে কৈল পাপিগণ। জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন॥ ২১৫
একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিঞা। চতুর্দিগে সকল পার্ষদগণ লঞা॥ ২১৬
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত। কেহো না বুঝিল অর্থ, সভে চমকিত॥ ২১৭
"করিলুঁ পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে। উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥"২১৮
বলি' অট্ট অট্ট হাসে' সর্বলোকনাথ। কারণ না বুঝি' ভয় জন্মিল সভা'ত॥ ২১৯
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর। জানিলেন—'প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর'॥ ২২০
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায়। 'হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সর্বথায়॥ ২২১
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্ধান।' দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ॥ ২২২
ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হাথে ধরি'। নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥২২৩
প্রভু বোলে, "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়! তোমারে কহিয়ে নিজ-হৃদয় নিশ্চয়॥ ২২৪
ভাল সে আইলাঙ আমি জগত তারিতে। তারণ নহিল, আইলাঙ সংহারিতে॥ ২২৫

---

১ (৯ম,১০ম) তাহান চরিত [ঙ]; ২ (৬ষ্ঠ—৮ম) গোপী গোপী বোলে মাত্র [চ]; ৩ (১ম) তাহে [ঘ,ছ,জ] তাতে [চ ঞ], (৫ম) বল [গ]; ৫ (৯ম) বলিতে [ঙ, ছ]; ৭ (৫ম) বলিতে [খ, ঙ, ঞ]; ৮ (৯ম) মারিতে [ছ]; ৯ (৯ম, ১০ম) ত' না বোলেন [ঝ]; ১০ (৭ম) জপয়ে [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৫(৩য়)-পুত্র [ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৭ম) পুত্র [গ, ছ] সুত [খ, ঙ, জ, ঞ]; ১৭ (৫ম) সর্বগণ [ক]; ২৪ (৮ম) আকুল [ঙ]; ২৫ (৭ম) প্রভু [ঘ, ছ, জ]; ২৭ (১০ম) সে মারিতে [ক, খ, গ, চ]।

আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধ-নাশ ! একগুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি-পাশ !! ২২৬
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে। তখনেই পড়ি' গেল অশেষ-বন্ধনে ॥ ২২৭
ভাল লোক তারিতে করিলুঁ অবতার। আপনে করিলুঁ সর্বজীবের সংহার ॥ ২২৮
দেখ, কালি শিখা-সূত্র সব মুণ্ডাইয়া। ভিক্ষা করি' বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥ ২২৯
যে-যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে। ভিক্ষুক-হইমু কালি তাহার দুয়ারে ॥২৩০
তবে মোরে দেখি' সে-ই ধরিব চরণ। এইমতে উদ্ধারিমু সকল ভুবন ॥ ২৩১
সন্ন্যাসীরে সর্বলোকে করে' নমস্কার। সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে' প্রহার ॥২৩২
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে-ঘরে। ভিক্ষা করি' বুলোঁ দেখোঁ—কে মোহরে মারে ॥২৩৩
তোমারে কহিলু এই আপন-হৃদয়। গারিহস্ত-বাস মুঞি ছাড়িমু নিশ্চয় ॥ ১৩৪
ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে। বিধি দেহ' তুমি মোরে সন্ন্যাস গ্রহণে ॥২৩৫
যেরূপ করাহ তুমি, সে-ই হই আমি। এতেকে বিধান দেহ' অবতার জানি' ॥ ২৩৬
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে। ইহাতে নিষেধ নাহি করিবা আমারে ॥ ২৩৭
ইথে মনে দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ। তুমি ত জানহ অবতারের কারণ ॥ ২৩৮
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্ধান। অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ ॥ ২৩৯
কোন্ বিধি দিব—কিছু না আইসে বদনে। 'অবশ্য করিব প্রভু' জানিলেন মনে ॥ ২৪০
নিত্যানন্দ বোলে, "প্রভু ! তুমি ইচ্ছাময়। যে তোমার ইচ্ছা, প্রভু ! সেই সে নিশ্চয় ॥২৪১
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে ? সেই সত্য—যে তোমার আছয়ে অন্তরে ॥
সর্বলোকপাল তুমি সর্বলোকনাথ। ভাল হয় যেমতে, সে বিদিত তোমা'ত ॥ ২৪৩
যেরূপে করিবে, প্রভু ! জগত উদ্ধার। তুমি সে জানহ তাহা, কে জানয়ে আর ॥ ২৪৪
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত। তুমি যে করিবা, সে-ই হইব নিশ্চিত ॥ ২৪৫
তথাপিহ কহ সর্বসেবকের স্থানে। কে বা কি বোলেন, তাহা শুনহ আপনে ॥ ২৪৬
তবে যে তোমার ইচ্ছা, করিব তাহারে। কে তোমার ইচ্ছা, প্রভু ! বিরোধিতে পারে ?"
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা। পুনঃপুন আলিঙ্গন করিতে লাগিলা ॥ ২৪৮
এইমত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি'। চলিলেন বৈষ্ণব-সমাজে গৌরহরি ॥ ২৪৯
'গৃহ ছাড়িবেন প্রভু' জানি' নিত্যানন্দ। বাক্য নাহি স্ফুরে, দেহ হইল নিষ্পন্দ ॥ ২৫০
স্থির হঞা নিত্যানন্দ মনে-মনে গণে'।—"প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে ? ২৫১
কেমনে বঞ্চিব আই কাল—দিবা-রাতি।" এতেক চিন্তিতে মূর্ছা পায় মহামতি ॥ ২৫২
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ-রায়। নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দেন সদায় ॥ ২৫৩
মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র। দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম-আনন্দ ॥ ২৫৪

---

৫ (৮ম) আনি [ক]; ৭ (২য়) সর্বজন [ক]; ৯ (৩য়) আনি [জ],(৫ম) গৃহবাস রস [ক্বচিৎ পাঠ]; ১০(১২শ) সন্ন্যাস-কারণে [খ—জ, ঞ]; ১১ (১০ম) অভিপ্রায় [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৯ (৩য়) তুমি [গ, ঙ, চ]; ২৫ (৮ম) মুখে [গ]।

প্রভু বোলে, “গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।” মুকুন্দ গায়েন, প্রভু শুনিয়া বিহ্বল ॥ ২৫৫
‘বোল বোল’ হুঙ্কার করেন দ্বিজমণি। পুণ্যবন্ত-মুকুন্দের শুনি’ দিব্য ধ্বনি ॥ ২৫৬
ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব-সম্বরণ। মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন ॥ ২৫৭
প্রভু বোলে, “মুকুন্দ! শুনহ কিছু কথা। বাহির হইমু আমি, না রহিমু এথা ॥ ২৫৮
গারিহস্ত আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত। শিখা-সূত্র ছাড়িয়া চলিমু যে-তে ভিত ॥”২৫৯
শ্রীশিখার অন্তর্ধান শুনিয়া মুকুন্দ। পড়িলা বিরহে, সব ঘুচিল আনন্দ ॥ ২৬০
কাকু করি’ মুকুন্দ বোলয়ে মহাশয়। “যদি প্রভু! এমত সে করিবা নিশ্চয় ॥ ২৬১
দিন-কথো এইরূপে করহ কীর্তনে। তবে, প্রভু! করিহ সে, যে তোমার মনে ॥”২৬২
মুকুন্দের কাকু শুনি’ গৌরাঙ্গসুন্দর। চলিলেন যথায় আছেন গদাধর ॥ ২৬৩
সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর। প্রভু বোলে, “শুন কিছু আমার উত্তর ॥ ২৬৪
না রহিমু গদাধর! আমি গৃহবাসে। যে-তে-দিগে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥ ২৬৫
শিখা-সূত্র সর্বথায় আমি না রাখিমু। মাথা মুণ্ডাইয়া যে-তে-দিগে চলি’ যামু ॥”২৬৬
শ্রীশিখার অন্তর্ধান শুনি’ গদাধর। বজ্রপাত যেন হৈল শিরের উপর ॥ ২৬৭
অন্তরে দুঃখিত হঞা বোলে গদাধর। “যতেক অদ্ভুত, সেই তোমার উত্তর ॥ ২৬৮
শিখা-সূত্র ঘুচাইলে যদি কৃষ্ণ পাই। গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই? ২৬৯
মাথা মুণ্ডাইলে, সে সকল দেখি হয়? তোমার যে মত, সে বেদের মত নয় ॥ ২৭০
অনাথিনী-মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবা? প্রথমেই জননীর বধ-ভাগী হৈবা ॥ ২৭১
তুমি গেলে সর্বথা জীবন নাহি তান। সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁ’র প্রাণ ॥ ২৭২
ঘরে থাকিলে কি ঈশ্বরের প্রীত নহে? গৃহস্থ সে সভার প্রীতের স্থল হয়ে ॥ ২৭৩
তভু মাথা মুণ্ডাইলে যদি স্বাস্থ্য পাও। যে তোমার ইচ্ছা, তাই করি’ চলি’ যাও ॥”২৭৪
এইমত আপ্ত-বৈষ্ণবের স্থানে-স্থানে। “শিখা-সূত্র ঘুচাইমু” বলিলা আপনে ॥ ২৭৫
সভেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্ধান। মূর্ছিত পড়িলা কা’রো দেহে নাহি জ্ঞান ॥২৭৬

(রামকিরি রাগ)—

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন। শ্রীশিখা সঙরি’ কান্দে সর্বভক্তগণ ॥ (ধ্রু) ২৭৭
কেহো বোলে, “সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে। আর মালা গাঁথিয়া কি না দিমু উপরে?”২৭৮
কেহো বোলে, “না দেখিয়া সে কেশ-বন্ধন। কেমতে রহিব এই পাপিষ্ঠ জীবন?”২৭৯

---

২ (৭ম) হেন [ক, গ, ঞ]; ৮ (৬ষ্ঠ) তুমি [ক, গ, চ]; ৯ (২য়) বাক্য [ক, খ, গ, চ]; ১৩ (৫ম—৭ম) বজর পড়য়ে যেন [ঘ, ছ, জ]; ১৪ (১০ম) গোচর [গ, ঘ, ছ, জ], ১৫ (২য়,৩য়) ঘুচাইলেই সে [ঙ, ঝ, ঞ], (৩য়) যবে [ঘ], (৭ম—১০ম) বৈষ্ণব কি তোমার মত [ছ]; ১৬ (২য়—৫ম) মুড়াইলে প্রভু কিবা কর্ম [খ], (৫ম) সিদ্ধ [চ], (১০ম—১৩শ) এবে বেদের মত হয় [গ]; ১৭ (৫ম) প্রেমময় [ক]; ১৯ (৪র্থ) সে কৃষ্ণের [ক]; ২০ (১১শ, ১২শ) কর’ গিয়া [ঙ], কর চল [ক, গ, ঘ ছ, জ, ঝ, ঞ]; ২২ (৫ম—১০ম) “মূর্ছিতে পড়য়ে কেহো, নাহি রহে প্রাণ ॥” [গ], (৭ম—৯ম) সভে নাহি বাহ্য [ক]; ২৪ (৮ম) ভাগবতগণ [ঞ]; ২৬ (৬ষ্ঠ) চাঁদ-বদন [চ]।

"সে কেশের দিব্য গন্ধ না পাইমু আর।" এত বলি' শিরে কর হানে' আপনার ॥২৮০
কেহো বোলে, "সে সুন্দর কেশে আরবার। আমলক দিয়া কি না করিব সংস্কার ॥"২৮১
'হরি হরি' বলি' কেহো কান্দে উচ্চস্বরে। ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥ ২৮২
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৮৩

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসগৃহে শ্রীগৌরাঙ্গস্য স্নানং, শ্রীবাসপুত্রস্য পরলোক-গমনম্, শ্রীশুক্লাম্বরান্নভোজনম্, শ্রীবলদেবাবেশঃ, শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগোপী-নামোচ্চারণম্, সন্ন্যাসগ্রহণে যুক্তিস্তথা ভক্তদুঃখং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

১ (২য়) কেশেতে, (৬ষ্ঠ) বহিব [গ], (১১শ) কেহ [খ, ঘ, চ, ছ, জ]; ৩ (৯ম) বিরহ [খ, গ]; ৪ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- , (২য়, ৩য়) জান [ঘ, ঙ, জ, ঝ]। (চন্দ্র- জ)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
জয় জয় বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন। জয় জয় গৌরসিংহ পতিতপাবন ॥ ২
এইমত অন্যোঽন্যে সর্বভক্তগণ। প্রভুর বিরহে সভে করেন ক্রন্দন ॥ ৩
"কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া। কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া ॥ ৪
সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিব আর। কোন্ দিগে যায়েন বা করিয়া বিচার ॥"৫
এইমত ভক্তগণ ভাবে' নিরন্তরে। অন্ন জল কা'রো নাহি রোচয়ে শরীরে ॥ ৬
সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে'। প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে' সভারে ॥ ৭
প্রভু বোলে, "তোমরা চিন্তহ কি কারণ ? তুমি-সব যথা, তথা আমি সর্বক্ষণ ॥ ৮
তোমরা বা ভাব'—'আমি সন্ন্যাস করিয়া। চলিবাঙ আমি তোমা'সভারে ছাড়িয়া ॥'৯
সর্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে। তোমা'সভা' আমি না ছাড়িমু কোন ক্ষণে ॥১০
সর্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ। এই জন্ম হেন না,—জানিবা জন্ম-জন্ম ॥ ১১

১৬ (৭ম) চেষ্টা [ক], (৯ম) কাহারো [ক]; ১৯ (১ম, ২য়) তোমরা বলহ [ক], তোমরা বা ভাব [খ, গ, ঞ], (২য়) চিন্তে [চ]; ২০ (৫ম) করিহ [ক, খ, গ], (৭ম—১০ম) তুমি-সব আমা না ছাড়িব [ক]; ২১ (২য়—৪র্থ) তোমরা আমার সব অঙ্গ [ক]।

এই জন্মে যেন তুমি-সব আমা'-সঙ্গে। নিরবধি আছ সংকীর্তন-সুখ-রঙ্গে ॥ ১২
এইমত আছে আরো দুই অবতার। 'কীর্তন-আনন্দ'-রূপ হইব আমার ॥ ১৩
তাহাতেও তুমি-সব এইমত রঙ্গে। কীর্তন করিবা মহাসুখে আমা'-সঙ্গে ॥ ১৪
লোকরক্ষা-নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস। এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর' নাশ ॥"১৫
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সভারে। প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু পুনঃপুন করে' ॥ ১৬
প্রভুবাক্যে ভক্তসব কিছু স্থির হৈলা। সভা প্রবোধিয়া প্রভু নিজ-বাসে গেলা ॥ ১৭
পরম্পরা এ-সকল যতেক আখ্যান। শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ ॥ ১৮
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা। হেন দুঃখ জন্মিল—না জানে' আছে কোথা ॥১৯
মূর্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে। নিরবধি ধারা বহে, নারে' নিবারিতে ॥ ২০
বসিয়া আছেন প্রভু কমললোচন। কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন ॥ ২১

(ভাটিয়ারি রাগ)—

না যাইহ, আরে বাপ্! আমারে ছাড়িয়া। পাপ প্রাণ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া ॥২২

(নিমাঞি রে ॥ ধ্রু ॥)—

কমল-নয়ন তোর শ্রীচন্দ্র-বদন। অধর সুরঙ্গ, কুন্দ-মুকুতা-দশন ॥ ২৩
অমিয়া বরিষে তোর মধুর বচনে। না দেখি' বাঁচিমু কি সে গজেন্দ্রগমনে ? ২৪
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি তোর অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর ॥ ২৫
পরম বান্ধব গদাধর-আদি সঙ্গে। গৃহে রহি' কীর্তন করহ তুমি রঙ্গে ॥ ২৬
ধর্ম বুঝাইতে, বাপ্! তোর অবতার। জননী ছাড়িবা—কোন্ ধর্ম বা বিচার ? ২৭
তুমি ধর্মময় যদি জননী ছাড়িবা। কেমতে জগতে তুমি ধর্ম বুঝাইবা ?" ২৮
প্রেমশোকে কহে শচী, শুনে বিশ্বম্ভর। প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ, না করে' উত্তর ॥২৯
তোমার অগ্রজ আমা' ছাড়িয়া চলিলা। বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ্ গমন করিলা ॥ ৩০

১ম পংক্তির পর একটি মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ—"যুগে যুগে অনেক আমার অবতার। সে সকলে সঙ্গী সবে হ'য়েছ আমার ॥"; ২ (৬ষ্ঠ) সংকীর্তন-আনন্দ-রূপ [ক, খ, ঘ, ছ], (৮ম) অপার [ঘ]; ৪ (১ম) লোকশিক্ষা- [খ, গ]; ৫ (১ম—৪র্থ) এতেকে প্রবোধ-বাক্য বলিয়া [ক]; ৬ (৯ম) নিজগৃহে [ঘ, ঙ, ছ, ঞ]; ৭ (১ম) পরস্পর [ক], (২য়) শুনিলেন [ঘ, ঙ, ছ, জ]; ৯ (৪র্থ, ৫ম) পড়য়ে ভূমিতে [ঘ, ছ, জ], (৯ম, ১০ম) না পারে রাখিতে [খ, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ]; ১০ (১ম—৩য়) বসি' আছে বিশ্বম্ভর [ঞ]; ১২ (১ম—৩য়) না জায়া না জায়া [ক, ঘ, ছ, জ], না যাইয় না যাইয় [ঝ], না যাইও ওরে [ঞ], (৫ম) মায়েরে [ঞ], (৮ম) জীবন [ঘ, জ], জীউ [ঝ, ঞ]; ১৩ গৌরাঙ্গ হে [ক, গ, ঝ]; ১৫ (২য়—৫ম) বরিখে যেন সুন্দর বচন [খ, ঝ, ঞ], (৬ষ্ঠ—১০ম) কেমনে বঞ্চিব না দেখি [ক, ঘ, ঙ, জ, ঝ]; ১৬ (৩য়) সহচর [ঘ, ছ, জ], (৮ম) সোসর [গ, ঞ]; ২০ (৬ষ্ঠ—৯ম) প্রেমে রুদ্ধ-কণ্ঠ কিছু না কহে [ক]; ২০শ পংক্তির পর ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, জ পুঁথিতে অধিক পাঠ—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥"ও অধ্যায়-সমাপ্তি দৃষ্ট হয়। (ক-২৭, খ-২৬, গ-২৪, ঘ-০, ঙ, চ ও জ-২৫—এইরূপ অধ্যায় সমাপ্তি হইয়াছে); ২১শ পংক্তির পূর্বে অধিক পাঠ—"সুহই রাগ, পূরবী তান" [খ]; "করুণা ভাটিয়ারি রাগ। প্রাণের গৌরাঙ্গ আরে বাপ!" [ঙ]; "জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥" [জ]।

তোমা দেখি' সকল সন্তাপ পাসরিলুঁ। তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্বথা ছাড়িমু॥ ৩১

(করুণ ভাটিয়ারি রাগ)—

প্রাণের নিমাই হের'রে বাপ্ ! অনাথিনী ছাড়িতে না যুয়ায়।
সভা' লঞা কর' নিজ-অঙ্গনে কীর্তন নিত্যানন্দ আছে তোমার একান্ত সহায় ॥ধ্রু॥৩২
(তোর) প্রেমময় দুই আঁখি, দীর্ঘভুজ দুই দেখি', বচনেতে' অমিয়া বরিষে।
বিনি-দীপে ঘর মোর, তোমার অঙ্গেতে উজোর, রাঙ্গা পায় কত মধু বৈসে॥" ৩৩
প্রেমশোকে কহে শচী, বিশ্বম্ভর শুনে বসি', (যেন) রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
* শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, প্রভুর ভকতবৃন্দ, বৃন্দাবনদাস রস গায়॥ ৩৪

এইমত বিলাপ করয়ে শচীমাতা। মুখ তুলি' ঠাকুর না কহে এক কথা॥ ৩৫
বিবর্ণ হইলা শচী—অস্থি-চর্ম-সার। শোকাকুলা দেবী কিছু না করে' আহার॥ ৩৬
প্রভু দেখে,—জননীর জীবন না রহে। নিভৃতে বসিয়া তানে গোপ্যকথা কহে॥৩৭
প্রভু বোলে, "মাতা! তুমি স্থির কর' মন। শুন,—যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥৩৮
চিত্ত দিয়া শুন, মাতা! আপন গুণগ্রাম। কোনকালে আছিল তোমার 'পৃশ্নি' নাম॥৩৯
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী। তবে তুমি স্বর্গে হৈলা 'অদিতি' আপনি॥৪০
তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার। তথাই আছিলা তুমি জননী আমার॥ ৪১
তবে তুমি দেবহূতি হৈলা আরবার। তথাহ কপিল আমি নন্দন তোমার॥ ৪২
তবে ত কৌশল্যা হৈলা আরবার তুমি। তথাহ তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥ ৪৩
তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা। কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥ ৪৪
তথাহ আমার তুমি আছিলা জননী। তুমি সেই দেবকী তোমার পুত্র আমি॥ ৪৫
গোকুলে আছিলা তুমি যশোদা-রোহিণী'। তথাহ তোমার পুত্র 'রাম-কৃষ্ণ' আমি॥৪৬
আরো দুই জন্ম এই সংকীর্তনারম্ভে। হইমু তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥ ৪৭
এইমত তুমি মোর মাতা জন্মে-জন্মে। তোমায় আমায় কভু ত্যাগ নাহি মর্মে॥ ৪৮
অমায়ায় এই সব কহিলাঙ কথা। আর তুমি মনে দুঃখ না ভাব' সর্বথা॥" ৪৯

---

১ (৮ম) তবে [গ], (১০ম) নিশ্চয় [ঙ]; ৩ (২য়—৪র্থ) গৌরাঙ্গ হে [ক, ছ, জ], (৩য়) হের [ঝ]; ৪ (৩য়—৫ম) কীর্তন কর' বোলে তোর মায় [চ], (৭ম—১০ম) আছেন সহায় [ক, ঙ, জ, ঝ], আছে তোমার প্রাণের সহায় [চ], আছয়ে সহায় অনুক্ষণ [ঞ]; ৫ (৮ম) চরণেতে [ঘ, চ], (১০ম) বরিখে [গ], বরিষে হে [ক, ঝ] ৬ (২য়—৬ষ্ঠ) মোর ঘরে তোমায় উজ্জ্বল করে [ক], (১১শ) বৈসে হে [ক, ছ, ঝ]; ৭ (৫ম, ৬ষ্ঠ) -রায়ে [ছ]; ৮ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [ক, ঙ], (২য়) নিত্যানন্দচান্দ জান [ক], নিত্যানন্দচাঁদ [ঙ], চাঁদ পঁহু জান [চ], (৩য়,৪র্থ) প্রভু জান [গ], সুখদাতানন্দ [ঘ], সুখদাতা সদানন্দ [জ, ঝ], অদ্বৈত শ্রীগৌরচন্দ্র [ঞ], (৬ষ্ঠ, ৭ম) রস গান [গ] তছু পদযুগে গান [ঙ, চ]; * ৮ম পংক্তির পর 'খ, ঙ, চ' পুঁথিতে অধ্যায় সমাপ্তি দৃষ্ট হয়; ৯(৫ম) মাথা [ছ], (১০ম) কোন [খ, ঞ]; ১১ (২য়) দেখি [খ, ঙ, চ, ঞ], (৯ম) কিছু [ঞ]; ১৩ (৩য়, ৪র্থ) শুনহ [খ, ঙ, ঝ, ঞ], (৬ষ্ঠ) -জন্মে [ঙ]; ১৬ (৫ম) অবতার [ক, চ]; ১৮ (৩য়) আরবার [ছ]; ১৯ (৯ম) দেবকী- [ক, ঙ, চ, ঝ], দৈবকী [ঞ]; ২১ (৬ষ্ঠ) হইল [কচিৎ পাঠ]।

কহিলেন প্রভু অতি রহস্য-কথন। শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন॥ ৫০
এইমত আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর। সংকীর্তন আনন্দ করেন নিরন্তর॥ ৫১
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখন কি করে'? ঈশ্বরের কর্ম কেহো বুঝিতে না পারে'॥ ৫২
নিরবধি পরানন্দ সংকীর্তন-রঙ্গে। হরিষে থাকেন সর্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে॥ ৫৩
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ। পাসরি' রহিলা সভে প্রভুর গমন॥ ৫৪
সর্ব-দেবে মনে ভাবে' যাঁহারে দেখিতে। ক্রীড়া করে' ভক্তগণ সে-প্রভু-সহিতে॥ ৫৫
যে-দিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে। নিত্যানন্দ-স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে॥ ৫৬
"শুন শুন নিত্যানন্দ-স্বরূপ গোসাঞি! এ-কথা ভাঙ্গিবা সবে পঞ্চজন-ঠাঞি॥ ৫৭
এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে। নিশ্চয় চলিমু আমি করিতে সন্ন্যাসে॥ ৫৮
'ইন্দ্রাণি'-নিকটে কাটোয়া-নামে গ্রাম। তথা আছে 'কেশবভারতী' ভাগ্যবান॥৫৯
তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত। এই পঞ্চ-জনে সবে করিবা বিদিত॥ ৬০
আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য, অপর মুকুন্দ॥" ৬১
এইকথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে। কহিলেন প্রভু, ইহা কেহো নাহি জানে'॥৬২
পঞ্চজন-স্থানে মাত্র এ-সব কথন। কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন॥ ৬৩
সেইদিন প্রভু সর্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে। সর্বদিন গোঙাইলা সংকীর্তন-রঙ্গে॥ ৬৪
পরম-আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন। সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন॥ ৬৫
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গাতীরে। ক্ষণেক থাকিয়া পুন আইলেন ঘরে॥ ৬৬
আসিয়া বসিলা গৃহে গৌরাঙ্গ-সুন্দর। চতুর্দিগে বসিলেন সর্ব-অনুচর॥ ৬৭
সে-দিনে চলিব প্রভু কেহো নাহি জানে'। কৌতুকে আছেন সভে ঠাকুরের সনে॥৬৮
বসিয়া আছেন প্রভু কমললোচন। সর্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন॥ ৬৯
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে। সভেই চন্দন মালা লই দুই করে॥ ৭০
হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি। কে বা কোন্‌দিগে হৈতে আইসে—না জানি॥৭১
কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে। ব্রহ্মাদিরো শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে॥ ৭২
দণ্ড-পরণাম হঞা পড়ে সর্বজন। একদৃষ্ট্যে সভেই চা'হেন শ্রীবদন॥ ৭৩

২ (৫ম) কীর্তন-, (৬ষ্ঠ) প্রভু করে [খ, জ]; ৩ (৬ষ্ঠ, ৭ম) ঈশ্বর-সমর্থ [ক]; ৪ (১ম) নিরন্তর [ঘ, ঙ, ছ, জ], (২য়) প্রেমানন্দ [ক], পরমানন্দ [গ], সংকীর্তন [ঘ, ঙ], কীর্তন [জ], (৩য়) পরমানন্দ- [ঘ, ঙ, জ], (৬ষ্ঠ) -সেবকের [ঙ]; ৬ (১ম) বেদে [ক, গ, ঙ, চ, ঝ, ঞ], (২য়—৪র্থ) ভাবেন যে প্রভুরে [ঙ, ঞ]; ৮ (৬ষ্ঠ) কহিবে [ঙ, ছ, ঞ]; ১০ (১ম) ইন্দ্রানির সমীপে [ক, খ, ছ, জ], (৭ম) শুদ্ধ নাম [ক, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ১১ (৬ষ্ঠ, ৭ম) পাঁচ-জনে কথা [জ], (৬ষ্ঠ—৮ম) পাঁচ জনারে কথা কহিবা [ঘ]; ১৩ (৫ম, ৬ষ্ঠ) মহাপ্রভু [চ]; ১৭ (৬ষ্ঠ) রহিয়া [খ, গ]; ১৮ (৪র্থ) শ্রীগৌরসুন্দর [খ, চ, ঞ], (৭ম) -সহচর [ছ]; ১৯ (১ম) যে- [ঞ], (১০ম) ঈশ্বরের [জ], (১১শ) স্থানে [ক, গ]; ২০ (৬ষ্ঠ) শোভয়ে [ঘ, ঙ, জ]; ২১ (৩য়) আইসে প্রভু [চ, ছ], (৫ম) সভারে, (৮ম) দেন [ক], ২৩ (১ম, ২য়) কত, (৫ম) ঠাকুর দেখিতে [ক], (৯ম) না পারি [ঘ, ঙ, জ], (১০ম) লখিতে [ক]; ২৪ (১ম—৩য়) দণ্ডবৎ প্রণাম হইয়া [ক, খ, চ, ছ], (৮ম) শ্রীচরণ [ঞ]।

আপন-গলার মালা সভাকারে দিয়া। আজ্ঞা করে' প্রভু সভে "কৃষ্ণ গাও গিয়া ॥৭৪
বোল কৃষ্ণ, ভজ' কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ বিনা কেহো কিছু না ভাবিহ আন ॥৭৫
যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকয়ে সভার। তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইহ আর ॥ ৭৬
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত' কৃষ্ণ বোলহ বদনে ॥" ৭৭
এইমত শুভদৃষ্টি করি সভাকারে। উপদেশ কহিয়া কহেন "যাও ঘরে" ॥ ৭৮
এইমত কত যায়, কত বা আইসে। কেহো কা'রে নাহি চিনে—আনন্দে ত ভাসে ॥৭৯
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন-মালায়। চন্দ্রের কিরণ-শোভা কহনে না যায় ॥ ৮০
প্রসাদ পাইয়া সভে হরষিত হৈয়া। উচ্চ হরিধ্বনি সভে যায়েন করিয়া ॥ ৮১
এক লাউ হাথে করি সুকৃতি শ্রীধর। হেনই সময়ে আসি হইলা গোচর ॥ ৮২
লাউ ভেট দেখি' হাসে' বৈকুণ্ঠের রায়। "কোথায় পাইলা ?" প্রভু জিজ্ঞাসে' কৃপায় ॥৮৩
নিজ-মনে জানে' প্রভু "কালি চলিবাঙ। এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ ॥ ৮৪
শ্রীধরের পদার্থ কি হইব অন্যথা ? এ-লাউ ভোজন আজি করিমু সর্বথা ॥" ৮৫
এতেক চিন্তিয়া ভক্তবাৎসল্য রাখিতে। জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে ॥ ৮৬
হেনই সময়ে আর কোন ভাগ্যবান্। দুগ্ধ ভেট আনিয়া দিলেন বিদ্যমান ॥ ৮৭
হাসিয়া ঠাকুর বোলে, "বড় ভাল ভাল। দুগ্ধ-লাউ পাক গিয়া করহ সকাল ॥" ৮৮
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন। হেন ভক্তবৎসল শ্রীশচী-নন্দন ॥ ৮৯
এইমতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয়-প্রহর ॥ ৯০
সভারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর। ভোজনে বসিলা আসি' ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥ ৯১
ভোজন করিয়া প্রভু মুখ-শুদ্ধি করি'। চলিলা শয়ন-গৃহে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ৯২
যোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর। নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর ॥ ৯৩
আই জানে'—আজি প্রভু করিব গমন। আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ ॥৯৪
'দণ্ড চারি রাত্রি আছে' ঠাকুর জানিয়া। উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া ॥ ৯৫
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি'। গদাধর বোলেন, "চলিমু সঙ্গে আমি ॥" ৯৬
প্রভু বোলে, "আমার নাহিক কা'রো সঙ্গ। এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব রঙ্গ ॥" ৯৭

---

১ (৮ম) গৃহে [জ]; ২ (১ম) ভজ [ছ], (৩য়) গাহ [গ, চ, ঞ], (৫ম) লহ [খ, গ], ভজ [চ, ঞ], বল [ছ], (১৩শ) করিহ [ক], বলিহ [খ, গ, চ], দেখিহ [ক্বচিৎ পাঠ]; ৩ (১০ম) বলিবা [গ]; ৪ (১০ম, ১১শ) বল রাত্রিদিনে [ঘ, ছ, জ]; ৫ (৩য়) প্রভু [ক, ঙ, চ, জ, ঝ]; ৬ (৮ম—১০ম) কাহো না চিনিল [খ]; ৭ (৫ম) চাঁদের [ক], (৬ষ্ঠ) বা কি শোভা [ঘ, ছ, জ], (৬ষ্ঠ)-সেহো [ক], (৭ম, ৮ম) কহিল নাহি [ঘ, ছ, জ], (৭ম—৯ম) করয়ে গলায় [খ]; ৯ (১ম—৫ম) হেনই সময়ে আইলা পণ্ডিত [গ], (৭ম—১০ম) লাউ ভেট লঞা আইলা প্রভুর [গ]; ১০ (৫ম, ৬ষ্ঠ) শ্রীগৌরসুন্দরে [ঞ], (১১শ) সদায় [ক. খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ], তাহারে [ঞ]; ১১ (৪র্থ) আজি [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৪ (৫ম) পুণ্যবান্ [খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ]; ২১ (৪র্থ) প্রভু পুত্র [ক্বচিৎ পাঠ], (১০ম, ১১শ) করয়ে ক্রন্দন [ঘ, ছ, জ, ঞ]; ২৪ (৫ম) কোন [গ], কেহো [ঙ], (১২শ) সঙ্গ [চ, ঞ]।

আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন। দুয়ারে বসিয়া রহিলেন ততক্ষণ ॥ ৯৮
জননীরে দেখি' প্রভু ধরি' তান কর। বসিয়া কহেন তাঁ'রে প্রবোধ-উত্তর ॥ ৯৯
"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন। পঢ়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ ॥ ১০০
আপনার তিলার্ধেকো না ভাবিলা দুঃখ। আ-জন্ম আমার তুমি বাঢ়াইলা সুখ ॥১০১
দণ্ডে-দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে। আমি কোটি-কল্পে তাহা নারি শুধিবারে ॥১০২
তোমার সাদ্গুণ্য সে তাহার প্রতিকার। আমি পুন জন্ম-জন্ম ঋণী সে তোমার ॥১০৩
শুন মাতা! ঈশ্বরের অধীন সংসার। স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥ ১০৪
সংযোগ বিয়োগ যত করে' সেই নাথ। তাঁ'র ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কা'ত ?১০৫
দশদিনান্তরে কিবা এখনেই আমি। চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥ ১০৬
ব্যবহার, পরমার্থ—যতেক তোমার। সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার ॥"১০৭
বুকে হাথ দিয়া প্রভু বোলে বারবার। "তোমার সকল ভার আমার আমার ॥"১০৮
যত কিছু বোলে প্রভু, সব শচী শুনে। উত্তর না স্ফুরে, কান্দে অঝোর-নয়ানে ॥১০৯
পৃথিবী-স্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা। কে বুঝিব কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা-কথা ? ১১০
জননীর পদধূলী লঞা প্রভু শিরে। প্রদক্ষিণ করি' তানে চলিলা সত্বরে ॥ ১১১
চলিলেন বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহ হৈতে। সন্ন্যাস করিয়া সর্ব-জীব উদ্ধারিতে ॥ ১১২
শুন শুন আরে ভাই! প্রভুর সন্ন্যাস। যে-কথা শুনিলে কর্মবন্ধ যায় নাশ ॥ ১১৩
প্রভু চলিলেই মাত্র শচী জগন্মাতা। জড়-প্রায় হইলেন, না স্ফুরয়ে কথা ॥ ১১৪
ভক্তগণ না জানেন এ-সব বৃত্তান্ত। উষঃকালে স্নান করি' যতেক মহান্ত ॥ ১১৫
প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু-ঘরে। আসিয়া দেখেন আই বাহির-দুয়ারে ॥ ১১৬
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার। "আই! কেনে রহিয়াছে বাহির-দুয়ার ?" ১১৭
জড়প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তর। নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর ॥ ১১৮
ক্ষণেকে বলিলা আই, "শুন বাপ্-সব! বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব ॥ ১১৯
এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহান। তোমা'-সভাকার হয়—শাস্ত্র পরমাণ ॥ ১২০
এতেকে তোমরা-সভে আপনে মিলিয়া। যেন ইচ্ছা তেন কর', মো যাঙ চলিয়া ॥"১২১

---

১ (৪র্থ) পুত্রের [ছ], (৭ম) আসিয়া [ঘ, চ, ছ, জ, ঞ]; ২ (৫ম) দুই [ছ], (৯ম) প্রভু [ঞ]; ৪(৪র্থ) করিলা [চ, ঞ], (৪র্থ, ৫ম) লইলা সুখ [ঘ, চ, ছ জ ঝ, ঞ], (১০ম) ভোগ [ঘ, ছ, জ, ঝ]; ৫ (১ম—৪র্থ) -দণ্ডে যত স্নেহ তুমি [ছ], (৩য়) তুমি [চ, ঝ, ঞ]; ৭ (১০ম) আমার [ক্বচিৎ পাঠ]; ৮ (৩য়) সব [ছ]; ১১—এই পংক্তির স্থলে 'ছ' পুঁথিতে পাঠ—"তোমার সকল ভার আমার আমার। এত বলি জননীরে বন্দে বারে বার ॥"; ১২ (১০ম) করে [খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঞ]; ১৩ (৩য়) আই [ক, গ], (৬ষ্ঠ) বুঝয়ে [ক, গ, চ, ঝ], (৭ম,৮ম) অচিন্ত্য কৃষ্ণের [ছ], (৯ম) সব [খ, ঘ, চ. জ]; ১৪(৮ম) প্রভু [ঘ, ঙ, চ, ছ, জ]; ১৬(৯ম,১০ম) সর্ববন্ধ হয় [খ,ঙ,ঞ] যায় সর্ববন্ধ [জ]; ১৭ (২য়) যাইলেন [ক], (৬ষ্ঠ) জড় [ক,খ,ঘ,চ,ছ,জ,ঝ,ঞ], (৮ম,৯ম) কিছু নাহি স্ফুরে [ক,খ,গ,ঘ, ছ, ঝ, ঞ]; ১৮ (৭ম,৮ম) স্নানে চলে [ঘ, ঙ, ছ, জ]; ২১ (৭ম,৮ম) নয়নেতে নীর [জ]; ২৩ (৭ম) তোমরা সভের [ঘ,ঙ,ছ জ,ঝ], (১০ম) বিধান [খ]; ২৪শ পংক্তির পর অধিক পাঠ "পঠমঞ্জরী রাগ" [ক,গ,ঙ,চ], রামকিরি রাগ [ঘ,জ]।

শুনি' মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন। ভুমিতে পড়িলা সভে হঞা অচেতন ॥ ১২২
কী যে হইল বৈষ্ণবগণের বিষাদ! কান্দিতে লাগিলা সভে করি' আর্তনাদ ॥ ১২৩
অন্যোঽন্যে সভেই সভার ধরি' গলা। বিবিধ বিলাপ সভে করিতে লাগিলা ॥ ১২৪
"কি দারুণ নিশি পোহাইল, গোপীনাথ!" বলিয়া কান্দেন সভে শিরে দিয়া হাথ ॥১২৫
"না দেখি' সে চন্দ্রমুখ বঞ্চিব কেমনে? কিবা কার্য এই আর পাপিষ্ঠ-জীবনে? ১২৬
আচম্বিতে কেন হেন হৈল বজ্রপাত।" গড়াগড়ি যায় কেহো করে' আত্মঘাত ॥ ১২৭
সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন। হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন ॥ ১২৮
যে-ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে। সেই আসি' ডুবে মহা-বিরহ-সাগরে ॥ ১২৯
কান্দে সব ভক্তগণ ভুমিতে পড়িয়া। সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥ ১৩০
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৩১

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীশচীদেব্যা ভক্তানাঞ্চ প্রবোধং শ্রীধরস্যালাবু
ভোজনং তথা সন্ন্যাসার্থ-গৃহত্যাগ বর্ণনং
নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

---

১ (৭ম-১০ম) পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন [গ]; ২ (১ম—৪র্থ) কি হৈল কি হৈল ভক্তগণের [খ, ঘ, ঙ, ছ]; ৪ (১ম, ২য়) নিদারুণ [ক, জ], (৭ম—১১শ) ক্রন্দন করে, করে আত্মঘাত [গ]; ৫ (৯ম) এ না [ঘ, ঙ, জ, ঝ], রাখি [ছ], এবা [ঞ], (৯ম, ১০ম) আর হেন [চ]; ৬ (৫ম) বজ্রপাতে [ক], (৬ষ্ঠ—১০ম) "আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে সভার মাথাতে॥" [ক], (৯ম, ১০ম) করি' আর্তনাদ [ক্বচিৎ পাঠ]; ৭ (৮ম) অঙ্গন [ঞ]; ১০ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-, (২য়, ৩য়) জান [খ, ঘ, জ]।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
অনাথের নাথ প্রভু গেলেন ছাড়িয়া। আমা সভা'রে বিরহ-সমুদ্রে ফেলিয়া॥ ২
কথোক্ষণে ভক্তগণ হইঞা কিছু শান্ত। শচীদেবী বেঢ়ি সব বসিলা মহান্ত॥ ৩
কথোক্ষণে সর্ব-নবদ্বীপে হৈল ধ্বনি। "সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলা দ্বিজমণি॥" ৪
শুনি' সর্ব-লোকের লাগিল চমৎকার। ধাইয়া আইল সর্বলোক নদীয়ার॥ ৫
আসি' সর্বলোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে।—শূন্য-বাড়ী,—সভে লাগিয়াছেন কান্দিতে॥৬
তখনে সে 'হায় হায়' করে' সর্বলোক। পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক॥ ৭
"পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিলুঁ হেন জন।" অনুতাপ করি' সভে করেন ক্রন্দন॥ ৮
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ। "আর না দেখিমু তাঁ'র সে চাঁদ-বদন॥" ৯
কেহো বোলে, "চল ঘর-দ্বারে অগ্নি দিঞা। কাণে পরি' কুণ্ডল চলিমু যোগী হইঞা॥ ১০

১ম পংক্তি 'জ'-পুঁথিতে দৃষ্ট হয়; ৩য় পংক্তির পূর্বে 'চ'-পুঁথিতে অধিক ও মুদ্রিত 'ঝ'-পুস্তকের পাদটীকার পাঠ, যথা—

দীর্ঘত্রিপদি-ছন্দ

কান্দে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন, 'হরি হরি' বোলে উচ্চস্বরে।
'কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন, প্রভু ছাড়ি' গেলা সভাকারে॥'
মাথাতে দিয়া হাথ, শিরে মারে নির্ঘাত, 'হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর'।
সন্ন্যাস করিতে গেলা আমা'সভা' না বলিলা, কান্দে ভক্ত ধূলায়ে ধূসর॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি', কান্দে মুকুন্দ মুরারি, শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তা'রা কান্দে অবিরত আচার্য কান্দে আর হরিদাস॥
শুনি' সে ক্রন্দন-রব, নদীয়ার লোক-সব, দেখিবারে আইসয়ে ধাঞা॥
না দেখিয়া প্রভু-মুখ, সভে পাইল মহাশোক, কান্দে সভে মাথে হাথ দিঞা॥
নগরিয়া যত ভক্ত, তা'রা কান্দে অবিরত,—বাল বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কান্দে সব স্ত্রী-পুরুষে, পাষণ্ডিরা সব হাসে,—'নিমাইরে না দেখিমু আর'॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-, প্রভুর সে পদদ্বন্দ্ব, পরলোক তরিতে * সেও।
শ্রীবৃন্দাবনদাস, পদ করে' অভিলাষ, মায়াবন্ধ ছাড়াইতে+হও॥
(শেষের পংক্তি-দুইটি 'ঝ'-পুস্তকের পাদটীকায় নাই)
* প্রাণধন হউ মোর, + ভৃত্যবৎসল মোরে [ক্বচিৎ পাঠ]।

৪ (১ম) চলি [ক]; ৫ (২য়) -গণের [ক], -লোকেতে [ঘ, ছ, জ]; ৬ (১ম, ৮ম) দেখি সভে লাগিলা [ক, ঘ, ঙ, ছ, জ]; ৮ (৮ম) ভাবি [গ, ছ, ঝ, ঞ]; ৯ (৮ম) বাপ্ [ক, গ, ঙ, চ, ঝ, ঞ], রূপ [গ], কেহ [ঘ, ছ]; ১০ (৭ম—১২শ) "কাণেতে কুণ্ডল পরি যোগী হই গিয়া॥" [ক]।

হেন-প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন। আর কেনে আছে আমা'-সভার জীবন ?" ১১
কিবা স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার। সভেই বিষাদ বই না ভাবয়ে আর ॥ ১২
প্রভু সে জানেন—যা'রে তারিব যেমতে। সর্বজীব উদ্ধার পাইব যেনমতে ॥ ১৩
নিন্দা-দ্বেষ যা'র যা'র মনেতে আছিল। প্রভুর বিরহে সর্বজীবের খণ্ডিল ॥ ১৪
সর্বজীবনাথ গৌরচন্দ্র জয় জয়। ভাল রঙ্গে সভা' উদ্ধারিলা দয়াময় ॥ ১৫
শুন শুন আরে ভাই! প্রভুর সন্ন্যাস। যে-কথা শুনিলে কর্মবন্ধ যায় নাশ ॥ ১৬
গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর। সেই দিন আইলেন কণ্টক-নগর ॥ ১৭
যাঁ'রে যাঁ'রে আজ্ঞা প্রভু পূর্বে করিছিলা। তাঁহারাও অল্পে-অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥ ১৮
শ্রীঅবধূতচন্দ্র, গদাধর, মুকুন্দ। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য, আর ব্রহ্মানন্দ ॥ ১৯
আইলেন প্রভু যথা কেশবভারতী। মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি ॥ ২০
অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান্। উঠিলেন কেশবভারতী পুণ্যবান্ ॥ ২১
দণ্ডবত-প্রণাম করিয়া প্রভু তানে। করজোড় করি' স্তুতি করেন আপনে ॥ ২২
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়! পতিতপাবন তুমি মহা-কৃপাময় ॥ ২৩
তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণপ্রাণনাথে। নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাতে ॥ ২৪
কৃষ্ণদাস্য বিনা যেন মোর নহে আন। হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ' দান ॥" ২৫
প্রেমজলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে। হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে ॥ ২৬
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি প্রিয়গণ। নিজাবেশে মত্ত নাচে শচীর নন্দন ॥ ২৭
অর্বুদ অর্বুদ লোক শুনি' সেইক্ষণে। আসিয়া মিলিলা—নাহি জানি কোথা হনে ॥২৮
দেখিয়া প্রভুর রূপ মদন-সুন্দর। একদৃষ্ট্যে পান সভে করে' নিরন্তর ॥ ২৯
অপূর্ব অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে। তাহা কি কহিলে হয় অনন্ত-বদনে? ৩০
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল। তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল ॥ ৩১
সর্বলোক তিতিল প্রভুর প্রেমজলে। স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ 'হরি হরি' বোলে ॥ ৩২
ক্ষণে কম্প, ক্ষণে স্বেদ, ক্ষণে মূর্ছা হয়। আছাড় দেখিতে সর্বলোকে পায় ভয় ॥৩৩
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নিজ-দাস্যভাবে। দন্তে তৃণ করি' সভা'স্থানে ভক্তি মাগে' ॥৩৪
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্বলোক। সন্ন্যাস শুনিয়া সভে ভাবে মহাশোক ॥ ৩৫

---

৩ (১ম) হইল [গ, চ], পাইল [ঘ, ঙ, ছ, জ]; ৪ (২য়—৪র্থ) যাহার মনেতে যে [গ, ঝ, ঞ], যাহার শরীরে যে [চ], (৭ম) বিষয়ে [চ, ঝ, ঞ], (৭ম—৯ম) বিরহ-সর্প পাষণ্ডে দংশিল [খ]; ৫ (৯ম) মহাশয় [ক], কৃপাময় [গ]; ১২ (৫ম, ৬ষ্ঠ) করজোড়ে প্রভু [ঘ, ঙ, ছ, জ]; ১৪ (৫ম) -হেন নাথ [ক, গ, ঘ, চ, জ], (৬ষ্ঠ) নিরন্তর [জ]; ১৬ (২য়, ৪র্থ) ভাসে প্রভু কহিতে [ক], (৮ম) প্রভু [ছ], (১০ম) কান্দিতে [খ, গ]; ১৭ (৪র্থ) ভক্তগণ [ক, খ, চ, ঝ], (৮ম, ৯ম) শ্রীশচী-নন্দন [খ, ঙ, ঝ, ঞ]; ১৮ (৮ম—১১শ) যত নাহিক গণনে [ক]; ১৯ (৪র্থ) পরম- [খ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঞ], (৬ষ্ঠ) চাহে [চ], চায় [ঞ]; (৮ম, ৯ম) করেন নির্ভর [ক, খ, গ, ঝ], প্রভু কলেবর [চ]; ২০ (৪র্থ, ৫ম) বহে শ্রীনয়নে [ছ], (৫ম) নয়ানে [গ, চ জ]; (৬ষ্ঠ—৯ম) এ কথা কহিতে নারে [চ], (৮ম) কহিল [গ, ঘ, ঝ]; ২৪ (২য়) শুদ্ধ- [চ], প্রেম- [ছ]।

"কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী ? আজি তা'র পোহাইল কি কাল-রজনী ? ৩৬
কোন্ পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি ? কোন্ নিদারুণ দোষে হরিলেক বিধি ? ৩৭
আমা'-সভাকার প্রাণ বিদরে' দেখিতে। ভার্যা বা জননী প্রাণ ধরিব কেমতে ?"৩৮
এইমত নারীগণ দুঃখ ভাবি কান্দে। পড়িলেন সর্বজীব চৈতন্যের ফান্দে ॥ ৩৯
ক্ষণেকে সম্বরি' নৃত্য বৈসে বিশ্বম্ভর। বসিলেন চতুর্দিগে সব অনুচর ॥ ৪০
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশবভারতী। আনন্দ-সাগরে পূর্ণ হঞা করে স্তুতি ॥ ৪১
"যে-ভক্তি তোমার আমি দেখিলুঁ নয়ানে। এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে ॥৪২
তুমি সে জগতগুরু জানিলুঁ নিশ্চয়। তোমার গুরুর যোগ্য কেহো কভু নয় ॥ ৪৩
তভু তুমি লোকশিক্ষা-নিমিত্ত-কারণে। করিবা আমারে গুরু—হেন লয় মনে ॥"৪৪
প্রভু বোলে, "মায়া মোরে না কর' প্রকাশ। হেন দীক্ষা দেহ'—যেন হঙ কৃষ্ণদাস ॥"৪৫
এইমত কৃষ্ণকথা-আনন্দ-প্রসঙ্গে। বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সভা'সঙ্গে ॥ ৪৬
পোহাইল নিশি, সর্বভুবনের পতি। আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি ॥ ৪৭
"বিধিযোগ্য যত কর্ম, সব কর' তুমি। তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি ॥" ৪৮
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর-আচার্য। করিতে লাগিলা সর্ব বিধিযোগ্য কার্য ॥ ৪৯
নানা-গ্রাম হইতে সে নানা-উপায়ন। আসিতে লাগিল অতি অকথ্য-কথন ॥ ৫০
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, তাম্বুল, চন্দন। পুষ্প, যজ্ঞসূত্র, বস্ত্র আনে' সর্বজন ॥ ৫১
নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য লাগিল আসিতে। হেন নাহি জানি—কে আনয়ে কোন্ ভিতে ॥৫২
পরম-আনন্দে সভে করে' হরিধ্বনি। নিরবধি লোক-মুখে অন্য নাহি শুনি ॥ ৫৩
তবে মহাপ্রভু সর্বজগতের প্রাণ। বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্ধান ॥ ৫৪
নাপিত বসিলা আসি' সম্মুখে যখনে। ক্রন্দনের কলবর উঠিল তখনে ॥ ৫৫
ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর চিকুরে। হাথ নাহি দেয় সে ক্রন্দনমাত্র করে' ॥ ৫৬
নিত্যানন্দ-আদি করি' যত প্রিয়গণ। ভূমিতে পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন ॥ ৫৭
ভক্তের কি দায়, যত ব্যবহারি-লোক। তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি' শোক ॥৫৮
কেহো বোলে, "কোন্ বিধি সৃজিল সন্ন্যাস ?" এত বলি' নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস ॥৫৯
অগোচরে থাকি' সব কান্দে দেবগণ। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন ॥ ৬০

---

২ (৭ম) বা দারুণ [খ, গ, ঙ, ছ, জ, ঝ, ঞ], (৮ম—১০ম) দৈবদোষে তারে [চ]; ৩(৪র্থ) শুনিতে [ক,গ] (৯ম) রাখিব [ক, ঞ]; ৪ (৬ষ্ঠ, ৭ম) পড়ি কান্দে সর্বজীব [খ], সর্বজন পড়িলেন [ঘ, ঙ, ছ, জ]; ৫ (৭ম, ৮ম) সর্বদিগে বেড়ি অনুচর [ক], (৮ম) সর্ব সহচর [ছ]; ৬ (৩য়) অঙ্গ [জ], নৃত্য [ক্বচিৎ পাঠ], (৬ষ্ঠ) মগ্ন [খ]; ৭ (৭ম) ভক্তি [ক্বচিৎ পাঠ]; ৯ (১ম) তবে [ক, খ, গ, ঙ, চ]; ১০ (৯ম) শিক্ষা [গ, ছ]; ১৬ (৪র্থ) মুদ্গ [ক, খ, গ, ঙ, জ, ঝ], চিনি [ঞ]; ১৮ (৫ম, ৬ষ্ঠ) ত্রিবিধ লোকের মুখে [ক, খ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ]; ২১ (৩য়, ৪র্থ) সে সুন্দর [ক, ঝ], (৯ম, ১০ম) নাড়য়ে [ছ], (১০ম) নাপিত [ক, গ, ঙ, চ, ঝ]; ২২ (৪র্থ) আপ্তগণ [গ];

হেন সে কারুণ্য-রস গৌরচন্দ্র করে'। শুষ্ক-কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে ॥ ৬১
এ-সকল লীলা—জীব-উদ্ধার-কারণ। এই তা'র সাক্ষী—দেখ, কান্দে সর্বজন ॥ ৬২
প্রেমরসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র। স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প ॥ ৬৩
'বোল বোল' বলি' প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর। গায়েন মুকুন্দ, প্রভু নাচে মনোহর ॥ ৬৪
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে'। প্রেমরসে মহাকম্প, বহে অশ্রুধারে ॥ ৬৫
'বোল বোল' বলি' প্রভু করয়ে হুঙ্কার। ক্ষৌরকর্ম নাপিত না পারে' করিবার ॥ ৬৬
কথং কথমপি সর্ব দিন-অবশেষে। ক্ষৌরকর্ম নির্বাহ হইল প্রেমরসে ॥ ৬৭
তবে সর্বলোকনাথ করি' গঙ্গাস্নান। আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান ॥ ৬৮
'সর্ব শিক্ষাগুরু গৌরচন্দ্র' বেদে বোলে। কেশবভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে ॥ ৬৯
প্রভু বোলে, "স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন। কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন ॥ ৭০
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয়, নহে ?" এত বলি' প্রভু তাঁ'র কর্ণে মন্ত্র কহে ॥ ৭১
ছলে প্রভু কৃপা করি' তাঁ'রে শিষ্য কৈলা। ভারতীর চিত্তে মহা-বিস্ময় জন্মিলা ॥ ৭২
ভারতী বোলেন, "এই মহামন্ত্রবর। কৃষ্ণের প্রসাদে কী তোমার অগোচর ?" ৭৩
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশবভারতী। সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি ॥ ৭৪
চতুর্দিগে হরিনাম-সুমঙ্গল-ধ্বনি। সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি ॥ ৭৫
পরিলেন অরুণ-বসন মনোহর। তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর ॥ ৭৬
সর্ব-অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত। মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত ॥ ৭৭
দণ্ড-কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল। নিরবধি নিজ-প্রেমে আনন্দে বিহ্বল ॥ ৭৮
কোটি-কোটি চন্দ্র জিনি' শোভে শ্রীবদন। প্রেম-ধারে পূর্ণ দুই কমল-লোচন ॥ ৭৯
সন্ন্যাসি-রূপের যেই হৈল পরকাশ। পূর্ণ করি' তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস ॥ ৮০
সহস্রনামেতে যে কহিলা বেদব্যাস। 'কোনো অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস ॥' ৮১
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ। এ-মর্ম জানয়ে সর্ব-বৈষ্ণব-সমাজ ॥ ৮২
তথা হি মহাভারতে (দানধর্মে), সহস্রনামস্তোত্রে চ (৬৩)—
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥৮৩
তবে নাম থুইবারে কেশবভারতী। মনে-মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি ॥ ৮৪
"চতুর্দশ-ভুবনেত এমত বৈষ্ণব। আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব ॥ ৮৫
এতেকে কোথাও যে না থাকে হেন নাম। থুইলে সে ইহান, আমার পূর্ণ কাম ॥ ৮৬

---

১ (৩য়) -সব [ক, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঞ], -লীলা [চ]; ৪ (১১শ) নিরন্তর [ঞ]; ৬ (৩য়, ৪র্থ) মহাপ্রভু [গ], (৯ম—১১শ) করিতে নারে আর [ঙ, চ]; ৯ (১ম) সর্বদীক্ষাগুরু [গ], (৩য়) লোকে [ক্বচিৎ পাঠ]; ১৫ (২য়) হরিধ্বনি [চ], (৪র্থ) শুনি [ক, গ, ঙ, চ, ঝ]; ১৭(৪র্থ) চর্চিত [জ], ১৯ (১ম—৪র্থ) -চন্দ্র জিনিয়া শোভয়ে [ঘ, ঙ, ছ], (৯ম) -নয়ন [খ, গ, ঙ, চ]; ২০ (১ম, ২য়) সংকীর্তন-রূপের [জ]; ২২ (৭ম) না জানে [গ, ছ]।

মূলে ভারতীর শিষ্য 'ভারতী' সে হয়ে। ইহানে ত তাহা থুইবারে যোগ্য নহে ॥"৮৭
ভাগ্যবান্ ন্যাসিবর এতেক চিন্তিতে। শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে ॥ ৮৮
পাইয়া উচিত নাম কেশবভারতী। প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বোলে শুদ্ধ-মতি ॥ ৮৯
"জগতেরে তুমি যত 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া। করাইলা চৈতন্য কীর্তন প্রকাশিয়া ॥ ৯০
এতেকে তোমার নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। সর্বলোক তোমা' হৈতে যা'তে হৈল ধন্য ॥"৯১
এই যদি ন্যাসিবর বলিলা বচন। হরিধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন ॥ ৯২
চতুর্দিগে মহা-হরিধ্বনি-কোলাহল। করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব-সকল ॥ ৯৩
কেশব-ভারতীরে সভে করেন প্রণাম। প্রভুও হইলা তুষ্ট লভি' নিজ-নাম ॥ ৯৪
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম হইল প্রকাশ। দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সর্বদাস ॥ ৯৫
হেনমতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ধন্য। প্রকাশিলা আত্মনাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ॥ ৯৬
এ-সকল কথার অবধি নাহি হয়। 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয় ॥ ৯৭
সর্বকাল চৈতন্য এ-সব লীলা করে'। কৃপায় যখন যাহা দেখায়েন যা'রে ॥ ৯৮
আর যত লীলারস হৈল সেই স্থানে। নিত্যানন্দস্বরূপ সে-সব তত্ত্ব জানে' ॥ ৯৯
তাহান আজ্ঞায় আমি কৃপা-অনুরূপে। কিছু মাত্র সূত্র আমি লিখিলুঁ পুস্তকে ॥১০০
সর্ব-বৈষ্ণবের পা'য় মোর নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ১০১
শেষে ইহা পুনঃপুন মুনি বেদব্যাসে। বর্ণিবেন নানা-মতে অশেষ-বিশেষে ॥ ১০২
এইমত মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস। যে-কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস ॥ ১০৩
মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস-গ্রহণ। ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১০৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ—দুই প্রভু। এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরি কভু ॥ ১০৫
হেন দিন হইব কি ?—চৈতন্য-নিত্যানন্দ। দেখিমু, বেষ্টিত চতুর্দিগে ভক্তবৃন্দ ?১০৬
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ ১০৭
মুখেহ যে-জন বোলে, 'নিত্যানন্দদাস'। সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ ॥১০৮
'চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায়! প্রভু! ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়' আমায় ॥' ১০৯
জগতেরে প্রেম-দাতা হেন নিত্যানন্দ। তান হঞা যেন ভজি প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ ১১০

---

৪ (১ম—৪র্থ) ত্রিজগতে তুমিত শ্রীকৃষ্ণ [কচিৎ পাঠ]; ৬ (৬ষ্ঠ)জয় জয় [খ, গ, ঙ], (৮ম, ৯ম) হৈল ততক্ষণ [ঙ, জ]; ৮ (১ম—৪র্থ) "কেশবভারতীরে করে সভে মান।" [ক], "কেশবভারতী-প্রতি সভে করে দান।" [গ], (৯ম) আত্মনাম [ঘ. ছ]; ১০ (৩য়, ৪র্থ) আশ্রম করি [খ, ঙ, চ], এই পংক্তির পর 'খ' পুঁথিতে অধিক পাঠ—"এই-মত মধ্যখণ্ডে প্রভুর প্রকাশ। এ-কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস ॥"; ১৪ (৪র্থ) -অনুসারে [ক, চ]; ১৬ (১ম) বেদে [খ, গ, চ, ছ, ঞ], দৈবে [ঘ, ঙ, জ, ঝ], (৩য়) কোটি কোটি [ঘ, ঙ, চ, জ, ঝ]; ১৭ (৭ম) হই [ঙ], (৭ম—৯ম) ঘুচে কর্মবন্ধ-পাশ [খ, গ]; ১৮ (৩য়) -করণ [ঞ]; ১৯ (১ম) শ্রীচৈতন্য [ছ, ঞ], (৩য়, ৪র্থ) মহাপ্রভু [খ, ঙ, জ] -চন্দ্র মহাপ্রভু [ছ]; ২১ (৪র্থ) গৌরাঙ্গ- [চ, জ, ঞ], (৯ম, ১০ম) ধরিয়ে অন্তর [ঘ, ঙ, চ]; ২৩ (৪র্থ, ৫ম) প্রভু ভৃত্য-সঙ্গ [খ, গ. চ, ছ]; ২৪ (১ম—৩য়) জগতেরে দান দেহ প্রভু [ক, খ, গ, চ], (৩য়) প্রভু [ঙ], (৫ম, ৬ষ্ঠ) অহর্নিশ [ক, গ, ঙ, চ]।

সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে। যে ডুবিব, সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে ॥ ১১১
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥ ১১২
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়। যত শক্তি থাকে, ততদূর উড়ি' যায় ॥ ১১৩
এইমত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই। যা'রে যত দেন শক্তি, তত সবে গাই ॥ ১১৪
শ্রী(কৃষ্ণ)চৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১১৫

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গস্য সন্ন্যাসলীলা-বর্ণনং
নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

সমাপ্তশ্চায়ং মধ্যখণ্ডঃ

১ (১০ম) -ঠাকুরে [ঘ, জ]; ২ (১০ম) নাচায় [গ, ছ]; ৩ (১ম) পক্ষ [ক, ঘ, ঙ, ঞ], (৭ম—৯ম) যত-দূর শক্তি [ক, খ, গ, ঙ, চ, ছ, জ]; ৪ (১০ম, ১১শ) অবগাই [ঙ]; ৮ (১ম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য , (২য়, ৩য়) জান [খ, গ, ঘ, ঙ চ, ছ, ঝ]। (১ম চন্দ্র গ)